সিরাজদ্দৌলা

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

ঐতিহাসিক চিত্র

সিরাজদ্দৌলা

"Whatever may have been his faults, Siraju'd-daulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiassed Englishman, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraju'd daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!"—Col. Malleson.

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

অবতরণিকা

১৩০২ সাল হইতে 'সাধনা' এবং 'ভারতী'তে সিরাজদ্দৌলাশীর্ষক যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, তারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত কলেবরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। *

নবাবী আমলের ইতিহাস সংকলন করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে; —মূল দলিল পত্র কিছুই আর এদেশে নাই, মুর্শিদাবাদের নবাব-দপ্তরেও তাহার অনুলিপি রক্ষিত হয় নাই। † ষ্টুয়ার্ট যখন ইতিহাস সংকলন করেন, তখনই সেগুলি বিলাতের হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া একরূপ অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল, না জানি এত দিনে সেগুলি আরও কত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ‡

সেকালের লেখকদিগের মধ্যে মুসলমান এবং ইংরাজদিগের গ্রন্থাদিই এখন একমাত্র অবলম্বন;—পর্ত্তুগীজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজগণ যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও এদেশে অজ্ঞাত। §

মুসলমান-ইতিহাসের মধ্যে সাইয়েদ গোলাম হোসেন "সায়রউল্‌-মুতক্ষরীণ", গোলাম হোসেন সলেমীর "রিয়াজ-উস্‌ সলাতিন", এবং সাইয়েদ আলির "তারিখ-ই-মনসুরী" নামক পারশ্যগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* প্রথম মুদ্রাঙ্কনের পর এই গ্রন্থ ক্রমশঃ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

† There is little or no record of Seeraju Dowle's time in the Mizamut office now,—Letter to the author from Babu Janaki nath Pandey, B. A. Private Secretary to H. H. the Nawab Amir-ul-Omrah of Murshidabad, dated, the *Palace*, the 23rd October 1895.

‡ The Office of Indian Records being unfortunately in damp situation the ink is daily fading and the paper mouldering into dust.—Preface to Stewart's History of Bengal 1813.

§ Memoirs of Dupleix and Moracin.

"মুতক্ষরীণ" ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হাজি. মুস্তাফা নাম-ধারী একজন ফরাসী পণ্ডিত ইহার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজি অনুবাদক; তাঁহার অনুবাদে অনেক স্বকৃত টীকাও সংযুক্ত হইয়াছে। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাইভেট সেক্রেটারি জোনাথান স্কট্ আর একখানি ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। লক্ষ্ণৌনিবাসী মুন্সী নওলকিশোরের যত্নে একখানি উর্দ্দু অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছে। উর্দ্দু অনুবাদ এবং মুস্তাফার ইংরাজী অনুবাদ মূল গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ; স্কটের অনুবাদ রীতিমত মূলানুযায়ী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মূলগ্রন্থ ও এই সকল অনুবাদ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। *

"রিয়াজ-উস্-সলাতিন" ১৭৮৭—৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অনুবাদ হয় নাই; এসিয়েটিক সোসাইটির যত্নে মূলগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে এবং একখানি বাংলা অনুবাদ প্রচার করিবার আয়োজন হইতেছে। †

"তারিখ-ই-মনসুরী" অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ; ইহাও অনুবাদিত হয় নাই। সুবিখ্যাত প্রাচ্যপণ্ডিত অধ্যাপক ব্লকম্যান ইহার সারাংশ সংকলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এসিয়েটিক সোসাইটির যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের রচনা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুই ভাগে বিভক্ত। অপ্রকাশিত হস্তলিখিত অনেক পুরাকাহিনী বিলাতের "বৃটিশ মিউজিয়মে" হেষ্টিংস-দপ্তর নামে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকাদিও এখন ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে।

* এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর মুস্তাফার অনুবাদ পুনর্মুদ্রিত হইয়া লোক-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে।

† এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর রিয়াজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

সমসাময়িক প্রকাশিত ইতিহাসগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ;—রীতিমত ইতিহাস, রাজকীয় দপ্তর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাদি। রীতিমত ইতিহাসের মধ্যে অর্ম্মি'র "ইন্দোস্থান" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;—লেখক বহুবৎসর বাঙ্গালায় এবং মান্দ্রাজে বাস করিয়া সমসাময়িক-রাজপুরুষগণের সহায়তায় এই সুবৃহৎ ইতিহাস সংকলিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ইংরাজলেখকগণ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে "ইন্দোস্থানে"র নিকট ঋণী।

রাজকীয় দপ্তরের অনেকগুলি সমসাময়িক কাগজপত্র একত্র সম্মিলিত করিয়া মহাত্মা পাদরী লং এক সংগ্রহপুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্টের কমিটির একখানি সুবৃহৎ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল ;—এই উভয় গ্রন্থই অনেক তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ ! *

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাদি যে কত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। তন্মধ্যে হলওয়েল স্ক্রাফ্‌টন্‌ এবং আইভ্‌সের লেখাই সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই সমসাময়িক দর্শক ও কোন কোন ঐতিহাসিক ব্যাপারের নায়ক।

এই সকল পুরাতন গ্রন্থাদি বহুবিধ বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ। সমস্তগুলি সংগ্রহ করিয়া, মতপার্থক্যের যথাযথ সমালোচনা করিয়া, তদনুসারে সেকালের ইতিহাস সংকলন করা কেবল যে বহুব্যয় ও বহুশ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহাই নহে,—যত্ন চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকিলেও, একেবারে ভ্রমশূন্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা নিতান্তই অনধিকারচর্চ্চা হইল।

সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে স্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কলঙ্কের ইতিহাস সর্ব্বজনপরিচিত। কলঙ্কসৃষ্টির ইতিহাস সেরূপ নহে। তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া, কর্ত্তব্যানুরোধে

---

* এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত এস. সি. হিল সঙ্কলিত সমসাময়িক অনেক কাগজপত্র Bengal in 1756-57 নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশ বিদেশের অনেক প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকের সুললিত বর্ণনার সমালোচনা করিতে হইয়াছে। সকলস্থলে "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং"—এই পুরাতন অনুশাসনবাক্য পালন করিতে পারি নাই। ইতিহাস সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ইতিহাসের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য অনেক স্থলে ব্যথিত হৃদয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত করিতে হইয়াছে।

সিরাজকলঙ্ক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রাচীন এবং আধুনিক। এই সকল কলঙ্ক আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—লিখিত এবং অলিখিত। প্রাচীন লিখিত কলঙ্কসংখ্যা অধিক নহে। আধুনিক লিখিত কলঙ্কসংখ্যা অধিক। কিন্তু অলিখিত কলঙ্কের নিকট লিখিত কলঙ্ক পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। লিখিত কলঙ্কগুলি ইতিহাসে সীমাবদ্ধ। অলিখিত কলঙ্কের আর সীমা নাই ;—তাহা এখনও থাকিয়া থাকিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। এই সকল কারণে আমরা এখনও সিরাজদ্দৌলার নামে শিহরিয়া উঠি এবং তাঁহার নামে কলঙ্ক সৃষ্টি করিবার সময়ে অথবা কলঙ্করসাস্বাদন করিবার সময়ে সত্য মিথ্যার আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি না। যে মহাত্মার পুণ্যনামে এই ক্ষুদ্র "ঐতিহাসিক চিত্র" উৎসর্গীকৃত হইল, তিনি বহুবৎসর এ দেশের বিলুপ্ত ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারকার্য্যে কায়মনে নিযুক্ত থাকিয়া, সম্প্রতি জীবন-সন্ধ্যায় জন্মভূমির গৌরবোজ্জ্বল শান্তশীতল শ্বেত-দ্বীপে বিশ্রামবৃত্তি উপভোগ করিতেছেন। তিনি এদেশে থাকিবার সময় অনেক সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ভারতবাসী দরিদ্র লেখককে সম্প্রতি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে—Shirajuddaulah was more unfortunate than wicked!" বলা বাহুল্য যে ইহাই নিরপেক্ষ ইতিহাসের সত্যানুমোদিত সরল সিদ্ধান্ত। এই ঐতিহাসিক চিত্রে সেই সরল সিদ্ধান্ত কতদূর প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার সমালোচনা করিবেন।

যাঁহাদের নিকট উপদেশ, সহানুভূতি এবং উৎসাহ লাভ করিয়া দীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে "সিরাজদ্দৌলা" সংকলিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। ভূতপূর্ব্ব সাধনা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সিরাজদ্দৌলা"কে প্রথম পাঠক-সমাজে উপনীত করেন; "ভারতী"র সম্পাদিকাদ্বয় তাহাকে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন; মীরর-সম্পাদক, বেঙ্গলী-সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক, সাহিত্য-সম্পাদক, এডুকেশন গেজেট-সম্পাদক প্রভৃতি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবকগণ ভারতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই, "সিরাজদ্দৌলা"র প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিয়া বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই ঐতিহাসিক চিত্রে যে সকল পুস্তকাদি অনুসৃত, অনুবাদিত বা সমালোচিত হইল, যথাস্থানে তাহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। যাঁহারা এই পুস্তকের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা যেন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করিলে তৎসংশোধনে সহায়তা করেন। নিবেদনমিতি।

রাজসাহী,
আশ্বিন, ১৩০৪

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

প্রকাশকের নিবেদন

'সিরাজদ্দৌলা'র পঞ্চম সংস্করণ অবলম্বনে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত কলেবরে এই নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

Calcutta Historical Society কর্ত্তৃক আহূত বিচারসভায় অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে গ্রন্থকার ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করেন, তাহা Journal of the Calcutta Historical Society. Vol. XI. Part I. Serial No. 21 পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কয়েক সংস্করণে তাহা শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি-এল কর্ত্তৃক বঙ্গ-ভাষায় অনূদিত হইয়া এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। এই সংস্করণে সমীচীনবোধে সেই অনুবাদের পরিবর্ত্তে মূল ইংরাজী প্রবন্ধটিই পরিশিষ্টরূপে গ্রন্থান্তে সংযোজিত হইল। আশা করি ইহাতে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইবে। নিবেদন ইতি।

চৈত্র, ১৩৩২ — প্রকাশক

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা

সিরাজদ্দৌলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেকালের সুখ-দুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই সুপরিচিত। তিনি অতি অল্প দিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্প দিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপতিকে নর-বলি দিয়াছিল। ঘাতকের শাণিত কুঠার যখন সেই রাজমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে, শোণিত-লোলুপ জনসাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের মত ভৈরব নৃত্যে করতালি দিয়া কিছু দিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে কুটীরে, দুর্গে দুর্গে, প্রাসাদে প্রাসাদে, কত কৃষক, কত সৈনিক, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালী যখন ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে গৃহতাড়িত করে, মীরণের নৃশংস আদেশে সিরাজ-মুণ্ড যখন দেহচ্যুত হয়, দেশের রাজা প্রজা তখন সকলে মিলিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন;—সিরাজের শোচনীয় পরিণামে তাঁহার জন্য কেহই একবিন্দু অশ্রুমোচনের অবসর পান নাই।

এ সকল এখন পুরাতন কথা। দেশের আর সে অবস্থা নাই ; লোকের আর সে তীব্র প্রতিহিংসা নাই ; সিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, বাঙ্গালী যথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চরিত্র আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা * "সমুদায় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত, হৃত-সর্ব্বস্ব কাঙ্গাল-ভূমি ! সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর সে রাজপদ মন্ত্রিপদ নাই, জমিদারদিগের সে জীবনমরণের বিচারক্ষমতা নাই ;—সে বাহুবল, সে রণকৌশল, সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এ দেশে মুসলমানের নামগন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবল হিন্দু অধিবাসীর শঙ্খঘণ্টারবে প্রতিশব্দিত হইত। কিন্তু সে বহু দিনের কথা। সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহু দিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল ; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের পরিচ্ছদ, মুসলমানের শিষ্টাচার,

* Akbar and Aurangzeb.

মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্রুতিমধুর, সুমার্জ্জিত যাবনিক ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক, যাবনিক উপাধি গৌরবের সংগে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাংগালার নবাবই বাংগালাদেশের প্রকৃত "মা বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না। বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাস-লোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাংগালা দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাংগালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাংগালাদেশই তাঁহার স্বদেশ এবং বাংগালী-জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাংগালাদেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাংগালিগণ কেহ দ্রব্যবিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চিরনির্ব্বাসিত হইত না।

সেই একদিন, আর এই একদিন। আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে, অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া সেকালের বাস্তব রাজ্যের, বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া, সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে;—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখ-দুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালাদেশে ১৩ চাকলায় এবং ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত ছিল। * পরগণাগুলি কোন না কোন জমিদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাবসরকারের রাজস্ব দিতে পারিলে, তাঁহাদের স্বাধীন-শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া কোন শুল্কদানের তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্র-মিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎশেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত-প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত হইত; পরগণাধিপতি জমিদারগণ জগৎশেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া চোগা চাপকান পরিয়া উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া মুসলমানী-প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার অবিচার ছিল না তাহা নহে; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অরাজকতায় জমিদার ও মহাজনগণ যতই উৎপীড়িত হ'ন না কেন, কৃষককুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ করিত না। কৃষকগণ যথাকালে হলচালনা করিয়া, যথাপ্রাপ্ত শস্যসঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না; কিন্তু দেশের লোকের

---

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে, গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে, গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু-তস্করেরা উপদ্রব করিলে, কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেল, গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্সী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে, গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ঋণ গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; দুই এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগও করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল; কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ-ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসায় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত এবং আপন আপন বাসস্থলীতে নিপুণ-ভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে! সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের একরকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বালকেরা অবসর সময়ে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত; কখন বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসংগত রূপে একজনের স্থানে দুই তিন জন চাপিয়া বসিত; কখন বা বর্ষার জলে নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে অসময়ে গৃহস্থের গরু বাছুর চরাইয়া, হাটবাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস পাশা খেলিয়া, দাবা ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা কোঁচা দোলাইয়া অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাবুরী-চুলে চিরুণী গুঁজিয়া, শুক সারী অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুলবুল্ হাতে লইয়া, তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া, পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া, দেশের কথা, দশের কথা, ও-পাড়ার মুখুয্যেদের বিধবা ভাদ্রবধূর কথা, কত কি আবশ্যক অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্ত্তনে অথবা পুরাণ শ্রবণে ভক্তি-গদগদ হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মী-রূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া, সন্ধ্যার

শীতল বাতাসে পুকুর ঘাট আলো করিয়া বসিতেন ; কত কথা, কত রংগরস —তাহার সংগে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব-হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠনজড়িত অস্ফুট সখি-সম্ভাষণ এবং স্থবিরার স্খলদ্-বচনে শিবমহিম্নস্তোত্রের বিকৃতি-আবৃত্তি করিয়া সান্ধ্যসম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত।

সে দিন আর নাই। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখন বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া, আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে ; যুবারা হা অন্ন ! হা অন্ন ! করিয়া চাকুরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখন বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়, দেশে দেশে ছুটাছুটি করিয়া, অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে ; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সংগে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন ; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী, সেই অর্দ্ধাংগিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামী-পুত্রের সংগে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাল্যলীলা

রোমক-সভ্যতার তিরোভাবে ইউরোপখণ্ড অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। শিল্প-বিজ্ঞানের অভাবে, শিক্ষাদীক্ষার দুর্দ্দশায়, ইউরোপীয়গণ এক প্রকার অসভ্য বর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অবসানে আবার ইউরোপের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল, শিক্ষার জ্যোতিতে আবার চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, উৎসাহ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নায় ধনরত্নের সন্ধানে লোকে দেশে দেশে ছুটিতে আরম্ভ করিল, পুরাতন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থাবলীর জরাজীর্ণ কীটদষ্ট দুই এক পাতা যে যেখানে কুড়াইয়া পাইল, তাহাই লোকে আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইল। এইরূপ কালক্রমে ভারতবর্ষের নাম ইউরোপে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেকালে "স্বর্ণখনি" বলিয়া ভারতবর্ষের সুখ্যাতি ছিল; অধ্যবসায়ী ইউরোপীয়গণ সেই স্বর্ণখনি হস্তগত করিবার আশায় নানা পথে সমুদ্র-যাত্রা করিলেন এবং অধ্যবসায়গুণে কালক্রমে ভারতবর্ষের সন্ধান লাভ করিলেন। দলে দলে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই স্বর্ণখনি সহসা হস্তগত করিবার সেরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া * তাহার ধনরত্ন কুক্ষিগত করিবার আশায় দেশে দেশে বাণিজ্যালয় খুলিয়া, পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া, ডাক হাঁক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য

* "The people of Hindoostan were not timid savages capable of being robbed or swind ed by whoever chose to try; they were a great and intelligent race, acquainted with commerce and a t."—Torren's Empire in Asia. p. 10.

কতকগুলি কাচের পুতুল, এদেশের লোক তাহাতে ভুলিল না। ইংরাজ-বণিক্ গ্রামে গ্রামে সেই সকল পণ্যদ্রব্য বহিয়া "বহুত আচ্ছা মাল যাতা হ্যায়" বলিয়া অনেক চীৎকার করিলেন; কৌতুক দেখিবার জন্য কেহ কেহ বোঝা নামাইতে বলিল, কিন্তু এক জনেও 'সওদা' করিল না।* সওদাগরেরা অবশেষে কুঠি খুলিয়া এদেশের কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র বিলাতে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিলেন। কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিল, দেশের লোকের সঙ্গেও একটু আধটু করিয়া আত্মীয়তার সূত্রপাত হইল।

মুসলমান নবাব বিদেশীয় বণিকের সৌভাগ্য-গর্ব্বে সেরূপ আনন্দ অনুভব করিলেন না। ইংরাজেরা কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটী নামক তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া ছোটখাট একটি দুর্গ ও বাণিজ্যালয় নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন; দিল্লীর নাম-সৰ্ব্বস্ব বাদশাহের "ফরমান" দেখাইয়া জলে স্থলে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং আরও ৩৮খানি গ্রাম ক্রয় করিবার ক্ষমতা-পত্র আনাইয়াছিলেন।† নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ জমিদারদিগকে শাসন করিয়া দিলেন; সুতরাং কেহ ইংরাজের নিকট সূচ্যগ্র ভূমিও বিক্রয় করিতে সাহস পাইলেন না;‡ অগত্যা ইংরাজবণিক্ দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিল্লীর বাদশাহের বাহুবল ক্রমেই টুটিয়া আসিতেছিল। অযোধ্যায় এবং দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য গঠিত হইতেছিল। শিবাজীর পদানুসরণ করিয়া মহারাষ্ট্র-সেনা হিন্দু-সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিতেছিল; দেখাদেখি বাঙ্গালার নবাবেরাও বাদশাহকে রাজকর প্রদানের আবশ্যকতা

* Dow's Hindoostan.

† The Emperor Ferrokhseres Phirmaund for Bengal, Bihar and Orissa. A. D. 1717.

‡ Stewart's History of Bengal.

অস্বীকার করিতেছিলেন। বাঙ্গালা দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন, কেবল কাগজপত্রে দিল্লীর অধীন বলিয়া পরিচিত হইতেছিল।

এই সময়ে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই লোকের বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রিয়লালসাই তাঁহার কাল হইল। তিনি মোহান্ধ হইয়া একদিন জগৎশেঠের পুত্রবধূকে ধরিয়া আনিলেন; দেশের লোক একেবারে শিহরিয়া উঠিল! * রাজা ও জমিদারবর্গ সকলে মিলিয়া সফররাজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

সেকালের জমিদারদিগের ক্ষমতা ছিল, পদগৌরব ছিল, দিল্লীর দরবারে পরিচয় ছিল। তাঁহারা দশজনে মিলিয়া বাদশাহকে ধরিয়া বসিলে ইচ্ছামত লোককে নবাব করিতে পারিতেন। সরফরাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া সকলে মিলিয়া সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন; কিছু দিনের মধ্যেই বাদশাহের অনুমতি আসিল।

সফররাজের পিতা সুজা খাঁর নবাবী আমলে হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দ্দী খাঁ নামে দুইজন সুশিক্ষিত প্রতিভাসম্পন্ন মুসলমানের বড়ই প্রাধান্য হইয়াছিল। তাঁহারা দুই সহোদর সুজা খাঁর দক্ষিণ বাহু হইয়া প্রথমে মুর্শিদাবাদের মন্ত্রভবনে পরে উড়িষ্যা ও পাটনার রাজধানীতে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন; লোকে তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। সরফরাজ সেই গুপ্ত-মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া পাটনা অভিমুখে চলিলেন,

* Orme's Indoostan vol. II. 30 Hunter's Statistical Accounts of Bengal—Moorshidabad. শেঠবংশে ইহার অন্যরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁহারা সরফরাজ খাঁর অধঃপতনের অন্য কারণ দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি যে শেঠবংশের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আলিবর্দ্দীও বাদশাহের ফরমান পাইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গিরিয়ার প্রান্তরে উভয় নবাবের যুদ্ধ হইল। সরফরাজ নিহত হইলেন, আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলীবর্দ্দী হিন্দু-মুসলমানের প্রিয়পাত্র, শুদ্ধ, শান্ত, উৎসাহশীল, ন্যায়-পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু নরপতি বলিয়া পরিচিত। তিনি হিন্দুদিগকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। লোকে বলে, তিনি যখন পাটনার নবাব, তখন একজন হিন্দু সাধুপুরুষ নাকি তাঁহার সিংহাসন-লাভের কথা গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। মূল কাহিনী যাহাই হউক, আলিবর্দ্দী যে বাপুদেব শাস্ত্রী ও তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারকে সবিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এরূপ জনরব এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।*

আলিবর্দ্দীর তিনটি মাত্র কন্যা, একটিও পুত্রসন্তান নাই।† তিনি

* মহারাজা নন্দকুমার—শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

† ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালাদেশে এই অল্প দিনের মধ্যেই নবাব আলিবর্দ্দীর কয়টি কন্যা—তাহা লইয়া বিবাদের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লিখিবার জন্য বিবরণ সংগ্রহ করিবার সময়ে বহরমপুর কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা জানিয়েছেন, তাহাতে তাঁহার ধারণা এই যে, ঘসেটি ও আমিনাবেগম নামে আলিবর্দ্দীর দুইটি মাত্র কন্যা ছিল। ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি বলেন "না, নবাব আলিবর্দ্দীর মোটে এক কন্যা।" মুতক্ষরীণ লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন আলিবর্দ্দীর আত্মীয় এবং সমসাময়িক; তিনি তিন কন্যার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন এবং তদনুসারে ইতিহাস-লেখক মিল সাহেবও তিনি কন্যার উল্লেখ করিয়া টীকায় লিখিয়াছেন:—Orme, ii. 34, says that Aliverdi had only one daughter, the author of the Seer Mutakherin, who was his near relation, says he had three, i, 304—Mill's History of British India, vol. III. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি যে, "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আলিবর্দ্দীর তিন কন্যা থাকা স্বীকার করিয়াছেন।

নিজ ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদের তিন পুত্র নোয়াজেস্ মোহম্মদ, সাইয়েদ আহ্‌মদ এবং জয়েনউদ্দীনের সঙ্গে আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং সিংহাসন লাভ করিলে, যথাকালে তিন জামাতাকে তিন প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে জয়েনউদ্দীন পাটনায়, সাইয়েদ আহ্‌মদ পূর্ণিমায় এবং নোয়াজেস্ মোহম্মদ ঢাকায় থাকিয়া নবাবী করিতেন।

আলিবর্দ্দী যে সময়ে পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন, সেই শুভ সময়ে তাঁহার কন্যা আমিনাবেগমের গর্ভে মিরজা মোহম্মদ নামে তাঁহার এক দৌহিত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী সেই শুভদিনের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে নবজাত শিশুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ যে বালক, কাল সে যুবা হয়; আজ সূতিকা-গৃহের ধাত্রীক্রোড়ে যাহার একমাত্র ক্রীড়াভূমি, কালে সমগ্র পৃথিবীও তাঁহার জন্য যথেষ্ট বিহারক্ষেত্র দেখাইয়া দিতে পারে না। আজ যে আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলী পোষ্যপুত্র, সময়ে সেই বালকেই যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলা-নামে জগতের নিকট চিরপরিচিত হইবে, তাহা কে জানিত?

বাল্যকাল বড়ই সুখের কাল; কিন্তু বাল্যকালই আবার ভবিষ্যতের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার মূল! যে ভাবে, যাঁহার সহবাসে, যেরূপ শাসনে বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়, পরজীবনে তাহার দাগ একেবারে বিলীন হয় না। মানব-চরিত্র বুঝিতে হইলে, লোকে সেইজন্য বাল্যজীবনের আলোচনা করিয়া থাকে;—আমরাও বালক সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবনের আলোচনা করিব।

সিরাজদ্দৌলা মাতামহের স্নেহপুত্তলী; সেই মাতামহ আবার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত নবাব;—সুতরাং বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যাহা ধরিয়া বসেন, "সাগর ছেঁচিয়া সাত রাজার ধন এক

মাণিক” আনিতে হইলেও মাতামহ তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করেন। তাড়না নাই,—স্নেহ-সম্ভাষণ আছে; শাসন নাই,—আবদার পূরণটুকু পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে. ইহাতে আবদার দিনদিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আবদার পূরণ করিয়া শিশুর মুখে সাময়িক উৎফুল্লতা দেখিতে কোন্ মাতামহের না ইচ্ছা হয়? তাহাতে আবার আলিবর্দ্দীর পুত্রসন্তা ন নাই

শিশু যাহা ধরিয়া বসে, তাহা প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর অথবা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। সে কখন হাতী চায়, কখন ঘোড়া চায়, কখনও বা একেবারে চাঁদখানা হাতের মধ্যে ধরিতে চায়! গরীব লোকে আর কি করিবে? শোলার হাতী, মাটির ঘোড়া কিনিয়া দেয় এবং “আয় চাঁদ আয়” বলিয়া আকাশের চাঁদকে সাদর-সম্ভাষণে আবাহন করে। বড়লোকে সত্য সত্যই হাতী ঘোড়া কিনিয়া দেয়, চাঁদ ধরিবার জন্য লোক-লস্করের উপর হুকুমজারী করে;—শিশু ভবিষ্যতে চাঁদ হাতে পাইবার আশায় আশ্বস্ত হয়। এই সকলই অতি তুচ্ছ বিষয়; কিন্তু এই সকল তুচ্ছ বিষয় হইতেই শিশুর একটি প্রবল কুশিক্ষার আরম্ভ হয় এবং একটি প্রয়োজনীয় সুশিক্ষার অভাব জন্মে। সে প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখে না; ইচ্ছামাত্রে বাঞ্ছিত বস্তু হাতের কাছে না পাইলে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না। মাতামহের আদরে সিরাজের তরল হৃদয়ে এইরূপে অনেক কুশিক্ষার বীজ পতিত হইতে আরম্ভ করিল। বালক সিরাজদ্দৌলা প্রবৃত্তি-দমনের শিক্ষা পাইলেন না; বাল্যকাল হইতেই মনোবৃত্তির বেগ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই বালক যে একদিন বাংগালা, বিহার, উড়িষ্যার “মসনদে” উপবেশন করিবে, সে কথা লোকের কাছে বেশী দিন গোপন রহিল না। দাসদাসী এবং আত্মীয়-বন্ধুদিগের শিষ্টাচারে এবং কথোপকথনে বালক সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, তিনি একটি ক্ষুদ্র নবাব! শৈশব-জীবনেই বিলাসের বীজ

পতিত হইল; পার্শ্বচরেরা প্রাণপণ যত্নে তাহাকে অংকুরিত ও ফলফুলে সুশোভিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

রাজপ্রাসাদের আশে-পাশে যাহাদের গতিবিধি, তাহারা একেবারে স্বার্থশূন্য নহে। কেহ পরের খরচে বাবুগিরি চালাইবার আশায়, কেহ বা পরের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ডুব দিয়া জল খাইবার ভরসায়, রাজকুমারদিগের সহবাসে মিলিত হইতে আরম্ভ করে। আলিবর্দ্দীর ধর্ম্মজীবন এই শ্রেণীর লোকের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দ্দী কর্ত্তব্য-পরায়ণ; কর্ত্তব্যপালনে ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, যশোগৌরব আছে; কিন্তু নিয়ত কর্ত্তব্যপালনে আমোদ কোথায়? নবাব হইয়াও যদি একটিমাত্র মহিষী এবং রাজ্যচিন্তা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন, তবে আলিবর্দ্দী নবাব হইলেন কেন? আলিবর্দ্দীর উন্নত জীবন যাঁহাদের নিকট এই সকল কারণে নিতান্ত উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা পছন্দমত নবাব গড়িবার আশায় গায়ে পড়িয়া সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত হইতে লাগিলেন।

বুড়া বয়সের অনেক গুণ। কিন্তু একটি প্রধান দোষ এই যে, বুড়া বড় স্নেহপ্রবণ; সে স্নেহপ্রবণতা প্রায়ই অন্ধতার নামান্তর মাত্র। স্নেহপরায়ণ বুড়া স্বামী দ্বিতীয়পক্ষের তরুণী ভার্য্যার মেজাজ একেবারেই বিগড়াইয়া দেন; কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও একটু মুচকি হাসি হাসিয়া সে কথা একেবারেই উড়াইয়া দেন;—কালে সেই স্বহস্ত রোপিত বিষবৃক্ষে সুধাফল ফলে না! বুড়া মাতামহ নাতি-নাতিনীর অসংগত আবদারেও সহায়তা করিয়া তাহাদের পরকাল মাটি করেন; কেহ সে কথা তুলিলে, "আহা! উহারা সে-দিনের দুধের ছেলে, এখনই কি শাসন করিবার সময় হইয়াছে।" বলিয়া কথাটা একেবারেই পাড়িতে দেননা; বুড়া মাতামহের কাছে নাতি-নাতনীরা চিরকালই "সেদিনের দুধের ছেলে" থাকিয়া যায়, কখনই তাহাদিগকে শাসন করিবার সময়ও পস্থিত

হয় না। আলিবর্দ্দীর বুড়া বয়সের অসংগত স্নেহপ্রবণতায় সিরাজদ্দৌলার শাসনকার্য্যের সময় হইয়া উঠিল না।

বাল্য ফুরাইল, কৈশোর আসিল; কৈশোরও ফুরাইল, যৌবন আসিল; কেবল শাসনের সময় আসিল না। সিরাজ ক্রমে ক্রমে কুক্রিয়াশক্ত যুবকদলের সংগে মিলিত হইয়া তাহাদের দলপতি হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমোদশালা

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ সিরাজদ্দৌলাকে কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক বলিয়াই নিরস্ত হন নাই। তিনি যে বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশুবিশেষ, তাহাও প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কালি-কলমের অপব্যয় করিয়াছেন। সিরাজ যে সকল অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালীহৃদয় দলন করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস, তাহার স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা সেইজন্য সিরাজের নাম শুনিলে এখনও যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। সুতরাং সত্যের সঙ্গে দশটা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া লোকে ইতিহাস এবং কবিতা লিখিয়া গেলেও, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি না।

সিরাজদ্দৌলার যে বুদ্ধিবৃত্তির অভাব ছিল, তাহা সত্য নহে; বরং তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি এতই অধিক ছিল যে, বুদ্ধিমান্ ইংরাজবণিক্ও অনেক সময়ে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে বুদ্ধি কেবল দুষ্টবুদ্ধি। বনশার্দ্দুল যেমন অতি সংগোপনে, নিঃশব্দপদবিক্ষেপে শিকারের অনুগমন করিয়া সময় ও সুযোগ পাইবামাত্র একলম্ফে চকিতের মধ্যে গ্রীবা ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিয়া থাকে, সিরাজ সেইরূপ শার্দ্দুলবৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার গতিবিধি এত সরল, কথাবার্ত্তা এত বালকোচিত এবং আচার ব্যবহার এত সন্দেহশূন্য বোধ হইত যে, নবাব আলিবর্দ্দী কিছুতেই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেন না।

আলিবর্দ্দীর ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ যেন পবিত্র তপোবন হইয়া উঠিয়াছিল; মসজেদে মসজেদে যথাসময়ে নমাজ হইত,

দ্বারে দ্বারে গরীব কাঙ্গাল অন্নবস্ত্র লাভ করিত, ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে বিচারকার্য্য পরিচালিত হইত, অবসর সময়ে সুপণ্ডিত মৌলবিগণ শাস্ত্রব্যাখ্যায় চিত্তবিমোহন করিতেন ; * বারবনিতাশ্রেণী সিংহদ্বার অতিক্রম করিতে পারিত না, নৃত্যগীত রাজকার্য্যের মধ্যে কলঙ্ককালিমা ঢালিয়া দিবার অবসর পাইত না। ইহাতে বৃদ্ধের দিন কাটিতে পারে, কিন্তু যুবক সিরাজদ্দৌলার দিন কাটিল না। মাতামহের সহবাস প্রথমে একটু অসুবিধাজনক এবং পরে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। সিরাজ সেই সহবাসে অবরুদ্ধ হইয়া গৃহকোটরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন ; বুদ্ধিবলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য এক নতুন উপায় অবলম্বন করিলেন।

আলিবর্দ্দী ভাল করিয়া সিরাজ-চরিত্র বুঝিয়াছিলেন কি না জানি না ; কিন্তু চতুর সিরাজদ্দৌলা ভাল করিয়াই আলিবর্দ্দীর চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, যুক্তিসঙ্গত কথায় যে কোন আব্দার ধরিয়া বসিলেই মাতামহ তাহা পূরণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবেন না। সুতরাং সিরাজ একটি নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য আব্দার জানাইলেন। "একখানি জীর্ণ কম্বলে দশজন ফকির একসঙ্গে বসিয়া বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু একটিমাত্র পুরাতন প্রাসাদে প্রবীণ এবং নবীন দুইজন ভূপতি একসঙ্গে বাস করিলে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম শীঘ্রই উপহাসের বিষয় হইয়া পড়ে !" কথাটি এত সরল, এত সুযুক্তি-পূর্ণ, এত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল যে, বৃদ্ধ নবাব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দৌহিত্রের জন্য এক নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দিলেন ; ইহার মধ্যে যে সিরাজের গুপ্ত পাপ-লিপ্সা লুক্কায়িত থাকিতে পারে, সে কথা একবারও আলিবর্দ্দীর প্রবীণ মস্তকে প্রবেশলাভ করিতে পারিল না।

* Stewart's History of Bengal.

রাজধানীর নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হীরাঝিল। * সেই খানে সিরাজের জন্য প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইতে লাগিল। গৌড়ের ইতিহাস-বিখ্যাত বাদশাহদিগের সযত্ন-সঞ্চিত কারুকার্য্যভূষিত বহুমূল্য প্রস্তররাশি সংগৃহীত করিয়া প্রমোদভবন সুসজ্জিত করা হইল। সে হীরাঝিল নাই, সে রাজপ্রাসাদও আর নাই; মহাপাপের জ্বলন্তহুতাশনে দগ্ধ হইয়া তাহার শেষ ভস্মরাশিও ভাগীরথী-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। হীরাঝিলের প্রমোদভবনে সিরাজের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল; হীরাঝিলের প্রমোদভবনেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের হাত ধরিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজমুকুট মাথায় তুলিয়াছিলেন। এইখানে মুসলমানের অস্তগিরি, এইখানে আবার ইংরাজের উদয়াচল; কিন্তু তাহা এখন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে।

হীরাঝিলের প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইল, দলবল লইয়া সিরাজদ্দৌলা বিলাস-তরঙ্গে দেহমন ভাসাইয়া দিলেন। কক্ষে কক্ষে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ঝিলের শান্ত-শীতল স্বচ্ছ সলিলে এবং তীরতরুতলে সর্ব্বত্রই বিলাসের অট্টহাস্য ছুটিয়া চলিল। মাতামহের প্রাচীন প্রাসাদে যে শক্তি গুহানিবদ্ধ নির্ঝরিণীর মত ধীরে ধীরে গোপনে গোপনে বাহিয়া চলিত, হীরাঝিলে আসিয়া সেই শক্তি সমতলক্ষেত্রবাহিনী কলনাদিনী তরঙ্গমালিনীর মত কালসমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিল; কে আর তাহার গতিরোধ করিবে? মাতামহ স্বাধীনতা দিয়াছেন, স্বহস্তে প্রমোদশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন, প্রয়োজনানুরূপ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া ভোগ-বিলাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং দৌহিত্রের বিলাস-স্রোত প্রবল বেগেই ছুটিয়া চলিল! হায়,

* হীরাঝিলের স্থান-নির্ণয় করিতে গিয়া পাদ্রী লং হণ্টার এবং আরও অনেকে গোলযোগ করিয়া গিয়াছেন। হীরাঝিলেই যে সিরাজের প্রমোদভবন এবং উত্তরকালে সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হীরাঝিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, মেজর রেণেল তাহার স্থান-নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলা ! এই বিলাস-স্রোতই যে একদিন তোমার ধন, মান, জীবন এবং সিংহাসন পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিবে, তাহা জানিলে তোমার জীবন বুঝি হীরাঝিলের বর্ত্তমান ইতিহাসকে এত বিষাদপূর্ণ করিতে পারিত না।

নিত্য নূতন কুসঙ্গী জুটিতে লাগিল, নিত্য নূতন পাপের উৎস খনিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, নবাব-দত্ত নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তিতে আর ইচ্ছানুরূপ পাপলিপ্সা চরিতার্থ করা অসম্ভব। চতুর সিরাজ কৌশলক্রমে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত করিলেন। মাতামহকে পাত্রমিত্র লইয়া হীরাঝিলের নূতন প্রাসাদে পদধূলি দিবার জন্য সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন; আলিবর্দ্দী আহ্লাদে আটখানা হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে অনেক রাজা মহারাজা উপস্থিত থাকিতেন; আলিবর্দ্দী সকলকে সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে হীরাঝিলে শুভাগমন করিলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি নাই, সাদর-সম্ভাষণের বিরাম নাই; কেহ লতানিকুঞ্জে, কেহ শীতল শিলাখণ্ডে কেহ বা সোপানশ্রেণীতে যথেচ্ছ বিশ্রামলাভ করিয়া, কখন গঠন-সৌষ্ঠবের প্রশংসায়, কখন সেকালের কারুকার্য্যের সহিত একালের শিল্পীদিগের ঝুটা কাজের সমালোচনায়, কখন বা সঙ্গীদিগের সঙ্গে কথাকৌতুকে সকলে মিলিয়া নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাব একাকী প্রাসাদ পরিদর্শনে গিয়াছেন; পরিদর্শন শেষ হইলেই বিস্তৃত কক্ষে দরবার বসিবে। কিন্তু যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সকলে অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নবাব কোথায়, এতক্ষণেও পরিদর্শন শেষ হইতেছে না কেন, নয়নে নয়নে সকলেই পরস্পরকে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে সিরাজদ্দৌলা নবাবকে একাকী প্রাসাদ-পরিদর্শনে আহ্বান করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কৌশলক্রমে একটি কক্ষে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃদ্ধ মাতামহ যতই দ্বার হইতে দ্বারান্তরে যাইতেছেন,

ততই রুদ্ধ-দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দৌহিত্র উচ্চ করতালি দিয়া অট্টহাস্যে হর্ম্ম্যতল প্রতিশব্দিত করিয়া তুলিতেছেন। কিছুক্ষণ এ কৌতুকে নবাব বড়ই আমোদ অনুভব করিলেন; কিন্তু শেষে যখন একটি দ্বারও খুলিল না, তখন বাহিরে আসিবার জন্য সিরাজকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। বালক-বুদ্ধির নিকট প্রবীণ নবাব পরাজিত হইয়া কৌশল-সংগ্রামে বন্দী হইয়াছেন,—সমুচিত অর্থ-দণ্ড না পাইলে বিজয়ী সিরাজদ্দৌলা তাঁহার বন্ধন মোচন করিবেন না। নবাব কত বুঝাইলেন, প্রচুর অর্থদানের অংগীকার করিলেন। চতুর সিরাজ সময় বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন—যুদ্ধশাস্ত্রে নগদ অর্থই একমাত্র মুক্তিপত্র, রাজা বাদশাহের মুখের কথায় বিশ্বাস কি? নবাব নিরুপায় হইয়া সমবেত রাজা মহারাজার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এ কথা বাহিরে প্রকাশিত হইলে, সকলে বড়ই উপহাস করিবে। সিরাজ আরও সুযোগ পাইয়া বলিলেন—বৃদ্ধ নবাবের পককেশ রাজা মহারাজাদিগের নিকট যদি এতই মূল্যবান্ বস্তু, তবে তাঁহারাই কেন অর্থদানে নবাবের বন্ধনমোচন করুন না? *

নবাব হারিলেন; রাজা মহারাজা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সিরাজকে জানিতেন; জানিতেন যে, সিরাজ যাহা ধরিয়া বসেন, কেহই তাহা ঠেলিয়া ফেলিতে পারে না। অগত্যা যাহার কাছে যাহা ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টাকা সিরাজকে দিয়া সকলে মিলিয়া নবাবের বন্ধন-মোচন করিলেন। † সিরাজ

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† এই উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নগদ ৫,০১,৪৯৭ টাকা পাইয়াছিলেন। কালক্রমে তাহাই "নজরাণা মনসুরগঞ্জ" নামে বার্ষিক বাজে-জমায় পরিণত এবং তাঁহার স্বোপার্জিত আয় বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ইংরাজদপ্তরের সেরেস্তাদার গ্র্যাণ্ট সাহেব স্বরচিত রাজস্ববিষয়ক

এরূপ বালকোচিত পরিহাসপূর্ণ চতুরতার সঙ্গে এই কার্য্য সাধন করিয়া লইলেন যে, নবাব ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং বুদ্ধিকৌশলে বালকের নিকট পরাজিত হইয়া অধিকতর কৌতুক অনুভব করিয়াই রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

সিরাজের বুদ্ধিকৌশলের সঙ্গে অর্থবল মিলিত হইবামাত্র নিত্য নূতন উৎসবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সে উৎসবে নৃত্যগীত, সুরা এবং সুরা-সহচরীদিগের প্রাধান্য বাড়িতে লাগিল। অবশেষে গৃহস্থের সুন্দরীললনার অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়াও সিরাজের অনুচরদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি ধাবিত হইল। অর্থবলে, ছলকৌশলে, প্রলোভনে অনেক গৃহস্থকন্যার সর্ব্বস্বধন লুণ্ঠিত হইল। বাঙ্গালী যাহার জন্য সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে, সে এই মহাপাপ; এই মহাপাপের কথা দিনদিনই চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু "বর্গীর হাঙ্গামার" নিত্য নূতন উপপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া বৃদ্ধ নবাব ইহার গতিরোধ করিবার কোনই আয়োজন করিতে পারিলেন না। দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু দিনদিনই বিলাস-স্রোত খরবেগ ধারণ করিতে লাগিল।

প্রস্তাবে এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, নবাব আলিবর্দ্দী দৌহিত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই বাজে-জমা বাহির করিবার জন্য এইরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু গ্র্যাণ্ট সাহেবের অনুমান মাত্র,—ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্ত্তমান নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"বর্গী এলো দেশে"

বাঙ্গালীর অন্নগত প্রাণ। সেইজন্য বাঙ্গালী কিছু অতিমাত্রায় শান্তি-প্রিয়। বর্ষা-সলিল-প্লাবিত অত্যুর্ব্বর সমতলক্ষেত্রে সময় বুঝিয়া একমুষ্টি ধান ছড়াইয়া দিতে পারিলে, যথাকালে পর্য্যাপ্ত শস্য-সম্পদে যাহার দুই-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সে কখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য "বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা" ধরিয়া দেশে দেশে ছুটাছুটি করিতে শিখে না। আজকাল বাষ্প-যানের কল্যাণে বাষ্পাকুললোচনে বাঙ্গালী যুবক "হা অন্ন! হা অন্ন।" রবে দেশেবিদেশে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া মেদিনীপর্য্যটনে বাহির হইতেছেন; কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড অন্না-ভাবে অবনত হইয়া পড়ে নাই। এই সকল কারণে পিতৃপিতামহের বাস্তু-ভিটার সঙ্গে বাঙ্গালীর হৃদয় মন এমন স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, নিতান্ত দায়ে পড়িলেও লোকে সহসা বসতিগ্রামের চতুঃসীমা পরিত্যাগ করিতে চাহিত না। যে বাস্তুভিটার উপর দাঁড়াইয়া পূজনীয় পিতৃ-পিতামহেরা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য অতিবাহিত করিয়া পুণ্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাহার প্রতিধূলিমুষ্টিও পবিত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। সেইজন্য মুসলমান বাদশাহেরা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুর্গুণ মাত্রায় ভূমির করবৃদ্ধি করিলেও, লোকে পৈতৃক-ভিটার মমতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া, তাহাতেই সম্মত হইত।

হিন্দু-রাজত্বে যে পরিমাণে ভূমির কর নির্দ্দিষ্ট ছিল, সম্রাট্ আকবরের সময়ে তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছিল।* মুর্শিদকুলী খাঁ সেই রাজকরের বৃদ্ধি

* R. C. Dutt, c. s.

করিয়া, তাহার উপর আবার কতকগুলি "বাজে-জমা" বাহির করিয়াছিলেন। সুজা খাঁর নবাবী-আমলে সেই বাজে-জমার সংখ্যা এবং পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি "নজরাণা মোকররি", "জার মাথট", "মাথট ফিলখানা" এবং "আবওয়াব-ফৌজদারী" নামে অনেকগুলি নূতন বাজে-জমা সংস্থাপিত করিয়া রাজস্ব-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী'র শাসনসূচনাতে হীরাঝিলের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সিরাজদ্দৌলা কৌশলক্রমে যে নজরাণা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে "নজরাণা মনসুরগঞ্জ" নামে বার্ষিক জমায় পরিণত হইয়া উঠিল।*

এই সকল বাজে-জমা আদায় করিয়াও লোকে কথঞ্চিৎ সুখসম্পদে জীবনযাপন করিতেছিল। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করিতে না করিতেই এক নূতন উপদ্রবের সূত্রপাত হইল। বহু দিন হইতে আরাকান প্রদেশের মগ † এবং সুন্দরবন-বিহারী ফিরিঙ্গিদের ‡ অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইতেছিল ; কালক্রমে সেই উৎপীড়নে দক্ষিণ-বঙ্গের সমৃদ্ধ জনপদ সুন্দরবনে পরিণত হইয়াছিল ; সুতরাং মগ ফিরিঙ্গি দমন করিবার জন্য নবাব-সরকার হইতে ঢাকাপ্রদেশে ৭৬৮

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† "The Mugs of those days were the desolators of the Sunderbuns ; they, in alliance of the Portuguese, helped to reduce the now waste Sunderbuns to a jungle though once fertile, populous country. So great an apprehension was entertained of them that, as late as 1760, the Goverment threw a boom across the river below Calcutta to prevent their ships comming up."—Revd. long.

‡ Holwell defines Feringy "as the block mustee Portuguese Christians, residing in the settlement as a pepole distinct from the natural and proper subjects of Bengal, sprang originally from Hindus and Mussulmans"—Long's Selection from the Records the Government of India. vol . 1.

খানি রণতরী সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত এবং "জায়গীর নৌয়ারা" * মহালের সমুদায় রাজস্ব তাহার জন্য ব্যয় করা হইত। এই সকল অত্যাচারে লোকে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় নিঃশঙ্কচিত্তে বসতি করিতে সাহস করিত না। সুতরাং মধ্য বাঙ্গালার উর্ব্বর ভূমিই কালক্রমে বহুজনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নবাগত ইউরোপীয় বণিকেরাও এই অঞ্চলেই অধিকাংশ বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এদিকে দস্যু-তস্করের বিশেষ উপদ্রব ছিল না, মগ-ফিরিঙ্গির দৌরাত্ম্যও শুনা যাইত না, লোকে একপ্রকার নিরুদ্বেগে নিঃশঙ্ক মনেই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

সহসা সেই সুখের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের শালবন অতিক্রম করিয়া, উড়িষ্যার গিরিনদী পার হইয়া, নানা পথে সহস্র সহস্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী পঙ্গপালের মত বাঙ্গালাদেশের বুকের উপর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বাদশাহ আরঙ্গজীব একদিন যাহাদিগকে "পার্ব্বত্য-মূষিক" বলিয়া উপহাস করিতেন, তোষামোদপরায়ণ পারিষদগণ যাহাদিগকে পিপীলিকাবৎ নখাগ্রে টিপিয়া মারিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেন, সেই মহারাষ্ট্রবল কঙ্কণ প্রদেশের গিরিগহ্বরে অধিক দিন লুকাইয়া রহিল না; মোগলের অধঃপতনকাল নিকট বুঝিয়া বাহুবলে হিন্দু-রাজত্ব সংস্থাপিত করিবার আশায়, তাহারা দলে দলে অসি-হস্তে দেশবিদেশে ছুটিয়া বাহির হইল। দিল্লীর বাদশাহ তাহাদের হস্তে ক্রীড়া-কন্দুক হইয়া উঠিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজকরের চতুর্থাংশ "চৌথ" আদায়ের "ফরমান" পাইয়া, বাহুবলে ন্যায্যগণ্ডা বুঝিয়া লইবার জন্য বাঙ্গালাদেশেও পদার্পণ করিল;—বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহারই নাম "বর্গীর হাঙ্গামা"।

বর্গীর হাঙ্গামার কথা এখন ইতিহাসের জীর্ণস্তরে মিশিয়া গিয়াছে।

* Grant's Analysis of Financ s of Bengal.

লোকে আর তাহার কথা আলোচনা করিবার সময়ে বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে না! কিন্তু সেকালে বর্গীর হাঙ্গামাই বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ জানিত যে, বাঙ্গালীরা অন্নগত-প্রাণ। বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিতে পারিলে, অন্নজীবি-বাঙ্গালী সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিবে না। দেশে দুর্গ নাই; রাজধানী হইতে গণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অরক্ষিত; সুতরাং বাঙ্গালা-দেশে পদার্পণ করিয়া তাহারা একেবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িল।* সেকালের কাটোয়ায় একটি ছোট-খাট রকমের দুর্গ ছিল; চারিদিকে মাটির দেওয়াল, তাহার মধ্যে খানকতক খড়ের চালা, ইহাই দুর্গের সম্বল! সুতরাং গিরিদুর্গবিজয়ী মহারাষ্ট্র-সেনার পক্ষে কাটোয়া-দুর্গ জয় করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না।

দেখিতে দেখিতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থিত সম্পন্ন জনপদগুলি জন-শূন্য হইয়া গেল। লুণ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্র-সেনা গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিয়া চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল; অশ্বপদ-তাড়নায় শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইয়া গেল; লোকে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া হাহাকার করিতে করিতে ভাগীরথী পার হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। আলিবর্দ্দী স্বয়ং অসিহস্তে মহারাষ্ট্র-দলনে বাহির হইলেন; কিন্তু ভাগীরথী পার হইয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, মহারাষ্ট্র-সেনা সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইবে না। দলে দলে

* কাটোয়া অনেক দিনের পুরাতন স্থান। এরিয়ানের ইতিহাসেও "কাটদ্বীপ" বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে এবং ধর্ম্মপুরাণেও কাটোয়ার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ এখানে একটি প্রহরীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় এই স্থান এমন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে পথ চলিবার সময়ে শ্বাপদ জন্তুর হাতে পড়িবার ভয়ে শিঙ্গা বাজাইয়া পথ চলিত। ইতিহাস লেখকেরা বলেন' "Cutwa was formerly the military key of Moorshidabad."

বিভক্ত হইয়া যথেচ্ছ লুটপাট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য! সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাহারা একদল আলিবর্দ্দীর সঙ্গে হাতাহাতি করিতেছে, অথচ সেই অবসরে আর একদল গিয়া নবাবের পটমণ্ডপ পর্য্যন্তও লুটিয়া লইতেছে। কয়েক দিন এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধে যুঝিয়া আলিবর্দ্দী সংবাদ পাইলেন যে, মহারাষ্ট্র-সেনা রাজধানী আক্রমণ করিয়া জগৎশেঠের রাজ-ভাণ্ডার পর্য্যন্ত লুটিয়া লইয়াছে ;—মুর্শিদাবাদ জনশূন্য হইয়াছে।

আলিবর্দ্দী তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া নবাব-পরিবার স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পদ্মা এবং মহানন্দার সম্মিলন-স্থানের নিকটে সুলতানগঞ্জ নামে একটি গঞ্জ স্থাপিত হইল। মহানন্দার খরস্রোত এবং পদ্মার প্রবল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় অশ্বসেনা সহজে সেখানে আসিয়া উপদ্রব করিতে পারিবে না; সেইজন্য সুলতানগঞ্জের নিকটবর্ত্তী গোদাগাড়ি গ্রামে বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইল।* সেই স্থানে পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য নোয়াজেস্ মোহম্মদ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাকে রাজধানী ছাড়িয়া গোদাগাড়িতে আসিতে হইল। ঢাকার নবাব-সরকারে বৈদ্য-বংশোদ্ভব রাজবল্লভ নামে একজন পেসকার † ছিলেন; প্রতিভায় এবং কার্য্যদক্ষতায় তিনি বড়ই বিশ্বাসভাজন হইয়া

* গোদাগাড়ির নিকটে এখনও কতকগুলি ভগ্নস্তূপ এবং কয়েকটি পুরাতন দীঘি বর্ত্তমান আছে। এই স্থানের নাম "কেল্লা বারুইপাড়া"। ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। একজন সেকালের ইংরাজ পরিব্রাজক রাজসাহী পরিদর্শন উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন, "The District contains no forts except one belonging to the Nawab of Moorshidabad at Godagaree, which was built in former times as a place of refuge for Nawab's household and is now in most ruinous condition."—Description of Hindustan vol. 1—By Walter Hamilton.

† Hunter's Statistical Account.—Dacca.

উঠিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঢাকার নবাব হইয়া মহারাজ রাজবল্লভ নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে বর্গীর হাঙ্গামা একটি বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া উঠিল।* নোয়াজেস্ গোদাগাড়ি ছাড়িতে পারিলেন না; আলিবর্দ্দী তরবারি ছাড়িয়া উষ্ণীষ নামাইয়া একবৎসরও বিশ্রামলাভের সুযোগ পাইলেন না। অগত্যা মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌলা এবং ঢাকায় রাজবল্লভ সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। বর্গীর হাঙ্গামায় বঙ্গভূমি যখন হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল, সিরাজদ্দৌলা তখন প্রমোদনিদ্রায় সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন; রাজবল্লভ সুযোগ পাইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। কালক্রমে সিরাজের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল; কিন্তু রাজবল্লভ তখন এতই শক্তিশালী যে, সিরাজ আর তাঁহাকে ক্ষুদ্রশক্তিতে বশীভূত করিতে পারিলেন না। ইহাই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের মূলসূত্র—ইহাই ইতিহাসের গূঢ়মন্ত্র!

১৭৪১ খৃষ্টাব্দের সম-সময়ে বিপুল মহারাষ্ট্র-বল দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বেরার প্রদেশে রঘুজি ভোঁসলা এবং পুণা প্রদেশে বালাজি, উভয়েই পেশোয়া-পদ লাভ করিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। রঘুজির আজ্ঞাবহ সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে প্রথম পদার্পণ করেন। কিছুদিন পরে বালাজি বাহুবলে বাদশাহকে বশীভূত করিয়া ১১ লক্ষ টাকা চৌথ আদায়ের ফরমান লইয়া বিহার অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে করিতে বাঙ্গালাদেশে উপনীত হইলেন।†

দুই দিক্ হইতে দুইটি প্রবল শত্রু এক সঙ্গে "যুদ্ধং দেহি" রবে

* Mill's History of British India. vol. III. P. 161.

† Stewart's History of Bengal.

সগর্ব্বে অগ্রসর হইতেছে ; আলিবর্দ্দী একাকী কোন্ দিক রক্ষা করিবেন। অগত্যা এক পক্ষকে হস্তগত করিয়া অপর পক্ষ আক্রমণ করাই স্থির হইল। পরামর্শ স্থির হইল বটে, কিন্তু বালাজিকে হস্তগত করিতে যে পরিমাণ উৎকোচ দিতে হইল, তাহাতে রাজকোষ শূন্য করিয়াও আলিবর্দ্দী কুলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে জমিদারদিগের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া কোনরূপে লজ্জারক্ষা করিলেন এবং বালাজির সাহায্যে সহজেই ভাস্করকে তাড়াইয়া দিলেন। একবার তাড়া খইয়াই ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হইলেন না ; একবৎসরও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল না, বর্ষাশেষে আবার ভাস্করের রণভেরী বাজিয়া উঠিল।

এবার ভাস্কর-সৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্যের মনকরার প্রান্তরে সম্মুখ-যুদ্ধের আয়োজন হইল। যুদ্ধ হইল না ; আলিবর্দ্দী অর্থদানে তুষ্ট করিবার প্রলোভন দেখাইয়া ভাস্করকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অর্থলোভে ভাস্কর পণ্ডিত নিঃশঙ্কচিত্তে অল্প কয়েকজন অনুচর লইয়া নবাব-শিবিরে পদার্পণ করিলেন। ইঙ্গিতমাত্র নবাব-সৈন্য পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যশার্দ্দুলের মত ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করিয়া ফেলিল ; ভাস্কর কটিদেশ হইতে শাণিত খরশাণ কোষমুক্ত করিবারও অবসর পাইলেন না। মহারাষ্ট্র-সেনা পলায়ন করিল, নবাব-সৈন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইল।* মনকরার শিবির আলিবর্দ্দীর কলঙ্ক-স্তম্ভে পরিণত হইল ; কিন্তু মুসলমান ইতিহাসলেখক তাহার জন্য একবারও আলিবর্দ্দীর নিন্দা করিলেন না।†

* Mutakherin.

† Golam Hossein, the Mohammedan historian has no word of blame for this atrocity.—H. Beveridge, C. S.
কিন্তু হোসেন কুলি খাঁর হত্যাকাণ্ডে এই ইতিহাস-লেখক সিরাজদ্দৌলাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এক অভাবনীয় নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ একজন বিশ্বাসী বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাহস ছিল, রণকৌশল ছিল, ইংরাজ তাড়াইবার জন্য উৎসাহ ছিল; আলিবর্দ্দী তাঁহার সকল পরামর্শে সম্মতি না দিলেও তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন। সেই মুস্তাফা খাঁ সহসা আট সহস্র অনুচর লইয়া সিংহাসন আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। আলিবর্দ্দী বিদ্রোহদলন করিলেন, কিন্তু মুস্তাফাকে নির্ব্বাসিত করিয়াই নিরস্ত হইলেন; মুস্তাফা মুঙ্গের এবং রাজমহল লুণ্ঠন করিয়া মহারাষ্ট্রদলে মিশিয়া পড়িলেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ডের কথা মহারাষ্ট্রদেশে প্রচারিত হইবামাত্র রঘুজি স্বয়ং বাঙ্গালাদেশে পদার্পণ করিলেন; লোকে পৈতৃক ভিটার মায়া মমতা ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া দূরস্থানে পলায়ন করিতে লাগিল; গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়া গেল; শস্যক্ষেত্র কণ্টক-বনে পরিণত হইল; শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। *

চারিদিকে মহাবিপ্লব। আলিবর্দ্দী একাকী অসিহস্তে ছুটাছুটি করিয়া ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে একাকী আর পারিয়া উঠিলেন না। আপন আপন ধন প্রাণ রক্ষার জন্য সকলকেই যথাযোগ্য ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন। সেই ক্ষমতায় জমিদারগণ সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিলেন; ইংরাজগণ কাশিমবাজারে একটি ছোট-খাট রকমের দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন; কলিকাতা রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্র-খাত খনন করিয়া কলিকাতা ও অন্যান্য বাণিজ্য-স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রবিপ্লবে নবাবের রাজকোষ শূন্য হইতে লাগিল, বিদেশীয় বণিক্‌দিগের পদোন্নতির সূত্রপাত হইল, দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তা ঘনীভূত হইয়া উঠিল। কালে উহা হইতেই যে মুসলমান-শক্তি

* Despatch to the Court of Directors.

পদদলিত হইতে পারে, আলিবর্দ্দী তাহা অস্বীকার করিতেন না; কিন্তু কি করিবেন? নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই তাঁহাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইল।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী স্বয়ং মহারাষ্ট্র-দমনে বাহির হইতে পারিলেন না; ভগিনীপতি মীরজাফর খাঁকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর "সিপাহ্‌সালার" * ছিলেন, তাঁহার অধীন সৈন্যদল যদিও নবাবের সৈন্য, তথাপি তাহারা সাক্ষাৎভাবে নবাব-সরকার হইতে বেতন পাইত না। নবাবী আমলে এখনকার মত রাজস্ব-নীতি প্রচলিত ছিল না। কেবল বাদশাহের প্রাপ্য রাজকর নবাব-দপ্তরে জমা হইত, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীর নামে ভিন্ন ভিন্ন জায়গীর নির্দ্দিষ্ট থাকিত; সেই সকল জায়গীরের আয় হইতে তাঁহারা আপন আপন বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

"জায়গীর আমীরুল উমরা বক্‌শী" † নামে ১৮ পরগণার এক জায়গীর প্রধান সেনাপতির "জিম্মা" ছিল। তাহার আয় হইতে তিনি ইচ্ছামত আপন বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিয়া নবাব-দরবারে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায়, সেনাপতিদিগের পক্ষে সহসা বিদ্রোহী হওয়া সহজ ছিল। সেই জন্য নিতান্ত অনুগত ও অন্তরঙ্গ

* "Commander-in-chief and Pay-master-General of the forces."

নবাবী আমলে এই পদের নাম ছিল,—"মীর বক্‌সী কুল" অথবা "সিপাহ্‌ সালার অজম"; অনেকানেক পুরাতন জমিদারী-সনন্দে দেখা যায় যে, "সিপাহ্‌ সালার"কেও ঐ সকল সনন্দে স্বাক্ষর করিতে হইত। সামরিক বিষয়ে জমিদারগণ যে "সিপাহ্‌ সালারে"র অধীন ছিলেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক। সিপাহ্‌ সালার ছিলেন বলিয়াই মীরজাফর বাঙ্গালী জমিদারদিগের সহিত সুপরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন।

† Grant's Analysis of Finances of Bengal.

ভিন্ন আর কেহ এই সকল উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। আলিবর্দ্দী আপনী ভগিনীপতি বলিয়া মীরজাফরকে যেমন স্নেহ করিতেন, সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; কেবল সেই জন্যই মীরজাফরকে এই উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মীরজাফর মহারাষ্ট্র-দমনের ভার পাইয়া মহাসমারোহে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত গমন করিলেন; কিন্তু মেদিনীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াই বিলাস-তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার চরিত্রে বীরোচিত সদ্গুণরাশি যতদূর বিকশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা যৌবনোচিত বিলাসবাসনাই সমধিক স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। তিনি কোন দিনই সাহসী বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই; ইংরাজের ইতিহাসেও মীরজাফর "ক্লাইবের গর্দ্দভ" বলিয়া পরিচিত। কেবল নবাবের অন্তরঙ্গ বলিয়া সেনাপতি পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী কুটুম্বের সমর-ভীতির সংবাদ পাইয়া, আতাউল্লা নামক আর একজন বিশ্বস্ত রণকুশল সেনাপতিকে পাঠাইয়া দিলেন।

মীরজাফরকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, আতাউল্লা তাঁহার সাহায্যে লংকাভাগ করিবার কল্পনা করিলেন। আতাউল্লা সিংহাসনে বসিবেন, মীরজাফর পাটনার নবাব হইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য উভয়েই সমবেত শক্তিতে আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কণ্টক দূর করিবেন। মীরজাফর বড় মৃদুস্বভাব, বিলাসপ্রিয়, স্বার্থপরায়ণ বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন; সেইজন্য আতাউল্লা সহজেই তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া লইতে সুবিধা পাইলেন।

আলিবর্দ্দীর কপালে বিশ্রাম-সুখ ছিল না। তিনি কুটুম্বের কুপ্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া নিজেই যুদ্ধযাত্রা করিলেন। আলিবর্দ্দী যখন সসৈন্যে বিদ্রোহিদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেন, তখন উভয় সেনাপতিই আত্ম-সমর্পণ করিলেন; আলিবর্দ্দী বর্গীর হাঙ্গামা দমন করিয়া সেনাপতিদ্বয়কে

পদচ্যুত করিলেন, কিন্তু কাহাকেও কোনরূপ শাস্তি দিতে সম্মত হইলেন না। আলিবর্দ্দী'র সদয় ব্যবহারে মীরজাফরের শিক্ষা হইল না। তিনি রাজধানীতে আসিয়া নবাব-দরবারের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হিসাব-নিকাশ তলপ করিয়া নবাব তাঁহাকে অনেকবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কুটুম্ব আর দরবারে হাজির হইলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সিরাজের যৌব-রাজ্যাভিষেক

বাঙ্গালা দেশ যখন বর্গীর হাঙ্গামায় নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত, দিল্লীর বাদশাহ তখন একেবারেই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে আহমদশাহ আবদালী দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন; ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মোহম্মদশাহের মৃত্যু হয়; সেই হইতে দিল্লীর প্রবল প্রতাপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।*

সময় বুঝিয়া কেবল মহারাষ্ট্রদলই যে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নহে; যাঁহারা দিল্লীর বিশ্বাসভাজন মুসলমান অমাত্য, তাঁহারাও স্বাধীনতা লাভের আয়োজন করিয়াছিলেন। † মুসলমান জায়গীরদারগণ কর প্রদান করিতে অসম্মত; কেমন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবেন, তাহার জন্য সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব। চতুর আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগের ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া একে একে সকলকেই রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন।

এইরূপে সমসের খাঁ ও সরদার খাঁ নামক দুইজন আফগান বীর পদচ্যুত হইয়া দ্বারভাঙ্গা প্রদেশে জায়গীর লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। হাজি আহম্মদ ও জয়েনউদ্দীনের উপর পাটনার শাসনভার অর্পিত থাকায়, নবাব আলিবর্দ্দী আর আফগান-জায়গীরদারদিগের কোন সংবাদ লইতেন না। জয়েনউদ্দীন তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত ও পক্ষভূত করিবার আশায় পাটনায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে

* Thornton's History of British Empire. vol. 1.

† Chesney's Indian Polity.

হিতে বিপরীত হইল। আফগানগণ বশ্যতা স্বীকার করিয়া নজর দিবার উপলক্ষ করিয়া পাটনায় প্রবেশ করিল; দরবারে আসিয়া যথাযোগ্য সমাদরে জয়েনউদ্দীনের নিকট অবনত হইয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিল এবং নজর দিবার ছল করিয়া সহসা বীরবিক্রমে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিল। জয়েনউদ্দীন অসি কোষমুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবারও অবসর পাইলেন না; তাঁহার ছিন্নমুণ্ড মসনদের উপর লুটাইয়া পড়িল। হাজি আহমদ বন্দী হইলেন; সপ্তদশ দিন নিদারুণ উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে বন্দীশালায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; সিরাজদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম আফগান-শিবিরে বন্দিনী হইলেন।*

সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দী একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। শোকের অবরুদ্ধ কণ্ঠোচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া দুহিতার বন্ধনমোচনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পদচ্যুত ও পদগৌরবান্বিত সমুদায় সেনাপতিদিগকে সম্মিলিত করিয়া আলিবর্দ্দী যখন করুণ বিলাপে এই শোক-কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই একে একে কোরাণ স্পর্শ করিয়া অসিহস্তে তাঁহার সঙ্গে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবার জন্য শপথ করিলেন। এই উপলক্ষে কলহ বিবাদ মিটিয়া গেল; মীরজাফর পুনরায় সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন, আতাউল্লাও অসিহস্তে নবাবের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইতে ত্রুটি করিলেন না। আতাউল্লার সঙ্গে হাজি আহমদের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং আতাউল্লার কন্যার সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল; সুতরাং আতাউল্লাও একজন ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব।

আলিবর্দ্দী গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া পাটনাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, ঠিক সেই সময়ে উড়িষ্যাপ্রান্তে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল। এবার আর আলিবর্দ্দী বর্গীর হাঙ্গামার গতিরোধ করিতে

* **Stewart's History of Bengal.**

অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রাজধানীর গমনাগমন পথ রক্ষা করিবার জন্য সাইয়েদ আহ্মদকে ভগবানগোলায় পাঠাইয়া দিলেন; নোয়াজেস্ এবং আতাউল্লার অধীনে পাঁচ সহস্র সৈন্য রাখিয়া তাঁহাদের উপর রাজধানী রক্ষার ভারার্পণ করিলেন; এবং চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "এবার প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার ভার তাহাদের উপর। তাহাদের যদি শক্তি এবং সাহস থাকে, তাহারা বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবে, না পারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে।" লোকে যে যেখানে সুবিধা পাইল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। *

সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পিতা এবং পিতামহ উভয়েই শত্রুহস্তে নিহত; মাতা বন্দিনী; সিরাজদ্দৌলা নীরবে এই সকল সংবাদ সহ্য করিতে পারিলেন না; অসিহস্তে মাতামহের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ বালক হইলেও বীর-বালক; নবাব তাঁহাকে সংগে লইয়াই যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

ইংরাজের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অকর্ম্মণ্য, জঘন্য রুচির চঞ্চল যুবক বলিয়াই পরিচিত। † কিন্তু সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং অসিহস্তে যতবার সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, বিপদের সংবাদ পাইয়া যতবার ক্ষিপ্রহস্তে অসিচালনা করিয়াছেন, আলিবর্দ্দী ভিন্ন আর কোন নবাবই সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। সিরাজদ্দৌলার জীবনে ইহাই প্রথম যুদ্ধযাত্রা নহে। তিনি আশৈশব মাতামহের কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিতেন। বর্দ্ধমানের নিকট

* Stewart's History of Bengal.

† "His intellect was feeble, his habits low and depraved, his propensities vicious in the extreme"—Thornton's History of British Empire, vol. 1.

মহারাষ্ট্রসেনা যে সময়ে সদর্পে আলিবর্দ্দীর গতিরোধ করে, তখন সিরাজ নিতান্ত বালক। কিন্তু সেই সময় হইতেই তাঁহাকে নবাব-শিবিরে দেখিতে পাওয়া যায়। * তাহার পর প্রায় প্রতিবর্ষেই বর্গীর হাংগামার ইতিহাসের সংগে সিরাজের রণ-শিক্ষার ইতিহাস সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। কখন মাতামহের আজ্ঞাবহ হইয়া, কখন বা রাজাজ্ঞায় স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, এই বীর-বালক যে সকল সমর-কৌশলের পরিচয় প্রদান করেন, বড়বাটীর দুর্গজয়-কাহিনী বর্ণনা করিবার সময়ে মুসলমান ইতিহাসলেখক তাহার সমুচিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে রণপণ্ডিত করিবেন বলিয়াই আলিবর্দ্দী শৈশবে সেনাচালনার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। †

বিদ্রোহী আফগানগণ বিহার অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া পাটনার ধনাঢ্য অধিবাসীদের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া যথাশক্তি নজর আদায় করিয়া লইল এবং জয়েনউদ্দীনের রাজকোষ হস্তগত করিয়া সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল; আলিবর্দ্দী সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন—সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্রোহীদল স্বপক্ষ সবল করিবার আশায় মহারাষ্ট্রদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রসেনাও লাভের গন্ধ পাইয়া আনন্দে পাটনা অঞ্চলে ধাবিত হইল। আলিবর্দ্দীর ত্বরিত-গমনে ভাগলপুরের নিকটে মহারাষ্ট্রদলকে

* Mustafa's Mutakherin. vol 1, 416.

† His intension in this was to accustom the young man to face free an enemy and to command troops.—Mustafa's Mutakherin. vol. 1, 606

এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াও নবাবী আমলের বাঙ্গালার-ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন:—"অন্য শিক্ষার অভাব হইলেও, যুদ্ধ শিক্ষায় সিরাজের সবিশেষ সুবিধা ছিল; উচ্ছৃঙ্খল সিরাজ এ সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই।" সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজ রণভীরু বলিয়া কলঙ্কিত। সে কলঙ্কের প্রমাণাভাব। তথাপি প্রচলিত কলঙ্কের সমর্থন বাসনায় বাঙ্গালী ইতিহাসলেখক অনুমানবলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক।

আক্রমণ করিলেন। তাহারা সম্মুখযুদ্ধ চাহে না ; তাড়া পাইয়া বনপথে পলায়ন করিতে ত্রুটি করিল না। আলিবর্দ্দী সসৈন্যে মুংগেরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এইখানে আসিয়া এক গুপ্তচর ধরা পড়িল। তাহার বস্ত্রাভ্যন্তরে একখানি পত্র বাহির হইল। সেই পত্রে বিশ্বাসঘাতক আতাউল্লা আফগান-দিগকে মনের কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। সুযোগ পাইলে তিনিও যে বিদ্রোহীদলে যোগদান করিবেন, তাহার প্রস্তাব করিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। বহুদর্শী বৃদ্ধ নবাব আশু তাহার কোনরূপ প্রতিকার না করিয়া, কন্যার বন্ধনমোচন করিবার জন্যই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দ্বারভাংগা প্রদেশের যে সকল হিন্দু জমিদার আফগানদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিলেন, তাঁহারা মুংগেরে আসিয়া আলিবর্দ্দীর সংগে মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মুখে আলিবর্দ্দী সংবাদ পাইলেন যে, বিদ্রোহীদল পাটনা ছাড়িয়া বাঢ় নামক স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছে।

আলিবর্দ্দী বাঢ়ের বিস্তৃত-ক্ষেত্রে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। তানোজির আজ্ঞাধীন মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল ইতিপূর্ব্বে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রকাশ্যে আফগানদিগের সহায়তা করিতে সম্মত হইয়া, গোপনে গোপনে উভয় দলেরই শিবির লুণ্ঠন করিবার সংকল্প করিয়াছিল। আলিবর্দ্দী কালক্ষয় না করিয়া আফগান-শিবির আক্রমণ করিলেন।

যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই সরদার খাঁ নিহত হইলেন। তাঁহার ছত্র-ভংগ সৈন্যদল প্রাণভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ; তাহাদিগকে আবার সমরক্ষেত্রে সমবেত করিবার জন্য সমসের খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন, আলিবর্দ্দী উভয় সেনাদলকে বামে দক্ষিণে যুগপৎ আক্রমণ করিয়া বীরদর্পে ছুটিয়া চলিয়াছেন, চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এমন

সময়ে সুযোগ বুঝিয়া চতুর মহারাষ্ট্র নবাব-সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে প্রবল আফগানদল, পার্শ্বে লুণ্ঠন-লোলুপ মহারাষ্ট্র সেনা; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আলিবর্দ্দী ক্ষিপ্তের ন্যায় কেবল সম্মুখেই অগ্রসর হইতেছেন। সিরাজদ্দৌলা বালক; প্রবীণ রণপণ্ডিত আলিবর্দ্দীর তুলনায় শিশু অপেক্ষাও অশিক্ষিত; কিন্তু তিনি এই ভ্রম ধরিয়া ফেলিলেন। মাতামহের অনুমতি লইয়া মহারাষ্ট্রদলকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আলিবর্দ্দী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; কেবল সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

উভয় সৈন্যের তুমুল সংঘর্ষে, যুদ্ধ-কোলাহলে শত্রুমিত্র মহাসমরে মিশিয়া গেল। সেই গোলযোগে সমসের খাঁ নিজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। কে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল; অবশেষে সমসের একাকী শত্রুমধ্যে পতিত হইলেন। হবিববেগ নামক একজন সেনানায়ক সুযোগ পাইয়া একলম্ফে সমসেরের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; কবন্ধদেহ হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। সমসেরের ছিন্নমুণ্ড লইয়া হবিববেগ আলিবর্দ্দীর হস্তে উপহার প্রদান করিলেন। আর যুদ্ধ করিতে হইল না, আফগান-সৈন্য পলায়ন করিল, মহারাষ্ট্রদল দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, আলিবর্দ্দী রুধিরচর্চ্চিত রণক্ষেত্রে অসিহস্তে চাহিয়া দেখিলেন, যুদ্ধজয় সমাধা হইয়াছে। ঘটনাচক্রে সমসের খাঁ নিহত হওয়াতেই সহজেই যুদ্ধজয় হইল; কিন্তু যদি ঘটনাচক্র অন্য ভাবে পরিবর্ত্তিত হইত, তবে সিরাজদ্দৌলার পরামর্শ উপেক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দী অনুশোচনা করিবার অবসর পাইতেন কিনা, কে বলিতে পারে?

যুদ্ধাবসানে কন্যার বন্ধন মোচন করিয়া আলিবর্দ্দী বিহার প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরাজিত বিদ্রোহীদল নানাস্থানে পলায়ন করিল, লোকে আবার নিরুদ্বেগে সংসার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিল; পূর্ণিয়া প্রদেশেও শান্তি সংস্থাপিত হইল।

আলিবর্দ্দী তখন মহাসমারোহে দরবার করিয়া সাইয়েদ আহ্মদকে পূর্ণিয়ার এবং সিরাজদ্দৌলাকে পাটনার নবাব নিযুক্ত করিলেন। সাইয়েদ আহ্মদ পূর্ণিয়ায় গমন করিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বালক বলিয়া রাজা জানকীরাম বিহারের রাজপ্রতিনিধি হইলেন, সিরাজদ্দৌলা বিহারের নামসর্ব্বস্ব নবাব হইয়া মাতামহের সংগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

"রাজা জানকীরাম বংগীয় দক্ষিণবাঢ়ী কায়স্থ। ইনি বাংগালা হইতে দেওয়ান হইয়া আলিবর্দ্দীর নায়েবী আমলে পাটনায় আগমন করেন। নাজিম হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁ ইহাকে প্রথমতঃ দেওয়ান-ই-তন্ ও সামরিক বিভাগের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্র কটকের আক্রমণে বিতাড়িত আলিবর্দ্দীর কটক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, ইনি নবাবের সমভিব্যাহারে ছিলেন। পরে স্বকীয় পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থদ্বারা নবাবের সৈন্যসংগ্রহাদি কার্য্যের সহায়তা করেন। প্রকৃত পক্ষে ইনিই প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বলিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের কল্পনা প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ ভিন্ন কেবল ইহারই নিকট পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। * * * * অতঃপর রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এত অধিক হইয়াছিল যে, নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও কোনও বিষয়ে দরবার করিতে হইলে মন্ত্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। পাটনার ডেপুটি সুবাদার সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দীনের মৃত্যুর পর, ঐ পদে সিরাজকে নাম-মাত্র নিযুক্ত করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা জানকীরামকেই প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা করিয়া রাখা হয়।"*

লুণ্ঠনপরায়ণ মহারাষ্ট্রদলকে হাতের কাছে পাইয়াও আক্রমণ করা হইল না, আতাউল্লার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সসৈন্যে ধনসম্পদ লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, মীরজাফরের ন্যায় অবিশ্বাসী কুটম্বকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়া তাঁহাকে সেনাপতি-

* সাহিত্য, ষষ্ঠ বর্ষ ৬৯৫-৬৯৬ পৃঃ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পদে বাহাল রাখা হইল, এত কষ্টে বিহার-প্রদেশের শান্তি সংস্থাপন করিয়া রাজা জানকীরামকে তাহার ফলভোগ করিতে দিয়া সিরাজদ্দৌলাকে কেবল নামসর্ব্বস্ব নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল; ইহার কোন ব্যবস্থাই সিরাজদ্দৌলার মনঃপূত হইল না। তিনি প্রতিবাদ করিয়াও যখন আলিবর্দ্দীর মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন মাতামহের উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষুণ্ণমনেই রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহার পর এক বৎসর একরূপ নিরাপদে কাটিতে না কাটিতেই আবার উড়িষ্যা প্রদেশে মহারাষ্ট্রসেনার সমর-কোলাহল উপস্থিত হইল। সংবাদ পাইবামাত্র মুর্শিদাবাদ হইতে ছুটিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং আলিবর্দ্দী এইবার হইতে মেদিনীপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার আয়োজন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করিয়া আলিবর্দ্দী এবার কিছুদিন মেদিনীপুরেই অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজ মাতামহের অনুমতি লইয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন।*

সিরাজ বুঝিলেন যে, এইবার সুসময় উপস্থিত। পূর্ণিয়ার বিস্তৃত জনপদে সাইয়েদ আহম্মদ নবাবী করিতেছেন, ঢাকার বিপুল রাজভাণ্ডার হাতে পাইয়া নোয়াজেস এবং রাজবল্লভ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন, যাঁহারা বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তাঁহারাও পরম সুখে পদগৌরব উপভোগ করিতেছেন; কেবল সিরাজদ্দৌলাই বিহারের নবাব হইয়াও মাসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট তঙ্কা লইয়া রাজধানীতে বসিয়া আলস্যে জীবন-যাপন করিবেন কেন? তিনি আর এমন করিয়া আপন স্বার্থ পদদলিত করিতে সম্মত হইলেন না। পিতা নাই; তিনি বিহারের সিংহাসনে বসিয়া যে প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও আফগানগণ লুটিয়া লইয়াছে, আজকাল

---

* "সিরাজদ্দৌলা আপনে হুসুল দাবীকো রওয়ানা হুয়া আওর মহবৎজঙ্গসে চন্দ্র রোজকী রোক্‌শোৎ মুর্শিদাবাদ সয়ের ও তফ্‌রীকে বাহানাসে লে কর মুর্শিদাবাদ পঁহুচা।"—মুতক্ষরীণ।

বিহারে যাহা কিছু আয় হইতেছে, তাহা কেবল জানকীরামেরই সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার নিকট ইহা বড়ই অবিচার বলিয়া বোধ হইল। তিনি বিশ্বাসী অনুচর লইয়া দেশভ্রমণ উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। * মাতামহ মেদিনীপুরে, সুতরাং কেহ আর সাহস করিয়া সিরাজদ্দৌলার গতিরোধ করিল না।

পাটনায় আসিয়াই সিরাজদ্দৌলা ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন। রাজা জানকীরামকে স্পষ্টই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি রাজপ্রতিনিধি মাত্র, সিরাজই পাটনার প্রকৃত নবাব। এতদিন নিজ রাজ্যের কোনই সংবাদ লন নাই, কিন্তু রাজা এখন সশরীরে সিংহদ্বারে শুভাগমন করিয়াছেন। জানকীরামের বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। নবাবের অনুমতি না লইয়া সিরাজদ্দৌলাকে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে সাহস হইল না, সিরাজদ্দৌলার আদেশ অবহেলা করিতেও সাহস হইল না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া জানকীরাম নবাবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। †

জানকীরাম ভৃত্য হইয়া প্রভুর সংগে এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস পাইবেন, তাহা সিরাজদ্দৌলার ধারণা ছিল না; তিনি একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। সিরাজ বিহারের নবাব; রাজধানী,

* মুতক্ষরীণে লিখিত আছে যে, "সিরাজদ্দৌলা তাঁহার প্রিয়সহচরী লুৎফউন্নিশা" বেগমকে সঙ্গে লইয়া গো-শকটে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করেন। হোসেন কুলী খাঁ কিয়দ্দূর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ধরিতে না পারিয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। সিরাজদ্দৌলার বলীবর্দ্দ দিন বিশ ক্রোশ করিয়া ছুটিত।"

† "The Raja was at a loss how to act, being fearful of surrendering his charge without orders from the Nawab and alarmed, lest any accident should happen to Serajeddowla if he opened him; but at length he resolved on defending the City, till he should hear from Aliverdi Khan."—Stewart's History of Bengal.

রাজদুর্গ, রাজকোষ সকলই তাঁহার। জানকীরাম কে? তিনি ত কেবল তাঁহারই প্রতিনিধি। তবে কোন সাহসে তিনি প্রভুর সম্মুখে দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন? তবে কি তাঁহাকে নামমাত্র বিহারের নবাব বলিয়া মৌখিক ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে? অবশ্য তাহাই নবাবের আদেশ। নবাবের আদেশ না থাকিলে জানকীরাম কে যে সে তাঁহাকে এমন করিয়া অপমান করিতে সাহস পাইবে? সিরাজের অদম্য হৃদয়াবেগ এত অপমান সহ্য করিতে পারিল না; তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, বাহুবলে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য দুর্গদ্বারে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আলিবর্দ্দী যদি সংবাদ পাইবামাত্র দুর্গদ্বার উন্মোচন করিবার জন্য জানকীরামকে আদেশ করিয়া পাঠাইতেন, হয় ত সহজেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইত। তিনি তাহা না করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে স্নেহের উপদেশ-সূচক এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। সিরাজের ক্রোধাগ্নি আরও দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিল।

সিরাজদ্দৌলা আর স্বার্থ নষ্ট করিয়া নবাবের হাতের ক্রীড়াপুত্তল হইয়া বসিয়া থাকিতে সম্মত নহেন। কবে নবাবের পক্ককেশ চির-বিশ্রাম লাভ করিবে, আর কবে বা তিনি নবীন মস্তকে রাজমুকুট পরিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিবেন,—সেই অনিশ্চিত শুভদিনের প্রতীক্ষায় সুনিশ্চিত পৈতৃক-সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আলিবর্দ্দী সকলকেই যথাযোগ্য রাজপদ দিয়াছেন, কেবল শূন্যগর্ভ স্তোকবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকেই পিতৃরাজ্য হইতে বঞ্চিত রাখিবেন কেন? তিনি যখন বিহারের নবাব, তখন যেরূপে হউক আত্মরাজ্য অধিকার করিবেন। তাহাতে যেন বৃদ্ধ নবাব বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা না করেন। রাজ্য বহুবিস্তৃত, বাহুতে বহু বল। সুতরাং

আবশ্যক হইলে মাতামহের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষা করিতেও দৌহিত্র কাতর হইবেন না। হয় উভয়েই অসিহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন; না হয় যাঁহার জয় হইবে, তিনি নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সিরাজদ্দৌলা লিখিলেন;—

"জোনাব আলি! বা ওজুদ এজ্‌হার ইস কাদার মেহের ও সাফ্‌কাৎকে মেরে দুষমানোকে দারপায়্‌ পার্‌ওয়ারাস্‌ হেঁয়। আজা জম্‌লা হোসেন কুলিখাঁ কো উয়াহ মার্‌তারা এজ্জাৎ ও সার্‌ওয়ারী দিয়া কে মুঝে জেল্লাৎ হায় কে বারওয়াক্ত মা বেদাৎ বারদোয়ান্‌কে মেরে এস্তেক্‌বাল্‌কো এক কাদাম্‌ভি না বাঢ়া। আওর সাহামাৎজঙ্গকো বেলায়েৎ আমাদ্‌ দে কার সাওলাৎ জাঙ্গকো পুর্‌ণীয়াকি ফৌজদারী আতা ফার্‌ময়ী। মেরে হাল পার বজুজ এনায়াৎ জোবানিকে কোই সোফাকাৎ ও নাওয়াজেস্‌ জো এজ্‌দিয়াদ মান্‌সাব আওর একতেদার্‌ কে লায়েক হো না হুহ, হালা হারগেজ তাস রিফ্‌ নালাহয়েগা ওয়ারনা আপ্‌কা শের মেরে দামান্‌মে হয়াকে মেরা শের্‌ আপকে জের্‌ পায়্‌ ফিল হোগা।"*

পত্র পড়িয়া আমরা একালের লোক একেবারে শিহরিয়া উঠিতে পারি; অকৃতজ্ঞ নরাধম পশুপ্রকৃতি বলিয়া অভিধান বাছিয়া—সিরাজদ্দৌলাকে অভিসম্পাত করিতে পারি, আবশ্যক হইলে উপন্যাস লিখিয়া বসুন্ধরাকে দ্বিধা বিভক্ত হইবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ জানাইতে পারি; কিন্তু আলিবর্দ্দী ইহার কিছুই করিলেন না।

দোষ কাহার? সিরাজদ্দৌলার কথা দূরে থাকুক, প্রবীণ আলিবর্দ্দীকে কোন রাজপ্রতিনিধি এরূপ করিয়া অপমান করিলে, তিনিও কি তাহা নীরবে সহ্য করিতেন? সুতরাং আলিবর্দ্দী সিরাজের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না; কেবল পাছে যুদ্ধকলহে সিরাজের কোন অকল্যাণ হয় সেই চিন্তাতেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মহারাষ্ট্র-দমন পড়িয়া থাকিল, রাজ্য ও রাজধানীর চিন্তা পড়িয়া থাকিল, অল্পকয়েকজনমাত্র অনুচর লইয়া আলিবর্দ্দী

* Mutakherin.

পাটনাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। সিরাজের উদ্ধত লিপির প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিত হইল, তাহার নিম্নে আলিবর্দ্দী স্বহস্তে একটি ফারশী কবিতায় এইমাত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "যাহারা ধর্ম্মের জন্য সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা প্রায়ই ভুলিয়া যায় যে, যাহারা সংসার-সংগ্রামে স্নেহের অত্যাচার সহ্য করে, তাহারাই প্রকৃত বীর! ইহাদের মধ্যে পরকালেও তুলনা হইতে পারে না; ধর্ম্মবীর শত্রুহস্তে নিহত হন, কিন্তু সংসার-বীর কেবল স্নেহভাজন আত্মীয়গণের নির্য্যাতনেই জীবন বিসর্জ্জন করেন।" *

সিরাজদ্দৌলা অনেক গোলাবর্ষণ করিয়াও দুর্গজয় করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেহেদী নেশার খাঁ † নিহত হইতে না হইতেই অশিক্ষিত সৈন্যদল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সিরাজ তখন রোষে ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া একখানি পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাজা জানকীরাম সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; কিন্তু তথাপি দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিলেন না।

---

* সে কবিতাটি এইরূপ,—

"গাজি কে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার্ তাগো পোস্ত।
গাফেল কে শাহীদে এস্ক্ ফাজেল্ তার্ আজ্ দোস্ত।
ফার্দায় কেয়ামাৎ ইঁ বা আঁ কায়মানাদ্।
ই কোস্তা দুষ্মানাস্ত্ ও য়া কোস্তায়ে দোস্ত।"

—মুতক্ষরীণ।

† ইনি মুতক্ষরীণ-প্রণেতা সাইয়েদ গোলাম হোসেনের মাতুল। মুতক্ষরীণে প্রকাশ যে, ইঁহার বুদ্ধিতেই সিরাজদ্দৌলা পাটনা আক্রমণ করিয়াছিলেন। মেহেদী নেশার খাঁ নিহত হইলে, সিরাজ আত্মকার্য্যের হিতাহিত চিন্তা করিয়া বোধ হয় মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং বোধ হয় সেইজন্যই নবাব শুভাগমন করিবামাত্র নিজেই তাঁহার শিবিরে উপনীত হইয়া সকল বিবাদ ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

সিরাজ পঞ্চদশ বৎসরের তরুণ যুবক। পলায়িত দুর্ব্বল শত্রুর প্রতি রাজা জানকীরাম এরূপ সদয় ব্যবহার করিতেছেন কেন, সে কথা কেহ বুঝাইতে পারিল না ; বরং সকলে মিলিয়া বুঝাইয়া দিল যে, জানকীরাম ভয় পাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্যই এরূপ ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে দুর্গবেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নবাব আসিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া সিরাজ তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। * সিরাজদ্দৌলাকে একাকী নিরস্ত্রদেহে সহসা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নবাব তাঁহাকে একেবারে স্নেহের কোলে তুলিয়া লইলেন ; দুই গণ্ড বহিয়া স্নেহের অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল ; সিরাজকে যে অক্ষতদেহে জীবিত পাইয়াছেন, ইহাতেই বৃদ্ধ মাতামহ আনন্দে উন্মত্তের মত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মাতামহে-দৌহিত্রে আর শক্তি-পরীক্ষা হইতে পারিল না, অশ্রুধারায় অশ্রুধারা টানিয়া আনিল, উভয়ের অশ্রুধারায় সে ছার বিদ্রোহ কোথায় ভাসিয়া গেল।

নবাব আসিয়াছেন শুনিয়া দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইল, মহাকলরবে সিরাজ-সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। আলিবর্দ্দী পাটনার দুর্গমধ্যে দরবারে উপবেশন করিলেন। সিংহাসনের একপার্শ্বে স্নেহভাজন দৌহিত্রকে উঠাইয়া লইলেন এবং সকলকে শুনাইয়া দিলেন যে, আজ হইতে

* সিরাজদ্দৌলা এই উপলক্ষে অনেকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে আলিবর্দ্দীর সঙ্গে কলহ করেন নাই, মুতক্ষরীণই তাহার প্রমাণ। আলিবর্দ্দীর আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র সিরাজ তাঁহার নিকট গিয়া রীতিমত "কদমবোসী" —পদচুম্বন করিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাজা [illegible] দোষেই যে এত অনর্থ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দীও জানকীরামকে ক্ষমা করার জন্য সিরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সিরাজদ্দৌলা বাংগালা, বিহার, উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।*

সিরাজদ্দৌলা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। যাহারা নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, যাহারা গোপনে গোপনে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার আয়োজন করিত, যাহারা রাজ-কর্ম্মচারী হইয়াও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত, তাহারা যখন একে একে এই সংবাদ অবগত হইল, তখন সকলেই একে একে স্বার্থরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিল।

* মুতক্ষরীণে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ স্থলে আমরা মুসলমান ইতিহাস-লেখকের অনুসরণ করিতে পারিলাম না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরাজ বণিকের লাঞ্ছনা

বাল্যকাল হইতেই সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তিনি মনের ভাব গোপন না করিয়া, সময়ে সময়ে ইংরাজ-বিদ্বেষের কথা নবাব-দরবারে প্রকাশ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। কালে ইংরাজের হাতে সোণার বাঙ্গালা রাজ্য যে ক্রীড়ার পুতুলের মত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে, তাহা যেন সূচনাতেই সিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্য ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিস্তৃতি এবং পদোন্নতি দেখিয়া তিনি ঈর্ষা-কষায়িত লোচনে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন।

সিরাজ বাল্যকাল হইতেই ইংরাজ-চরিত্র অধ্যয়ন করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। সেকালে নবাব-দরবারে ইংরাজ-প্রতিনিধির যাতায়াত ছিল। নগরোপকণ্ঠে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া, কাশিমবাজারের ইংরাজগণও সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। ইহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া সিরাজের ইংরাজ-বিদ্বেষ দূর হইল না; বরং ইহাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই গূঢ় অভিসন্ধি দেখিয়া, সিরাজদ্দৌলা মনে মনে ইংরাজদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিলেন। বাল্য-সংস্কার সহজে দূর হইবার নহে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে সিরাজের সেই বাল্য-সংস্কার ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল।

হীরাঝিলের প্রমোদভবন নির্ম্মিত হইবার সময় হইতে সিরাজদ্দৌলা সেই স্থানে নিজ নামানুসারে * "মনসুরগঞ্জ" নামে একটি গঞ্জ স্থাপিত

* সিরাজদ্দৌলার নাম—"নবাব মনসুরোল-মোলক্-সিরাজদ্দৌলা শাহকুলী খাঁ মিরজা মোহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর।"

করিয়াছিলেন। সেই গঞ্জের সমুদয় আয় তাঁহার করায়ত্ত ছিল; সুতরাং কিসে সেই গঞ্জের উন্নতি ও আয়বৃদ্ধি হইবে, তাহার জন্য সিরাজদ্দৌলা সর্ব্বদাই সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। দেশী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইলে, গঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না; ইংরাজদিগের প্রকাশ্য ও গুপ্ত বাণিজ্যে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি করিয়া বিদেশীয়দিগের লাভের পথ যতই বিস্তৃত হইতে লাগিল,* সিরাজদ্দৌলা বিদেশী বণিকদিগের উপর ততই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। ফরাশী দিনামার, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক্‌দিগের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না; সুতরাং তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশের লোকের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু ইংরাজগণ বিনা শুল্কে জলে স্থলে বাণিজ্য করিবার আদেশে—বাদশাহের ফরমান পাইয়া নিঃসম্বল দেশীয় বণিক্‌দের লাভের পথে কাঁটা দিয়াছে বলিয়া, ইংরাজদিগের উপরেই তাঁহার বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়াছিল। বাদশাহের ফরমান পাইয়া কেবল যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীই বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিত তাহা নহে; কোম্পানীর কর্ম্মচারীর আত্মীয়-স্বজনেরাও এদেশে আসিয়া গোপনে গোপনে স্বাধীন বাণিজ্য করিতেন; এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা লইয়া তাঁহারাও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন। জন্‌ উড্‌ নামক এইরূপ একজন ইংরাজ বণিক্‌ কোম্পানীর নিকট বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা চাহিয়া নিজ আবেদন-পত্রে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, স্বাধীন ইংরাজ বণিক্‌কেও কোম্পানীর ন্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য পরোয়ানা না দিলে সর্ব্বনাশ হইবে!† বাদশাহের ফরমান অমান্য

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

† "It will reduce a free merchant to the condition of a farmer or indeed of a *meanest black fellow.*"—Long's Selections.

করিবার উপায় নাই। যতদিন ইংরাজ থাকিবে, ততদিন তাহারা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবে ; সুতরাং ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে না পারিলে দেশীয় বাণিজ্যের কখনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না ; বোধ হয়, সেই জন্যই বালক সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেন। সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ থাকিতে তিনি সিরাজের প্রস্তাবের সমর্থন করিতেন ; কিন্তু আলিবর্দ্দীর ভয়ে তিনিও ইংরাজ তাড়াইবার আয়োজন করিতে পারিতেন না। প্রস্তাব উঠিলেই আলিবর্দ্দী বলিতেন, "মুস্তাফা যুদ্ধব্যবসায়ী ; যুদ্ধ বাধিলেই তাহার লাভ। তোমরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।" *

সিরাজের বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত "ফিরিঙ্গীস্থানে" † দশ সহস্রের অধিক অধিবাসী নাই এবং দেশে দেশে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করাই তাহাদের একমাত্র জীবনোপায়। তাহাদের দেশে যে শিল্প আছে, বাণিজ্য আছে ; রাজা আছে, রাজতন্ত্র আছে, সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে ; আবশ্যক হইলে সহস্র সহস্র বীরপুরুষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও ইংলণ্ডের গৌরব-পতাকা রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে যে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না, সিরাজদ্দৌলা বোধ হয় অতটা স্বীকার করিতেন না। আলিবর্দ্দী ইংরাজদিগের সহিত কলহ করিতে নিষেধ করিলে, সিরাজদ্দৌলা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ মাতামহকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কার করিতে ভীত হইতেন না। সিরাজদ্দৌলার অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিবার জন্য জনৈক ফরাসী লিখিয়া

---

* Stewart's History of Bengal.

† Orme. Vol. II—সিরাজদ্দৌলার সময়ে এ দেশের লোকে ইউরোপকে "ফিরিঙ্গীস্থান" বলিত ; কিন্তু "ফিরিঙ্গীস্থান"র জনসংখ্যা সম্বন্ধে তাহারা যে এতদূর অজ্ঞ ছিল, সেরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলার অজ্ঞতার অপবাদের একমাত্র প্রমাণ ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস।

গিয়াছেন, "সিরাজ বলিতেন, ইউরোপীয়গণকে শাসন করিবার জন্য আর কিছুরই দরকার নাই ; কেবল একজোড়া চটি জুতা।" *

আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্র-দমনে বিব্রত হইয়া ইংরাজদিগের অত্যাচারের কথা জানিয়া শুনিয়াও প্রতীকার করিবার চেষ্টা করিতেন না। বরং সিরাজদ্দৌলার ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়া সময়ে সময়ে স্পষ্টই বলিতেন যে, "দুর্দ্দান্ত সিরাজ ইংরাজদিগের সঙ্গে শীঘ্রই কলহ বিবাদে লিপ্ত হইবে এবং তাহা হইতে কালে সিরাজের রাজ্য ইংরাজের করতলগত হইবে।" সিরাজদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সামান্য একটু তাড়া দিলেই বাণিজ্যের খাতাপত্র এবং মালগুদাম ফেলিয়া ইংরাজ-বণিক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবার পথ পাইবে না। সিরাজ একবার ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সত্যসত্যই নবাবের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। নবাব প্রত্যুত্তরে এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, "মহারাষ্ট্র-সেনা স্থলপথে যে যুদ্ধানল জ্বালিয়া দিয়াছে, তাহাই নির্ব্বাণ করিতে পারি না, এ সময়ে ইংরাজের রণতরী যদি সমুদ্রে অগ্নিবর্ষণ করে, তাহা হইলে সে বাড়বানল কেমন করিয়া নির্ব্বাণ করিবে ?" †

সেই সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন শুনিয়া ইংরাজদিগের মধ্যে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ইংরাজ তখনও কৃপাভিখারী বণিক্ মাত্র, নবাব-দরবারে তাঁহাদের পদগৌরব ছিল না। তাঁহারা কেবল অর্থগৌরবে আপনাদিগের বাণিজ্যাধিকার রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেকালে উৎকোচের মহিমা বড়ই প্রবল ছিল। ইংরাজগণ সেই মন্ত্রৌষধির ব্যবস্থা করিয়া, নবাবদিগকে ও নবাব-দরবারের পাত্রমিত্রদিগকে সর্ব্বদাই তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। নবাবের মনস্তুষ্টি ও শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সময়ে সময়ে অনেক অপব্যয় করিতে হইত

* Hill's Bengal in 1756-57, introduction.

† Stewart's History of Bengal.

এবং এত করিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। হুগলীর ফৌজদার তাঁহাদিগের নিকট বৎসরে ২৭০০৲ টাকা পার্ব্বণি আদায় করিয়া লইতেন। * ঢাকায় রাজবল্লভ তাঁহাদিগের কুঠী বন্ধ করিয়া নৌকা আটক করিয়া, কুঠিয়ালদিগকে ফাটক দিয়া, খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া যথেচ্ছরূপে উৎকোচ আদায় করিয়া লইতেন। † এই সকল কারণে ইংরাজগণ প্রাণের সংগে মুসলমান-শাসন ভালবাসিতেন না এবং মুসলমানগণও বণিকের জাতি বলিয়া ইংরাজদিগকে সেরূপ সম্মান দেখাইতেন না। মুসলমান সে সময়ের রাজা, ইংরাজ তাঁহাদের পদাশ্রিত সামান্য প্রজা; উদরান্নের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া, পিতামাতা ছাড়িয়া, সুখশান্তি ছাড়িয়া অপরিচিত দেশে, অপরিচিত জাতির সংগে, বাণিজ্য ব্যবসায়ে মিলিত হইয়াছেন; সুতরাং মনের ভাবে যাহাই থাকুক, বাহ্য ব্যবহারে মুসলমান নবাবকে ভক্তি-শ্রদ্ধা জানাইতে ত্রুটি করিতেন না।

বাংগালীর নিকট আলিবর্দ্দী নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব, প্রজাহিতৈষী, ধর্ম্মশীল নরপতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন; ‡ কিন্তু কলিকাতার ইংরাজদিগের নিকটে তাঁহার সেরূপ প্রশংসা ছিল না। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ইংরাজদিগের কলিকাতাস্থ প্রধান কর্ম্মচারী বারওয়েল্ সাহেব নবাব-দরবার হইতে নিম্নলিখিত একখানি পত্র পান;—

"হুগলীর সৈয়দ, মোগল, আরমানী প্রভৃতি বণিক্গণ অভিযোগ করিয়াছেন যে, তোমরা নাকি তাঁহাদের বহু লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ লুট করিয়া লইয়াছ। আণ্টনি নামক একজন মহাজন বহুলক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমার

---

* Long's Selections.

† Rajballav becoming Nawab of Dacca peremptorily demanded the usal visit from the three nations. The French compounded it for 4,300 Rupees, the English did the same rather than have the trade stopped—Despatch to the Court. March 1, 1754.

‡ "He was perhaps the only prince in the East whom none of his subjects wished to assassinate."—Orme's Indostan. vol. 18.

জন্ত কতকগুলি মূল্যবান উপঢৌকন দ্রব্য আনয়ন করিতেছিলেন; শুনিলাম যে, সে জাহাজখানিও তোমরা লুঠিয়া লইয়াছ। এই সকল মহাজনগণ রাজ্যের কল্যাণসাধন করিতেছেন, আমি তাঁহাদের অভিযোগ আর উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতেই অধিকার দিয়াছি, দস্যুতা করিতে ক্ষমতা প্রদান করি নাই। এই রাজাদেশ পাইবামাত্র তোমরা যদি সহজে এই ক্ষতিপূরণ না কর, তবে আমি বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব।"*

পত্র পাইয়া কলিকাতার ইংরাজগণ অনেক গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলেন; অপরাধ অস্বীকার করিলেন এবং অভিযোগ-কারী মহাজনদিগকে ধরপাকড় করিয়া মুক্তি-পত্র লিখাইয়া লইবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কালবিলম্ব দেখিয়া নবাব ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজগণ অনন্যোপায় হইয়া জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। ইহাতে সিরাজদ্দৌলা বড় আনন্দলাভ করিলেন। এতদিনের পর ইংরাজ তাড়াইবার সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া মাতামহকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগৎশেঠের কৃপায় ইংরাজ বণিক্ সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন; অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ১২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া বাণিজ্যাধিকার ফিরিয়া পাইলেন। †

সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই রাজ্য-পরিদর্শনে বাহির হইলেন। সেকালের ইংরাজদিগের সেরূপ সৈন্যবল ছিল না; অনুরোধ উপরোধে কার্য্যোদ্ধার না হইলে, তোষামোদ ও উৎকোচের আশ্রয় গ্রহণ

* Long's Selections from the Records of the Government of India. Vol. I.

† The English got off after paying the Nawab through the Shets 1200,000 Rupees.—Long's Selections. অর্থদণ্ডের পরিমাণ ১২ লক্ষই মুদ্রিত আছে; কিন্তু শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, উহা ভ্রম মাত্র, এক লক্ষ বিশ হাজার হইবে।

করিতে হইত ; বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণও তাহারই সমর্থন করিতেন। নবাব-সরকারে কাহারও পদোন্নতি হইলে, তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নজর দিতে হইবে বলিয়া ইংরাজের মুখ শুকাইয়া উঠিত। সুতরাং সিরাজদ্দৌলার রাজ্য-পরিদর্শনের সংবাদে ইংরেজের বড়ই আশংকা উপস্থিত হইল।

সিরাজদ্দৌলা হুগলীতে পদার্পণ করিবামাত্র অভ্যর্থনার সমারোহে চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। ফরাসী এবং দিনামারগণ অগ্রসূচী হইয়া হুগলীতে আসিয়া সিরাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার এবং খোজা বাজিদ তখন হুগলীর সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদের অনুকম্পায় ফরাসী এবং দিনামার সিরাজদ্দৌলার শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। ইংরাজদিগকে অনুপস্থিত দেখিয়া হুগলীর ফৌজদার তাঁহাদিগকেও তলব দিলেন। ইংরাজদিগের সভাপতি বহুবিধ উপঢৌকন লইয়া সসম্ভ্রমে সিরাজের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। এই উপলক্ষে ইংরাজদিগের ১৫,৫৬০ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। যে বাবদ যত টাকা ব্যয় হইল, ইংরাজগণ তাহার হিসাব যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহা হইতে সেকালের আচার ব্যবহারের কিয়ৎপরিমাণ পরিচয় পাওয়া যায়।* সিরাজদ্দৌলা সন্তুষ্ট হইলেন কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইংরাজদিগের বিশ্বাস হইল যে, তিনি ইংরাজদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে কৃতার্থম্মন্য হইয়া কলিকাতার ইংরাজগণ ১৭৫২

* ৩৫ থান মোহর	৫৭৭৲	১ হীরার আংটি	১৪৩৬৲
নগদ টাকা	৫৫০০৲	২৬ থান মোহর আলিবর্দ্দীর বেগমের	
মোমের বাতি	১১০০৲	নজর বাবত	৪২৯৲
ঘড়ি	৮৮০৲	ফকির বিদায়	১৮৪৲
২ জোড়া আরসি	৫৫০৲	হুগলীর সেখগণ	৭৫৬৲
২ খণ্ড শ্বেত-মর্ম্মর	২২০৲	হুগলীর ফৌজদারের নজর	৭৭০৲
১ পিস্তল	১১০৲	ইত্যাদি।	

খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে বিলাতে সেই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।*

ইংরাজদিগের এই পত্র পড়িয়া মনে হয় যে, সিরাজদ্দৌলার মতিগতি পরিবর্ত্তনের জন্য উৎকোচ উপঢৌকন দিয়াও তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত সাহস পান নাই। কেবল দিন-কতকের জন্য কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইলেন বলিয়াই এত আনন্দোচ্ছ্বাস!

এইবার রাজ্য-পরিদর্শন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যেমন অনেক উপঢৌকন প্রাপ্ত হইলেন, সেইরূপ অনেক স্থানেই তাঁহার এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অত্যাচারে লোকের নিকট তাঁহার প্রবল প্রতাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রদমনে নিরন্তর শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিয়া আলিবর্দ্দীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, সুতরাং এই সময় হইতেই সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনেক পরিমাণে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ এখন ভারতবর্ষের রাজা; যে দেশের প্রজাশক্তিকে পদদলিত করিয়া মোগল, পাঠান, মুসলমান ভূপতিরা বহুশতাব্দী ধরিয়া বাহুবলে রাজ্যশাসন করিয়াছেন, সে দেশের লোকের পক্ষে অল্প বিস্তর অত্যাচার অবিচার নীরবে সহ্য করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং রাজা একটু সামান্য উৎপীড়ন করিলেও তাহারা সহসা হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিত না। কিন্তু সেকালের ইংরাজ বণিক্ হইয়াও, নিরীহ লোকের উপর উৎপীড়ন করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। এদেশে পদার্পণ করিয়াই "কালা আদ্মি" বলিয়া ইংরাজ নাসিকা-কুঞ্চন করিয়াছিলেন; সুতরাং "কালা আদ্মি"দিগের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সেই কালা আদ্মির স্বার্থরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলা অগ্রসর হইলেন। তিনি চৌকিতে চৌকিতে ইংরাজদের নৌকা আটক করিয়া তাহা সত্য সত্য কোম্পানীর

* ইংরাজি পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

নৌকা কি অন্য কোন অর্থলোলুপ ইংরাজ-বণিকের নৌকা, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে অনুসন্ধানে যখন প্রকাশ পাইল যে, কোম্পানীর দোহাই দিয়া ইংরাজমাত্রেই বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন, তখন যেগুলি সত্যসত্যই কোম্পানীর নৌকা, তাহার উপরেও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অগত্যা কোম্পানীর লোকেরাও কথঞ্চিৎ উৎকোচ না দিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারিলেন না। * এই সূত্রে কোম্পানীর কলিকাতাস্থ দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল।

রাজকার্য্য পরিদর্শন উপলক্ষে ইংরাজদিগের বাণিজ্য-কৌশল এবং ছল প্রতারণা ধরিতে পারিলেই, সিরাজদ্দৌলা তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ করিতে আরম্ভ করিলেন। মেরি নামক একখানি জাহাজ এইরূপে বড়ই বিড়ম্বিত হয়। হলওয়েল সাহেব তাহাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া ইংরাজ-দরবারে অভিযোগ করেন, মেরি যে কোম্পানীর জাহাজ না হইয়াও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা লইয়াছিল এবং এইরূপে বিনাশুল্কে ইংরাজ-মাত্রেকেই বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনের অবসর না দিলে তাহাদের যে দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না, ইহাই হলওয়েলের অভিযোগ। সুতরাং ইংরাজমাত্রেই সিরাজদ্দৌলার শত্রু হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

ক্রমে এই সকল কথা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা পূর্ব্বরীতির অনুসরণে নবাবের তুষ্টিসম্পাদনের জন্য আরও কিছু অর্থব্যয় করিয়া কলহ-বিবাদ নিবারণ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

কলিকাতার ইংরাজগণ অগত্যা আরও কিছু উপহার উপঢৌকন লইয়া সিরাজদ্দৌলার নিকট হাজির হইলেন। কিন্তু তাহাতেও উভয়ের মনো-মালিন্য দূর হইল না। কেবল প্রকাশ্যে উৎপীড়ন কিছুদিনের জন্য রহিত হইল।

---

* Native cloth-merchants complain of the detention of their goods by the exorbitant exactions of the chowkeys, that what used formerly to come down in ten days was now twenty days on its way."—Long's Selections.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রিয়-বিকার

সিরাজদ্দৌলার সমাধি-মন্দির লক্ষ্য করিয়া একজন সুলেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে :—"আলিবর্দ্দীর নিকটেই তাঁহার স্নেহপুত্তলী সিরাজদ্দৌলা শায়িত। এই সিরাজদ্দৌলা, গর্ভস্থ সন্তান কিরূপে বাস করে তাহা দেখিবার জন্য গর্ব্বিণীর উদর বিদীর্ণ করিত, রাজপ্রাসাদে বসিয়া মুমূর্ষুর অঙ্গবিক্ষোভ দেখিয়া আনন্দলাভের জন্য নৌকা মধ্যে নরনারী আবদ্ধ করিয়া নিমজ্জিত করিবার আদেশ দিত; কক্ষমধ্যে উপপত্নীগণকে ইষ্টকদ্বারা জীবিতাবস্থায় সমাধি-নিবদ্ধ করিত; মাতার পরপুরুষ-সম্ভোগের প্রতিশোধ লইবার জন্য রমণীমাত্রেরই সতীত্বনাশ করিত; তরবারী ও বর্শাধারিণী তাতার, জর্জ্জিয়া ও হাবসীদেশের রমণীগণকে অন্তঃপুরের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রাখিত; মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা করিত; বহু রমণী সম্ভোগ করিয়া এবং নরহত্যায় পুণ্যলাভ করিয়া মহম্মদের মতের প্রধান দুইটি উপদেশ পালন করিয়া মোসলমান চরিত্রের আদর্শরূপে প্রতিভাত হইত।"* ইহাই যে এদেশের সাধারণ জনশ্রুতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই! এতদিনের পর এই জনশ্রুতির প্রত্যেক কথার সত্য-মিথ্যা আলোচনা করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র! তথাপি জনশ্রুতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে দুই একটি কথার আলোচনা করা আবশ্যক।

যে লেখক একজন গতজীব হতভাগ্য নরপতির সমাধি-মন্দিরের জীর্ণ তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়াও তাঁহাকে এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া, এত অধিক সরস পদ-লালিত্য বিকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তিনি একজন বর্ত্তমান যুগের ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য-বাঙ্গালী!

---

* Travels of a Hindu.

সমসাময়িক ইংরাজ এবং বাঙ্গালী মিলিয়া যাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ইংরাজ এবং বাঙ্গালীর নিকটেও তিনি সুবিচার লাভ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী সিরাজদ্দৌলাকে কি জন্য সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার বিচার হয় নাই; কিন্তু এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, রাজবিদ্রোহীদিগের সঙ্গে গুপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, ইংরাজগণ কি জন্য সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের লোকে তাহার বিচার করিয়াছিল। সেই বিচারে আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ইংরাজগণ † সিরাজদ্দৌলার যে সকল অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন ইতিহাসে বাস্তব ঘটনা বলিয়া সমাদরে স্থানলাভ করিয়াছে।

মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনসময়ে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অল্পাধিক পরিমাণে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে আবার দীর্ঘস্থায়ী বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই অরাজকতা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আলিবর্দ্দী সুযোগ পাইয়া বাদশাহকে কর প্রদান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন; জমিদারগণও অবসর পাইয়া প্রকারান্তরে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন; সিরাজদ্দৌলা সেই অরাজকতার গতিরোধ করিয়া কঠোরহস্তে দুষ্টের দমন করিবার আয়োজন করিবেন এবং আবশ্যক হইলে পাষণ্ড-দলনে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না; অঙ্কুরেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। সকলে মিলিয়া সেই জন্য সময় থাকিতে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছিলেন। আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, কেহই তাহাতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ইতিহাস সিরাজদ্দৌলার জন্য লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছে।

---

† Holwell's India Tracts.
Evidence of Mr. Cook, in the first Report of the Committee of House of Commons 1772.
Scrafton's Reflections.

ইংরাজদিগের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। বাঙ্গালীর নিকট সিরাজদ্দৌলা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অর্থপিপাসু উচ্ছৃংখল যুবক বলিয়াই পরিচিত; এই পরিচয় কিয়দংশে অতিরঞ্জিত হইলেও, একেবারে মিথ্যা নহে। কিন্তু সত্য হইলেও, যে যে কারণে সিরাজদ্দৌলার ইন্দ্রিয়বিকার এবং অর্থপিপাসা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলানুসন্ধান করা আবশ্যক।

মাতামহের অসংগত স্নেহ-পরায়ণতায় সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবনে সুশিক্ষার বীজ পতিত হইতে পারে নাই। স্বার্থ সাধনের জন্য অনেকেই সুযোগ পাইয়া অপরিণামদর্শী তরুণ যুবককে প্রলোভনের পথে টানিয়া আনিয়াছিল। সেকালের নবাবদিগের মধ্যে ইন্দ্রিয়বিলাস বিশেষ দোষাবহ ছিল না; সুতরাং সিরাজদ্দৌলার রাজান্তঃপুরে অগণিত সেবাদাসী দেখিয়া যাঁহারা অপবাদ রটনা করিয়াছেন, তাঁহারা সেকালের সমাজনীতি লইয়া সিরাজদ্দৌলার সমালোচনা করেন নাই।

সেকালের রাজা-বাদশাহেরা সমাজ-নিয়ম উল্লংঘন করিয়া যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতেন। তাঁহাদের সহিত অল্প লোকেই সমাজিক ব্যাপারে মিলিত হইবার অধিকার পাইত। অনেক সময় হয় ত লোকে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবারও অবসর পাইত না। গোপনে রাজান্তঃপুরে বা প্রমোদভবনে তাঁহারা যে সকল ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইতেন, বাহিরের লোকে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিত না। সুতরাং কল্পনা-লোলুপ জনসাধারণ অনেক সময়েই তিলকে তাল করিয়া তুলিত।

সিরাজের নিকটে কেহ আলিবর্দ্দীর ন্যায় ধর্ম্মজীবন ও পুণ্যকার্য্যের প্রত্যাশা করিত না। ইন্দ্রিয়বিকার মুসলমান ভূপতিদিগের সাধারণ কলংক; দুই এক জন সে কলঙ্কের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকসমাজে পূজনীয় হইয়াছেন বলিয়া, লোকে সকলের চরিত্রেই সেরূপ জিতেন্দ্রিয়তা দেখিবার আশা করিত না। সুতরাং অন্যান্য সদ্‌গুণ থাকিলে লোকে

নবাব এবং বাদশাহদিগের ইন্দ্রিয়বিকার লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিত না। বরং কেহ কেহ স্বার্থ-সাধনের জন্য পাপ-পথের সহায়তা করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না এবং তাহার জন্য লোকসমাজে কেহই নিন্দাভাজন হইত না।

সেকালের ইংরাজদিগের চরিত্রেও ইন্দ্রিয়বিকার কিয়ৎপরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। পলাশির যুদ্ধাবসানে সিরাজদ্দৌলার শিবিরের অনেক বারবনিতাই পলায়ন করিবার অবসর পায় নাই। মীরজাফর তাহাদিগকে সমাদরে সম্মিলিত করিয়া লর্ড ক্লাইবের শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। * ইচ্ছা না থাকিলেও পদস্থ ব্যক্তিদিগকে দশ জনে মিলিয়া পাপের পথে টানিয়া আনে। সিরাজদ্দৌলাকেও সেই দশ জনে মিলিয়াই ইন্দ্রিয়বিকারের পাপপঙ্কে টানিয়া আনিতেছিল।

রূপ ছিল, যৌবনও ছিল, নবাবের প্রিয় পুত্তল বলিয়া সকলের নিকটেই সমাদর ছিল; তাহার পর লোকে যখন শুনিতে পাইল যে, সিরাজদ্দৌলাই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ নবাব, তখন দশজনে মিলিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল। সিরাজ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব, স্বাধীনচেতা, তেজস্বী যুবক, তাহাতে অন্য কোন উপায়ে তাঁহার উপর আধিপত্যবিস্তারের সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং লোকে যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের সহায়তায় তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল।

সিরাজ যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বেই সঙ্গদোষে একটু একটু করিয়া সুরা-পান করিতে শিখিয়াছিলেন। যখন যৌবন-জল-তরঙ্গে দেহমন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, তখন সঙ্গগুণে আনুষঙ্গিক পাপ-লিপ্সাও চরিতার্থ করিতে

---

* "Many of Suraj-a-Dowla's women taken in the Camp had been offered to Clive by Meerjaffier immediately after the battle of Plassey."—Travels of a Hindu.

শিক্ষা করিলেন। ইহাতে সিরাজদ্দৌলার যত দোষ, তাঁহার প্রলোভনদাতা, উৎসাহদাতা, সহকারীদিগের ততোধিক অপরাধ। এই দোষে যাঁহারা সমধিক লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কে, কোন্ শ্রেণীর লোক, কি উদ্দেশ্যে সিরাজদ্দৌলার সংগে অনবরত ছায়ার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেন, ইতিহাস তাহার কোন সংবাদই লিখিয়া রাখে নাই। যাঁহারা প্রধান অপরাধী, তাঁহারা "বেকসুর খালাস" পাইয়াছেন, আর তাঁহাদের মোহজালে জড়িত হইয়া মোহান্ধ বালক একাকী সকলের কলংক বহন করিয়া লোকসমাজে শত গঞ্জনা সহ্য করিতেছে।

যাহারা সিরাজদ্দৌলাকে পাপ-মূর্ত্তিতে লোকসমাজে পরিচিত করিয়া স্বার্থ-সাধনের পথ সহজ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারা প্রাণপণে কলংকরটনা না করিলে লোকে অল্পদিনের মধ্যেই এ সকল কথা ভুলিয়া যাইত। সম্রাট আকবরের সমাধি-মন্দিরের নিকটে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর হিন্দ মুসলমান এখনও শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেছে;—সেই প্রবীণ নরপতির লোহিত প্রস্তরখচিত সুগঠিত দুর্গ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে মর্ম্মর রচিত হর্ম্ম্যতলে কত জাতির, কত ধর্ম্মের, কত কুলকামিনী তাঁহার বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতেন, ইতিহাসে তাহা অপরিচিত নাই। তেজস্বিনী অভিমানিনী রাজপুত-রমণী যোধা-বাঈয়ের নাম বাংগালীর নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। কিন্তু তিনিও আকবরের পাটরাণী হইয়া সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইয়াছিলেন। আগ্রার রাজদুর্গের মধ্যে এখনও "নওরোজার বাজারে"র কক্ষগুলি ধূলি-পরিণত হয় নাই; সেখানে বর্ষে-বর্ষে যত কুকীর্ত্তির অভিনয় হইত, তাহাও লোকসমাজে লুক্কায়িত ছিল না। জাহাংগীর বাদশাহ কৌশলক্রমে সের আফগানকে নিহত করাইয়া তাঁহার অলোকসামান্যা পরমরূপবতী সহধর্ম্মিণী নুরজাহানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারই নামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়া রাজ্যপালন করিতেন; লোকে পরমসমাদরে পরদার-নিরত সম্রাটের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিত। দেখিয়া

শুনিয়া সহিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং বাদশাহ বা নবাবদিগের গুপ্ত চরিত্র লইয়া কেহ কোনরূপ আন্দোলন করিত না।

আমরা সিরাজদ্দৌলার ইন্দ্রিয়-বিকারের গুণানুবাদ করিতেছি না, তাঁহার পাপ-লিপ্সারও সমর্থন করিতেছি না ;—আমরা কেবল সমসাময়িক ইতিহাস লইয়া তাহার আলোচনা করিতেছি। সেই ইতিহাসে যে সকল আনুষঙ্গিক প্রমাণ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহার দুটি একটি আলোচনা করিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

মহারাজ মোহনলালের নাম অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। বাঙ্গালী কবি * তাঁহার বীরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা এখনও বাঙ্গালীর গৃহে-গৃহে সমাদর লাভ করিতেছে ; কিন্তু মোহনলাল হিন্দু হইয়াও কি উদ্দেশ্যে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন ও জীবন রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি তাহার মূল-তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই।

মোহনলাল একজন সামান্য অবস্থার লোক। নবাব-সরকারে তাঁহার কোনই পদ-গৌরব ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন যৌবনোন্মাদে মত্ত, সেই সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিলেন, মোহনলাল তাঁহাদিগেরই একজন। মোহনলালের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগিনী ছিলেন। রূপে তিনি বঙ্গসুন্দরীদিগের মধ্যে সমধিক রূপবতী বলিয়া পরিচিত। যৌবনোদ্গমে সেই অতুল রূপরাশি ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই রূপসী ক্ষীণাঙ্গীদিগের মধ্যেও ক্ষীণাঙ্গী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার দেহভার ৩২ সেরের অধিক ছিল না। † এই অপরূপ রূপলাবণ্যের

* নবীন চন্দ্র সেন

† The translator of the Sayer tells us that the Indian idea of a beautiful woman is that her skin be of a golden colour, and so transparent, that when she eats *Pan*, the red fluid can be seen passingdown her throat, and that she

কথা সিরাজদ্দৌলার নিকট অধিকদিন লুক্কায়িত রহিল না। তখন সেই রূপরাশি সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরে আসিয়া উপনীত হইল। *

মহারাজ মানসিংহ মুসলমানকে ভগিনীদান করিয়া মোগলের বিজয়-পতাকা দেশ-বিদেশে বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগণিত সন্তানবৃন্দ কেহ অশ্বারোহী, কেহ পদাতিকদলের সেনানায়ক হইয়া উচ্চ-রাজপদ উপভোগ করিয়াছিলেন,·········একদিনের জন্যও বলদর্পিত মানসিংহের ক্ষত্রিয়-শোণিত অপমানচিন্তায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে নাই। একবার এই ভগিনীদান লক্ষ্য করিয়া রাণা প্রতাপ ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন; তাহাতে লজ্জা বা ঘৃণা বোধ হওয়া দূরে থাকুক, সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড-বিধানের জন্য সম্রাটকে উত্তেজিত করিয়া, রাজপুত-গৌরবরবি মহারাণা প্রতাপ সিংহকে বহু যুদ্ধে পরাজিত, মর্ম্মপীড়িত, গৃহতাড়িত, বন-নির্ব্বাসিত করিয়াও মানসিংহের মনঃক্ষোভ দূর হয় নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মানসিংহ জানিয়া শুনিয়াই মোগলকে ভগিনীদান করিয়াছিলেন।

মোহনলালের ইতিহাসও সেইরূপ। তিনি সামান্য পদবী হইতে সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রীপদে আরোহণ করিয়াছিলেন; নগণ্য সৈনিক হইয়াও উত্তরকালে "মহারাজ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব হইয়াছিলেন এবং যখন দেশের সমুদয় রাজা জমিদার মিলিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে অগ্রসর হন, তখন মোহনলাল একাকী অসাধারণ বীরপ্রতাপে সিরাজের সিংহাসন রক্ষার জন্য

weight only twenty-two seer (44 lbs.) Stewart's 64 is, perhaps, a mistake for 44."—H. Beveridge. C. S.

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ভগিনীদান-কাহিনী বিশ্বাস করেন না। মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা নামধারী ফরাসী পণ্ডিত টীকাচ্ছলে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "অমূলক", কারণ মোসলমান-রচিত ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই।

জীবনবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মোহনলালের ন্যায় বীরপুরুষ কি স্বেচ্ছায় ভগিনীদান না করিলে, এরূপ উৎসাহের সঙ্গে আমরণ সিরাজদ্দৌলার কল্যাণসাধন করিতে সম্মত হইতেন। *

মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইরূপে সিরাজদ্দৌলার উপর আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে রাজ্যপরিদর্শন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানা স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার-ফৌজদারগণ যে তাঁহার মনস্তুষ্টি ও শুভদৃষ্টিলাভের প্রত্যাশায় গায়ে পড়িয়া অনেক সুন্দরী ললনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন, তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ছলে, বলে, কৌশলে এবং অর্থ বিনিময়ে অনেক কুলকামিনী সিরাজের অংকশায়িনী হইয়াছিলেন; কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে নিশাবসানে বিগত-সৌরভ-কুসুম-স্তবকের ন্যায় আবর্জ্জনারাশির সঙ্গে রাজপথে ফেলিয়া দিতেন না। সকলকেই যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁহার রাজান্তঃপুরে স্থান দান করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁহার অন্তঃপুরে সতর্ক প্রহরী সশস্ত্রশরীরে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত থাকিত। সিরাজদ্দৌলার অধঃপতনের পর তাঁহার অন্তঃপুরে যে বহুশত রমণী প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা গণনা করিয়া ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা শিহরিয়া

* "নবাবী আমলে হিন্দু কর্ম্মচারী" নামক "সাহিত্যে" প্রকাশিত একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, "ইংরাজ মহাত্মারা বীর-প্রবর মোহনলালের যে অপবাদ রটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহার সমালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা ইহাকে "অপবাদ" বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। মহারাজ মানসিংহ এবং মোহনলাল উভয়েই সমাদরের পাত্র;—মোগলকে ভগিনীদান করিয়াছেন বলিয়া বীরত্ব-গৌরব অবসন্ন হইতে পারে না।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে (১৩০৮) বলিয়াছেন—"মোহনলালের এই অত্যধিক উন্নতিই সিরাজের অধঃপতনের বীজ বপন করিয়া রাখিল।" কিন্তু সে উন্নতির মূল কি, তাহা প্রদর্শিত না হওয়ায়, মুতাক্ষরীণ-বর্ণিত ভগিনীদান-কাহিনী কেবল মুখের কথায় উড়াইয়া দিতে সাহস হয় না।

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কাহার রমণী, কিসূত্রে রাজান্তঃপুরে স্থানলাভ করিয়াছিলেন, কেহ তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই। কালক্রমে সেই সকল রমণী যখন ইংরাজের কৃপায় বৃত্তিলাভ করেন, তখন প্রকৃত অবস্থা কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে সরফরাজ খাঁর বেগমমণ্ডলী, তাহা ইংরাজ-রাজের কাগজপত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস-লেখকেরা আর ভ্রমসংশোধন করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ যে সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে; কিন্তু গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, নৌকা সহিত ভাগীরথীগর্ভে নরনারী নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচারের কোনও উল্লেখ নাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার অধিকাংশই "রচা কথা"। *

* আধুনিক বাঙ্গালী লেখকবর্গের মধ্যে নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাসলেখক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিরাজের চরিত্রহীনতার নিদর্শন যেখানে যাহা পাইয়াছেন, সযত্নে সঙ্কলিত করিয়া দিয়াছেন। অবশেষে তিনিও লিখিয়াছেন,—"ইহাতে গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, জলে জনপূর্ণ পোত-নিমজ্জন, সৎকুলজাতা পতিব্রতা কুলবনিতাদিগের সতীত্ব অপহরণ আদি যাবতীয় উৎকট নিষ্ঠুর ব্যাপার তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল—ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিবার কোন কারণ নাই। এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতির সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়,—কলিকাতার ইংরাজ গভর্ণর রোজার ড্রেক দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া স্বকীয় কলঙ্কমোচনের আশায় সিরাজ-চরিত্র চিত্রিত করিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে কৈফিয়ৎ প্রেরণ করেন. (Hill's Bengal in 1756-57 p. 123) তাহাতেই এই সকল কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহা হইতেই উত্তরকালের লেখকবর্গ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সিরাজকলঙ্ক প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ড্রেক সাহেবের নিজের চরিত্র বড় প্রশংসনীয় ছিল না। তিনি ৩৪শ বর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক ছিলেন; বিপত্নীক অবস্থায় আপন শ্যালিকাকেও পত্নীবৎ গ্রহণ করায়, ইংরাজ-সমাজের সকলেই তাঁহার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ত নীচ সঙ্গে কালযাপন করিয়া মদ্যপ বলিয়া ইংরাজমণ্ডলীতেও নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জমীদারদিগের আতঙ্ক

বর্গীর হাঙ্গামার গতিরোধ করিতে গিয়া আলিবর্দ্দীর রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যও সময়ে সময়ে ঋণগ্রহণ করিতে হইত। আজ এখানে, কাল সেখানে, কখন হস্তিপৃষ্ঠে, কখন অশ্বারোহণে, কখন উড়িষ্যাপ্রান্তে, কখন বা বিহারের বন্ধুর ভূমিতে অসিহস্তে শত্রুসেনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, আলিবর্দ্দী জরাপলিত-কলেবরে ব্যাধিজড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এত করিয়াও মহারাষ্ট্র-লুণ্ঠন নিবারণ করিতে পারিলেন না। নিয়ত শিবিরে-শিবিরে পরিভ্রমণ করিলে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার সময় হয় না; আবার রাজধানীতে বসিয়া নিপুণভাবে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলে বর্গীর হাঙ্গামায় গ্রাম নগর উৎসন্ন হইয়া যায়; অগত্যা আলিবর্দ্দী প্রজারক্ষার জন্য দেশে দেশে শত্রুসেনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যাহাদিগের ধন মান রক্ষার জন্য জীবন-পাত করিলেন, এক বৎসরের জন্যও তাহাদের দুঃখের হাহাকার নিবারণ করিতে পারিলেন না। এদিকে মহারাষ্ট্র-সেনাপতিও আলিবর্দ্দীর ন্যায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত নিয়ত যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়া এক দিনের জন্যও বিশ্রাম-সুখ লাভ করিবার অবসর পান নাই। সুতরাং ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষই সানন্দে সাগ্রহে সন্ধিসংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

বহু বৎসরের পর যুদ্ধকোলাহল শান্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি-সংস্থাপিত হইলে, সুবর্ণরেখা নদী উড়িষ্যা ও বাঙ্গালাদেশের সীমান্ত-

রেখা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। মহারাষ্ট্রসেনা আর সুবর্ণরেখা পার হইবার চেষ্টা না করিলে, নবাব তাহাদিগকে বৎসর বৎসর ১২ লক্ষ টাকা "চৌথ" প্রদান করিবেন, এইরূপ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। *

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু চৌথ প্রদানের উপায় হইল না। অগত্যা আলিবর্দ্দী জমীদারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, "চৌথ মারহাট্টা" † নামে এক নূতন বাজে-জমা বাহির করিলেন এবং নবাব-সরকারের ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার জন্য, অধিকাংশ সৈন্যদলকে পদচ্যুত করিলেন। দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল।

আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগের আমলে বাঙ্গালী জমীদারদিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল না। যথাসময়ে রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে, সকলকেই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত;—কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেন, কাহারও জমীদারী অন্যের হস্তে সমর্পিত হইত, কাহারও বা "বৈকুণ্ঠবাসে"র ব্যবস্থা হইত। ‡

জমীদারদিগের সহায়তায় এবং জগৎশেঠের অনুকম্পায় আলিবর্দ্দী সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং তাঁহার শাসনসময়ে জমীদারদলই প্রকৃত প্রস্তাবে সিংহাসনের মালিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী তাঁহাদের সহিত বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া শত্রুদলন করিতেন এবং জমীদারদলের মতামত না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

---

* Stewart's History of Bengal.

† Fifth Report. Vol. 1.

‡ মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনসময়ে মুর্শিদাবাদে একটি গর্ত্তের মধ্যে যাবতীয় পূতিগন্ধময় পদার্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজস্বদানে অশক্ত জমীদারদিগকে তাহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া নির্য্যাতন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে সেকালের মুসলমানেরা ব্যঙ্গচ্ছলে "বৈকুণ্ঠ" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। মুসলমান ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ নাই; সমসাময়িক ইংরাজেরা ইহা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলার নিকট ইহা প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলে, দুষ্টদল দমন করিবার জন্য যে স্বভাবতঃই আয়োজন করিবেন, তাহা সকলেই একরূপ আকারে ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং আলিবর্দ্দীর রুগ্নদশায় সিরাজদ্দৌলাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজকার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখিয়া, জমীদারদল আতঙ্কিত হইলেন।

এই সকল জমীদারদিগের মধ্যে সখ্যসংস্থাপন হইতে লাগিল। সকলেই ভবিষ্যতের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সেকালে রাজসাহীর জমীদারীই এদেশে, এমন কি সমুদয় ভারতবর্ষে, সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ জমীদারী বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার চতুঃসীমা ভ্রমণ করিয়া আসিতে ৩৫ দিন সময় লাগিত। * এই বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী, পুণ্যকীর্ত্তিতে ভারতবর্ষে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যসীমার নিকটেই স্বনামখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী। তাঁহার রাজ্য সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। † বিদ্যাবুদ্ধি ও যশোগৌরবে কৃষ্ণচন্দ্রও বাঙ্গালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া উঠিতেছিলেন। এই সকল প্রবল প্রতাপশালী হিন্দু জমীদারগণ বিদ্যাবুদ্ধি, শাসনকৌশল ও বাহুবলে যেরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাহাতে সহসা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা না করিলে, হয় ত সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় ইতিহাস অন্য ভাবে লিখিত হইত।

সেকালে এই সকল জমীদারদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কোন সভা-সমিতি ছিল না। তাঁহারা রাজকার্য্য উপলক্ষে রাজধানী মুর্শিদাবাদে শুভাগমন করিলে, অবসরসময়ে শেঠভবনে সম্মিলিত হইতেন। সেখানে বসিয়াই দেশের সুখ দুঃখের কথার আলোচনা হইত। কালক্রমে শেঠভবন বাঙ্গালী জমীদারদিগের মন্ত্রভবন হইয়া উঠিয়াছিল। সে শেঠভবন এখন ভাগীরথী-

* Holwell.

† ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

গর্ভে বিলীন হইয়াছে। * যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহাও বন-জঙ্গলে, লতাগুল্মে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ হইতে কি যেন এক বিষাদের উষ্ণশ্বাস বহিতেছে যে, সেখানে পদার্পণ করিলে আর অশ্রুসংবরণ করা যায় না। সে ঐশ্বর্য্য কোন্ মন্ত্রবলে বেলাশায়িত ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে! মহিমাপুরের সে উজ্জ্বল মহিমা কোন্ অভিসম্পাতে যেন মসীমলিন বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! সে রত্নদীপালোকিত রাজভবনে আর সায়াহ্নে প্রদীপশিখাও ভাল করিয়া আলোক বিস্তার করে না! চারিদিকে ভগ্নস্তূপ; তাহারই মধ্যে কয়েকটি জীর্ণকক্ষে ইতিহাস-বিখ্যাত জগৎশেঠের বর্ত্তমান বংশধর ইংরাজদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপে জীবনধারণ করিতেন; এখন তাহাও রহিত হইয়া গিয়াছে। †

জগৎশেঠ এবং প্রধান প্রধান জমীদারগণের যেরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সিরাজদ্দৌলা মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন;— তাহাতে জমীদারদলও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই অসন্তোষ কালে বিলীন হইতে পারিত। জমীদারদলকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলে, কালে তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করাও অসম্ভব

* "In Mohimapore, north of Jeffraganj and on the left-hand side of the road to Azimganj, there may be seen the ruined house of Jagat Seth, "The Banker of the World." The Moorshidabad Mint was here, and its foundations still exist. The only relic of former magnificence is an impluvium or cistern, with a stone border."—H. Beveridge, C. S.

† ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতির সম্মিলনসময়ে অনারেবল্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী মহিমাপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলেন; তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল; জগৎশেঠের বর্ত্তমান বংশধর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলেন, এমন একটু স্থানও খুঁজিয়া পাইলেন না।

হইত না। * কিন্তু স্বভাবদোষে সিরাজদ্দৌলা সেই সুযোগ হারাইলেন। দুইটি কারণে আলিবর্দ্দীর জীবনকালেই জমীদারদল সিরাজের শত্রুপক্ষের সহিত মিলিত হইলেন।

রাণী ভবানী বিধবা হিন্দুরমণী,—গঙ্গাবাস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী বড়নগরের রাজবাটীতে অবস্থান করিতেন। বড়নগরের রাজবাটীর এখন জীর্ণাবস্থা। কিন্তু রাণী ভবানীর সযত্ন-নির্ম্মিত দেব-মন্দিরগুলি এখনও পরিব্রাজকদিগের নিকট সমধিক গৌরবের বস্তু বলিয়া পরিচিত। † রাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রের নিকটই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। শিক্ষাবিস্তারের জন্য, স্বদেশপ্রেমের জন্য, শাসনকৌশলের জন্য, পুণ্যকীর্ত্তির জন্য, দরিদ্রপালনের জন্য—রাণী ভবানী স্বদেশীয়দিগের নিকট পূজনীয়া দেবী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছেন।‡ তারা নাম্নী তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যাও তাঁহার সহিত বড়নগরের রাজবাটীতে থাকিয়া গঙ্গাবাস করিতেন। তারা বালবিধবা ; অপরূপ রূপলাবণ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বলিয়া সর্ব্বজন-প্রশংসিতা। তিনি মাতার সাধুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া বাঙ্গালীর নিকট শুক্লাম্বরধারিণী ব্রহ্মচারিণী বলিয়া পূজনীয়া হইয়াছিলেন।

---

* প্রভুপুত্র সরফরাজকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করায় লোকে আলিবর্দ্দীর নামে যেরূপ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কালে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছিল।

† Baranagar is famous as the place where Rani Bhawani spent the last years of her life, and where she died. She built some remarkable temples here. In size or shape. they are ordinary enough, but two of them are "richly ornamented with terra cotta tiles, each containing a figure of Hindu Gods excellently modelled and in perfect preservation."—H Beveridge. C S.

‡ "Rani Bhawani is a heroine among the Bengalees. —*Ibid.*

বৈধব্যের কঠোর ব্রহ্মচর্য্যায় এই অনুপম রূপরাশি মলিন না হইয়া, আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার নিকট তারার অনপম রূপলাবণ্যের কথা অধিক দিন লুক্কায়িত রহিল না। একদিন প্রাসাদশিখরে পাদচারণা করিতে করিতে, আজানুলম্বিত কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া, রাজকুমারী তারা স্বচ্ছন্দভাবে বায়ুসেবন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ক্রোড়বাহিনী ভাগীরথীর জলে সিরাজদ্দৌলার বিলাসতরণী মন্থর-গতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। কুক্ষণে সেই অতুলনীয় রূপের ফলিতজ্যোতিঃ চকিতের ন্যায় সিরাজের পাপচক্ষে পতিত হইল। সিরাজ নবীন যুবক, চিত্ত দুর্দ্দমনীয়বেগে নিয়মিত অসংযত, পারিষদবর্গের অপরাজিত উত্তেজনায় সর্ব্বদা মদ-দর্পিত; সুতরাং সিরাজ সেই রূপরাশি হস্তগত করিবার জন্য উন্মত্ত হৃদয়ে উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক এই কুকীর্ত্তির কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে এই জনাপবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।* যদি রাজ্যবিনিময়েও সিরাজের মতিভ্রম দূর করা সম্ভব হইত, রাণী ভবানী হয়ত তাহাতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু সিরাজের নামে সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। অবশেষে বিচক্ষণ পরামর্শদাতৃগণ একদিন মহাসমারোহে গঙ্গাতীরে এক চিতাকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিলেন; ধূমপুঞ্জে ভাগীরথীর তীর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল যে, রাজকুমারী তারা সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাতে তারাঠাকুরাণীর ধর্ম্মরক্ষা হইল বটে, কিন্তু সিরাজের পাপলিপ্সা ভস্ম

* রাণী ভবানীর বংশধর বড়নগর রাজবাটীর স্বর্গীয় রাজা উমেশচন্দ্রের নিকট এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়া একজন সুলেখক 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী-প্রদেশে এই জনশ্রুতি বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছে।

হইল কি না, কে বলিতে পারে? প্রকৃত ঘটনা কতদিন গোপনে থাকিবে? সিরাজদ্দৌলা যখন শুনিবেন যে, তারাঠাকুরাণী এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তখন সে রাজরোষ কে নিবারণ করিবে? সুতরাং সময় থাকিতে জমীদারদল গোপনে গোপনে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, আর না,—ইহার পরেও যদি তাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনে আরোহণ করিবার অবসর দেন, তবে আর জাতিধর্ম্ম রক্ষা করিবার উপায় থাকিবে না। সিরাজ যে সত্যসত্যই কাহারও নিষ্কলঙ্ককুলে কালিমা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে সিংহাসনে আরোহণ করিলেও শত্রু-সংকুল বাঙ্গালাদেশে এই সকল ঘৃণিত ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অবসর পাইবেন, তাহাও নহে; পাছে সিরাজদ্দৌলা নবাব হইলে লোকের জাতিধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন এই আশঙ্কাতেই লোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভবানীর ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী, প্রতিভাময়ী বীররমণীও যাঁহার ভয়ে বড়নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, দুর্ব্বল জমীদারদল যে তাঁহার ভয়ে জীবন্মৃত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? সরফরাজ খাঁ যখন জগৎশেঠের পুত্রবধূর অপমান করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী জমীদারগণ জগৎশেঠের অপমানে অপমান বোধ করিয়া এক-প্রাণ এক-মন হইয়া সরফরাজের সর্ব্বনাশসাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন। এবারও সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যে জগৎশেঠের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। জগৎশেঠ জমীদারদিগের আশ্রয়বৃক্ষ, আবার জমীদারগণ অনেকেই জগৎশেঠের ধনগৌরব বর্দ্ধন করিবার মূল কারণ; সুতরাং স্বার্থরক্ষার জন্যই হউক, আর স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্যই হউক, জগৎশেঠকে জমীদারদলের সহায়তা করিতে হইল; সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলার সমাধি-গহ্বর খনন করিবার আয়োজন হইল।

জগৎশেঠের ঐশ্বর্য্যের কথা কাহারও নিকট অপরিচিত ছিল না। তাহা সত্যসত্যই "প্রবাদের মত" সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঐশ্বর্য্যই জগৎশেঠের পদগৌরবের মূল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে, সম্রাট ফরুরোক্‌শায়ার কিছুদিন বাঙ্গালাদেশের রাজপ্রতিনিধি হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার একরূপ দৈন্যদশা। সেই সময়েই সিংহাসন-লাভের জন্য আয়োজন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনিও একদিন জগৎশেঠের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ শাহজাদার প্রার্থনা পূরণ করায়, সেই অর্থবলে বলীয়ান হইয়া, শাহজাদা ফরুরোক্‌শায়ার ভারত-বর্ষের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শেঠবংশের উপকার স্মরণ করিয়া 'জগৎশেঠ' উপাধিযুক্ত এক রত্নমোহর ও ফরমাণ প্রদান করেন। তদনুসারে জগৎশেঠ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বাহাদুরের বামপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হন এবং নবাবগণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন, তন্মর্ম্মে রাজাদেশ প্রচারিত হয়। নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁ প্রথমতঃ নবাব-দেওয়ান ছিলেন। সম্রাট্ কিছুতেই তাঁহাকে নবাব নাজিম পদ প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। অবশেষে জগৎশেঠের অনুরোধে মুর্শিদ-কুলি খাঁ নবাবী পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন, মুর্শিদ-কুলি খাঁর নবাবী সনন্দেও এ কথার উল্লেখ আছে। * এই সকল কারণে জগৎশেঠ পদগৌরবে প্রায় নবাবদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্ব-সংগ্রহের ভার জগৎশেঠের উপরেই সমর্পিত হইয়াছিল। প্রতিবর্ষে "পুণ্যাহ" উপলক্ষে জমীদারগণকে তাঁহার প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে হইত। রাজস্ব পরিশোধ করিতে অশক্ত হইলে, তাঁহার নিকটেই ঋণগ্রহণ করিতে হইত। মুদ্রাযন্ত্র তাঁহারই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল উপায়ে জগৎশেঠের প্রভূত অর্থাগম হইত এবং পাছে কোন অত্যাচারী বলপূর্ব্বক সেই ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন

* W. W. Hunter.

করেন, সেইজন্য জগৎশেঠের বেতনভোগী দুই সহস্র অশ্বারোহী তাঁহার পুরী রক্ষা করিত।*

দেশ অরাজক হইলে, নবাব অত্যাচারী হইলে কিংবা জমীদারদল বিদ্রোহোন্মুখ হইলে, সর্ব্বাগ্রে জগৎশেঠেরই সর্ব্বনাশ! হয় তাঁহার সঞ্চিত ধন লুণ্ঠিত হইবে, না হয় তাঁহার অর্থাগমের দ্বার রুদ্ধ হইবে। যে দিক দিয়াই হউক, তাঁহারই আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং জমীদারদল অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহোন্মুখ হইতেছেন দেখিয়া, স্বার্থরক্ষার জন্যও জগৎশেঠকে তাঁহাদের দলে মিলিত হইতে হইল। তখন সকলে মিলিয়া সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনলাভে বাধা দিবার জন্য নিপুণভাবে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা মোহান্ধ যুবক। মুসলমান-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, মুসলমান সহবাসে বিলাসগৌরবে লালিতপালিত হইয়া এবং নিয়ত কুকীর্ত্তিপরায়ণ পারিষদবর্গে বেষ্টিত থাকিয়া, তিনি হিন্দুহৃদয়ের গূঢ়মর্ম্ম অধ্যয়ন করিবার অবসর পান নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে যে বিধবাবিবাহ নাই;—মুসলমানের ছায়াস্পর্শেও যে তাহাদিগের জন্য গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে;—বিধবার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হউক, আর না হউক, বিধবাকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র, লোকাচার ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে সকলকেই সমানভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে;—বিধবার অবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া পাপদৃষ্টিতে তাহার অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলে নিতান্ত অসংযতচিত্ত, পাপকর্ম্মনিরত নরাধম হিন্দুও যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া লগুড় উত্তোলন করিবে—বোধ হয় সিরাজদ্দৌলা ততটা বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করেন নাই। স্বার্থ-সাধনের জন্য, অনেক হিন্দু-সন্তান, কেহ কন্যা, কেহ বা ভগিনী দান করিয়া মোগলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যখন সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, তখন ভয়ে হউক আর ভক্তিতে হউক,

* Thornton's History of British India. Vol. I.

যাহা চাহিবেন, লোকে তাহাই আনিয়া চরণতলে উৎসর্গ করিয়া দিবে। কেবল এইরূপ অন্ধবিশ্বাসেই তিনি সাহস করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী রাণী ভবানীর নিকট অর্থবিনিময়ে তারার রূপরাশি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।*

ইহাতে সিরাজদ্দৌল্লার দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগের পরিচয় রহিয়া গিয়াছে। এই দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগ না থাকিলে, তাঁহার এরূপ মতিভ্রম হইত কি না, কে বলিতে পারে?

কালক্রমে সিরাজের এই দুষ্টাভিসন্ধির কথা লোকে ভুলিয়া যাইত। যে পাপকল্পনা কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু যাহারা স্বার্থসাধনের জন্য ধীরে ধীরে সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন-সাধনচেষ্টায় তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচিত্ত প্রধূমিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহারা এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। ইহার জন্য রাণী ভবানী কোনদিনই উচ্চবাচ্য করেন নাই; বরং এ পাপকাহিনী বিলুপ্ত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ প্রমুখ রাজকর্ম্মচারিগণ জানিতেন যে সিরাজের বিরুদ্ধে হিন্দুহৃদয় বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ করিবার এমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিবে না। রাণী ভবানী যে-দেশের প্রাতঃস্মরণীয়া পূজনীয়া দেবী, যে-দেশের নরনারী তাঁহার দানশীলতার কথা স্মরণ করিয়া প্রভাতে সায়াহ্নে দুই হাত তুলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, সে-দেশে এই কাহিনীকে লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া তুলিতে পারিলে, জনশ্রুতি-লোলুপ জনসাধারণ যে সহজেই সিরাজদ্দৌলাকে নরপিশাচ বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজবল্লভ এবং জগৎশেঠ তাহা জানিতেন। সুতরাং সকলেই আগ্রহাতিশয্যে এই জনশ্রুতি দেশবিদেশে রটনা করিয়া দিলেন। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই, লোকে তাঁহার নামে শিহরিয়া উঠিতে শিক্ষা করিল।

* দ্বাদশ-নারী।

নবম পরিচ্ছেদ

অর্থ-পিপাসা

ভারতবর্ষের তত্ত্ব-বিচারপরায়ণ দার্শনিক-কবি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।"

তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল? তাহারই কূট রহস্যের মীমাংসা করিবার জন্য প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রভাত পর্যন্ত মস্তিষ্ক-সঞ্চালন করিয়া যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টীকা-টিপ্পনী লিখিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হয় ত অর্থই সকল অনর্থের মূল! "অসারে খলু সংসারে" জন্মমরণ-পীড়িত নিদ্রাজাগরণ-জড়িত, দুঃখবিষাদ-তাড়িত মানব-জীবনে বীতরাগ হইয়া যাঁহারা কুহেলিকা-বেষ্টিত সূত্রভাষ্যের পদানুসরণ করিয়া লোকালয় অপেক্ষা বনচরসেবিত আরণ্যক জীবনকেই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই হয় ত অর্থ-ই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু মাটির দেহ লইয়া মাটির পৃথিবীতে বাস করিয়া, জীবন-সংগ্রামের সহস্র সংঘর্ষে বায়ুতাড়িত ধূলি-পটলের ন্যায় দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া পুত্রকন্যার ক্ষুধার অন্নমুষ্টির জন্য যাহারা ললাটের স্বেদবিন্দু ক্ষরণ করিয়া সংসার-সেবায় পলে পলে হৃদয়-শোণিত ঢালিয়া দিতেছে, তাহারা দার্শনিক-তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝিতে পারে না, অর্থ-ই তাহাদের পরম পরমার্থ। জীবনধারণের জন্য, প্রতিদিনের অভাব মোচনের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, আত্মাধিকার-সংস্থাপন করিবার জন্য, এ সংসারে প্রতি পদে অর্থের সর্ব্বদাই আবশ্যক। সেই

জন্য সংসারের নরনারীর জীবন সমালোচনা করিতে হইলে, দার্শনিক ব্যাখ্যা দূরে রাখিয়া সংসার-বিজ্ঞানের প্রতি-দিবসের অভিজ্ঞতা লইয়াই তত্ত্ব-বিচার করিতে হইবে।

মাটির পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষণভঙ্গুর মাটির সিংহাসনের জন্য সিরাজদ্দৌলা এত লালায়িত কেন? দুই দিন পরেই যে জলবিম্ব গভীর অতলস্পর্শ জীবন-সমুদ্রের অনন্ত জলরাশিতে মিশিয়া যাইবে, যে রাজ্য, যে রাজসিংহাসন, যে চতুরঙ্গসেনাসেবিত রণপতাকা দুই দিন পরেই পরের হাতের ক্রীড়াকন্দুকে পর্য্যবসিত হইবে, তাহার জন্য সিরাজদ্দৌলার এত মস্তিষ্ক কণ্ডুয়ন কেন? যাঁহারা এরূপভাবে সিরাজদ্দৌলার জীবন সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদের হাতে সিরাজদ্দৌলার পরিত্রাণলাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাঁহারা সংসার-তত্ত্ব বিচার করিয়া, পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন ভূপতিদিগের কার্য্যাকার্য্যের তুলাদণ্ড লইয়া, সিরাজদ্দৌলার কৃতাপরাধের পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, সিরাজ যে কেবল অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যশার্দ্দুলের ন্যায় নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, তাহাই নহে; তাঁহার নাম, তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার ইতিহাসও কত অন্যায় আক্রমণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! বাঙ্গালী তাঁহার উপর যে জন্য খড়্গাহস্ত হইয়াছিলেন, তাহার একটির মূল ইন্দ্রিয়-বিকার, অপরটির মূল অর্থ-পিপাসা। প্রথমটির আলোচনা হইয়াছে; দ্বিতীয়টিরও আলোচনা আবশ্যক।

মুর্শিদাবাদের অনতিদূরেই মতিঝিল। মতিঝিলের পূর্ব্ব সৌভাগ্য এখন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। এখন মতিঝিল কেবল কণ্টক-বনে বেষ্টিত। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে মতিঝিলের নাম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজ-মহিলা বিবি কিন্‌ডারলি ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মতিঝিলের রমণীয় স্থান পরিদর্শন করিয়া, বিলাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র-খানির কিয়দংশ এখন এ দেশেও প্রচারিত হইয়াছে। মূল পত্রখানি

ইংলণ্ডের "বৃটিশ মিউজিয়মে" সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। * এই মতিঝিলের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থ-ই না ব্যয়িত হইয়াছিল। চিরদিনের আনন্দকানন সাজাইবার জন্য কক্ষে কক্ষে কত বহুমূল্য বিলাস-দ্রব্যই না পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল! কিন্তু কেহ কি স্বপ্নেও জানিত যে, কালক্রমে তাহা ইংরাজের বাসভবনে পরিণত হইয়া অবশেষে জীর্ণস্তূপে রূপান্তরিত হইবে? এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিবার সময়ে, ইংরাজ-মহিলা বিবি কিন্‌ডারলির বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নযুগলও পুরাতত্ত্ব স্মরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। †

মতিঝিলের সে নবাব-ভবন এখন ধূলিবিলুণ্ঠিত; তাহার কৃষ্ণমর্ম্মর-রচিত সুরচিত তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান;—তাহাও লতা-গুল্মে ঢাকিয়া পড়িতেছে! ভাগীরথী আর তাহার পাদধৌত করিয়া প্রবাহিত হয় না! ঝিলের নীল সলিলে আর পদ্মকোরক তেমন শোভায় বিকশিত হয় না! চারিদিক্ হইতে কি এক গভীর মর্ম্ম-বেদনার হাহাকার বহন করিয়া তীরতরুগুলি বায়ুভরে নিরন্তর শন্ শন্ করিতেছে! ঝিলের জল শৈবাল-শাদ্বলে কলঙ্কিত হইয়াছে। লতানিকুঞ্জ তৃণকণ্টকে পরিপূর্ণ হইয়াছে! বনজন্তুর নিভৃত নিকেতন বলিয়া জন-সমাগম রহিত হইয়া গিয়াছে! যে দিন লর্ড ক্লাইব "দেওয়ানী সনন্দ"

* Calcutta Review. No—CXC

† "We may easily suppose that the Nabab who expended such great sums of money to build, to plant and to dig the immense lake, little foresaw that it should ever become a place of residence for an English cheif, to be embellished and altered according to his taste, to be defiled by Christians, or contaminated by swine's flesh.

"Much less could he foresee that his successors on the *Musnud* should be obliged to court these chiefs, that they should hold the Subahship only as a gift from the English and be by them maintained in all the pagentry without any of the power of royalty."

ঘোষণা করিয়া মতিঝিলের প্রাসাদ-কক্ষে প্রথম পুণ্যাহের সূচনা করিয়াছিলেন, যে দিন মতিঝিলের শূন্যকক্ষে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, স্যার জন সোর প্রভৃতি ইংরাজকর্ম্মচারিগণ বাসভবন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সে দিনও কেহ জানিত না যে, মতিঝিলের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে! মুসলমান রাজ্য যেমন ইতিহাসগত, মতিঝিলের রাজপ্রাসাদও সেইরূপ ইতিহাসগত, তাহাকে আর পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার উপায় নাই।

নোয়াজেস্ মোহম্মদ এইখানে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিজামতের পত্রসংগ্রহ পুস্তকে এখনও সে সকল আবেদনপত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে একখানি পত্রে লিখিত আছে যে, নোয়াজেস্ মোহাম্মদ এইখানে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের সমকালে একটি মস্‌জেদ্, একটি মাদ্রাসা এবং একটি অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে মস্‌জেদটি তখনও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্গীর হাঙ্গামা উপলক্ষে নোয়াজেস্ মোহাম্মদ কখন গোদাগাড়িতে কখন বা মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেন। তদুপলক্ষেই মতিঝিলে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, আলিবর্দ্দী উত্তরকালের জন্য সিরাজদ্দৌলাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন, তখন হইতে নোয়াজেস্ সিরাজের সিংহাসনলাভে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং সেই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদেই নিয়ত বাস করিতে আরম্ভ করেন।

এইরূপে মতিঝিলে নিয়ত বাস করিবার সময়ে, দীনদুঃখীর অশ্রুমোচন করিয়া, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসংস্থান করিয়া, পীড়িতের ঔষধদানের ব্যবস্থা করিয়া, স্বভাবসুলভ সদয়ব্যবহার-গুণে নোয়াজেস্ অল্প দিনের মধ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের নিকটেই সম্মানভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। *

---

* "He was much esteemed by the people for his clemency and charities to the friendless and poor."—*Stewart's History of Bengal.*

তাঁহার সুযোগ্য প্রতিনিধি প্রভুভক্ত রাজবল্লভ ঢাকা হইতে যে রাজকর পাঠাইয়া দিতেন, নোয়াজেস্ তাহা লইয়া এইরূপ সদ্ব্যয় করিতে আরম্ভ করায় লোকে তাঁহার গোলাম হইয়া উঠিতে লাগিল। আলিবর্দ্দীর জীবন-কাল যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, নোয়াজেসের গুপ্ত-কল্পনা ততই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজবল্লভও কৃষ্ণবল্লভ নামক তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের হস্তে ঢাকার রাজভাণ্ডার সমর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদে শুভাগমন করিলেন। সকলেই বুঝিল যে, আলিবর্দ্দীর মনোবাঞ্ছা যাহাই হউক না কেন, বৃদ্ধ নবাবের শেষ নিঃশ্বাস পতিত হইতে না হইতেই, রাজবল্লভের সহায়তায়, অর্থবলে বলীয়ান নোয়াজেস্ মোহাম্মদই, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করিবেন। সিরাজের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে যাঁহারা মর্ম্ম-পীড়িত, নোয়াজেসের সদয় ব্যবহারে তাঁহারা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সিরাজ বালক নোয়াজেস্ পরিণামদর্শী বয়োজ্যেষ্ঠ। সিরাজদ্দৌলা একবার স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করিবার অবসর পাইলেই ইচ্ছামত দুষ্টদমন করিবেন বলিয়া যাঁহাদের মনে ভয় ছিল, তাঁহারা দেখিলেন যে, নোয়াজেসই মনের মত নবাব। কিছুই স্বচক্ষে দেখেন না, কিছুই স্বকর্ণে শুনেন না; —রাজকার্য্য লইয়া কোনরূপ গোলযোগ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সুতরাং স্বার্থলুব্ধ কর্ম্মচারীদল সহজেই নোয়াজেসের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। নোয়াজেসও সময় বুঝিয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। জমীদারদল সময় বুঝিয়া নোয়াজেসের দরবারেই বিশেষরূপে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। মাসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট তঙ্কায় সিরাজদ্দৌলারই ভাল করিয়া আহার বিহার চলে না, লোকে আর কেমন করিয়া তাঁহার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করিবে? আর ইচ্ছা থাকিলেই বা কে সাহসে বুক বাঁধিয়া সিংহবিবরতুল্য সিরাজদ্দৌলার বাস-ভবনের সম্মুখীন হইবে? মতিঝিলের অবারিত দ্বার অতিক্রম করিতে সেরূপ কোন ইতস্ততঃ ছিল না। সেখানে একবার পদার্পণ করিতে পারিলেই হইল।

সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদবকায়দার খুঁটিনাটি নাই; গুরু-লঘু বলিয়া আসন-পার্থক্য নাই; প্রভু-ভৃত্য বলিয়া ভিন্নভাব নাই; যেন আগন্তুক অতিথিগণই মতিঝিলের প্রভু, আর মতিঝিলের অধিপতি নোয়াজেস্ মোহাম্মদই তাঁহাদের পদনত ভৃত্য। সুতরাং লোকে দিন দিনই নোয়াজেসের পক্ষভুক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। *

সিরাজদ্দৌলা এই সকল কারণে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংগে সন্ধিস্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যভোগ করিবার জন্য আলিবর্দ্দী যখন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই বুঝিলেন যে অনাহারে, অনিদ্রায় শত্রুসেনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহার বলিষ্ঠ বীরতনুও রোগ-জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। একে বৃদ্ধ দশা, তাহাতে খল ব্যাধি; আলিবর্দ্দী আর ভাল করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহার নিয়োগানুসারে সিরাজদ্দৌলাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না করিতেই সিরাজের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সম্মুখে যে সিংহাসনে বলদর্পিত মাতামহ দৃঢ়পদে আসীন রহিয়াছেন, সে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বলিয়া ধাত্রীক্রোড় হইতে সিরাজদ্দৌলা পরম সমাদরে লালিত-পালিত হইয়া আসিতেছেন, সে সিংহাসনে যে একদিনের জন্যও

* "He used to spend Rupees 37000 a month in the charities......He was fond of living well, and of amusement and pleasures; could not bear to be upon bad terms with any one; and was not pleased when a disservice was rendered to another. He loved to live with his servants, as their friend and companion; and with his acquaintances as their brother and equat. All his friends and acquaintances were admitted to the liberty of smoking their *Hooquas* in his presence, and to drink coffee whilst he was conversing familiarly with them."—Sair Mutakherin (Mustapha's translation).

সিরাজদ্দৌলার পদস্পর্শ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? কর্ম্মচারিগণ স্বার্থসাধন করিবার প্রলোভনে নোয়াজেসের পক্ষভুক্ত হইয়াছেন, রাজবল্লভ বিপুল ধনভাণ্ডার লইয়া নোয়াজেসের পক্ষভুক্ত হইয়াছেন, রাজবল্লভ বিপুল ধনভাণ্ডার লইয়া নোয়াজেসের হিতাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন, সিরাজের বিরুদ্ধে লোকচিত্ত বিদ্বেষ-বিষে পরিপূর্ণ করিবার কোন আয়োজনেরই ত্রুটি হইতেছে না। এদিকে সিরাজদ্দৌলার আশা-ভরসার একমাত্র সহায় বৃদ্ধ নবাব অন্তিমশয্যায়,—রাজকোষ অর্থশূন্য, দেশ শত্রুসঙ্কুল। এরূপ অবস্থায় বাহুবলে সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য, সিরাজদ্দৌলাও গোপনে গোপনে আয়োজন করিতে লাগিলেন। নোয়াজেস ঢাকার নবাব, রাজবল্লভ নোয়াজেসের প্রতিনিধি; উভয়েই বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়াছেন এবং উভয়েই সিরাজদ্দৌলার চক্ষে প্রধান শ্রেণীর রাজবিদ্রোহী। যদি সিরাজদ্দৌলা কোনরূপে একবার সিংহাসনে বসিবার অবসর পান, তবে যে তিনি নোয়াজেস ও রাজবল্লভকেই সর্ব্বাগ্রে শাসন করিবেন, সকলেরই তাহা দৃঢ়নিশ্চয় হইল। তখন আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধনের জন্য নোয়াজেস এবং রাজবল্লভ প্রকাশ্যভাবে আত্মপক্ষ প্রবল করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিরাজদ্দৌলার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশ ঘন-তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, বাহুবল ভিন্ন সিংহাসনরক্ষার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু বাহুবল কেবল শারীরিক বল নহে;—তাহার জন্য বিশ্বস্ত রণকুশল সেনানায়ক চাই, কলহ বিবাদে জয়লাভ করিতে পারে, এরূপ সাহসী সৈন্যদল চাই এবং এই সকল সৈন্যদলকে অন্নবস্ত্র ও বেতন দিয়া প্রতিপালন করিতে পারেন, এরূপ অর্থবল চাই। সিরাজদ্দৌলার ইহার কোন সম্বলই নাই।

সেকালে রাজধানীতে যে সকল ধনশালী বণিক্ ও জমীদারদিগের বসতি ছিল, তাঁহারা জানিতেন যে, দেশে বিচার নাই, বাহুবল অথবা নবাবের ইচ্ছাই একমাত্র প্রবলশক্তি। সুতরাং তাঁহারা মুখে নবাবের অধীন বলিয়া

পরিচয় দিলেও, কার্য্যতঃ বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার জন্য, আবশ্যক-মত সৈন্যদল পোষণ করিতেন এবং সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর মত আত্ম-পার্শ্ব রক্ষা করিতেন। সিংহাসন লইয়া নোয়াজেসের সঙ্গে কলহ-বিবাদ উপস্থিত হইলে, এই শ্রেণীর নাগরিকগণ যে ইঙ্গিতমাত্রে নোয়াজেসের পক্ষাবলম্বন করিবেন, তাহা বুঝিতে সিরাজদ্দৌলার বিলম্ব হইল না।

দেশে যুদ্ধব্যবসায়ী লোকের অভাব ছিল না। আজ যে বাঙ্গালী রাজানুমতি না লইয়া একখানি জরাজীর্ণ পুরাতন তরবারিও ব্যবহার করিতে পারে না, আজ যে বাঙ্গালী মসীমলিনমূর্ত্তি হাব্‌সী অপেক্ষাও এই অস্ত্রব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া রাজবিধির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, সেই বাঙ্গালীও তখন অশ্বারোহী ও পদাতিক দলে প্রবেশ করিত এবং প্রতিভা ও রণকৌশল থাকিলে সেনাপতি-পদেও অভিষিক্ত হইত। বাঙ্গালী ভিন্ন হিন্দুস্থানী হিন্দু মুসলমান, এবং পর্ত্তুগিজ ফরাসী ওলন্দাজগণও সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশায় দলে দলে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। টাকা থাকিলে সপ্তাহের মধ্যে যে কেহ সহস্র সহস্র সেনা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইত। ইহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সেনানিবাসে বাস করিত না। আবশ্যক হইলে যে কেহ অর্থবিনিময়ে এই সকল শোণিত-লোলুপ সৈনিকদলের সাহায্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইত; নবাব বা বাদশাহ-দিগের জীবনকাল যতই শেষ হইয়া আসিত, এই শ্রেণীর লুণ্ঠনলোলুপ সৈনিক ততই রাজধানীর আশে-পাশে সমবেত হইতে আরম্ভ করিত। ইহাদের সাহায্যে, ভারতবর্ষের অনেক বাদশাহ, প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে পথের ফকির করিয়া বাহুবলে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন; আর জানিতেন বলিয়াই আপন সৈন্যদশা এবং নোয়াজেসের অর্থবলের তুলনা করিয়া শিহরিয়া উঠিতেন। হাতে টাকা থাকিলে, সৈন্যদল সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষেও সহজ হইত। কিন্তু

টাকা কোথায় ? সিরাজদ্দৌলা টাকা টাকা করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাই তাঁহার অর্থ-পিপাসার মূল কারণ।

সিরাজ অর্থ-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টিতে নয়ন সঞ্চালন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। নোয়াজেসের হিতৈষীদিগের মধ্যে রাজবল্লভ এবং হোসেন কুলী খাঁর নাম বাংগালার ইতিহাসে পরিচিত হইয়া আছে। তাঁহারা উভয়েই বিদ্যাবুদ্ধি এবং কুটিল-নীতির জন্য সমধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। হোসেন কুলীর হস্তে নোয়াজেসের ধনভাণ্ডার ন্যস্ত ছিল। তদুপলক্ষে নোয়াজেসের সংসারে হোসেন কুলীর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। কিন্তু কর্ম্মদোষে হোসেন কুলী খাঁ সেই প্রভুত্বের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার নামের সংগে নোয়াজেস বেগম ঘসেটির নাম সংযুক্ত করিয়া দাসীগণ অনেক কথা কানাকানি করিত। সে কথা ক্রমেই পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল। সকলেই তাহা জানিত ; কিন্তু উদ্ধতস্বভাব সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সাহস করিয়া সে কথা বলিতে পারিত না। অবশেষে পারিবারিক কলংক যখন ক্রমেই বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন আলিবর্দ্দী-বেগম গোপনে কলংকমোচন করিবার জন্য সে পাপকথা সিরাজের কর্ণগোচর করিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। মুর্শিদাবাদের রাজপথ হোসেন কুলীর হৃদয়-শোণিতে কলঙ্কিত হইল ; তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া নগরের প্রকাশ্য পথে রাজানুচরেরা বহন করিয়া চলিল। এ সংবাদে নোয়াজেস্ বা আলিবর্দ্দী কোনও কাতরোক্তি বা বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না ; * কিন্তু ইহাতে উত্তরকালে রাজবল্লভের অন্তরাত্মা

---

* হোসেন কুলীর সহিত নোয়াজেস-পত্নী এবং সিরাজ-জননী উভয়ের নামই সংযুক্ত হইয়াছিল। আলিবর্দী ও নোয়াজেস্ মোহাম্মদ হোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডের সম্মতি দান করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ মুতক্ষরীণে বিবৃত রহিয়াছে।

কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধেও একজন সমসাময়িক ইংরাজ লেখক কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন।*

রাজবল্লভ সিরাজদ্দৌলার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিবার জন্য এবং তাঁহার বিরুদ্ধে গণ্যমান্য সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিবার জন্য, অনেক কথাই প্রচারিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল কথা এখন ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে; এবং তাহাকে মূল ভিত্তি করিয়া, ইতিহাস-লেখকগণ এখনও বর্ণনা-লালিত্য বিস্তার করিবার জন্য সকলকে শুনাইয়া বলিতেছেন, "সিরাজদ্দৌলার নৃশংস স্বভাবের আর অধিক কি পরিচয় দিব? তাঁহার ভয়ে মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথেও লোকে নিরাপদে চলাচল করিতে পারিত না, তিনি স্বহস্তে রাজপথে নিরপরাধ নাগরিকদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতেন।" †

হোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডের জনশ্রুতি মুখে মুখে বিস্তৃতিলাভ করিয়া এতই রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে যে, একজন সুলেখক তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া একখানি মাসিক-পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন, "হোসেন-কুলী সিরাজদ্দৌলার শিক্ষাগুরু ছিলেন, বাল্যকালে সিরাজকে বড়ই নিদারুণ-ভাবে বেত্রাঘাত করিতেন; সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা

* "A Gentoo, named Rajah-bullub, had succeeded Hussein Cooley Khan in the Post of Duan or prime minister to Nowagis; after who e death his influence continued with the widow, with whom he was supposed to be more intimate than became either her rank or his religion."—Orme. ii. 46. অনেকে বলেন, ইহা রাজবল্লভের অলীক কলঙ্ক! কিন্তু তাঁহার চরিতাখ্যায়ক অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাস পাঠ করিয়াও এ বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন।

† হোসেন কুলীকে সিরাজদ্দৌলা স্বহস্তে নিহত করেন নাই। মাতামহীর উত্তেজনায় মাতামহের ও নোয়াজেসের সম্মতিক্রমে সিরাজের উপর এই পারিবারিক কলঙ্ক মোচনের ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার সম্মুখে ও তাঁহার আদেশে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। সাময়িক উত্তেজনায় হোসেন কুলীর অন্ধ ভ্রাতাও নির্দ্দয়রূপে নিহত হন।

তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সর্ব্বজনসমক্ষে হোসেন কুলীকে হত্যা করেন।" * বলা বাহুল্য, ইহা সর্ব্বৈব স্বকপোলকল্পিত!

লোকে যাহাই বলুক, পাপ চিরদিনই পাপ। হোসেন কুলীকে নিহত করিয়া, সিরাজদ্দৌলা যে পাপস্মৃতি আমরণ বহন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে। যেরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সিরাজদ্দৌলা এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সিরাজদ্দৌলা কেন, নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষেও, সেরূপ ক্ষেত্রে আত্মসংবরণ করা সহজ হইত না।

ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মানুপ্রাণিত নরনারী এক সময়ে স্বদেশের অনুদার রাজশাসনের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিতে অসম্মত হইয়া চিরজীবনের জন্য স্বদেশ, স্বজাতির মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়া জন্মভূমির পবিত্র সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দলে দলে গৃহতাড়িত হইয়া আমেরিকার নবাবিষ্কৃত উর্ব্বর ক্ষেত্রে ভয়ে ভয়ে পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে দিনের দুঃখ-কাহিনী স্মরণ করিয়া আমেরিকার ইতিহাস-লেখক করুণ ভাষায় ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। † ইউরোপের সে অনুদার শাসন চলিয়া গিয়াছে। একদিন যাঁহারা গৃহতাড়িত হইয়া শত ক্লেশে অসভ্য দেশে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন ইউরোপ "আমেরিকার তীর্থযাত্রী" বলিয়া তাঁহাদের স্মৃতির কতই সমাদর! কিন্তু সেই সকল তীর্থযাত্রী ধর্ম্মযাজকগণ এবং ধর্ম্মানুপ্রাণিত প্রবীণ ইংরাজগণ একবার আমেরিকার সাগর-চুম্বিত শান্ত, শীতল, উদার রাজ্যে অতিথির বেশে আশ্রয়লাভ করিয়া, পরক্ষণেই সে দেশের আশ্রয়দাতা আদিম অধিবাসীদিগকে দিনে দিনে রহিয়া রহিয়া কিরূপভাবে ধনে-বংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, কৈ, ইতিহাস ত তাহার জন্য একবারও শিহরিয়া উঠে নাই! তাঁহাদের তুলনায় অপরিণামদর্শী সিরাজদ্দৌলার এই হত্যাপরাধ কি বড়ই দুরপনেয়?

---

* জন্মভূমি।

† **Bancroft's History of the United States.**

দশম পরিচ্ছেদ

ইংরাজ চরিত্র

হোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্ক উপার্জ্জন করাই সিরাজের সার হইল। লাভের মধ্যে রাজবল্লভ সতর্ক হইলেন এবং আত্মপক্ষ সবল করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ-নবাব, দৌহিত্রের ভবিষ্যদাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন দেখিয়া, কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন এবং সেই সময় হইতে সর্ব্বদা সদুপদেশ দিয়া সিরাজ-চরিত্র সংশোধনের ও তাঁহার কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী যে সিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন, মুসলমান ইতিহাসলেখক * বারংবার সে কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—কিন্তু যৌবনোন্মত্ত সিরাজদ্দৌলা সে কথা প্রায়ই স্বীকার করিতেন না। আলি-বর্দ্দী এই সকল কথা স্মরণ করিয়াই সিরাজদ্দৌলাকে লিখিয়াছিলেন—"যাঁহারা সংসার-সংগ্রামে স্নেহের অত্যাচার সহ্য করেন, তাঁহারাই যথার্থ বীরপুরুষ!"

সেই স্নেহপরায়ণ মাতামহ যখন চিরদিনের মত উদরীরোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, যখন স্বার্থ-সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রনিপুণ রাজবল্লভ আলি-বর্দ্দীর সিংহাসনে নোয়াজেস্ মোহাম্মদকে বসাইয়া দিয়া সিরাজদ্দৌলার সকল অভিমান চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন সিরাজদ্দৌলাও বুঝিলেন যে, আলিবর্দ্দীই তাঁহার একমাত্র অকৃত্রিম সুহৃৎ এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল! এই সময় হইতে সিরাজের সে দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, প্রমোদ-কোলাহল শান্তিলাভ করিল,

---

* Syed Golam Hossain.

পার্শ্বচরদিগের পাশব-নৃত্য তিরোহিত হইল, হীরাঝিলের প্রমোদকক্ষের মদিরোৎসাহিত অট্টহাস্য নীরব হইয়া পড়িল, সহসা তানলয়-পরিপূরিত প্রমোদসংগীত অর্দ্ধপথে স্তম্ভিত হইয়া কণ্ঠরোধ করিল।—সিরাজদ্দৌলা প্রতিনিয়ত মাতামহের রুগ্ন-শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া, ভবিষ্যতের শাসন-নীতির এবং কার্য্যপদ্ধতির উপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করায়, বর্গীর হাঙ্গামার চিরদিনের মত শান্তিলাভ করিয়াছিল; কিন্তু উড়িষ্যা-প্রদেশ চিরদিনের মতই নবাবের শাসন-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ণিয়া-প্রদেশে সাইয়েদ আহম্মদ রাজত্ব করিতেছিলেন,—সে দেশে সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কোথায়? ঢাকা রাজবল্লভের করতলগত, সেইখানেই বা কে সিরাজদ্দৌলার পক্ষে দাঁড়াইতে সাহস করিবে? বিহার-প্রদেশের কিয়দংশ মহারাষ্ট্র-কবলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে;—যাহা রাজা রামনারায়ণের শাসনাধীনে রহিয়াছে, তাহাতেও রামনারায়ণের সুশাসন ভাল করিয়া সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, কেবল মুর্শিদাবাদ-প্রদেশেই যাহা কিছু সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে নবাবের শাসনক্ষমতা বর্ত্তমান। কিন্তু সে প্রদেশের প্রতিভাশালিনী শাসনকর্ত্রী রাণী ভবানী, ধনকুবের জগৎশেঠ, বা অধ্যবসায়শীল ইংরাজ-বণিকের নিকট বিপদের দিনে সহায়তা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই! রাজবল্লভের চেষ্টায় রাজধানীর ক্ষমতাশালী পাত্রমিত্রগণ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে সিরাজের শত্রুপক্ষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিয়াছেন। সিরাজ-দ্দৌলার আর কি রহিল? একমাত্র স্নেহপরায়ণ মাতামহ; তিনিও যে অন্তিম-শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় বীরদর্পে গাত্রোত্থান করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি সিরাজদ্দৌলা ক্রমে ক্রমে তাঁহারই কণ্ঠলগ্ন হইয়া পড়িলেন।

সময় থাকিতে নিয়ত আলিবর্দ্দীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ প্রজাহিতৈষী প্রবীণ নরপতির সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলে, সিরাজ-চরিত্র যে অন্যবিধ

উপাদানে গঠিত হইত এবং বাংগালা, বিহার, উড়িষ্যার ইতিহাস যে অন্যবিধ আকার ধারণ করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মুসলমানের শাসন-সৌভাগ্য পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, বুঝি সেই জন্যই সময় থাকিতে সিরাজদ্দৌলার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না!

মুসলমান-ধর্ম্মে সিরাজদ্দৌলা কোন দিনই আস্থাশূন্য হন নাই। বরং ধর্ম্মানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি বহুযত্নে বহুব্যয়ে আরব দেশের মরুমরীচিকাবেষ্টিত মদিনা নগরের পবিত্র মৃত্তিকা ভারতবর্ষে আহরণ করিয়া, তাহার উপর যে পুণ্য মসজেদ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বহু-দিন পর্য্যন্ত ভাগীরথী-তীরে সিরাজদ্দৌলার ধর্ম্মবিশ্বাসের সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান ছিল। * কিন্তু আস্থাবান্ মুসলমান হইয়াও, সিরাজদ্দৌলা তরুণ জীবনে সংগদোষে শাস্ত্রশাসন উল্লংঘন করিয়া সুরাপান অভ্যাস করিয়া-ছিলেন। সেই সংগদোষেই সুরাসহচরীদিগের তরল লাবণ্য তাঁহাকে বাল্য-জীবনেই আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। আলিবর্দ্দী সেই পাপপ্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য এতদিন একবারও চেষ্টা করেন নাই। এখন অন্তিম সময় যতই নিকট হইতে লাগিল, সিরাজের পরিণাম চিন্তা করিয়া আলিবর্দ্দী ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন রুগ্নশয্যাপার্শ্বে সিরাজদ্দৌলাকে আহবান করিয়া, কোরাণ-শপথ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন, সেইদিন হইতে সিরাজদ্দৌলা চিরজীবনের জন্য সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। যে দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগের বশীভূত হইয়া, সিরাজ-দ্দৌলা আপন হাতে আপনার সমাধি-গহ্বর খনন করিবার জন্য শৈশবেই সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তেজস্বী হৃদয়ের বীরপ্রতাপেই, একবারমাত্র মাতামহের অন্তিম-শয্যা স্পর্শ করিয়া, চিরদিনের জন্য সুরাপাত্র চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেম্‌স, আমরণ দুর্নীতি-

---

* H. Beveridge, C. S.

পরায়ণ থাকিয়াও, ইতিহাসে ধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ নরপতি বলিয়া প্রশংসালাভ করিয়াছেন, আর মোহান্ধ সিরাজদ্দৌলা অপরিণত জীবনে অতি অল্পদিন-মাত্র পাপকুহকে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, সময় থাকিতে বীরপ্রতাপে আত্ম-সংশোধনে কৃতকার্য্য হইয়াও, জগতের চক্ষে, ইতিহাসের চক্ষে, তাঁহার স্বদেশীয় হিন্দু-মুসলমানের চক্ষে, "সুরাপায়ী জঘন্য রুচির পরম-পাষণ্ড" বলিয়া তিরস্কৃত হইতেছেন ; ইহারই নাম অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা।

সিরাজদ্দৌলা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া কিরূপভাবে রাজধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়াছিলেন তাহা অনেকের নিকটেই অপরিচিত। কেন না, যে সামান্য কয়েক মাস তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল যুদ্ধকোলাহলেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল ; নিশ্চিন্তমনে রাজকার্য্য পরি-চালনা করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং সিরাজদ্দৌলার শাসন-কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইলে নবাব আলিবর্দ্দীর শেষ জীবনে তিনি যখন প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইতিহাসেরই আলোচনা করা আবশ্যক। সে ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা এবং ইংরাজ বণিক্, কে কিরূপ চরিত্রের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার তথ্যানুসন্ধান না করিয়া, অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, সে-কালের ইংরাজ দেবতা আর সিরাজ অসুর, তাই অসুরদলনের জন্যই পলাশির সমরক্ষেত্রে ইংরেজদেবতা সঙ্গীনস্কন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ বহুযত্নে সিরাজদ্দৌলার যে নৃশংস চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজ-দপ্তরের কাগজপত্রে কিন্তু সেরূপ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। সিরাজ ইংরাজদিগকে বিশ্বাস করিতেন না, তাহাদিগকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহাদের ছল-চাতুরী ও কুটিল-কৌশল ধরিতে পারিলে, সাধ্যমত দণ্ড দান করিতেন। এ সকলই সত্য কথা। কিন্তু রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, সেই সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে কোনদিনই ছল চাতুরী বা জাল জুয়াচুরি করিয়া অপদস্থ

অথবা সর্ব্বস্বান্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। বরং কোন কোন কার্য্যে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরাজদিগের উপর রাজা বা জমীদারগণ কিঞ্চিন্মাত্রও উৎপীড়ন করিলে, সিরাজদ্দৌলা কঠোরহস্তে জমীদারগণকে শাসন করিয়া, ইংরাজের বাণিজ্যরক্ষার সহায়তা করিতেন। ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত এখনও বর্ত্তমান আছে।

এখন যেমন কলিকাতা মহানগরী মফঃস্বলবাসী ধনী-সন্তানদিগের সাধারণ প্রমোদশালায় পরিণত হইয়াছে, সেকালে কলিকাতায় এরূপ কোন উৎকট প্রলোভন বর্ত্তমান ছিল না। কেহ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য, কেহ বা বর্গীর হাঙ্গামায় নিরাপদ হইবার সম্ভাবনায় সময়ে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ বর্গীর হাঙ্গামায় উপর্য্যুপরি বিপর্য্যস্ত হইয়া, অবশেষে কলিকাতায় একটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; অবসর সময়ে সেখানে আসিয়া দুই দিন বাসও করিতেন, অধিকাংশ সময় তাহা কর্ম্মচারিগণের রক্ষণাধীনেই পড়িয়া থাকিত। রামজীবন কবিরাজ নামে মহারাজের একজন তহশিলদার, গোপনে গোপনে ইংরাজদের সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিতেন। যে কারণে হউক, রামজীবন একবার জন উড নামক একজন ইংরাজ বণিকের নিকট কিছু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উড সাহেব রামজীবনের নামে কলিকাতার "মেয়র-কোর্টে" ৬৯৫৭৲ টাকার এক ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছিলেন।* এই টাকার সহিত অবশ্যই বর্দ্ধমান রাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইংরাজ-বণিক্ যখন সহজে রামজীবনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতে পারিলেন না, তখন ইংরাজ আদালতে তৎকাল-প্রচলিত বিচার-কৌশলে

* "The Gomasta owed Rupees 6957 to a European, the payment of which could not be secured."—Revd. Long.

রামজীবনের ঋণ আদায়ের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজের কলিকাতাস্থ রাজবাটী ক্রোক করিয়া তালাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই আকস্মিক অত্যাচারে বর্দ্ধমানের মহারাজ মর্ম্মপীড়িত হইয়া, উদ্ধত ইংরাজ-বণিককে শিক্ষা দিবার জন্য, নিজ অধিকার মধ্যে যেখানে যেখানে ইংরাজের বাণিজ্যালয় ছিল, তাহা তালাবদ্ধ করিয়া গোমস্তাদিগের কারারুদ্ধ করিলেন; বর্দ্ধমান প্রদেশে ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল।* আলিবর্দ্দীর শাসন সময়ে জমীদারগণ স্বাধিকার মধ্যে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং বর্দ্ধমান-রাজের এই কার্য্যে বিশেষ অপরাধ ছিল না। কিন্তু দোষ কাহার তাহার অনুসন্ধান না করিয়াই ইংরাজ-দরবার স্থির করিলেন যে, মহারাজের ব্যবহার নিতান্ত অসংগত এবং অপমানজনক; যেরূপে হউক, তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। † ইংরাজবণিক্ নবাব-দরবারে অভিযোগ করিলেন। সিরাজদ্দৌলাই তখন প্রকৃত নবাব, আলিবর্দ্দীর নামে তিনিই বংগভাগ্য শাসন করিতেছিলেন। সিরাজদ্দৌলা জমীদারদিগের স্বাধীন-শক্তিকে দমন করিবার জন্য যেরূপ লালায়িত, তাহাতে এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজকে বিলক্ষণ অপ্রতিভ করিবার অবসর পাইলেন। ইংরাজগণ যে নিতান্ত অসংগতরূপে রামজীবনের ঋণের জন্য মহারাজের সম্পত্তি আটক করিয়াছিলেন, সে কথা পড়িয়া থাকিল। মহারাজ তিলকচাঁদ কি জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ না করিয়া, স্বয়ং তাহার প্রতিবিধান করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—তাহারই বিচার উপস্থিত। সে বিচারে মহারাজ পরাস্ত হইলেন। নবাব-দরবারের আদেশে তাঁহাকে অবিলম্বে ইংরাজ-বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইল। এতদুপলক্ষে নবাব-দরবার হইতে

* Consultations. 1 April, 1755.

† "Upon taking into consideration this affair the Board are of opinion the Rajah has taken a step by no means warrantable and extremely insolent."—Long's Selections.

যে মীমাংসাপত্র বাহির হইয়াছিল, ইংরাজগণ তাহার ইংরাজী অনুবাদ সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

এই ব্যবহারের সংগে রাজবল্লভের ব্যবহারের একটি তুলনা করা আবশ্যক। রাজবল্লভ ইংরাজদিগের নিকট বন্ধু বলিয়াই পরিচিত। ইংরাজ যখন সিরাজদ্দৌলার সংগে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হন, রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ তখন ইংরাজ-দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু রাজবল্লভ যখন ঢাকার নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সে সময়ে তিনি বিনা কারণে ইংরাজদিগের দুর্গতির একশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজবল্লভ একবার নজর তলব করিয়া পাঠাইলেন, ইংরাজ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না;—অমনি রাজবল্লভ ইংরাজদিগের গোমস্তাবর্গকে কারারুদ্ধ করিলেন, ইংরাজের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বাখরগঞ্জ হইতে ঢাকা অঞ্চলে নৌকাপথে ইংরাজ বণিকের যে সকল চাউল ধান আসিতেছিল, তাহা আটক করিয়া ফেলিলেন;—রাজবল্লভের শাসনে লোকে সাহস করিয়া আর ইংরাজের চাকরী করিতে স্বীকৃত হইল না।* রাজবল্লভ পার্ব্বণী আদায়ের বা নজর আদায়ের উপলক্ষ করিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে এরূপ ব্যবহার করিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিলে, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ কিছুদিন ঢাকার নবাবী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণবল্লভের অধীনে মীর আবু তালেব নামে একজন নায়েব ছিল। সে ওলন্দাজ বণিকদিগের একজন শ্বেতাংগ কর্ম্মচারীকেও কারারুদ্ধ করিয়া উৎপীড়ন করিতে ছাড়ে নাই। এইসকল কথা ইংরাজগণ কাগজপত্রে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে খড়্গধারণ বা লেখনী চালনা করিবার সময়ে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

* "They have received lately many insults from the Government there and particularly in their giving public orders that no person there shall serve that factory."—Long's Selections.

রাজবল্লভের এবং কৃষ্ণবল্লভের উৎপীড়নে ইউরোপীয় বণিকগণ এরূপ বিপর্য্যস্ত হইতেন যে, সময়ে সময়ে তজ্জন্য নবাব-দরবারে সমুদয় শ্রেণীর ইউরোপীয় বণিকগণ সমবেতভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু অতি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া সেই ইংরাজেরাই আবার আশ্রয়দাতা মুসলমান নবাবের সঙ্গে কলহ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। কলিকাতাবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, নবাব সরকার হইতে তাহাদের ধনসম্পত্তি হস্তগত করিবার আয়োজন হইলে, ইংরাজগণ একটা না একটা ধুয়া করিয়া তখনই তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। * ফরাসীদিগের সঙ্গে ইংরাজের কুটুম্বিতারও অন্ত ছিল না; শত্রুতারও অবধি ছিল না। আলিবর্দ্দীর শাসনকালের শেষ দশায় ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। সেই ধুয়া ধরিয়া ইংরাজগণ কলিকাতায় দুর্গসংস্কার এবং সৈন্যদল গঠন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে নবাবের আশ্রয়ে নবাবের রাজ্যে নিরুদ্বেগে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার অধিকার পাইয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে কলিকাতা-নগরে নবাবের শাসন-ক্ষমতা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে, সময় এবং সুযোগ পাইলেই তাহার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেন।

আলিবর্দ্দী ইহা জানিতেন। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া তিনি জানিয়া-শুনিয়াও উচ্চবাচ্য করিতেন না। এখন ইংরাজ বণিকের ধৃষ্টতা ও অকুতোভয়তা লক্ষ্য করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান করিবার সময়ে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, ইংরাজের রণশক্তি খর্ব্ব করিতে না

* "The Nawab Aliverdi Khan repeatedly claimed the property of Calcutta-Natives dying without male issue on the ground that in such cases the Mogul becomes heir."—Revd. Long.

পারিলে, বাঙ্গালা রাজ্যের কদাচ মঙ্গল হইবে না। * এতদিনের পর আলিবর্দ্দীর ন্যায় প্রবীণ ধর্ম্মশীল নরপতিকেও আপন মতের পোষকতা করিতে দেখিয়া সিরাজদ্দৌলাও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে পুলক পুলকমাত্র! যখন বাহুবল ছিল, ধনবল ছিল, দেশে দেশে আলিবর্দ্দীর প্রবল প্রতাপে শত্রুহৃদয় কম্পিত হইত, তখন যাহা সম্ভব হইত, এখন আর তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর সে দিন নাই।

ইংরাজ, ফরাসী, দিনামার, ওলন্দাজ—সকলেই বিদেশী বণিক্; নবাব-সরকারের অনুকম্পায় বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইউরোপখণ্ডে যুদ্ধই হউক আর সন্ধিই সংস্থাপিত হউক, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের যে কিছুমাত্র সংশ্রব থাকিতে পারে, সিরাজদ্দৌলা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ফরাসীর সহিত ইংরাজের ইউরোপখণ্ডে যুদ্ধ বাধিলে বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ-দুর্গ সংস্কার করিবার প্রয়োজন কি? ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে বলিয়া ফরাসীরা কি কলিকাতা লুণ্ঠন করিতে পারেন? সুতরাং সিরাজদ্দৌলা ভাবিলেন যে, দুর্গসংস্কার করাই ইংরাজের উদ্দেশ্য, ফরাসী যুদ্ধের আশঙ্কার সংবাদ একটা ধুয়া মাত্র! ইংরাজ কেবল দুর্গসংস্কারের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশ পাইয়া, কলিকাতা রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সেনাদল গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। † এদিকে আলিবর্দ্দী উপদেশ দিতেছেন যে, ইংরাজের রণশক্তি খর্ব্ব করিতে না পারিলে বাঙ্গালা রাজ্যের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, ওদিকে সেই ইংরাজ দিনদিনই রণশক্তি প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিতেছেন। সিরাজদ্দৌলা ইহা নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন

---

* His last advice to his grandson was to deprive the English of Military power."—Holwell's Tracts. page 286.

† Court's letter. II February. 1756.

না। প্রায় সর্ব্বদাই মাতামহের নিকট আসিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজবল্লভ ইংরাজদিগের রাজনীতি ও কার্য্যপ্রণালী বিলক্ষণরূপে অবগত ছিলেন। তিনি এই সময়ে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠীর গোমস্তা ওয়াট্‌স্ সাহেবকে হাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ওয়াট্‌স্ কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে প্রায় প্রত্যহই সংবাদ পাঠাইতেন;—ইংরাজ-গবর্ণর তাহাতেই মুর্শিদাবাদ-দরবারের প্রত্যেক কথা ঘরে বসিয়া প্রতিদিন পাঠ করিবার অবসর পাইতেন। রাজবল্লভ ওয়াট্‌স্‌কে হাত করায়, কলিকাতার ইংরাজ-দরবারও তাঁহার হাত হইয়া গেল। সিরাজদ্দৌলা এ সকল সন্ধান পাইয়া, ইহা যে প্রকাশ্য শত্রুতার পূর্ব্বলক্ষণ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বুঝিলে আর কি হইবে? আলীবর্দ্দীর উদরীরোগ ক্রমে অসাধ্য হইয়া উঠিল। মুমূর্ষু নবাবের অন্তিম সময়ে আর যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত করিতে পারিলেন না। রাজবল্লভ এবং ইংরাজ-বণিক্ সময় ও সুযোগ পাইয়া পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলার ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না, তাহা ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতে লাগিল।*

* Thornton's History of British india. Vol. I.

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম উপদেশ

বিধাতার বিড়ম্বনায় রাজবল্লভের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী বর্ত্তমানে নোয়াজেস্ মোহাম্মদের মৃত্যু হইল।* রাজবল্লভের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মুসলমান ইতিহাসলেখক বলেন, "সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া শবদেহ যখন সমাধি-গহ্বরের নিকটস্থ করিল, তখন চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে এমন করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইল যে, সমাধি-স্থানে কেহ তেমন আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে নাই।" † সকলই ফুরাইল। নোয়াজেস্-মহিষী ঘসেটি বেগম মতিঝিলে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা যে তাঁহার কত না দুর্গতি করিবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই পূর্ণিয়ার সাইয়েদ আহম্মদেরও মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র শওকতজঙ্গ পূর্ণিয়া প্রদেশের নবাব হইলেন। শওকত তরুণ যুবক, ঘসেটি বেগম অন্তঃপুরচারিণী দুর্ব্বলা রমণী; সুতরাং সিরাজের কণ্টক দূর হইল বলিয়া আলিবর্দ্দী আশ্বাসলাভ করিতে না করিতেই রাজবল্লভ এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত করিলেন।

নোয়াজেসের কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি সেইজন্য সিরাজদ্দৌলার কনিষ্ঠ সহোদরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে পোষ্যপুত্র নোয়াজেসের জীবনকালেই পরলোকে গমন করে। কিন্তু

---

* নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ঘটনা ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

† Sair Mutakherin.

তাহার একটি অল্পবয়স্ক পুত্রসন্তান বর্ত্তমান ছিল। রাজবল্লভ সেই শিশু-সন্তানকে সিংহাসনে বসাইয়া ঘসেটি বেগমের নামে স্বয়ং বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী করিবার কল্পনা করিলেন। *

আলিবর্দ্দীর জীবনের আশা ফুরাইয়া আসিতেছে, সুনিপুণ রাজবৈদ্যগণ বৃদ্ধ নবাবের দিকে সাশ্রুনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিতেছেন, সিরাজদ্দৌলা মাতামহের শয্যাপার্শ্বে কণ্ঠলগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন ;—রাজবল্লভ বুঝিলেন, ইহাই সুসময়। তিনি কৃষ্ণবল্লভকে সংবাদ পাঠাইলেন,—"আর কি দেখিতেছ, ঢাকার ধনসম্পদ ও পরিবারবর্গ লইয়া নৌকাপথে কলিকাতা অঞ্চলে পলায়ন কর।" কলিকাতায় গিয়া কৃষ্ণবল্লভ যাহাতে ইংরাজের আশ্রয় পান, তাহার জন্য রাজবল্লভ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক বলেন—"ওয়াট্‌স্ সাহেবের বিশেষ অপরাধ ছিল না। সকলেই বলিতে লাগিল যে, বৃদ্ধ নবাবের শেষ নিশ্বাস পতিত হইতে যাহা কিছু অপেক্ষা ; রাজবল্লভ থাকিতে সিরাজদ্দৌলা কখনই সিংহাসনে বসিবার অবসর পাইবেন না ; ঘসেটি বেগমের পালিত সন্তানই সিংহাসনে আরোহণ করিবে ;—অতএব ঘসেটি বেগমের চিরানুগত বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজবল্লভের অনুরোধ আর কেমন করিয়া উপেক্ষা করা যায় ? ওয়াট্‌স্ যখন অনুরোধপত্র পাঠাইলেন, গবর্ণর ড্রেক সাহেব তখন স্বাস্থ্যলাভের জন্য বালেশ্বরের বন্দরে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই, কলিকাতার ইংরাজগণ কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে কৃষ্ণবল্লভ ৺পুরুষোত্তমধাম দর্শন করিবেন বলিয়া সপরিবারে নৌকাপথে যাত্রা করিলেন। ঢাকার বিপুল ধনভাণ্ডার বহন করিয়া কৃষ্ণবল্লভের তীর্থযাত্রার তরণীগুলি পথ ভুলিয়া পদ্মা ও জলঙ্গী

---

* Sair Mutakherin.

নদী বাহিয়া ভাগীরথীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে না বুঝিতে, কলিকাতার বন্দরে গিয়া নিরাপদে উপনীত হইল।*

সিরাজদ্দৌলা যে অত্যাচারী নিষ্ঠুর নবাব, তাহা বলিয়া রাজবল্লভ ভীত হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, সিরাজদ্দৌলাই প্রকৃত নবাব, আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলী এবং প্রতিভাশালী তেজস্বী যুবক। সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিলে, ঢাকার নেয়াবতে উপযুক্ত নবাব নির্ব্বাচন করিবার এবং ঢাকার পূর্ব্ব-নবাব নোয়াজেস্ মোহাম্মদের ও রাজবল্লভের হিসাব-নিকাশ লইবার অধিকার সিরাজদ্দৌলারই হইবে।† নবাব নাজিম বলিয়াই হউক, আর নোয়াজেসের উত্তরাধিকারী বলিয়াই হউক, নোয়াজেসের ধনরত্নে রাজবল্লভ অপেক্ষা সিরাজদ্দৌলারই যে শাস্ত্রানুমোদিত অধিকার অধিক, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সিরাজদ্দৌলা সেই অধিকার সংস্থাপন করিয়া পিতৃব্যের ত্যক্তসম্পত্তিসহ পিতৃব্য-রমণী ঘসেটি বেগমকে অন্তঃপুরে আনিয়া প্রতিপালন করিতে চাহিলে, রাজবল্লভ কি বলিয়া বাধা দিবেন? আর লোকেই বা কি বলিবে? সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে বসিতে না পারিলে, এ সকল গোলযোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অগত্যা রাজবল্লভ মতিঝিলে সেনাসংগ্রহ করিয়া বাহুবলে ও মন্ত্রণাকৌশলে সিরাজদ্দৌলার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেকালে পথ-ঘাটের তত সুবিধা ছিল না। লোকে নৌকাপথে দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত। সিপাহীরা নৌকায় চড়িয়া যুদ্ধযাত্রা করিত, বণিকেরা নৌকাযোগে বাণিজ্য-ব্যাপার চালাইত, বিলাসীরা

* Orme's Indostan. ii 49.

† এই সময়ে রাজবল্লভ নিকাশ দিবার জন্যই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিলেন।

নৌকায় নৌকায় জলবিহারে বাহির হইত ;—পদ্মা এবং ভাগীরথী বাহিয়া লোকে সহজেই মুর্শিদাবাদে আসিতে পারিত। মুর্শিদাবাদে কয়েকটি নগরতোরণ ভিন্ন কোন দুর্গ কি নগর-প্রাচীর ছিল না। রাজধানী নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া ছিল। দেশ অরক্ষিত, প্রজা নিরপেক্ষ, জমীদারদল অসন্তুষ্ট ; এরূপ অবস্থায় কেহ সাহস করিয়া সহসা আক্রমণ করিলে, সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং জমীদারগণ ও জগৎশেঠ মনের মত নবাব নির্ব্বাচন করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দী যদিও সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া পূর্ব্বেই ঘোষণা দিয়াছিলেন, এবং সিরাজদ্দৌলা তদনুসারে ইউরোপীয়দিগের নিকটেও নজর পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তথাপি মুসলমান-ইতিহাসলেখক সাইয়েদ গোলামহোসেন সে কথা স্বীকার করেন নাই। সাইয়েদ আহম্মদের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় তিনি অনেক সময়ে তাঁহার দরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সাইয়েদ আহম্মদের বিশ্বাস ছিল, তিনি আলিবর্দ্দীর সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। * তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্র শওকতজঙ্গ বাহাদুর পূর্ণিয়ার নবাব হইয়াছিলেন ; আলিবর্দ্দীর সিংহাসনের উপর তাঁহারও কিঞ্চিৎ লোভদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। লোকে এ সকল কথা জানিত। রাজবল্লভ অনন্যোপায় হইয়া একটি শিশুসন্তানকে সিংহাসনে বসাইবার কল্পনা করিতেছিলেন ; কিন্তু এখন সকলে মিলিয়া শওকতজঙ্গকে নবাব করিবার প্রস্তাব তুলিলেন।

অর্থব্যয় করিতে হইবে না ; শরীরের রক্ত ক্ষয় করিয়া নিরন্তর শিবিরে-শিবিরে মৃত্যুক্রোড় আলিঙ্গন করিবার জন্য কৃপাণহস্তে ছুটাছুটি করিতে হইবে না ; জয়-পরাজয়ের উৎকট চিন্তায় ব্যাকুল-হৃদয়ে, বিনিদ্র-নয়নে

---

* **Sair Mutakherin.**

কাল-প্রতীক্ষা করিতে হইবে না ; যে যেখানে আছে, যে যেরূপ ভাবে আছে, যে যেমন পদগৌরব সম্ভোগ করিতেছে, তাহা সকলই স্থির থাকিবে, কেবল একটি মুখের কথা বলিলেই যদি শওকতজঙ্গ আসিয়া সিরাজদ্দৌলার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতে অগ্রসর হন,—তবে তাহাতে আর জমীদারদলের ইতস্ততঃ কি ? সুতরাং সকলে সহজেই সম্মত হইলেন।

শওকতজঙ্গ বাহাদুর ইহাতে অসম্মত হইলেন না ; কিন্তু তাহার প্রবীণ মন্ত্রীদল একটু ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন। অবশেষে তাঁহাদের মন্ত্রণাক্রমে দিল্লী হইতে একখানি বাদশাহী সনন্দ আনাইবার চেষ্টা করাই স্থির হইয়া গেল ; দিল্লীতে প্রচুর অর্থ বৃষ্টি হইতে লাগিল।*

যাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য এই সকল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই শওকতজঙ্গ ও তদীয় পিতা সাইয়েদ আহম্মদকে বিলক্ষণরূপে চিনিতেন। সাইয়েদ আহম্মদ প্রথমে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সেখানে উৎকলরমণীর উৎকট সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া গৃহস্থ-ললনার সর্ব্বনাশ সাধনের আয়োজন করায়, ধর্ম্ম-শীল আলিবর্দ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। † সেই সাইয়েদ আহম্মদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ পাইয়া শওকতজঙ্গ তরল-হৃদয়ে সুশিক্ষালাভের অবসর পান নাই। সিরাজ বরং বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন সময়ে-সময়ে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিয়া রাজনীতিজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং আবশ্যক হইলে অসিহস্তে সম্মুখযুদ্ধে বীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করিতে যে কাতর নহেন, তাহারও পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শওকতজঙ্গের ইহার কোন সদ্‌গুণই ছিল না। তথাপি লোকে বাছিয়া বাছিয়া সিরাজের পরিবর্ত্তে শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল কেন ?

---

* Stewart's History.

† "Being much addicted to pleasure he was guilty of excesses in procuring women of his *harem* from the inhabitants".—Stewart

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, দেশের জন্য বা দশের জন্য কেহই ব্যাকুল হয় নাই, সকলেই আপন আপন স্বার্থ সাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। সেই জন্য পাত্রাপাত্র বিচার করা আবশ্যক হয় নাই। ইঁহারাই কালে সিরাজদ্দৌলার কলঙ্করটনা করিয়া আত্মপাপ ক্ষালন করিয়া গিয়াছেন। *

নোয়াজেস্ এবং সাইয়েদ আহম্মদের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিলাত হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফরাসীরা বহুসংখ্যক রণতরী সাজাইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। সংবাদ সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, কলিকাতার ইংরাজগণ কিন্তু সেই ধূয়া ধরিয়া দুর্গসংস্কারের জন্য বিলাত হইতে তিন চারি জন ভাল ভাল কারিগর পাঠাইবার প্রার্থনায় পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। † কর্ণেল স্কট্ একবার ৭৫০০০৲ টাকায় দুর্গসংস্কার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ‡ তখন তাহা কাহারও মনঃপূত হয় নাই। এখন সকলেই তাড়াতাড়ি দুর্গসংস্করণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

ফরাসীদিগের সহিত কলহ বিবাদের সূচনা হইবামাত্র বিলাতের

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুচক্রী পাত্রমিত্রগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই তর্কের প্রতিবাদচ্ছলে স্বকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—"সম্ভবতঃ শওকতের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি মুর্শিদাবাদ-দরবারে পরিজ্ঞাত ছিল না। দূরত্ব অনেক সময়ে বস্তুর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে বলিয়াই সইদ্ আহম্মদের আত্মজ পুত্রকে তাঁহারা প্রথমতঃ চিনিতে পারেন নাই।" (২২৮ পৃষ্ঠা) বলা বাহুল্য, এই অনুমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান মাত্র—নচেৎ পাত্রমিত্রগণের পক্ষে আর কৈফিয়ৎ নাই।

† "We make bold to make known to Your Honours that it is highly necessary to send three or four expert Gentlemen educated in the branch of Engineering and carrying in the most regular manner Plans of Fortifications."—Despatch to Court 22 August 1775.

‡ Revd. Long.

কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এদেশের ইংরাজদিগকে সাবধান করিয়া পত্র লিখিলেন।* তাঁহাদের মতানুসারে চলিতে হইলে, কলিকাতার ইংরাজদিগকে নবাবের শরণাগত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে হইত এবং তাহাতে নবাব-সরকারের সহিত ইংরাজ-বণিকের কিছুমাত্র সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু কলিকাতার ইংরাজগণ সিরাজদ্দৌলার সাহায্য ভিক্ষার আদেশ পাইয়াও, সিরাজদ্দৌলার শত্রুদলের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং নবাবের অনুমতি না লইয়াই দুর্গ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন।

আলিবর্দ্দীর আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা রহিল না। একে বৃদ্ধকাল, তাহাতে উদরী রোগ। সুতরাং কিছুকাল চিকিৎসকের উপদেশ পালন করিয়া, অবশেষে আলিবর্দ্দী ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিলেন। সকলেই বুঝিল, জীবন-প্রদীপ আর অধিক দিন আলোক-দান করিবে না।

আলিবর্দ্দীর শেষ দিন যতই নিকট হইতে লাগিল, সিরাজদ্দৌলার ভবিষ্যদাকাশ ততই তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একদিন বৃদ্ধ মাতামহ দৌহিত্রকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিবার জন্য সর্ব্বসমক্ষে বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

"আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে জীবন যাপন করিয়াই সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। কিন্তু কাহার জন্য এত যুদ্ধ যুঝিলাম, কাহার জন্যই

* Cousr's letter, 29 December, 1775. We must recommend it to you in the strongest manner to be as well on your guard as the nature and circumstances of your presidency will permit to defend our estate in Bengal; and, in particular, that you will do all in your power *to engage the Nabab to give you his* protection as the only and most effectual measure for the security of the Settlement and property.

বা কৌশল-নীতিতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিলাম ? তোমার জন্যই ত এত করিয়াছি।

"আমার অভাবে তোমার কিরূপ দুর্গতি হইবে, তাহা ভাবিয়া কত রজনী জাগরণে অতিবাহিত করিয়াছি ; তুমি তাহার কিছুই জান না। আমার অভাবে, কে কি ভাবে তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা আমার কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই।

"হোসেন কুলী খাঁর বিদ্যাবুদ্ধি এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। শওকত-জঙ্গের প্রতি তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আজ হোসেন কুলী জীবিত থাকিলে, তোমার পথ কণ্টকশূন্য হইত না। সে হোসেন কুলী আর নাই।

"দেওয়ান মাণিকচাঁদ তোমার প্রবল শত্রু হইয়া উঠিত। সেইজন্য আমি তাহাকে রাজপ্রাসাদ-দানে পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি।

"এখন আর কি বলিব ? আমার শেষ উপদেশ শ্রবণ কর। ইউরোপীয় বণিকদিগের কিরূপ শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রতি সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিও। তাহারাই তোমার একমাত্র আশঙ্কার স্থল।

"পরমেশ্বর আমার এই দীর্ঘজীবনকে আরও কিছুদিন পৃথিবীতে জীবিত রাখিলে, আমিই তোমার এ আশঙ্কা নিম্মূর্ল করিয়া দিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। এ কার্য্য এখন তোমাকেই একাকী সাধন করিতে হইবে।

"ইহারা তেলেঙ্গা প্রদেশের যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া যেরূপ কুটিল-নীতির পরিচয় দিয়াছে, তাহা দেখিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। ইহারা দেশের লোকের গৃহবিবাদ উপলক্ষ করিয়া সেই দেশ আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইয়া, প্রজাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়াছে।

"কিন্তু সমুদয় ইউরোপীয় বণিকদিগকেই একসঙ্গে পদানত করিবার চেষ্টা করিও না। ইংরাজদিগেরই সমধিক ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছে। সে দিন

তাহারা অস্ত্রবলে দেশ জয় করিয়া আসিয়াছে ; তাহাদিগকেই সর্ব্বাগ্রে দমন করিও।

"ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে, অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা আর মাথা তুলিয়া উৎপাত করিতে সাহস পাইবে না। ইংরাজদিগকে কিছুতেই দুর্গনির্ম্মাণ বা সৈন্যসংগ্রহ করিবার প্রশ্রয় দিও না ;—যদি দাও, এ দেশ আর তোমার থাকিবে না।" *

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীতে ডাক্তার ফোর্থ নামে একজন ডাক্তার-সাহেব ছিলেন। তিনি কেবল ঔষধপত্র লইয়াই বসিয়া থাকিতেন না ; আবশ্যকমত কোম্পানীর সকল প্রকার কার্য্যই সম্পাদন করিতেন। ইহাই সেকালের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; আজ যিনি মালগুদামে বসিয়া দাদনের খাতাপত্র লিখিতেছেন, কাল আবার আবশ্যক উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই কালিকলম ছাড়িয়া, বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া, কোম্পানীর বাণিজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রেও অগ্রসর হইতে হইত। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার-সাহেব মধ্যে-মধ্যে ইংরাজ-প্রতিনিধি সাজিয়া নবাব-দরবারেও যাতায়াত করিতেন।

---

* Ive's Journal. আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ ইংরাজদিগের গ্রন্থে স্বীকৃত হইলেও নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে উহা অবিশ্বাস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইঙ্গিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে—"আলিবর্দ্দীর কথিত উপদেশকে গ্রন্থিস্বরূপ ধরিয়া সিরাজ-চরিত্র সমালোচনা করা অন্যায় হইয়াছে।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মীরজাফরকে বাঁচাইবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে আলালের ঘরের দুলাল সাজাইতে গিয়া আলিবর্দ্দীর উপদেশ অবিশ্বাস করিতে বাধ্য হন ;—যাঁহাদের সেরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই, তাঁহারা অবিশ্বাস করিবেন কেন? আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশের যাহা সার মর্ম্ম, তাহা সমসাময়িক সকল ইংরাজই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রমাণ কেবল অনুমানবলে উপেক্ষা করা যায় না। সিরাজদ্দৌলাকে আলালের ঘরের দুলাল সাজাইতে হইলে, এই সকল প্রমাণ উপেক্ষা না করিলে চলে না।

আলিবর্দ্দী যখন নিতান্তই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, তখন নবাব-দরবারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য ডাক্তার ফোর্থকে প্রায় প্রত্যহই নবাবের নিকট গমন করিতে হইত। ইহাই তখন তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি চিকিৎসক, আলিবর্দ্দী রোগী; সুতরাং রোগীর গৃহ তাঁহার পক্ষে অবারিত-দ্বার;—তিনি প্রায় প্রতিদিনই সেই ধুয়া ধরিয়া সেখানে গিয়া হাজির হইতেন এবং যে দিন যাহা শুনিতেন আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিতেন। এ স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রাজবল্লভের সঙ্গে কাশিমবাজারের ইংরাজদিগের ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইলে, সেই সূত্রে কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের পক্ষাবলম্বী এবং বলিতে কি, তিনিই তখন ঘসেটি বেগমের একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। সুতরাং সেই রাজবল্লভের সঙ্গে ইংরাজদিগের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া সিরাজদ্দৌলার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইংরাজেরাও ঘসেটি বেগমের দলভুক্ত হইয়াছেন। ইহা নিতান্ত মিথ্যা জনরব নহে। যিনিই নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের আলোচনা করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, সিরাজদ্দৌলা মিছামিছি ইংরাজদিগের নামে কলঙ্করটনা করিবার জন্য এ কথা প্রকাশ করেন নাই;—ইংরাজ ইতিহাস-লেখকও প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, "সকলেই ভাবিয়াছিল, আলিবর্দ্দীর অভাবে ঘসেটি বেগমেরই আধিপত্য হইবে, সুতরাং তাঁহার প্রধান পার্শ্বচর ও পরামর্শদাতা রাজা রাজবল্লভকে হাতের মধ্যে রাখিবার জন্যই ইংরাজেরা কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" * ডাক্তার ফোর্থ কিন্তু এ কথা অস্বীকার

* There remained no hopes of Aliverdy's recovery; upon which the widow of Nowagis had quitted Muxadabad and encamped with 10000 men at Moota Gill, a garden two

করিয়া সিরাজদ্দৌলাকেই কলহপ্রিয় চঞ্চল যুবক বলিয়া লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন :—

আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ নবাবকে দেখিয়া আসিতাম। মৃত্যুর এক পক্ষ পূর্ব্বে একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি, এমন সময়ে সিরাজদ্দৌলা আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন,—আমরা নাকি ঘসেটি বেগমের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছি।

বৃদ্ধ নবাব তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কথা কি সত্য ?"

আমি বলিলাম,—"না, ইহা কখনই সত্য নহে। আমাদিগকে অপদস্থ করিবার প্রত্যাশায় আমাদের শত্রুপক্ষ এরূপ জনরবের সৃষ্টি করিয়া থাকিবে। ইংরাজ কোম্পানী বণিক্, তাহারা সৈনিক নহে; দেশের রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাহারা যোগদান করিবে কেন ? এই ত প্রায় শতাধিক বৎসর আমরা এ দেশে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছি, আমরা ত চিরদিন কেবল বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছি; আমরা ত কখনই রাষ্ট্র-বিপ্লবে কাহারও পক্ষ-সমর্থন করি নাই ?"

তখন বৃদ্ধ নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কাশিমবাজারে কুঠী, না কেল্লা ? সেখানে কতজন সৈনিক থাকে ?"

আমি বলিলাম,—"যাহা নিয়ম, তাহার বেশী থাকে না। কর্ম্মচারী সমেত মোট ৪০ জন মাত্র।"

"কখন কি তাহার বেশী থাকিত না ?"

"থাকিত। কিন্তু সে কেবল বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে ; বর্গীর হাঙ্গামা

miles south of the city and now began to think and to say that she would prevail in her opposition against Surajo Dowla. Mr. Watt's therefore was easily induced to oblige her minister and abvised the presidensy to comply with his request.—Orem's Indoostan. II. 50.

নিরস্ত হইবার পর হইতে সে সকল অতিরিক্ত সৈন্যদল কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।”

“তোমাদের যুদ্ধজাহাজ কোথায় থাকে ?”

“বোম্বাই।”

“সে সকল যুদ্ধজাহাজ এদেশে আসিবে না ?”

“আমি ত বলিতে পারি না ; আসিবার কোন কারণ দেখা যায় না।”

“তিন মাস পূর্ব্বেও তোমাদের কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ আসিয়াছিল না কি ?”

“আসিয়াছিল। এমন দুই একখানি জাহাজ প্রতি বৎসরেই আসিয়া থাকে ; রসদ সংগ্রহ করাই তাহার উদ্দেশ্য।”

“এ প্রদেশে যুদ্ধজাহাজ আনিবার প্রয়োজন কি ?”

“কোম্পানীর বাণিজ্যরক্ষা এবং ফরাসী-যুদ্ধের আশংকা নিবারণ করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।”

“ফরাসীদিগের সংগে তোমাদের আবার কি যুদ্ধ বাধিয়াছে ?”

“না, এখনও বাধে নাই। শীঘ্রই বাধিবার আশংকা আছে।” *

এ সকল কথোপকথন ডাক্তার-সাহেবের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণীর অনুবাদমাত্র। ডাক্তার ফোর্থ যে কোম্পানীর লবণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার নিজের কথাই তাঁহার অকাট্য প্রমাণ! তিনি ইংরাজদিগকে নিরীহস্বভাব মেষশাবক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কত কথাই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু আমরা ইংরাজলিখিত ইতিহাসেই প্রমাণ পাইতেছি যে, ইংরাজগণ নবাবের অনুমতি না লইয়া দুর্গসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ; রাজবল্লভ ঘসেটি বেগমের সহায়তা করিবার জন্য কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন ;

* Ive's Journal.

নবাব বাহাদুরের আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য বিলাত হইতে আদেশ পাইয়াও নবাবের শত্রুপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ না বাধিতেই সেই ধুয়া ধরিয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন; অথচ সিরাজদ্দৌলা যেমন অভিযোগ করিলেন যে, ইংরাজেরা ঘসেটি বেগমের পক্ষাবলম্বন করিতেছেন, ইংরাজ-প্রতিনিধি ফোর্থ সাহেব অমনি অবলীলাক্রমে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা? ইংরাজ ত বণিকমাত্র তাহারা কি রাজনৈতিক কলহ-বিবাদে কাহারও পক্ষাবলম্বন করিতে পারে? এ সব নিশ্চয়ই কোন শত্রুর রচা-কথা!"

আলিবর্দ্দীর শেষ দিন নিকট হইয়া আসিল; রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল প্রজাবৎসল, শান্তস্বভাব বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী চিরশান্তির শীতল ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন।*

* Aliverdi Khan, the ablest of all the Nababs, is buried at Khusbag, on the west side of the river, and opposite Motijhil.—H. Beveridge, C. S.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইংরাজ-বণিকের উদ্ধত স্বভাব

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে * নবাব মনসুরোল্-মোলক-সিরাজ-দ্দৌলা-শাহকুলীখাঁ-মীরজা-মোহম্মদ-হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মস্‌নদে আরোহণ করেন। শত্রুদলের মনের ভাব যাহাই থাকুক, কেহ আর প্রকাশ্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না;—যে যেখানে ছিল, সকলেই যথাযোগ্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিল না। ইউরোপীয় বণিকেরাও কার্য্যতঃ সিরাজদ্দৌলাকেই নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং যথাকালে স্বদেশে তৎসংবাদ প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত রহিলেন।

সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসন অধিকার করেন, কলিকাতার তখন বড়ই শোচনীয় অবস্থা। একে ইংরাজদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাহাতে প্রায় প্রতি বৎসরেই সহস্রাধিক ইংরাজ অকালে কালকবলে পতিত হইতেন;—অনেকেই কলিকাতার জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে পারিতেন না। ইংরাজদিগের যত্নে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল; তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য আগ্রহের অবধি ছিল না;—কিন্তু যাঁহারা প্রাণের দায়ে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা অনেকেই ফিরিয়া আসিবার অবসর পাইতেন না। †

বর্ষাসমাগমে জ্বরবিকারের প্রবল প্রতাপে অনেকেই শয্যাগত হইতেন।

---

* Stewart's History of Bengal.

† There was an Hospital in Calcutta, which many entered but few came out of to give an account of their treatment.—*Hamilton.*

যাঁহারা কোনরূপে ভালয়-ভালয় বর্ষাকাল কাটাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারা প্রতিবৎসরে ১৫ অক্টোবরের শরৎকৌমুদী-বিধৌত প্রশান্ত নিশীথে প্রীতি-ভোজনে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর পরম সমাদরে প্রগাঢ় স্নেহালিঙ্গন করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত করিতেন। *

বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজ বাঙ্গালী মিলিত হইয়া, নগররক্ষার্থ অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না করিয়া, স্বহস্তে যে "মহারাষ্ট্র খাত" খনন করিয়াছিলেন, তাহার গর্ভোদ্গত পূতিগন্ধে নাগরিকদিগের নাসারন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিত। পথ-ঘাটের কিছুমাত্র পারিপাট্য ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও কখন ধূলায়, কখন কাদায় এবং নিরন্তর ন্যক্কারজনক বীভৎস দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। সেকালের লালদীঘিই সাধারণের নিকট "পার্ক" বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার পূতিগন্ধও বহুদূর পর্য্যন্ত পথিকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। †

এখন যেখানে শ্বেতাঙ্গ নর-শার্দ্দূলগণ সুধা-ধবল চৌরঙ্গী অঞ্চলে সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন, সেকালে সেখানে কেবল বন-শার্দ্দূল-নিনাদ-মুখরিত শ্যামল বন-বিটপিরাজ বিরাজ করিত। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইষ্টক প্রস্তুতের জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্মূর্ল হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে নিবিড় বন একেবারে উৎসাদিত হয় নাই; নগরের মধ্যেও অনেক স্থানেই তরু-গুল্মলতা স্বচ্ছন্দবনজাত স্বাভাবিক শোভা বিকশিত করিয়া সগৌরবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিস্তৃত করিত। ‡ লোক কেবল বাণিজ্যলোভে অথবা বর্গীর ভয়েই

* Revd. Long.

† Complaints were made in 1755 that owing to the washing of people and horses in the great tank, it is so offensive at times, there is no passing to the Southward or Northward.—Revd. Long.

‡ In 1762 an order was issued to clear the town of jungle.—Revd. Long.

এরূপ স্থানে বাস করিতে সম্মত হইত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অবস্থা যতই শোচনীয় হউক, ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত সুগঠিত অট্টালিকাসমূহের বাহ্যাড়ম্বরে, কলিকাতা বহুজনাকীর্ণ মহানগরী বলিয়াই প্রতিভাত হইত।

এই নবজাত মহানগরে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। তাঁহারা নবাবের রাজ্যে বাস করিয়াও নিজ সহর কলিকাতার মধ্যে স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দিতে ত্রুটি করিতেন না। তাঁহাদের অনুমতিক্রমে পর্ত্তুগীজ, আরমানি, মোগল এবং হিন্দু বণিকেরাও কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যব্যাপারে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

আরমানি বণিকদিগের মধ্যে খোজা বাজিদের নাম নানা কারণে বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। তিনি লবণের ব্যবসায়ে একাধিপত্য লাভ করিয়া পদগৌরবে সকলের নিকটেই সম্মানাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য নবাব-দরবার হইতে "ফখর্-আল্‌তোজ্জার" অর্থাৎ "বণিক-গৌরব" উপাধি লাভ করিয়া এ দেশে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন।

হিন্দু বণিকদিগের মধ্যে উমাচরণের নাম "উমিচাঁদ" বলিয়াই ইংরাজ-লিখিত ইতিহাসমাত্রেই চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। * ইংরাজেরা ইহাকে ধূর্ত্ততার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সুললিত-পদবিন্যাসনিপুণ লর্ড মেকলেআবার বর্ণনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য তাঁহাকে "ধূর্ত্ত বাঙ্গালী" বলিয়া পরিচয় দিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। উমিচাঁদ বাঙ্গালী ছিলেন না। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু বণিক্, কেবল বাঙ্গালা-বিহারে বাণিজ্য করিবার জন্যই

---

* উমাচাঁদ বিকৃত নাম। পুরাতন গ্রন্থে আমিরচাঁদ ও আমিনচাঁদ নাম এবং হণ্টারের গ্রন্থে উমাচরণ নাম লেখা গিয়াছে। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে আমিচাঁদ নাম পরিগৃহীত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর প্রচলিত উমিচাঁদ নাম বিকৃত হইলেও গ্রহণ করা ভাল।

বাঙ্গালা দেশে বাস করিতেন। উমিচাঁদকে "বণিক্" বলিয়া পরিচয় দিলে, সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁহার শতসৌধ-বিভূষিত বিচিত্র রাজপুরী, তাঁহার কুসুমদামসজ্জিত সুবিখ্যাত পুষ্পোদ্যান, তাঁহার মণিমাণিক্যখচিত রাজভাণ্ডার, তাঁহার সশস্ত্র সৈনিক-বেষ্টিত সুগঠিত সিংহদ্বার দেখিয়া, অন্যের কথা দূরে থাকুক, ইংরাজেরাও তাঁহাকে একজন রাজা বলিয়াই মনে করিতেন।* শেঠদিগের মধ্যে যেমন জগৎশেঠ, বণিকদিগের মধ্যে সেইরূপ উমিচাঁদ নবাব-দরবারে সবিশেষ সুপরিচিত ও পদগৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। ইংরাজ-বণিক্ বিপদে পড়িলে সর্ব্বদাই তাঁহার শরণাগত হইতেন এবং অনেকবার তাঁহার অনুকম্পাবলেই যে লজ্জারক্ষা হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। †

ইংরাজেরা উমিচাঁদের সহায়তা লাভ করিয়াই বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য-বিস্তারের সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার যোগে গ্রামে গ্রামে টাকা "দাদন" করিয়া ইংরাজেরা কার্পাস এবং পট্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতেন। এরূপ সুবিধা না পাইলে, অপরিচিত দেশে ইংরাজের আত্মশক্তি সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার অবসর পাইত কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় হইবামাত্র বিধাতার বিড়ম্বনায় ইংরাজেরা উমিচাঁদকে উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংরাজবণিক্ আর

* The extent of his habitation' divided into various departments, the number of his servants continually employed in various occupations and a retinue of armed men in constant pay, resembled more the *estate* of a prince, than the *condition* of a merchant. —*Orme.* vol. II. 50.

† He had acquired so much influence with the Bengal Government that the Presidency, in times of difficulty, used to employ his mediation with the Nabab.—Orme. vol. II. 50.

পূর্ব্ববৎ উমিচাঁদকে বিশ্বাস করিতেন না ; উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা বিলক্ষণ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেকালে এ দেশের লোকের যেরূপ সরল প্রকৃতি ছিল, তাহাতে তাঁহারা ইংরাজদিগের অধ্যবসায়, অকুতোভয়তা এবং বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, নিঃসন্দেহে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া, ইংরাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তজ্জন্য ইংরাজের পথ কিছু সুগম হইয়া উঠিয়াছিল।

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজকে চিনিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, ইংরাজের কুটিল নীতির পরিচয় পাইয়া, সিরাজদ্দৌলার ইংরাজবিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া দুর্গ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে পরম সমাদরে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন ; ইহাতে সিরাজদ্দৌলার ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পতিত হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র বৃদ্ধ মাতামহের অন্তিম উপদেশ * স্মরণ করিয়া ইংরাজদিগকে শাসন করিবার জন্য তাঁহাদের কাশিমবাজারের "গোমস্তা" ওয়াটস্ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ওয়াটস্ সাহেব উপনীত হইলে, সিরাজদ্দৌলা কোন কথা গোপন করিলেন না ; তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "আমি, তোমাদের ব্যবহারে মোটের উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। শুনিলাম তোমরা নাকি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, কলিকাতার নিকটে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছ ? আমি কিছুতেই এরূপ কার্য্যের প্রশ্রয় দিতে পারিব না। আমি তোমাদিগকে বণিক্ বলিয়াই জানি ;—যদি বণিকের ন্যায় শান্তভাবে বাস করিতে চাও, আমি তোমাদিগকে সমাদরে

* His last advice to his grandson was to deprive the English military power.—*Holwell's India Tracts.*

আশ্রয়দান করিব। কিন্তু মনে রাখিও—আমিই এ দেশের নবাব; যদি দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিতে ত্রুটি হয়, তবে কিছুতেই আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না।"

ওয়াটস্ সাহেব এ সকল কথার কোনই সদুত্তর দিতে পারিলেন না। ইংরাজ-ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "ওয়াটস্ সাহেব সিরাজদ্দৌলার ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচয় পাইয়াও এ সকল কথা ইংরাজ দরবারে জ্ঞাপন করেন নাই; কেবল তাহাতেই ত উত্তরকালে এত অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল।" * কিন্তু ওয়াটস্ সাহেব যে এ সকল যথাসময়ে কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। †

সিরাজদ্দৌলার অসন্তোষের প্রকৃত কারণ কি, তাহা ইংরাজদিগের মধ্যে কাহারও নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজের দোষক্ষালনের জন্য ইতিহাস-পৃষ্ঠায় যাহাই লিখিত হউক, পদাশ্রিত বণিক্ হইয়া নবাবের ইচ্ছার

* It was unfortunate, Mr. Watts had neglected to inform the presidency of the complaints which Shiraj-Daula had made.—*Orme*. Vol, II. 55.

† Sometime Before Kasimbazer was attacked, Mr. Watts acquainted the Governor and council that he was told from the Durbar, by order of the Nabab, that he had great reason to be dissatisfied with the late conduct of the English in general. Besides he had heard they were building new fortifications near Calcutta without ever applying to him or consulting him about it, which he by no means approved of; for he looked upon us only as a set of merchants and therefore if we chose to reside in his dominions under that denomination we were extremely welcome but as prince of the country he forthwith insisted on the demolition of all those new buildings we had made.—*Hastings' MSS. in the British Museum*. Vol. 29. 209.

এবং আদেশের প্রতিকূলে দুর্গসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া ইংরাজ যে উদ্ধত স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কলিকাতার ইংরাজদরবার যে এই সামান্য কথাটি একেবারেই বুঝিতেন না, তাহা বলিতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহারা জানিতেন, বুঝিতেন এবং ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, সরলভাবে অনুমতি ভিক্ষা করিলে, ইংরাজ-বিদ্বেষী সিরাজদ্দৌলা কস্মিন্‌কালেও ইংরাজদিগকে দুর্গ-সংস্কারের অনুমতি প্রদান করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা জানিয়া-শুনিয়াই সিরাজদ্দৌলার মুখাপেক্ষা করিতে সম্মত হন নাই। ইহাতে ইতিহাসের বিচারে ইংরাজকেই অপরাধী হইতে হইবে।

সিরাজদ্দৌলা অরণ্যে রোদন করিলেন; না ওয়াটস্‌ সাহেব, না কলিকাতার ইংরাজ-দরবার, কেহই সে কথার সদুত্তর প্রদান করিলেন না। সিরাজদ্দৌলা "উদ্ধত প্রকৃতির অশান্ত যুবক" হইলে, তৎক্ষণাৎ অনর্থ উৎপন্ন হইতে বিলম্ব ঘটিত না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াও আত্ম-সংযম করিলেন। যে দুর্দ্দমনীয় হৃদয়বেগে সিরাজদ্দৌলাকে যৌবনে অশেষ পাপপঙ্কে টানিয়া লইতেছিল, সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র সে হৃদয়বেগ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।—নচেৎ ক্ষুদ্রজীবী ইংরাজ-গোমস্তা ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে লাঞ্ছিত করিতে কতক্ষণ? সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আর কোন কথাই বলিলেন না; সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য কলিকাতায় রাজদূত পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে সিরাজদ্দৌলা যেরূপ সতর্ক পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার যথোপযুক্ত আলোচনা হয় নাই। সেই জন্য কেহ অজ্ঞতাবশতঃ, কেহ বা স্বার্থ-সাধনের জন্য, তাঁহার অযথা কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজেরা যে সহজে দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ করিতে সম্মত হইবেন না, সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাঁহারা যখন

একবার মুসলমান-নবাবের দুর্ব্বলতার অবসর পাইয়া মুসলমান-রাজ্যে দুর্গ-রচনা করিয়া লইয়াছেন, তখন সহসা যে তাঁহাদিগকে সাধারণ বণিক্-সমিতির ন্যায় পদানত করা সহজ হইবে না, সিরাজদ্দৌলাও তাহা বুঝিতেন; সেইজন্য একজন সামান্য রাজদূত না পাঠাইয়া, সম্ভ্রান্ত সুকৌশলসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য খোজা বাজিদের উপর এই দৌত্যকার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। সিরাজদ্দৌলার আশা ছিল যে, হয় ত তাঁহার পরামর্শে ও সদুপদেশে ইংরাজের মতিভ্রম দূর হইবে এবং বিনা রক্তপাতে ইংরাজের সহিত কলহ-বিবাদ নীরবে মীমাংসিত হইয়া যাইবে।

খোজা বাজিদ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তিনি যথাসময়ে কলিকাতার ইংরাজ-দরবারে উপনীত হইয়া একে-একে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন;—কিন্তু সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বরং হিতে বিপরীত হইল। ইংরাজেরা নবাবের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর না দিয়া, সেই সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া নগর-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহা কাহারও স্বকপোল-কল্পিত নূতন কথা নহে। বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন কাগজপত্রে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।*

সিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। তিনি কেবল ইংরাজের উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় পাইয়া এইমাত্র বুঝিয়া রাখিলেন যে, শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, ইংরাজের উৎকট রোগের উৎকট চিকিৎসা প্রয়োগ

* Hastings' MSS. Vol. 29. 209—"The Nabab at the same time sent to the President and Council; Fuckeer Tougar, with a message much to the same purport, which *as they did not intend to comply with*, looking upon it as a most unprecedented demand, treated the messenger *with a great deal of ignominy* and turned him out of their bounds without any answer at all."

করিতে হইবে। কিন্তু সহসা সেরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, পুনরায় দূত পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলার অধীনে রাজা রামরাম সিংহ চরাধিপতির উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার অবসান-সময়ে রামরাম সিংহ মেদিনী-পুরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া যেরূপ প্রভুভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারাই পুরস্কারস্বরূপ নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে চরাধিপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী এবং সিরাজদ্দৌলা উভয়েই রামরাম সিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং বিশ্বাসী রাজকর্ম্মচারী বলিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। সিরাজদ্দৌলা রাজা রামরাম সিংহের উপরে কলিকাতায় দূত পাঠাইবার ভারার্পণ করিলেন। খোজা বাজিদের অপমানের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল;— যাহারা খোজা বাজিদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে এমন অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না, তাহারা যে অন্য কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। হয় ত পূর্ব্বে কোনরূপ আভাস পাইলে, রাজদূতকে কলিকাতায় পদার্পণ করিতেও বাধা প্রদান করিতে পারে। সুচতুর চরাধিপতি রামরাম সিংহ তজ্জন্য এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে* দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে একখানি ডিঙ্গী নৌকায় কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজদূতকে কেহ চিনিতে পারিল না; তিনি নিরাপদে উমিচাঁদের গৃহে আশ্রয়লাভ করিলেন, এবং বণিকরাজের সঙ্গে ইংরাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যেও লাঞ্ছনার একশেষ হইল।

---

* শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার "জন্মভূমি"তে লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং রামরাম সিংহই এই দৌত্য-কার্য্যে গমন করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু কোন স্থানে তাহার নিদর্শন পাইলাম না।

এই সকল পুরাকাহিনী পাঠ করিতে করিতে স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়,—ইংরাজেরা এতদূর উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? অথবা এ সকল নিতান্ত অলীক জনাপবাদ বলিলে ক্ষতি কি? যাঁহারা পদাশ্রিত বিদেশীয় বণিক্, তাঁহাদের এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস, এত বাহুবল? বাস্তবিক পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনার আলোচনা না করিলে, এ সকল কথা নিতান্ত জনাপবাদ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহা জনাপবাদ নহে;—ইহার নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিলে, কাহারও আর বিস্ময়ের কারণ থাকিবে না।

সিরাজদ্দৌলা যদিও নিরুদ্বেগে সিংহাসনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেকেই বিশ্বাস করিত যে, রাজবল্লভ জীবিত থাকিতে সিরাজদ্দৌলার নিস্তার নাই;—যেমন করিয়া হউক সিরাজদ্দৌলাকে শীঘ্রই সিংহাসনচ্যুত করিয়া ঘসেটি বেগমের নামে মহারাজ রাজবল্লভই বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবী করিতে আরম্ভ করিবেন। আলিবর্দ্দী জীবিত থাকিতেই ইংরাজেরা ইহার কিছু-কিছু আভাস পাইয়াছিলেন এবং কোনরূপে রাজবল্লভকে হস্তগত রাখিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমুদয় অত্যাচার বিস্মৃত হইয়া, ইংরাজেরা তাঁহার পলায়িত পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। ওয়াট্স্ সাহেব প্রায় প্রত্যহই লিখিতে লাগিলেন যে, "সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণে করিলে কি হইবে? এখনও ঘসেটি বেগমের আশা নির্ম্মূল হয় নাই।" সুতরাং ইংরাজেরা রাজবল্লভকে হাতছাড়া করিয়া সিরাজদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস পাইলেন না।

উত্তরকালে যখন রাজবল্লভের সমুদয় আশা ভরসা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গেল এবং সিরাজদ্দৌলাই সগৌরবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ইংরাজ-ইতিহাসলেখকদিগের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হইল। তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল কথা গোপন করিয়া, এইমাত্র লিখিয়া রাখিলেন

যে,—"একজন রাজদূত আসিয়াছিল, তাহা সত্য কথা। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলাই যে সেই রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? রাজদূত সামান্য ফেরিওয়ালার ন্যায় ছদ্মবেশে নগর প্রবেশ করিয়া আমাদের পরমশত্রু "উমিচাঁদে"র বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন কেন? উমিচাঁদের সঙ্গে আমাদের কলহ-বিবাদ,—আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, উমিচাঁদ আদর বাড়াইবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। সেইজন্যই ত আমরা রাজদূতকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। নচেৎ, আমরা যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা রাজদূত পাঠাইয়া দিয়াছেন,—সর্ব্বনাশ! আমরা কি বাতুল যে, তাঁহাকে এমন করিয়া অপমান করিব?" *

পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকেরা যাহাই বলুন, এক জন সমসাময়িক ইতিহাস লেখক কিন্তু একেবারে সকল কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, "রাজা রামরাম সিংহের ভ্রাতা যেদিন কলিকাতায় উপনীত হন, সেদিন গবর্ণর ড্রেক সাহেব রাজধানীতে ছিলেন না;—সহর-কোতোয়াল হলওয়েল সাহেবের সঙ্গেই রাজদূতের প্রথম সন্দর্শন ঘটে। তৎপরদিন ড্রেক সাহেব শুভাগমন করিলে, মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বলিলেন,—এ কেবল উমিচাঁদের কুটিল কৌশল। কারণ, কাশিমবাজার হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, ঘসেটি বেগমের আশা ভরসা নির্ম্মূল হয় নাই। এরূপ অবস্থায় রাজদূত যে পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলের চক্ষেই সন্দেহাত্মক বোধ হইতে

* ইংরাজদিগের উকীল তৎকালে এইরূপ মর্ম্মেই নবাব-দরবারে 'কৈফিয়ৎ' প্রদান করিয়াছিলেন। সেই উকীলের ওকালতী এখন ইতিহাসেও স্থান লাভ করিয়াছে।

লাগিল। কেহই তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। রাজদূতকে বিদায় দিবার আদেশ হইলে, অশিক্ষিত ভৃত্যবর্গ একে আর করিয়া তুলিল;—তাহারা রাজদূতকে বিশেষ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।" * ইহাতে পাছে সিরাজদ্দৌলা অসন্তুষ্ট হন, তজ্জন্য সাবধান হইবার উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে পত্র লেখা হইল।

সকল কথা একত্র সমালোচনা করিতে গেলে, কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হয় না। যদি উমাচরণের কুটিল-কৌশল বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, তবে আবার ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লেখা হইল কেন? ঘসেটি বেগমের সিংহাসনলাভের আশা নির্ম্মূল হইয়াছে কি না, সে কথারই বা বিচার করিবার প্রয়োজন হইল কেন? দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, ইংরাজেরা উত্তরকালে দোষক্ষালনের জন্য যে সকল কুটিল কৈফিয়তের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, কার্য্যকালে তাহার প্রতি কেহই আস্থা স্থাপন করেন নাই;—রাজবল্লভকেও হাতছাড়া করা হইবে না, সিরাজদ্দৌলাকেও উত্তেজিত করা হইবে না,—বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

* The Governor returning the next day summoned a Council, of which the majority being prepossessed against Omichand, concluded that the messenger was an engine prepared by himself to alarm them and restore his own importance and *as the last advices received from Kassimbazar described the event between Shirajudoula and the widow of Nowagis to be dubious*, the Council resolved that both the messenger and his letter were too suspicious to be received and the servants, who were ordered to said him depart, *turned him out of the Factory and off the shore with insolence and derision*; but letters were despatched to Mr. Watts instructing him to guard against any evil consequences from this proceeding.—Orme. Vol. II, 54.

সিরাজদ্দৌলার নিকট এই অযাচিত অপমানের সংবাদ উপস্থিত হইবা-মাত্র, ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়াট্‌স্ সাহেব একজন উকীল লইয়া দরবারে উপনীত হইলেন এবং উকীলের মুখ দিয়া পূর্ব্বশিক্ষিত সুললিত কৈফিয়ৎ আবৃত্তি করাইয়া সসম্ভ্রমে আসন গ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা যে সিরাজদ্দৌলাকে দুর্দ্দান্ত নরপিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সেই উদ্ধত যুবক, বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগল-রাজসিংহাসনে বসিয়া, পদাশ্রিত বণিক্‌সমিতির এইরূপ উদ্ধত ব্যবহারের পরিচয় পাইয়াও, কোনরূপ হৃদয়বিকার প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে, কেবল গৃহকলহের ছিদ্রানুসন্ধান পাইয়াই ইংরাজবণিক্ উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ঘসেটি বেগমের চক্রান্ত চূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘসেটি বেগম বিধবা। সিরাজদ্দৌলা ভিন্ন তাঁহার আর কেহ পরমাত্মীয় নাই। সুতরাং বৈধব্যদশায় একাকিনী মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে স্বাধীন-ভাবে বিচরণ না করিয়া, রাজান্তঃপুরে সিরাজদ্দৌলার মাতা ও আলিবর্দ্দীর মহিষীর সহিত একত্র বাস করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা বিনীত ভাবে আত্ম-নিবেদন করিলেন। রাজবল্লভের স্বার্থসিদ্ধির সহজ পথ চিররুদ্ধ হইতেছে বলিয়া, তিনি তূরি-ভেরী বাজাইয়া, মতিঝিলের সিংহদ্বারে সেনাসমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাতে উত্ত্যক্ত না হইয়া, তাঁহাকে রাজসদনে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রকার কুচরিত্রের কথা অবগত থাকিয়াও, তাঁহার পদগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিনা রক্তপাতে মতিঝিল অধিকার করিয়া, পিতৃব্যরমণীকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। যেরূপ সুকৌশলে বিনা রক্তপাতে এই প্রধূমিত বিবাদবহ্নি নির্ব্বাণলাভ করিল, তাহার জন্য ইতিহাস একবারও সিরাজদ্দৌলাকে সাধুবাদ করে নাই;—বরং প্রকৃত কাহিনী গোপন করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে "সিরাজ-

দ্দৌলার কথা আর অধিক কি বলিব ; তিনি সিংহাসনে পদার্পণ করিবামাত্র আপন পিতৃব্য-রমণীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।"*

* এই ঘটনা যে ইংরাজদিগের কৈফিয়ৎ পাইবার পরে সংঘটিত হয়, ইংরাজ-লেখকেরা তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবাবী আমলের বাঙ্গলার ইতিহাসেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যঙ্গচ্ছলে ইহাও লিখিয়াছেন,—"তথাপি পরমাত্মীয় ভগ্নীপুত্র মাতৃস্বসাকে অন্তঃপুরে আনাইবার অধিকারী, ইত্যাদি কথায় সিরাজের সমস্ত অত্যাচার সমর্থন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।" কৌতুকের বিষয় এই যে, ধনরত্ন সহ মাতৃস্বসাকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন করা ভিন্ন আর কোন অত্যাচার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও লিপিবদ্ধ করেন নাই। রাজবল্লভের সহিত সন্ধিসূত্রে বিনা রক্তপাতে যে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহারও উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উপরন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এরূপ বিনা রক্তপাতে উদ্দেশ্যসাধনের বাহাদুরী প্রবীণ মন্ত্রিদলের,—সিরাজদ্দৌলার নহে। সেই কথার সমর্থন জন্য বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার পরে প্রবীণ মন্ত্রিদল পদচ্যুত হন। কিন্তু এরূপ অনুমানের ভিত্তি কোথায়, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। সিরাজ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না, ঔদ্ধত্যবশতঃ যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতেন—ইহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার বর্ণনা করিয়া মুতক্ষরীণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা সত্য হইলে, মতিঝিল অধিকারের বাহাদুরী সিরাজেরই প্রাপ্য হইয়া পড়ে। তদ্দ্বারা বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ণিত সিরাজচিত্র খণ্ডিত হইয়া যায় বলিয়াই কি এস্থলে প্রবীণ মন্ত্রিদলের উপদেশের অবতারণা করা হয় নাই ?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কাশিমবাজার অবরোধ

মুসলমানের পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদের সৌভাগ্য-কাহিনী কাল-ক্রমে জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সময়ে তাহার বড়ই গৌরবের অবস্থা ছিল। ভাগীরথী-তীর-সমাশ্রিত সুরচিত পুষ্পোদ্যান এবং তন্মধ্যবর্ত্তী উভয়-তটাস্তমিলিত সুগঠিত অট্টালিকাশ্রেণী সেকালের মুসলমান-রাজধানীকে গর্ব্বোন্নত বৃটিশ-রাজনগরী লণ্ডনের মতই সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল; বরং লণ্ডন অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের ধনগৌরব যে সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল সেকালের ইংরাজ রাজ-পুরুষেরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। *

এই মোগল রাজধানীতে কোনরূপ রাজদুর্গ ছিল না; কয়েকটি নগর-তোরণ ভিন্ন পুরীরক্ষার জন্য প্রাচীর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। মোগলের প্রতাপ চূর্ণ করিয়া কেহ যে সহসা বাহুবলে রাজধানী অধিকার করিতে সাহস পাইবে, এমন কথা স্বপ্নেও কাহারও কল্পনায় স্থান পাইত না।

রাজধানীর এইরূপ অরক্ষিত অবস্থার সন্ধান পাইয়া লুণ্ঠনলোলুপ মহারাষ্ট্রসেনা যখন সত্যসত্যই নগর আক্রমণপূর্ব্বক জগৎশেঠের ভাণ্ডার পর্য্যন্ত লুঠিয়া লইয়া গেল, তখন কাহারও কাহারও কথঞ্চিৎ চেতনা হইয়াছিল। কিন্তু আলিবর্দ্দী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, স্ব স্ব ধনপ্রাণ-

* The city of Muxudabad is an extensive, populous, and rich as the city of London, with this difference, that there are individuals in the first possessing infinitely greater property than any in the last city.—Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons —1772.

রক্ষার জন্য প্রজাসাধারণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন ; রাজধানীরক্ষার জন্য কোনরূপ আয়োজন আরব্ধ হয় নাই। আর কেহ কিছু করুক না করুক, সুচতুর বৃটিশ বণিক্ সেই সুযোগে কাশিমবাজারের বাণিজ্যাগারের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিয়া, কামান পাতিয়া, সিংহদ্বার সাজাইয়া, একটি ছোটখাট রকমের দুর্গরচনা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহা ধূলিপরিণত হইয়াছে। কেবল স্থান-নির্দ্দেশের জন্য কতকগুলি স্বচ্ছন্দবনজাত তীরতরু সগৌরবে আকাশে অঙ্গ বিস্তার করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ভাগীরথী-স্রোত সসম্ভ্রমে তাহার নিকট হইতে বহুদূরে প্রস্থান করিয়া, ধ্বংসাবশিষ্ট ইংরাজদুর্গের পরিত্যক্ত ভিত্তিভূমি ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। *

এই ইংরাজ-দুর্গটি সমচতুষ্কোণ না হইলেও, দেখিতে প্রায় চতুষ্কোণ বলিয়াই বোধ হইত। চারিদিকে দৃঢ়োন্নত দুর্গপ্রাচীর, প্রাচীর-সংলগ্ন চারিটি সুদৃঢ় বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি করিয়া কামান পাতা ;—নদীর দিকে প্রাচীরের উপর দিয়া সারি সারি বাইশটি কামান এবং সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহদায়তন আগ্নেয়াস্ত্র নিরন্তর বদনব্যাদান করিয়া বৃটিশ-বণিকের সমর-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিত। "সেলামীর তোপ" বলিয়া ইংরাজেরা আরও অনেকগুলি তোপ আনাইয়া দুর্গমধ্যে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন ; যুদ্ধকলহ উপস্থিত হইলে, তাহাতেও গোলাবর্ষণ করিবার সুবিধা হইতে পারিত। এই সকল কারণে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুর্গ সহসা হস্তগত করিবার সম্ভাবনা ছিল না। †

---

* There is a rough plan of the Fort in Tieffenthaler, I. 454. plate XXXI. শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এখন স্বচ্ছন্দ বনজাত তীরতরু উদ্যানতরুর বিক্রমে নিরাকৃত হইয়াছে।"

† Captain Grant.

এই ক্ষুদ্রকায় ইংরাজদুর্গে উইলিয়ম ওয়াট্‌স্‌, কলেট, ব্যাট্‌সন্‌, সাইক্‌স্‌, এইচ্‌ ওয়াট্‌স্‌, চেম্বার্স্‌, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ বাস করিয়া, কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিত্তিমূল রক্ষা করিতেন ;—দুর্গরক্ষার জন্য লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা দুর্গমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইত। *

একজন ইংরাজ-ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিতে না করিতেই ইংরাজেরা নির্ব্বিবাদে দুর্গ-ত্যাগ করিয়া নবাবের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। † এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিলাতের "বৃটিশ মিউজিয়মে" কাশিমবাজার অবরোধের একখানি হস্তলিখিত ইতিহাস আছে ; কেহ কেহ বলেন, তাহা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রচিত। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বিভারিজ্‌ মহোদয় তাহার কিয়দংশ এ দেশে প্রকাশিত করিয়া ‡ অনেকের ভ্রম-সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। যাহাই রচিত হউক, সেগুলি যে ইংরাজলিখিত সমসাময়িক আত্মকাহিনী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা শ্রেণীবদ্ধ ইতিহাস নহে, সুতরাং কোন বিশেষ মত-সংস্থাপনের জন্য, কিম্বা একজনের দোষে আর এক জনকে অপরাধী করিবার জন্য কোনরূপ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। ইংরাজ-লেখনীপ্রসূত সমসাময়িক কাহিনী বলিয়া সেগুলি যথার্থ-ই সমধিক সমাদরের সামগ্রী।

কাশিমবাজারের ইংরাজ-সওদাগরেরা সকলেই জানিতেন যে, তাঁহারা

* Hasting's MSS. Vol. 29. 209.

† He forthwith presented himself at the gate of the English factory at Cassimbazar, which immediately surrendered, without an effort being made to defend it.—Thornton, History of the British Empire. Vol. I. 187.

‡ Calcutta Review.

ঘসেটি বেগমের পক্ষপাতী ; আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, বৃদ্ধ নবাবের মানবলীলা অবসানপ্রাপ্ত হইলেই, সিরাজদ্দৌলার সহিত তাঁহাদিগের তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হইবে। সেই জন্য সময় থাকিতে তাঁহারা গোপনে-গোপনে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুর্গে সাধ্যমত গুলি-গোলা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপে কাশিমবাজারে যে সকল যুদ্ধসরঞ্জাম পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ করিয়া উত্তরকালে কাপ্তান গ্রাণ্ট কতই আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। *

ঘসেটি বেগমকে বশীভূত করিয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইবার অবসর পাইলেন না। উত্তরে পূর্ণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ এবং দক্ষিণে কলিকাতা-বাসী উদ্ধত ইংরাজ তখনো প্রবল-স্পর্দ্ধায় তাঁহার রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা রাজধানীর ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবামাত্র, পূর্ণিয়ার ষড়যন্ত্র চূর্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে রাজমহলের পথে পূর্ণিয়াভি-মুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গমনকালে কলিকাতাবাসী উদ্ধত ইংরাজকে পুনরায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ইংরাজ-গবর্ণর ড্রেক সাহেব পত্রপাঠ দুর্গপ্রাচীর চূর্ণ না করিলে, সিরাজদ্দৌলা সশরীরে শুভাগমন করিয়া ড্রেক সাহেবকে ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করিবেন।" †

যথাকালে এই পত্র ইংরাজ-দরবারের হস্তগত হইল। তাঁহারা এতদিন মহারাজ রাজবল্লভের এবং ঘসেটি বেগমের মুখের দিকে চাহিয়া, সিরাজ-

* We may justly impute all our misfortunes to the loss of that place, (Cassimbazar) as it not only supplied our enemies with artillery and ammunition of all kinds but flushed them with hopes of making an easy conquest of our chief settlement.—Captain Grant.

† That unless upon receipt of that order he (Mr. Drake) did not immediately begin and pull down those fortifications, he would come down himself and throw him in the river.—*Hasting's* MSS. Vol 29. 209.

দ্দৌলার প্রেরিত সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে অপমান করিয়া নগর-বহিষ্কৃত করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই ; রাজলিপি পাইয়াও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; কিন্তু এখন সেই সিরাজদ্দৌলা আবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিতেছেন দেখিয়া, সকলেই আতঙ্ক-যুক্ত হইলেন। এবার পত্রোত্তর প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবের কিছুমাত্র উত্তর প্রদত্ত হইল না।

মহামতি ড্রেক লিখিয়া পাঠাইলেন,—"সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা ! কে বলিল, ইংরাজেরা কলিকাতায় নগর-প্রাচীর রচনা করিতেছেন ? ফরাসীদিগের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কেবল সেই আশঙ্কায় নদী-তীরের কামান পাতিবার স্থানগুলি মেরামত করা হইতেছে।"* ড্রেক সাহেবের এইরূপ প্রত্যুত্তরে ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগের উপর যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ সময়ে এই প্রকার প্রত্যুত্তর প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। †

* That the Nabab had been misinformed by those who had represented to him that the English were building a wall round the town, that they had no ditch since the invasion of the Marattas at which time such a work was executed at the request of the Indian inhabitants and with the knowledge and approbation of Aliverdy ; that in the late war between England and France, the French had attacked and taken the town of Madras, contrary to the neutrality, which it was expected would have been preserved in the Mogal's dominions and that there being at present great apprehension of another war between the two nations, the English were under apprehensions that the French would act in the same manner in Bengal ;—to pervent which, they were repairing their line of guns on the bank of the river.—*Orme*. ii. 55-59.

† Ibid.

ইহারই নাম "ধান ভানিতে মহীপালের গীত।" ইংরাজেরা বাগবাজারের নিকট পেরিং নামক একটি নূতন দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার ইংরাজ-দুর্গের ইচ্ছানুরূপ সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা কোন কার্য্যের জন্যই সিরাজদ্দৌলার অনুমতির অপেক্ষা করেন নাই। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে পুরাতন দুর্গ চূর্ণ করিতে বলেন নাই, বাগবাজারের নিকট যে নূতন দুর্গপ্রাকার রচিত হইয়াছিল, তাহাই চূর্ণ করিতে বলিয়াছিলেন। ড্রেক সাহেব তাহার সম্বন্ধে রাম গংগা বিষ্ণু কোন কথাই দন্তস্ফুট করিলেন না।

উদ্ধত ইংরাজের কুটিল কৌশল সিরাজদ্দৌলার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তিনি যখন রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়া পেঁাছিয়াছেন, সেই সময়ে ড্রেক সাহেবের পত্রখানি তাঁহার হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া সিরাজদ্দৌলা একেবারে আগুন হইয়া উঠিলেন ; পাত্রমিত্র আত্মীয় অন্তরংগ,—যাঁহারা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন,—কেহই সাহস করিয়া বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। * সিরাজদ্দৌলা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ;—অভিমানিনী কালসাপিনী পদাহতা হইয়া যেমন সফেন হলাহল-কণা বিকীরণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধ-শিরে গর্জ্জন করিয়া উঠে, সেইরূপ তীব্র তেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সমুদয় হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি আজ্ঞামাত্রে পটমণ্ডপ উঠাইয়া লইয়া আবার মুর্শিদাবাদ অভিমুখে মহাকলরবে ধাবিত হইল ; সকলেই বলিল,—এবার আর ইংরাজের নিস্তার নাই! এই মুহূর্ত্ত হইতে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস রুধির-কর্দ্দমে কলঙ্কিত হইবার সূত্রপাত হইল। রাজমহলের পটমণ্ডপে উদ্ধত ইংরাজের অসংযত লেখনী সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্ট-ক্ষেত্রে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিল,

* Stewart's History of Bengal.

সিরাজদ্দৌলার পরবর্ত্তী জীবন-কাহিনী কেবল সেই বিষবৃক্ষের ক্রমবিকাশের শোচনীয় ইতিহাস। *

জগতের স্বাধীন নরপতিদিগের তুলনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার এই রাজরোষের সমালোচনা করিতে হইলে, কেহই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবার অবসর পাইবেন না। সিরাজদ্দৌলা যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কত তুচ্ছ কথা লইয়া গায়ে পড়িয়া ইংরাজ-রাজ এই জ্ঞানোজ্জ্বল যুক্তিতর্ক-পরিচালিত উনবিংশ শতাব্দীতেও কত দেশে কত লোমহর্ষক ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত করিতে বাধ্য হইতেছেন। রাজশক্তি চিরদিনই প্রভুশক্তি! শত্রু হউক আর মিত্র হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন নরপতি হউক আর পদাশ্রিত দীনহীন দুর্ব্বল প্রজাই হউক,—যে কেহ সমুন্নত রাজশক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহাকেই পদানত করিবার জন্য রাজরোষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে। ইহাই সকল দেশের রাজধর্ম্ম। সিরাজদ্দৌলা সেই রাজধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ পদাশ্রিত ইংরাজ-বণিকের ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল প্রদানের জন্য তাঁহাদিগের কাশিমবাজারে ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কি কি ঘটনাপরম্পরায় নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, অনেকে অনেক কারণে তাহার মূলানুসন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। সুতরাং

* নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে,—"ইহাতে ইংরাজগণের উপর আক্রোশ বৃদ্ধির কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখা যায় না।" (২১৩ পৃষ্ঠা) আবার ২১২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে;—"প্রেরিত দূতের অবমাননা ও দুর্গনির্ম্মাণব্যাপারে ইংরেজ-অধ্যক্ষের প্রত্যুত্তর সিরাজদ্দৌলার ক্রোধ-সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট কারণ সন্দেহ নাই।"

তাঁহাদের ইতিহাসে "কাশিমবাজার অবরোধ" যে সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু, সিরাজদ্দৌলা নিতান্ত উত্ত্যক্ত হইয়াও কিরূপ সুকৌশলপূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্ব্বক বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলেই সত্যনির্ণয় করিতে আর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে সোমবার অপরাহ্নে উমরবেগ জমাদার তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কাশিমবাজারে উপনীত হইয়া, নীরবে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। নবাবের সিপাহী সেনা প্রায় মধ্যে-মধ্যে এরূপভাবে কাশিমবাজারে শিবির-সন্নিবেশ করিত; সুতরাং সেদিকে আর কেহ কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিল না। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, আরো দুই শত অশ্বারোহী এবং কতকগুলি বরকন্দাজ আসিয়া উমরবেগের শিবিরে মিলিত হইল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুইটি সুশিক্ষিত রণহস্তী হেলিতে-দুলিতে কাশিমবাজারে শুভাগমন করিল। ইহাতেই ইংরাজদিগের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা কিরূপভাবে নবাবের সম্ভ্রান্ত রাজদূতকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং একে-একে দুই-একটি করিয়া সুচতুর ইংরাজ-কুঠিয়াল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। * যাঁহারা দুর্গমধ্যে রহিলেন, তাঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে, এতদিনে প্রায়শ্চিত্তকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; যেমন রজনীর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া

* Hastings escaped about the same time, and the Cassimbazar traditions, which is probably a true one, is that he owed his safety to his Dewan Kanta Babu, who concealed him in a room.—H. Beveridge, C. S. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "হেষ্টিংস এই সময়ে আড়ঙ্গে ছিলেন।"

আসিবে, অমনি নবাবসেনা বলপূর্ব্বক দুর্গপ্রবেশ করিয়া ইংরাজদিগকে ধনে-বংশে বিনাশ করিয়া তীব্র প্রতিহিংসা সাধন করিবে! তখন দুর্গমধ্যে কেবল ৩৫ জন কালা সিপাহী, আর জন কতক লস্কর ভিন্ন অধিক সেনাবল ছিল না। তাহারাই অগত্যা তুরীভেরী বাজাইয়া, শিরস্ত্রাণ বাঁধিয়া, কোমরবন্ধ আঁটিয়া, তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে, বন্দুকের উপর সংগীন চড়াইয়া সগর্ব্বে সিংহদ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সিপাহীরা সেদিনও দুর্গ আক্রমণের কোনরূপ আয়োজন করিল না; বরং জমাদার উমরবেগ নখাগ্র-গণনীয় ইংরাজ-সেনাগণকে সগর্ব্বে পদচালনা করিতে দেখিয়া, সূচনাতেই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিতে আসেন নাই। সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ে সমুদয় রজনী অন্নপান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; অগণিত নবাবসেনা বাহুবলে দুর্গ আক্রমণ করিলে, তাঁহারাও যে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, তাহারই আভাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বড় বড় কামান গুলি গোলা বারুদ বোঝাই করিয়া, আক্রমণ প্রতীক্ষায় সিংহদ্বার রোধ করিয়া সসৈন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সোম, মঙ্গল, বুধ চলিয়া গিয়াছে; বৃহস্পতিবারও চলিয়া যায়। প্রাচীরের বাহিরে সিপাহী-সেনা কাতারে কাতারে সমবেত হইতেছে, ইচ্ছা করিলে এখনি কাশিমবাজারের ক্ষুদ্র দুর্গ ধূমপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন করিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভগ্নাবশেষ করিতে পারে; অথচ একজন সিপাহীও বন্দুক উঠাইতেছে না কেন? ইংরাজগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে এরূপ নিদারুণ উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল; ব্যাপার কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ডাক্তার ফোর্থকে উমরবেগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ডাক্তার সাহেব যথাকালে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করিলে প্রকৃত তথ্য

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিল যে, ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে নবাব-দরবারে হাজির হইয়া একখানি মুচলিকা-নামা লিখিয়া দিতে হইবে ; সহজে সম্মত না হইলে, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবে ;—সেই জন্যই এত সৈন্যসামন্ত সম্মিলিত হইয়াছে। কৌতূহল নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু উৎকণ্ঠা দূর হইল না। উমরবেগের কথার উপর নির্ভর করিয়া, ওয়াট্‌স্‌ সাহেব আত্মসমর্পণ করিতে সাহস পাইলেন না। নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে লিখিত হইল যে, নবাব-বাহাদুরের অভিপ্রায় অবগত হইতেই যাহা কিছু অপেক্ষা ; তিনি যাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাতেই সম্মত হইবেন। যথাকালে কেবল এইমাত্র উত্তর আসিল,—দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিয়া ফেল ; তাহাই নবাবের একমাত্র অভিপ্রায়।"

ইংরাজেরা শিষ্টাচারের অনুরোধে লিখিয়াছিলেন, নবাব বাহাদুর যাহা চাহিবেন, তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইবেন। এক্ষণে নবাব যাহা চাহিলেন, ইংরাজ-দরবার প্রাণান্তেও এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাস্তবিক কলিকাতার ইংরাজ-দরবার সিরাজদ্দৌলাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহারা কাশিমবাজার-অবরোধের সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা হয় ত কিছু উৎকোচ উপঢৌকন আদায় করিবার নূতন কৌশল। সুতরাং যেমন বুঝিয়াছিলেন, সেই-রূপ ভাবেই নবাবের মনস্তুষ্টিসাধনের আয়োজন করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও দেশের রাজা ; এখন হয় ত তাঁহাকে আর মোমের পুতুলে কি কাচের খেলনায় প্রতারিত করা সহজ হইবে না ; এমন কথা ইংরাজের উর্ব্বর মস্তিষ্কে স্থানলাভ করিল না। তাঁহারা পাত্রমিত্রাদিগকে হস্তগত করিলেন,

* Hastings' MSS. Vol. 29. 209.

চিরাভ্যস্ত মহাস্ত্রপ্রয়োগে ইচ্ছানুরূপ সন্ধি-স্থাপনের আয়োজন করিলেন; কিন্তু ইংরাজের কষ্ট-সঞ্চিত অর্থে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধই সার হইল;—সিরাজদ্দৌলা বিচলিত হইলেন না।

ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ান রাজবল্লভকে * ধরিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। দেওয়ানজী সিরাজদ্দৌলার আকার-প্রকার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, এবার আর মন্ত্রৌষধিতে কুলাইবে না; তিনি বলিলেন যে, ওয়াট্‌স সাহেব যদি হাতে রুমাল বাঁধিয়া হীনবেশে সিরাজদ্দৌলার নিকট উপস্থিত হইতে সাহস পান, তবে তিনি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। † ওয়াট্‌স্ সাহেব বিলক্ষণ ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন।

জগৎশেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রদিগের সহায়তা লাভ করিয়াও ইংরাজ-বণিক সিরাজদ্দৌলার মনস্তুটি করিতে পারিলেন না। তখন কলিকাতার ইংরাজ-দরবার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, ওয়াট্‌স্‌কে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আর কালবিলম্ব করিয়া কি হইবে; যাহাতে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি হয়, তাহাতেই সম্মত হইতে হইবে। ‡ এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ওয়াট্‌স্ সাহেব দেওয়ানজীর পরামর্শ মতই নবাব-দরবারের সম্মুখীন হইলেন।

ওয়াট্‌স্ সাহেব নবাব-দরবারে উপনীত হইবামাত্র সিরাজদ্দৌলা

* "মহারাজা রাজবল্লভ, দুর্লভরামের জ্যেষ্ঠপুত্র। সিরাজের রাজত্বকালেই পিতৃ সাহায্যে ইনি খালসার রাঁই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন বলিয়া কথিত আছে। পিতাপুত্র উভয়েই ক্লাইবের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।—ক্লাইবও তজ্জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন।"—সাহিত্য, ষষ্ঠ বর্ষ, ৬৯৭।

† Hastings' MSS. Vol. 29. 209.

‡ The Presidency were now very eager to appease the Subadar, they offered to submit to any condition which he pleased to impose.—*Mill's History of British India. Vol. III.* 147.

ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন ; ওয়াট্‌স্‌ বাতাহত-কদলীপত্রের ন্যায় থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ; কেহ কেহ ভাবিলেন যে, ইহার পর হয় ত ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে ভালকুত্তার মুখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ক্রোধান্ধ হইয়াও আত্মকার্য্য বিস্মৃত হইলেন না। ওয়াট্‌স্‌কে স্বতন্ত্র পট-মণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে প্রস্তাবিত মুচলিকা-পত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য আদেশ করা হইল। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব আশু প্রাণদান পাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে মুচলিকা স্বাক্ষর করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া পরিত্রাণলাভ করিলেন। "কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত পেরিং দুর্গপ্রাকার চূর্ণ করিতে হইবে ; যে সকল বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কলিকাতায় পলায়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিয়া দিতে হইবে ; বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে বাদশাহী সনন্দ পাইয়াছেন, তাহার দোহাই দিয়া অন্য লোকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইয়া রাজকোষের যত ক্ষতি করিতেছে, তাহার পূরণ করিতে হইবে এবং কলিকাতার জমীদার হল্‌ওয়েল সাহেবের প্রবল প্রতাপে দেশীয় প্রজাবৃন্দ যে সকল নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে, তাহা রহিত করিতে হইবে।"—এই মর্ম্মে মুচলিকা-পত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইল। *

---

* The purport of the Muchaleka was nearly as follows :—

To destroy the redoubt etc., newly built at Perrins near Calcutta ; to deliver up any of his subjects that should fly to us for protection (to evade Justice) on his demanding such subject ; to give an account of the dastaks for several years past and to pay a sum of money that should be agreed on, for the bad use made of them, to the great prejudice of his revenues and lastly to put a stop to the Zemindar's (Holwell's) extensive power, to the great prejudice of his subjects.—*Hastings'* MSS, Vol. 29. 209. ইহার শেষোক্ত সর্ত্তটি কিন্তু অন্য কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইতিহাস-লেখকদিগের স্বকপোলকল্পিত বা আত্ম-স্বার্থ-বিজৃম্ভিত সরস পদলালিত্য অপেক্ষা এই সকল কাগজপত্র অধিকতর মূল্যবান। ইহাতে সিরাজ-চরিত্রের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত ইতিহাস-বর্ণিত সিরাজদ্দৌলার আকাশপাতাল প্রভেদ। ইংরাজেরা পদাশ্রিত বণিক্ হইয়াও নবাবের বিনানুমতিতে যে দুর্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ স্বাধীন নরপতি তাহা চূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন না করিতেন? ইহাতে সিরাজদ্দৌলার প্রবল প্রতাপ ও শাসনদার্ঢ্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজেরা পলায়িত কর্ম্মচারীদিগকে নির্ব্বিবাদে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার অবসর পাইলে, নবাবের রাজশক্তিকে আর কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও সম্মান করিত না, আবশ্যক হইলেই কলিকাতায় পলায়ন করিত। শাসন-সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই তাহার গতিরোধ করা আবশ্যক। কোম্পানীর নামের দোহাই দিয়া ইংরাজগণ, যাহাকে তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া আত্মোদর পরিপূর্ণ করিতেন; তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্য অবসন্ন হইত, রাজকোষ শুল্কগ্রহণে অযথা বঞ্চিত। এইরূপ স্বেচ্ছাচার নিবারণ না করিলে কোন্ নরপতি সিংহাসনের অধিকারী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারিতেন? হল্‌ওয়েলের অত্যাচারে কালা বাঙ্গালী জর্জ্জরিত হইতেছিল; তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিলে, কোন্ নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক সিরাজদ্দৌলাকে আশীর্ব্বাদ করিতে সম্মত হইতেন? এই মুচলিকা-পত্রে সিরাজদ্দৌলার যেরূপ চরিত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, কয় জন সৌভাগ্যশালী স্বাধীন নরপতি বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মস্‌নদে উপবেশন করিয়া সেরূপ চরিত্রবল, সেরূপ শাসন-কৌশল, সেরূপ প্রজাহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? তথাপি সিরাজদ্দৌলা ইংরাজের ইতিহাসে ইহার জন্যও শতধিক্কারে সম্বোধিত হইয়াছেন। *

* এতদিনের পর বাঙ্গালী-লিখিত নবাবী আমলের যে সুবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সিরাজ অন্যের পরামর্শ গ্রহণের

৪ঠা জুন মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষরিত হইলে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুর্গ সিরাজদ্দৌলার হস্তে সমর্পিত হইল। লেফটেনাণ্ট ইলিয়ট সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিলেন। ওয়াটস্ এবং চেম্বার্স্ মুচলিকার সর্ত্ত-পালনের জন্য প্রতিভূস্বরূপ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। † কাশিম-বাজার আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। যেরূপ সুকৌশলে বিনা রক্তপাতে এই সকল রাজকার্য্য সুসম্পন্ন হইল, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী কেহই তাহার মর্ম্মস্বাদ করিয়া সিরাজদ্দৌলার শাসন-প্রতিভার গুণানুবাদ করিলেন না; বরং অনেকেই কুটিলকটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, দুর্গ হস্তগত হইল, মুচলিকা স্বাক্ষরিত হইল, ইংরাজ অপদস্থ হইল, তথাপি ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্স্‌কে কারারুদ্ধ অপরাধীর ন্যায় মুর্শিদাবাদে বসাইয়া রাখা হইল কেন?

সিরাজদ্দৌলা দেখিয়াছিলেন যে, কলিকাতার ইংরাজ-দরবারই ইংরাজ-দিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা; কাশিমবাজারের কুঠিয়ালগণ নগণ্য রাজ-কর্ম্মচারিমাত্র, সর্ব্বাংশে কলিকাতার মুখাপেক্ষী। সুতরাং কাশিম-বাজারের ইংরাজ-গোমস্তা যেরূপভাবে মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষর করিলেন, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাহা স্বীকার না করা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। অগত্যা কলিকাতার ইংরাজ-দরবারকে শাসনকৌশলে বশীভূত করিবার জন্যই ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্সকে মুর্শিদাবাদে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ওয়াট্‌স্ এবং চেম্বার্স একপক্ষ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিলেন। এই সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াও কলিকাতার ইংরাজদরবার

পাত্র ছিলেন না, তাহা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও, বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার অবরোধ সম্বন্ধে সিরাজকে তাঁহার অবশ্যপ্রাপ্য প্রশংসা প্রদত্ত হয় নাই।

† Hastings' MSS. Vol. 29. 209.

মুচলিকা সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিলেন না। * এ দিকে বিবি ওয়াটস্ বেগম-মণ্ডলীতে যাতায়াত করিয়া দারুণ ক্রন্দনে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বিবি ওয়াটসের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার মাতার সখিত্ব ছিল। সেই সুবাদে করুণাময়ী সিরাজ-জননী বন্দীদ্বয়ের মুক্তিদানের জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। অবশেষে মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদ্বয়কে আপাততঃ মুক্তিদান করিতে বাধ্য হইলেন।

একজন সমসাময়িক ইংরাজ-লেখক এই মুচলিকানামার সমালোচনা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিতে মুচলিকা-পত্রের প্রথম সর্ত্ত পালন করা অসম্ভব; বাণিজ্যরক্ষা করিতে হইলে, মধ্যে মধ্যে পদাশ্রিত ইংরাজবন্ধুদিগকে আশ্রয়দান করা আবশ্যক হইয়া থাকে, সুতরাং দ্বিতীয় সর্ত্ত পালন করাও তথৈবচ; আর তৃতীয় সর্ত্ত পালন করিতে হইলেই যে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে হইলেই কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে।" †

ইংরাজেরা যে মুচলিকা পালন করিবেন না, সে কথা অল্পদিনের মধ্যেই সিরাজদ্দৌলার কর্ণগোচর হইল। তিনি ইংরাজদের কুটিল কৌশলের পরিচয় পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ইঁহারাই না বলিয়াছিলেন যে, নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা অবগত হইতে যাহা কিছু অপেক্ষা? ইঁহারাই না মুচলিকা পালন করিবেন বলিয়া বিবি ওয়াটসের নয়নজলে ইংরাজ-বন্দীর মুক্তিপত্র লিখিয়া লইয়াছিলেন? সিরাজদ্দৌলা অনেক

* বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "কলিকাতা হইতে উত্তর আসিবার সময় দেওয়া হয় নাই।"

† Scrafton's Reflections.

সহ্য করিয়াছেন; আর সহ্য করিতে পারিলেন না—ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান অপরাধ! তাঁহার রোষকষায়িত নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। মাতামহের অন্তিম উপদেশ স্মৃতিপটে অনল অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিল; * সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর আলস্যে কালক্ষয় না করিয়া, কলিকাতায় দূত পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা পদে পদে অপমানিত হইয়া যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, কলিকাতা আক্রমণের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা যায় না; কিন্তু কলিকাতা আক্রমণই তাঁহার কাল হইল। তিনি যদি ইংরাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইতিহাস কিরূপ আকার ধারণ করিত, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নানা দিক হইতে নানা বিরুদ্ধ-শক্তি যেরূপভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিতেছিল, ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহার তাহারই বাহ্যস্ফূর্ত্তিমাত্র; সুতরাং বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া রাজশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা না করিলেও যে সিরাজ-জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিত, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

সিরাজদ্দৌলা যে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই বাহুল্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন! তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল কথার আলোচনা না করিয়াই লিখিয়া গিয়াছেন, "কাশিমবাজার হস্তগত করিয়া, ইংরাজদিগের কাকুতি মিনতি শ্রবণ করিয়া, নবাবের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ইংরাজ তাঁহার ভয়ে এতই জড়সড় হইয়াছেন যে, এ সময়ে বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিতে

* They who, we see, are every day using all their policy and their power, against what they themselves say is the Law of the Most High—*are only to be restrained by force.*—An Enquiry into our National Conduct.

পারিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে ; ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া যথেষ্ট অর্থ-লুণ্ঠনের সুবিধা হইবে ; কেবল সেই জন্যই সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন।" *

* The Subadar had a wish for a triumph, which he thought might bo casily obtained and he was greedy of riches, with which in the imagination of the natives, Calcutta was filled.—*Mill's History of British India* Vol. iii 147. মহম্মদ রেজাখাঁর দেওয়ানী আমলে সঙ্কলিত "মজঃফরনামার" উপর নির্ভর করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত অবলম্বন করিয়াছেন। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে (২১৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে—"ইহাতে ইংরাজগণের উপর আক্রোশবৃদ্ধির ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখা যায় না। * * * সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে গোলাম হোসেনের মতেই বলিতে হয়, সিরাজের মস্তিষ্ক অহমিকার ধূমেই পূর্ণ ছিল।" ২৩৫ পৃষ্ঠায় এই মত পরিত্যাগ করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ যাহাই বলুন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইংরাজকর্ম্মচারিগণের হঠকারিতায় ক্রমাগত উত্ত্যক্ত হইয়াই সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ উৎখাতে বদ্ধপরিকর হয় ; তবে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া ইংরাজপীড়ন কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।" নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্ব্বত্র মত-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা-আক্রমণ

৭ই জুন প্রাতঃকালে কলিকাতার ইংরাজ-সওদাগরেরা সংবাদ পাইলেন যে, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে; স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন। সেই দিনই ঢাকা, বালেশ্বর, জগদীয়া প্রভৃতি মফঃস্বল কুঠীর ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে তহবিলপত্র কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য তাড়াতাড়ি পত্র লেখা হইল।* রোজার ড্রেক তখন কলিকাতার গভর্ণর। তিনি বাহুবলে নগর রক্ষা করিবেন বলিয়া, সেনাদল সংগ্রহ করিবার জন্য নগরের মধ্যে ঢোল পিটিয়া দিয়া, সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতাবাসী ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, আরমানী, পর্ত্তুগীজ,—সকলকেই পরম সমাদরে সম্মিলিত করিয়া, রীতিমত সমর-কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ-ইতিহাস-লেখক জেমস্ মিল লিখিয়া গিয়াছেন যে,—ইংরাজ-দরবার কোন দিনই নবাবের নিকট কাকুতি মিনতি জানাইতে ত্রুটি করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন—সিরাজদ্দৌলা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিবেন না; কেবল সেই

* *The* 7th *June*—Advice early in the morning was received at Calcutta of the loss of Cassimbazar factory, and that the Nabab was upon full march with all his forces, for Fort William. The same day orders were sent to the Chiefs of Dacca, Jugdea, and Ballasore to withdraw and quit their factories, with what effect they could secure. —*Hastings'* MSS. Vol. 29. 209.

ভরসায় নিশ্চিন্ত হইয়াই ইংরাজেরা সময় থাকিতে নগর-রক্ষার জন্য কোনরূপ আয়োজন করিবার চেষ্টা করেন নাই। *

স্বদেশীয় বণিক্-সমিতির পরাজয়-কলঙ্ক অপসারণ করিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ ইংরাজের ইতিহাসে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৈফিয়ৎ অত্যন্ত মুখরোচক; সিরাজদ্দৌলার অমানুষিক নির্দ্দয় স্বভাবের অভ্রান্ত নিদর্শন এবং পরবর্ত্তী লেখকসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক গবেষণার উৎকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক। কিন্তু ইহা যেমন সুন্দর সুকৌশলপূর্ণ, সেইরূপ সরল সত্যসংযুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

ইংরাজেরা যে যথোপযুক্তভাবে নগর-রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন, সে কথা সত্য হইলেও, ইংরাজের অপরিণামদর্শিতাই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা যে কায়মনোবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর ছিল না। তাহার পর যখন সংবাদ পাইলেন যে, মর্ম্মাহত সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার অবরোধ করিয়া, ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী ওয়াট্স্ সাহেবকে কারারুদ্ধ করিয়া মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষরিত করাইয়া লইয়া, স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর কোথায়? তথাপি ইংরাজেরা নগর-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিলেন না কেন? সিরাজদ্দৌলার বিচিত্র ইতিহাসের আদ্যোপান্ত যেরূপ রহস্য-পরিপূর্ণ, ইংরাজ-বণিকের এরূপ বিমূঢ় ব্যবহারের মূলেও সেইরূপ নিগূঢ় রহস্য বর্ত্তমান।

ইংরাজেরা জানিতেন যে, সিরাজদ্দৌলার রাজসিংহাসন "নলিনী-দলগতজলমিব তরলং"—কখন্ কোন্ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার

* The Presidency trusting to the success of their humility and prayers neglected too long the means of defence.—*Mill's History of British India.* Vol. iii. 147.

কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার সেনানায়কদিগের মধ্যে অনেকেই অর্থগৃধ্নু; যাঁহারা মন্ত্রণাদাতা পাত্রমিত্র, তাঁহারাও অনেকেই মন্ত্রৌষধির ক্রীতদাস; সিংহাসন কাহার,—সিরাজের না শওকতজঙ্গের—এই সকল গুরুতর প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; এমন অবস্থায় ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কথায় দুর্গ-প্রাকার চূর্ণ করিবেন কেন? তিনি কি শত্রুসংকুল রাজসিংহাসন পশ্চাতে ফেলিয়া স্বয়ং সসৈন্যে এত দূর অগ্রসর হইতে সাহস পাইবেন? এ যুদ্ধসজ্জা কেবল বাহ্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহার জন্য আবার প্রাণপণ করিয়া নগর-রক্ষার আয়োজন করিয়া কি হইবে? বাহ্যাড়ম্বর বিস্তার করিবার জন্য নবাব-সেনা সত্যসত্যই কলিকাতা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেই বা আতঙ্কিত হইবার কারণ কি? বাণিজ্য-রক্ষার জন্য কত সময়ে কত অর্থ অনর্থক অপব্যয় করিতে হয়;—না হয় এতদুপলক্ষে নবাব-সেনানায়কদিগের মনস্তুষ্টিসাধনার্থ কিঞ্চিৎ অপব্যয় হইয়া যাইবে! আর যদি সিরাজদ্দৌলাই সশরীরে শুভাগমন করেন, তাহাতেই বা ভীত হইবার প্রয়োজন কি? তিনি ত সেই মাতামহস্নেহে-পালিত অপরিণতবয়স্ক অসংযতচিত্ত দুর্ব্বল বালক;—সময়োচিত সরল তোষামোদ এবং পদোচিত কয়েক সহস্র রজতখণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিলেই অর্থ-লোলুপ নবীন নরপতি বিনা বাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নহে। কলিকাতায় বসিয়া নবাব-দরবারে প্রতিদিবসের তর্ক-বিতর্কের যে সকল গুপ্ত সমাচার শুনিতে পাওয়া যাইত, তাহাতে ইংরাজগণের মনে এইরূপ সিদ্ধান্তই সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণের গুপ্ত-সঙ্কল্প পাত্রমিত্রদিগের নিকট দন্তস্ফুট করিলেন, তখন উৎকোচ-গ্রাহী ইংরাজহিতৈষী রাজকর্ম্মচারীমাত্রেই চারি দিক হইতে প্রবল

প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের প্রতিবাদের স্থূল মর্ম্ম সেই এক কথা,—"এখনও সুসময় উপনীত হয় নাই; এখনও সিংহাসন নিরাপদ হয় নাই; এখনও শওকতজঙ্গ পদানত হয় নাই; ইংরাজেরা নিতান্ত নিরীহ স্বভাব বণিক্‌জাতি; তাহাদের দ্বারা এ দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। * সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন যে, এই সকল স্বার্থান্ধ মন্ত্রিদল, আপনারা অন্তরালে থাকিয়া, প্রকারান্তরে ইংরাজদিগের স্পর্দ্ধাবৃদ্ধির সহায়তা করিতেছেন। সুতরাং তিনি আর কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। খোজা বাজিদ এই সময়ে হুগলীতে অবস্থান করিতেছিলেন, ইংরাজদিগের প্ররোচনায় তিনিও নবাবকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা বলিলেন—"ড্রেক সাহেব তাঁহাকে বড়ই অপমান করিয়াছেন;—নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর আমলে ইংরাজেরা যেরূপভাবে বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, এখনও যদি তাঁহারা সেইরূপ ভাবে বাস করিতে সম্মত থাকেন, তবেই ইংরাজদিগকে আশ্রয়দান করা কর্ত্তব্য; নচেৎ ইহাদিগকে আর কোন কারণে এ দেশে বাস করিবার প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে না।"

তৎকালে কলিকাতায় অল্প কয়েক সহস্র ইংরাজ বণিকের বসতি ছিল। তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগণ্য, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত

* Seat Mootabray (Mahatab Roy) and Roop Chund, the sons of the banker Jaggatseat who had succeeded to the wealth and employments of their father and derived great advantages from the European trade in the Province, ventured to represent the English as a colony of inoffensive and useful merchants and earnestly entreated the Nabab to moderate his resentment against them ; but their remonstrances were vain.—Orme. Vol. II. 58.

অশিক্ষিত। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে বিশেষ আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচক্রিদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে, এই ভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি সন্দেহ সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন,—নিতান্ত অনুগত কয়েকজন সেনানায়ক রাজধানীরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ সকলকেই সসৈন্যে নবাবের অনুগমন করিতে হইল। *

সিরাজদ্দৌলা যে এইরূপ সুকৌশলে রাজধানীর আপদাশঙ্কা নিবারণ করিয়া, মহাসমারোহে নিশ্চিন্তহৃদয়ে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে সফলকাম হইবেন, ইংরাজদিগের ততদূর ধারণা ছিল না। ৭ই জুন প্রাতঃকালে এই সংবাদ কলিকাতার ইংরাজমহলে সবিশেষ হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। আর সময় নাই; যাহা কিছু করিবার এখনই তাহা সম্পন্ন করা আবশ্যক; কিন্তু রণকুশল সেনাপতির অভাবে কোন কার্য্যেরই শৃঙ্খলা হইতে পারিল না। তথাপি যতদূর সম্ভব, ইংরাজেরা প্রাণপণে আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। বাগ্‌বাজারে পেরিং নামক যে নূতন দুর্গপ্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে রাশি রাশি আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জীভূত হইল; জলপথে নগরাক্রমণ করিবার আশঙ্কা আছে; তজ্জন্য বাগ্‌বাজারের খালের ধারে ভাগীরথীগর্ভে যুদ্ধজাহাজ সুরক্ষিত হইল; পোনের শত ঠিকা সিপাহী নিযুক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র খাতের ধারে ধারে স্থানে স্থানে সমাবেশ করা হইল; দুর্গপ্রাচীরের যথাসাধ্য সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তন্মধ্যে অন্নপান সঞ্চিত করা হইল; মান্দ্রাজে সাহায্যভিক্ষার জন্য পত্র লেখা হইল এবং নগররক্ষার

* Orme. Vol. II. 58.

জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের সহায়তালাভের প্রার্থনায় তাঁহাদের নিকট দূত প্রেরিত হইল।

ওলন্দাজেরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরলস্বভাব নিরীহ বণিক্; তাঁহারা গায়ে পড়িয়া নবাবের সংগে কলহসৃষ্টি করিতে সম্মত হইলেন না। ফরাসীরা চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়। তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন—"বৃটিশসিংহ যদি প্রাণভয়ে নিতান্তই জড়সড় হইয়া থাকেন, তবে তিনি অবলীলাক্রমে চন্দননগরের ফরাসীদুর্গে পলায়ন করিতে পারেন; সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আশ্রিতের প্রাণরক্ষার জন্য ফরাসী-বীরগণ জীবনবিসর্জ্জন করিতে কাতর হইবে না।" * এই নিদারুণ বিপৎ-সময়ে চিরশত্রু ফরাসী-বণিকের এরূপ মর্ম্মভেদী পরিহাসবাক্যে ইংরাজেরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে সমর-শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন।

নগররক্ষার আয়োজন শেষ হইবামাত্র ইংরাজেরা নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় কি;—তিনি কাশিমবাজারের ন্যায় বিনা রক্তপাতে সমুদয় তর্কের মীমাংসা করিবেন, কিম্বা অসিহস্তে কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে রক্তগংগা প্রবাহিত করিবেন,—সে কথায় কেহই বিচার করিবার চেষ্টা করিলেন না; সিরাজদ্দৌলা যখন অর্দ্ধপথে অগ্রসর, সেই সময়ে ইংরাজেরা কথঞ্চিৎ আত্মবলের পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

জলপথে বহিঃশত্রুর আক্রমণ-নিবারণের জন্য কলিকাতার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, টানা নামক স্থানে, নবাবী আমলে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল। † সে দুর্গে ১৩টি কামান লইয়া ৫০জন

* Stewart's History of Bengal.

‡ সেকালে যেখানে টানার দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল, এখন সেখানে শিবপুর কোম্পানীর বাগান. Royal Botanical Gardens.—Revd. Long.

সিপাহী নদীমুখ রক্ষা করিত এবং বহুদিন শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া সকলেই নিরুদ্বেগে বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। ইংরাজেরা ১৩ই জুন প্রাতঃকালে চারিখানা যুদ্ধজাহাজ লইয়া সহসা এই ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিয়া, প্রচণ্ডপ্রতাপে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অকস্মাৎ বজ্রনিনাদে হতবুদ্ধি হইয়া, সিপাহী-সেনা হুগলী অভিমুখে পলায়ন করিল, টানার ক্ষুদ্র দুর্গ-প্রাচীরে বৃটিশ-বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে অঙ্গবিস্তার করিবামাত্র বৃটিশবাহিনী দুর্গপ্রাচীরের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি অকর্ম্মণ্য করিয়া একে একে ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদে হুগলীর ফৌজদার স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনে ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইল। একে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজবিদ্বেষী, তাহাতে বারংবার অপমানিত হইয়াছেন; অতঃপর ইংরাজের এই ধৃষ্টতার পরিচয় পাইবামাত্র আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইবেন না। ফৌজদার তাড়াতাড়ি দুর্গের উদ্ধারকল্পে সিপাহীসেনা প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৪ই জুন টানার দুর্গদ্বারে ইংরাজ-বাঙ্গালীর শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুই সহস্র সিপাহী-সেনা মুহুর্মুহুঃ কামান-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন করিয়া দৃঢ়পদে দুর্গদ্বারে সমবেত হইবামাত্র, ইংরাজ বীরপুরুষেরা "পৃষ্ঠপ্রদর্শন" করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিলেন না। কিন্তু "পৃষ্ঠ-প্রদর্শন" করিয়াও অনেকে নিস্তার পাইলেন না; সিপাহীরা জাহাজের উপর মুষলধারায় গুলিবর্ষণ করিয়া ইংরাজ সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা গোলা বারুদের যথেষ্ট অপব্যয় করিয়াও সিপাহীদিগকে দুর্গ হইতে তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন না। কলিকাতা হইতে কতকগুলি নূতন বীরপুরুষ আসিয়া ছত্রভঙ্গ ইংরাজ-সেনাকে উৎসাহিত করিয়া, বীরকীর্ত্তি-সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন। যখন তাহাতেও সিপাহী সেনা হটিল না, তখন ইংরাজেরা নিতান্ত ভগ্নমনোরথে, নোঙ্গর

তুলিয়া, জাহাজ খুলিয়া, ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। *

একমাত্র অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাস ভিন্ন ইংরাজ-লিখিত আর কোন ইতিহাসে এই অপকীর্ত্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার সহিত কলিকাতা-ধ্বংসের কিরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহার সমালোচনা না করিয়া, মিল এবং থরন্‌টন্‌ সিরাজদ্দৌলাকে শোণিতলোলুপ উৎপীড়নপরায়ণ নৃশংস নবাব বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিল এবং থরন্‌টন্‌ যে বিশেষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অর্ম্মিলিখিত আদিম ইতিহাসখানি সযত্নে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বপ্রণীত ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় টীকাচ্ছলে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা অনেক কথাই অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, কি মিল, কি থরন্‌টন্‌, কেহই টানার দুর্গাক্রমণ-কাহিনীর কোনরূপ আভাস প্রদান করেন নাই।

* Whilst the Nabab was advancing, it was determined to take possession of the Fort of Tannah, which lay about 5 miles below Calcutta, on the opposite shore and commanded the narrowest part of the river between Hughly and two brigantines, anchored before it early in the morning of the 13th June and as soon as they began to fire, the Moorish garrison which did not exceed 50 men, fled ; on which some Europeans and Laskars landed and having disabled part of the connon, flung the rest into the river. But the next day they were attacked by a detachment of 2000 men sent from Hughly, who stormed the fort. drove them to their boats and then began to fire, with their matchlocks and two small fieldpieces of the vessels, which endeavoured in vain with their cannons and musketry to dislodge them. The next day a reinforcement of 80 soldiers were sent from Calcutta, but the cannonade having made no impression, they and the vessels returned to the town.—Orme. Vol. II. 50-60.

আর একজন ইংরাজ-লেখক আবার লিপিকৌশলে মিল এবং থরন্‌টন্‌কে পরাজিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"কি সিরাজদ্দৌলা, কি পাত্রমিত্রগণ, কেহই ইংরাজদিগের সকরুণ আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না ; অসহায় ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সকলেই সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত সুবিচার লাভের পথ একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া গেল।" * আমরা কিন্তু ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস পড়িয়া দেখিতে পাইতেছি যে, সকরুণ আবেদনের সংগে সংগে ইংরাজসেনার সগর্ব্ব আস্ফালন এবং কামানমুখে অনলবর্ষণ !

কলিকাতার কালা বাঙ্গালীদিগের উপর সিরাজদ্দৌলার কিরূপ স্নেহদৃষ্টি ছিল তাহার পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, কেবল ইংরাজ-বণিকের উদ্ধত ব্যবহারের সমুচিত শিক্ষাদানের জন্যই সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে শুভাগমন করিতেছেন। তখন ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা এতদিন ঘসেটি বেগমের শুভদৃষ্টি-লাভের জন্য রাজবল্লভের পুত্র পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে পরম সমাদরে কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নানাপ্রকারে অপমানিত করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এখন সকলেই শুনিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের সংগে সন্ধিসংস্থাপন করায়, তিনিও নবাব-সেনার সহিত কলিকাতায় শুভাগমন করিতেছেন। ইংরাজদিগের মনে হইল, নবাবসেনা নগরোপকণ্ঠে পদার্পণ করিতে না করিতে কৃষ্ণবল্লভও পিতার ন্যায় সিরাজদ্দৌলার অনুগত হইয়া পড়িবেন এবং হয় ত, নবাব-শিবিরে

* No one dared to plead for the unfortunate English and the Subah, surrounded by a thousand greedy minions and hanging officers, all eager for the plunder of so rich a place, heard nothing but the most servile applauses of his resolution. Thus the avenues to justice and mercy were shut up and all our submissive offers ineffectual.—Scrafton.

পলায়ন করিয়া, ইংরাজদিগের গৃহচ্ছিদ্রের সন্ধান প্রদান করিয়া নগরাক্রমণের সহায়তা সম্পাদন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। অতএব সকলে মিলিয়া কৃষ্ণবল্লভকে রাজবিদ্রোহী অপরাধীর ন্যায় ইংরাজদুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজদিগের এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে দেশের লোক শিহরিয়া উঠিল।

দেশীয় বণিকদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নগরাক্রমণকালে পাছে তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয়, সেইজন্য চরাধিপতি রাজা রামরামসিংহ গোপনে উমিচাঁদকে একখানি গুপ্তলিপি পাঠাইয়া দূর স্থানে সরিয়া পড়িবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজদিগের তীব্র তাড়নায় গুপ্তচরের নিকট হইতে সেই পত্রখানি ইংরাজদিগেরই হস্তগত হইল। তখন সকলেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উমিচাঁদকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য লোকলস্কর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। উমিচাঁদ ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতে পারেন নাই; তাঁহাকে সহসা ইংরাজসেনা বন্দিবেশে রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; দেশের লোক হাহাকার করিয়া উঠিল।

উমিচাঁদের সংসারে তাঁহার কুটুম্ব হাজারিমল্ল কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এইরূপ উৎপীড়নে আতঙ্কযুক্ত হইয়া, ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ লইয়া অন্য স্থানে পলায়ন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা ইংরাজদিগের সহ্য হইল না। কাতারে কাতারে ইংরাজসেনা বীরদর্পে উমিচাঁদের বাটী অবরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিল। উমিচাঁদের প্রভুভক্ত বিশ্বাসী জমাদার বৃদ্ধ জগন্নাথ * সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-সন্তান। তিনি উমিচাঁদের বেতনভোগী বরকন্দাজ ও ভৃত্যবর্গ সমবেত করিয়া পুরীরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ফিরিঙ্গীরা আসিয়া সিংহদ্বারে হাতাহাতি আরম্ভ

---

* নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে এই জমাদার জগমন্ত সিংহ নামে কথিত।

করিল ; উভয়পক্ষেই শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল ; অবশেষে উমিচাঁদের বরকন্দাজগণ আর পারিয়া উঠিল না ;—একে একে অনেকেই ধরাশায়ী হইতে লাগিল। মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। ফিরিঙ্গীসেনা মহাকলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন জগন্নাথের ক্ষত্রিয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যে আর্য্য-মহিলার অন্তঃপুরদ্বারে ভগবান্ সহস্ররশ্মিও নিতান্ত সসম্ভ্রমে করসঞ্চালন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেখানে ম্লেচ্ছসেনার পদস্পর্শ হইবে ? যে প্রভু-পরিবারের নিষ্কলঙ্ক কুলের অবগুণ্ঠনবতী কুলরমণীগণ কখনও পরপুরুষের ছায়াস্পর্শ করেন নাই, তাঁহাদের পবিত্রদেহ ম্লেচ্ছ করস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে ?—ইহা অপেক্ষা হিন্দুমহিলার পক্ষে মৃত্যুক্রোড়ই যেসুকোমল পুষ্পশয্যা, মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক হিন্দুগৌরব-নীতি বিদ্যুদ্‌বেগে জগন্নাথের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিতে পারিল না ; ক্ষিপ্রহস্তে অন্তঃপুরদ্বারে চিতাকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া দিল ; তাহার পর,—তাহার পর,—স্বহস্তে একে একে প্রভু-পরিবারের ত্রয়োদশটি মহিলামস্তক দেহবিচ্যুত করিয়া, সতী-শোণিত-পরিপ্লুত শাণিত খরসান আত্মবক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধিরকর্দ্দমে লুটাইয়া পড়িল। অনুকূল পবনসঞ্চরণে ধূমজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া চিতাকুণ্ডের দীপ্ত-শিখা চারিদিকে লোলজিহ্বা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদে, প্রাঙ্গণে, কক্ষতলে সিংহদ্বারে তীব্রতেজে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গীসেনা জমাদারকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল ; কিন্তু আর পুরপ্রবেশ করিবার অবসর পাইল না ; উমিচাঁদের ইন্দ্রভবন এইরূপে শ্মশানভস্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কেবল সেই শোকসমাচার আমরণ কীর্ত্তন করিবার জন্য হতভাগ্য বৃদ্ধ জমাদারের জীবনবায়ু দেহবহির্গত হইল না। *

---

* The head of the peon, who was an Indian of a high caste, set fire to the house and, in order to save the women

সিরাজদ্দৌলা মহাসমারোহে সসৈন্যে হুগলীতে আসিয়া পদার্পণ করিবামাত্র চারিদিকে সে সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভাগীরথী-বক্ষ বিতাড়িত করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যে শত শত সুসজ্জিত রণতরণী হুগলীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সহিত হুগলীর ফৌজদার আরও অনেকগুলি তরণী সংযোগ করিয়া দিয়া সিপাহী-সেনার পক্ষে অপর পারে উপনীত হইবার সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলার আদেশে ওলন্দাজ এবং ফরাসীবণিক্ রাজসন্দর্শনে সমবেত হইলেন; ইউরোপে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কলিকাতা আক্রমণে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। সিরাজদ্দৌলা তজ্জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি না করিয়া, ফরাসীদিগের নিকট বারুদ চাহিয়া লইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লোকে সংবাদ পাইয়া একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল; —এত কলকৌশল, এত সগর্ব্ব আস্ফালন, এত রণকৌশল-শিক্ষা-প্রণালী, সকলই যেন সিরাজদ্দৌলার নামে সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িল। নগরের মধ্যে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ইংরাজ-অধিবাসিগণ যিনি যেখানে ছিলেন,—মুহূর্ত্তের মধ্যে আপন আপন সুসজ্জিত বাসভবনের দিকে সাশ্রুনয়নে একবারমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে লাগিলেন; দেশীয় বণিকগণ যিনি যে পথে সুবিধা পাইলেন, নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; পথে-ঘাটে, নদীসৈকতে, বনান্তরালে, সকল স্থানেই মহাকলরবে নরনারী, বালকবালিকা, শত্রুমিত্র কাতারে কাতারে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই পলায়ন করিল, কিন্তু হায়!

---

of the family from the dishonour of being exposed to strangers, entered their apartments and killed, it is said thirteen of them with his own hand; after which, he stabbed himself but contrary to his intention, not mortally—Orme. Vol. II. 60.

ফিরিঙ্গীদল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া, সাহেব সাজিয়া, দেশের লোকের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদিন ফিরিঙ্গী-দিগকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ বিপদের দিনে তাহাদের মসীমলিন মূর্ত্তির দিকে তুষারধবল সাহেবী পরিচ্ছদ বড়ই বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল যে, ফিরিঙ্গীরাই যথার্থ "ন মাতা ন পিতা নচ বন্ধু।"—কি বাঙ্গালীদলে, কি সাহেবমণ্ডলীতে, কোন স্থানেই তাহারা আশ্রয়লাভ করিবার অবসর পাইল না। তখন সকলে মিলিয়া দুর্গদ্বারে সমবেত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়লাভ করিবার জন্য করুণ-ক্রন্দনে পাষাণহৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল। অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকেও দুর্গমধ্যে আশ্রয়দান করিতে হইল। ইংরাজদুর্গ স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিল;—কোলাহল, কেবল আর্ত্তনাদ, কেবল স্বার্থচিন্তা; —সকলেই বুঝিল যে, নগর রক্ষা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

নবাবের বৃহদায়তন দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র যখন ভীমগর্জ্জনে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল ইংরাজেরা তখন নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া নবাবের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে ত্রুটি করিলেন না। অর্থ-প্রলোভনে সিরাজদ্দৌলাকে রাজধানীতে প্রত্যাগত করাইবার জন্য উৎকোচ উপঢৌকন লইয়া নানারূপ কাকুতি-মিনতি জানাইতেও কৃপণতা করিলেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইলেন না। * যখন সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন বিপদে পড়িয়া ইংরাজ-বীরপুরুষেরা

* The usual method of calming the angry feelings of eastern princes was resorted. A sum of money was tendered in purchase of the Subahder's absence, but refused. —Thornton's History of the British Empire Vol. I. 189. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "সম্ভবতঃ থরণ্টনের এই উক্তি ভ্রমাত্মক।" কেন ভ্রমাত্মক, তাহার কোন কারণ বা যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই।

নগররক্ষার জন্য আপন আপন সংকেতভূমিতে সমবেত হইতে লাগিলেন; বাহিরে নবাবশিবিরে ঘন ঘন কামানগর্জ্জন, ভিতরে ইংরাজমণ্ডলীতে ততোধিক তুমুল কোলাহল ;—এইরূপে উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, প্রতিমুহূর্ত্তের পরাজয় চিন্তায়, ইংরাজ-সেনা বিনিদ্র নয়নে রজনীযাপন করিতে লাগিল।

যাহারা দুর্গরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, হল্‌ওয়েল তাহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তন্মধ্যে ৬০ জনের অধিক ইউরোপীয় সেনা ও সেনানায়ক ছিল না ;—এই ক্ষুদ্র সেনাদল যে ভীতি কম্পিতকলেবরে তুমুল কোলাহল তুলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? *

* "The troops in garrison consisted, by the Muster-rolls laid before us about the 6th or 8th of June, of 145 in battalion and 45 of the trained officers included, in both only 60 Europeans."—Hollwell's India Tracts. P. 302.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অন্ধকূপ-হত্যা

এখন আর কলিকাতার পুরাতন কেল্লার চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই। সে কেল্লা পূর্ব্বপশ্চিমে দুইশত গজ, দক্ষিণাংশে একশত ত্রিশ গজ এবং উত্তরাংশে কেবল একশত গজ পরিসর ছিল। চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর, চারিটি কোণে চারিটি বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি কামান, পূর্ব্বদিকের সুগঠিত সিংহদ্বারে পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ত বদন ব্যাদান করিয়া, বৃটিশ-বণিকের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিত। * নবাব এব্রাহিম খাঁর শাসনশিথিলতার অবসর পাইয়া, সভাসিংহ এবং রহিম খাঁ যে সময়ে বর্দ্ধমানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় চুঁচুড়ানিবাসী ওলন্দাজ এবং চন্দননগরনিবাসী ফরাসীদিগের ন্যায় সুতানটী-নিবাসী ইংরাজবণিকেরাও কলিকাতায় একটি ছোটখাট দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। † কালক্রমে সেই দুর্গ "ফোর্ট উইলিয়ম" নামে পরিচিত ও ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

এই নবজাত ইংরাজদুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে ভাগীরথী-স্রোত অবিরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইত ; পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বারের নিকট হইতে সরল সুপ্রশস্ত লালবাজারের রাজপথ বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে বালিয়াঘাটা পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। নগররক্ষার আয়োজন শেষ হইলে, দুর্গরক্ষার জন্য ইংরাজেরা পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ—তিনদিকে তিনটি তোপমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর লক্ষ্যভেদী আগ্নেয়াস্ত্র পুঞ্জীকৃত করিয়াছিলেন।

---

* Stewart's History of Bengal.

† Early Records of British India.

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা কোনক্রমে নগর প্রবেশ করিতে পারিলেও, এই সকল তোপমঞ্চ বর্ত্তমান থাকিতে, কিছুতেই দুর্গপ্রবেশ করিতে পারিবেন না। বোধ হয় সেই ভরসায় অনেকেই সাহস করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে সকল বীরপুরুষ যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই নগররক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ত্রাসকম্পিতকলেবরা ইংরাজ-মহিলার কণ্ঠলগ্ন হইয়া, দ্রুতপদে দুর্গাভ্যন্তর হইতে একে একে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য উত্তরকালে অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"দুর্গ-প্রাচীর যেরূপ জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে সাহস করিয়া দুর্গ মধ্যে বাস করিলেই বা কি হইত? আর কোন কারণে না হউক, নিতান্ত অন্নাভাবেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত! গোলা, বারুদ এত অপ্রচুর যে, তাহাতে তিন দিনের অধিক আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইত না। সত্য বটে, আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহার অধিকাংশ কেবল চক্রহীন গতিহীন অবস্থায় ভগ্নকলেবরে প্রাচীরমূলে পড়িয়া থাকিত;—সেগুলি ব্যবহার করিবার উপায় ছিল না।" * কেল্লার অবস্থা সত্যসত্যই এরূপ শোচনীয় হইলে, তাঁহাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু যাঁহাদের কেল্লা এরূপ জরাজীর্ণ, রসদ এরূপ অপ্রচুর, অস্ত্রশস্ত্র এরূপ অকর্ম্মণ্য,—তাঁহারা যে কোন্ সাহসে সিরাজদ্দৌলার বিপুল সেনাতরঙ্গের সম্মুখে বুক বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, কেহই সে কথার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই!

কলিকাতার দক্ষিণাংশে মহারাষ্ট্র-খাত সম্পূর্ণ হয় নাই; চারিদিকে যেরূপ বিজন বন, তাহাতে নবাব সেনা হয় ত সে পথের সন্ধান জানিত

* First Report of the Committee of the House of Commons. 1772.

না। সুতরাং তাহারা নগরের উত্তরাংশে বরাহনগরে শিবিরসন্নিবেশ করিয়া বাগ্‌বাজারের পথেই নগর-প্রবেশের আয়োজন করিতে লাগিল।

১৮ই জুন প্রাতঃকালে নবাব-সেনা কামানে অগ্নি-সংযোগ করিল।* ইংরাজ-সেনা বিশেষ দৃঢ়তার সংগে তাহাদিগের আক্রমণবেগ প্রতিহত করিবার জন্য জলস্থল বিকম্পিত করিয়া জাহাজ হইতে এবং পেরিং নামক দুর্গ প্রাকার হইতে যুগপৎ গোলাবর্ষণ করিতেছিল; সুতরাং নবাবের সিপাহী-সেনা সহজে বাগ্‌বাজারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না। অনেক চেষ্টায় খালের ধারের একটি ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে কয়েকজন সিপাহী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু পিস্‌কার্ড নামক একজন ইংরাজ-সেনানী রজনীযোগে তাহাদিগকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সামরিক উল্লাসে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ইংরাজ-প্রতাপ চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। †

উমাচরণের আহত জমাদার অলক্ষিতভাবে নগর হইতে পলায়ন করিয়া একেবারে নবাব-শিবিরে উপনীত হইলেন এবং সিরাজদ্দৌলার নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথা নিবেদন করিয়া দক্ষিণ এবং পূর্ব্বাঞ্চল হইতে নগরাক্রমণের গুপ্তসন্ধান প্রকাশ করিয়া দিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র উত্তরের কামানগর্জ্জন নীরব হইয়া গেল, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিক্ হইতে যুগপৎ লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাড়াতাড়ি তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া, নগররক্ষার জন্য কামানে অগ্নিসংযোগ করিতে ধাবিত হইলেন।

লালবাজারের রাস্তার উপর যে পূর্ব্ব তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল,

---

* নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের মতে ১৬ই জুন হইতে যুদ্ধারম্ভ হয়।

† Orme. Vol. ii. 62.

তাহার কিয়দ্দূর সম্মুখেই "জেলখানা"। ইংরাজেরা তাহার উত্তর প্রাচীরে ছিদ্র ফুটাইয়া কয়েকটি কামান পাতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং লালবাজারের রাজপথে নবাব-সেনাদল নগরপ্রবেশ করিবামাত্র, জেলখানা ও পূর্ব্ব তোপমঞ্চ হইতে যুগপৎ অনলবর্ষণ করিয়া শত্রুসেনার সর্ব্বনাশ করিবেন ভাবিয়া, কথঞ্চিৎ হৃষ্টান্তঃকরণেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু নবাব-সেনা নির্ব্বোধের ন্যায় সরল রাজপথ ধরিয়া তোপমঞ্চের সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইল না। তাহারা প্রহরীসেনাদলকে পরাজিত করিবামাত্র, উত্তর ও দক্ষিণদিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে না দেখিতে ইংরাজদিগের তিনটি তোপমঞ্চই তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইল। তখন আর নগর রক্ষা করা সম্ভব হইল না ;—পূর্ব্ব তোপমঞ্চের অধিনায়ক কাপ্তান ক্লেটন ও তাঁহার সহকারী হলওয়েল সাহেব দুর্গমধ্যে পলায়ন করিবামাত্র, চারিদিকে নবাব-সেনা অধিকার বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইংরাজের তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া ইংরাজের অস্ত্রসাহায্যেই দুর্গবাসী ইংরাজদিগের উপরে প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। বীরপদভরে কলিকাতা সত্যসত্যই টলমল করিয়া উঠিল।

দুর্গমূলে ভাগীরথীগর্ভে কতকগুলি ডিঙ্গী নৌকা এবং একখানি সুবৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত ছিল। সায়ংকালে মহিলাদিগকে সেই জাহাজে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড মহিলাদিগের শরীররক্ষার্থ জাহাজ পর্য্যন্ত গমন করিতে অগ্রসর হইলেন ; তখন সকলে মিলিয়া ধীরে ধীরে দুর্গাভ্যন্তর হইতে সায়াহ্নের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগীরথীতীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। মহিলামণ্ডলী জাহাজে আরোহণ করিলেন, কিন্তু ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড আর জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে সম্মত হইলেন না। দুর্গরক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ;—তাহাতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। কিন্তু ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড যেরূপভাবে দুর্গত্যাগ

করিয়া রমণীমণ্ডলীর সহিত জাহাজে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন। *

যাঁহারা দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুর্গতির অবধি রহিল না। সকলেই উপদেশ দিবার জন্য লালায়িত, কেহই উপদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত নহেন। † বাহিরের নবাব সেনার উন্মত্ত আস্ফালন, দুর্গমধ্যে ইংরাজমণ্ডলীতে তুমুল কোলাহল;—ফিরিঙ্গীদের আর্ত্তনাদ, সৈনিকদিগের আত্মকলহ, সেনাপতিদের মতিভ্রম,—নানাকারণে দুর্গমধ্যে শাসন-ক্ষমতা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় নবাব-সেনা দুর্গপ্রাচীর উল্লম্ফন করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। তাহা দেখিয়া দুর্গরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, সকলেই নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেনাপতি উপর্য্যুপরি তিনবার দামামা-ধ্বনি করিয়া সকলকেই আহ্বান করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রহরিগণ ভিন্ন আর কেহ সে আহ্বানে কর্ণপাত করিল না। ‡ দুর্গবাসিগণ সশস্ত্রদেহে জাগরিত রহিয়াছে মনে

* In such circumstances, the expediency of abandoning the fort and retreating on ship-board naturally occured to the besieged and such a retreat might have been made without dishonour. But the want of concert, together with the criminal eagerness manifested by some of the principal servants of the Company to provide for their own safety at any sacrifice, made the closing scene of the siege one of the most disgraceful in which Englishmen have ever been engaged. —Thornton's History of the British Empire Vol. I. 190.

† From the time that we were confined to the defense of the fort itself, nothing was to be seen but disorder, riots and Confusion. Every body was officious in advising but no one was properly hualified to give advice.—The evidence of John Cooke Esqr.

‡ Orme. Vol. ii 59.

করিয়া, নবাব-সেনা শিবিরে প্রস্থান করিল; কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজ-দুর্গে কেহ আর নিদ্রালাভের অবসর পাইল না।

রজনী দুই ঘটিকার সময়ে সামরিক সভার অধিবেশন হইল। নিম্নশ্রেণীর সেনাদল ভিন্ন আর আর সকলেই সে সভায় উপনীত হইলেন। দুই ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, "আর দুর্গরক্ষার জন্য পণ্ডশ্রম করা অনাবশ্যক, তহবিল পত্র লইয়া পলায়ন করাই সুপরামর্শ।" * কিন্তু কখন পলায়ন করিতে হইবে, কি ভাবে পলায়ন করিতে হইবে, সে সকল কথার কিছুমাত্র মীমাংসা হইতে পারিল না। †

নদীতীরে যে সকল ডিংগী-নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার অনেকগুলিই রাতারাতি চলিয়া গিয়াছিল; পর্তুগীজ-রমণী ও বালকবালিকাদিগকে জাহাজে উঠাইবার জন্য প্রভাতে গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিবামাত্র, ভাগীরথী-তীরে মহাকলরব উপস্থিত হইল। সে কলরবে কেহ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিবার অবসর পাইল না; সকলেই সর্ব্বাগ্রে জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হইল;—কেহ কেহ ডিংগী উল্টাইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ কেহ নবাব-শিবিরের তীরন্দাজদিগের হাতে দেহত্যাগ করিল, কেহ বা কায়ক্লেশে জাহাজে উঠিবামাত্র, নোংগর তুলিয়া জাহাজখানি অবলীলাক্রমে ভাসিয়া চলিল। নবাব-সেনা তাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পলায়িত জাহাজের গতিশক্তি বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। যাঁহারা পলায়নের অবসর না পাইয়া দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি দ্বাররোধ করিয়া পলায়িত বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করিয়া নানারূপে হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ‡

---

* Orme. Vol. ii. 69.

† That money and effects were that night embarked, is a truth known to everybody.—Holwell's India Tracts, P. 321.

‡ The astonishment of those who remained in the fort

যাঁহারা এইরূপে অকস্মাৎ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গভর্ণর ড্রেক, সেনাপতি মিন্‌চিন্‌, কাপ্তান গ্রাণ্ট এবং মিঃ ম্যাকেটের নাম ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে। * উত্তরকালে ইতিহাস লিখিবার সময়ে অনেকে অনেকরূপ কৈফিয়তের সৃষ্টি করিয়া ইহাদের কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়া গিয়াছেন,—"গবর্ণর ড্রেক অতুল সাহসে দুর্গপ্রাচীরের উপর পাদচালনা করিয়া দুর্গরক্ষা করিতে ভীত হন নাই; কিন্তু যখন শুনিলেন যে আর দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে,—তখন নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়াই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এই কৈফিয়ত কতদূর সত্য তাহার বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা হলওয়েল সাহেবকে সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সেই "ভিজা বারুদ" লইয়াই কেমন অতুল সাহসে দুইদিন পর্য্যন্ত নবাব-সেনার গতিরোধ করিয়া অবশেষে দৈববিড়ম্বনায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে কথা ইংরাজের ইতিহাসেই প্রকাশিত রহিয়াছে।

হলওয়েল আর কি করিবেন! বাগ্‌বাজারের নিকট যে একখানি যুদ্ধজাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানি নিকটে আনিবার জন্য দুর্গ-প্রাচীর হইতে সংকেত করিতে লাগিলেন। নাবিকদিগের অনবধানতায়

---

was not greater than their indignation.—Orme Vol. ii. 71.

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এইরূপে দুর্গমধ্যে ১৯০ জন সৈন্য ও ভলাণ্টিয়ার অবরুদ্ধ হয়। প্রমাণ স্থলে কুকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পলায়নের পূর্ব্বে দুর্গ মধ্যে ১৭০ জন মাত্র লোক থাকা সেক্রেটারী কুকের কথায় পাওয়া যায় বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হলওয়েলের মতে ৮ই জুনের জনসংখ্যা ১৯০।

* Among those who left the factory in this unaccountable manner, were, the Governor Mr. Drake, Macket, Captain Commandant Minchin and Captain Grant.—The evidence of John Cooke Esqr.

সে জাহাজ খুলিতে না খুলিতেই চড়ায় আটকাইয়া গেল, নবাবসেনার গুলিবর্ষণে নাবিকগণ ভাগীরথী সন্তরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অনেকে ভাবিলেন যে, অকস্মাৎ মতিভ্রান্ত হইয়া মহামতি ড্রেক সাহেব সময়ের উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি হয় ত নিজেই নিজের মতিভ্রম বুঝিতে পারিয়া, সহকারিগণের উদ্ধার কামনায় আবার জাহাজ লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত হইবেন। আশা কুহকিনী! ড্রেক সাহেব জাহাজ লইয়া আসিলেন না ; দুর্গবাসীদিগের নানারূপ সংকেতপূর্ণ কাতর নিবেদন অবগত হইয়াও তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না। * একজন ইতিহাস-লেখক বলিয়া গিয়াছেন—"পঞ্চদশ জন সাহসী বীরপুরুষ একখানিমাত্র নৌকা লইয়া অগ্রসর হইলেই দুর্গবাসীদিগের দুর্দ্দশার অবসান হইতে পারিত ; কিন্তু হায়! পলায়িত ইংরাজ পুরুষের মধ্যে পঞ্চদশজন বীরপুরুষও অগ্রসর হইলেন না।" †

হলওয়েল দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সিরাজদ্দৌলার গতিরোধ করিতে পারিলেন না ; নবাবসেনা ক্রমে ক্রমে দুর্গমূলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২০শে জুন সহস্র সহস্র নবাবসেনা প্রত্যূষেই দুর্গমূলে

* Signals were thrown out from every part of the Fort for the ships to come up again to their stations, in hopes, they would have reflected (after the first impulse of their panic was over) how cruel as well as shameful it was to leave their countrymen to the mercy of a barbarious enemy and for that reason we made no doubt they would have attempted to cover the retreat of those left behind now they had secured their own ; but we deceived ourselves.—The evidence of John Cooke Esqr.

† A single sloop with fifteen brave men on board, might inspite of all the efforts of the enemy, have come up and anchoring under the fort, have carried away all who suffered in the dungeon.—Orme. vol. ii. 78.

সমবেত হইতে আরম্ভ করিল। তখন দুর্গবাসী ইংরাজগণ নিতান্ত ভীত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য হলওয়েলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হলওয়েল আর কি করিবেন? তিনি অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজের বিপদভঞ্জন উমাচরণের শরণাপন্ন হইলেন। পূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করিয়া উমিচাঁদ ইংরাজকে প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া নবাব সেনানায়ক রাজা মাণিকচাঁদের নিকট পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "আর না, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। অতঃপর নবাব যাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাই শিরোধার্য্য করিবেন।" * ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথায় নবাব বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য উমিচাঁদ মাণিকচাঁদের নামে পত্র লিখিয়া হলওয়েলকে প্রদান করিলেন। হলওয়েল দুর্গপ্রাচীর হইতে সেই পত্রখানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিবামাত্র তাহা কে যেন কুড়াইয়া লইয়া গেল; কিন্তু তাহার আর কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। এদিকে নবাব-সেনার প্রবল পরাক্রমে অনেকেই আহত হইতেছেন, গোরাপল্টন গুদাম ভাঙিয়া মদ্যপান করিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে, হলওয়েল চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া সেনাসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়ে অবরুদ্ধ ইংরাজসেনা সহসা পশ্চিমদিকের দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া দিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারে জলস্রোতের ন্যায় প্রবল প্রবাহে নবাব-সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আর যুদ্ধ করিতে হইল না; সকলেই বন্দী হইলেন; ইংরাজদুর্গের সমুন্নত সিংহদ্বারের উপর সিরাজদ্দৌলার বিজয়পতাকা সগৌরবে অংগবিস্তার করিল।

সেনাপতি মিরজাফর খাঁ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য পাত্রমিত্রদিগকে সংগে লইয়াই নবাব সিরাজদ্দৌলা অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় ইংরাজদুর্গে পদার্পণ করিলেন এবং দরবারে সমাসীন হইয়াই উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ কোথায়, তাহার সন্ধান লইবার অনুমতি করিলেন। ইংরাজের ইতিহাসেই লিখিত

* Holwell's India Tracts, p. 330.

আছে যে, উমিচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভ যখন সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাহাকেও কোনরূপ তিরস্কার করা দূরে থাকুক, সিরাজদ্দৌলা উভয়কেই যথোচিত সমাদরে আসন প্রদান করিলেন। যে সকল ইতিহাসে পূর্ব্বকাহিনীর কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, সে সকল ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যে কৃষ্ণবল্লভকে লইয়া এত গোলযোগ, তাঁহাকে হাতে পাইয়া এরূপ সমাদর করিবার অর্থ কি? সিরাজদ্দৌলাকে যাঁহারা নৃশংসস্বভাব উচ্ছৃঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণবল্লভের প্রতি সিরাজের সদয় ব্যবহারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার আয়োজন করেন না। *

ইংরাজদুর্গের কোষাগার হস্তগত করিয়া, ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই যে তাঁহাদের এরূপ দুর্গতি হইল, তাহা বুঝাইয়া দিয়া, সিরাজদ্দৌলা বন্দিগণকে আশ্বাস দান করিলেন। ইংরাজেরা বন্দী; সিপাহিগণ তাঁহাদিগকে বন্দীবেশেই নবাবের নিকট বাঁধিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাহা দেখিবামাত্র হলওয়েলদের বন্ধনমোচন করিয়া অভয়দান করিলেন। দরবার ভঙ্গ হইল। রণশ্রান্ত বিজয়ী সেনাদল আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধানে চারিদিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর শাসনভার সমর্পণ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা বিশ্রামভবনে গমন করিলেন। প্রভাতে যে ইংরাজদুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেছিল, সায়াহ্নে সেই দুর্গাভ্যন্তরে ইংরাজ বন্দী, আর মুসলমান ভূপতি নিশ্চিন্ত-হৃদয়ে বিরামশয্যায় নিদ্রাভিভূত হইলেন।

* রাজবল্লভের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার সময়ে সিরাজদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাহার পর ইংরাজেরা কৃষ্ণবল্লভকে বিনাদোষে কারারুদ্ধ করায় সিরাজদ্দৌলার সহানুভূতি কৃষ্ণবল্লভের কল্যাণকামনায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; ইহাই একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ বলিয়া বোধ হয়।

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, যাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিয়া বন্দী হইয়াছিলেন, সেই সকল হতভাগ্য ইংরাজ নরনারী, নিদাঘ-সন্তপ্ত গভীর রজনীতে ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে, অনেকেই প্রাণবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান-দিগের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই ;—ইংরাজদিগের ইতিহাসে ইহারই নাম লোমহর্ষণ "অন্ধকূপ-হত্যা"।

অন্ধকূপ-হত্যার সর্ব্বপ্রধান সংবাদ-দাতা হলওয়েল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"লোকে বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া, এইমাত্র জানিয়া রাখিবে যে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুনের নিদাঘ-সন্তপ্ত নিশীথ সময়ে ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন হতভাগ্য অন্ধকূপে জীবন বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেমন করিয়া এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেন, এমন অল্প লোকেই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা যত্ন করিলে কিঞ্চিৎ লিখিয়া যাইতে পারিতেন, তাঁহারা কেহই সে শোচনীয় কাহিনীর বর্ণনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। লিখিব লিখিব করিয়া আমিও কতবার দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছি ; কিন্তু প্রতিবার সে উদ্যত লেখনী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। লিখিতে বসিলেই প্রাণের মধ্যে সেই নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনার চিরপ্রদীপ্ত শোচনীয় স্মৃতি এরূপ হৃদয়বেদনা জাগরিত করিয়া দেয় যে, সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যপটের বর্ণনা করিবার জন্য যথোপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মর্ম্মবেদনার দৃষ্টান্ত আর নাই। * সেই মর্ম্মবেদনায় শরীর ও মন যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আবার কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। সুতরাং

---

* আছে! তাহার নায়ক ইংরাজ, সংযোগস্থল স্কটলণ্ড ; Massacre of Glencoe নামে তাহা ইংলণ্ডের গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস-পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী বিস্মৃতগর্ভে বিসর্জন না করিয়া, তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম। স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া লিখিতে বসিয়াছি ; কিন্তু এক বর্ণও অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে পারিব না ;—যাহাই লিখি না কেন তাহাতে প্রকৃত দুর্দশার অংশ মাত্রও প্রকটিত হইবে না।

"অন্ধকূপের কথা লিখিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করা আবশ্যক। অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময়ে নবাব ও তাঁহার সেনাদল দুর্গপ্রবেশ করেন। আমার সঙ্গে সেদিন নবাবের তিনবার দেখা হয়। সাত ঘটিকার একটু পূর্ব্বে শেষ সাক্ষাৎ ;—তিনি তখনও এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তিনিও একজন বীরপুরুষ এবং বীরপুরুষের ন্যায় বলিতেছেন, 'আমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না'। আমার এখন পর্য্যন্তও এইরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমাদের সম্বন্ধে নিতান্ত সাধারণভাবে হুকুম দেওয়া ব্যতীত, কোথায় রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া রাখিতে হইবে—এ সকল কথা সিরাজদ্দৌলা কিছুই বলিয়া দেন নাই। আমরা যেন পলায়ন করিতে না পারি,—বোধ হয় এই পর্য্যন্তই বলিয়া থাকিবেন। যাহারা এই কয় দিনের যুদ্ধকলহে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, তাহাদের সহকারী সিপাহিগণ প্রতিশোধ লইবার জন্যই আমাদের এরূপ দুর্গতি করিয়াছিল ; ইহাই আমার ধারণা!

"সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। একজন প্রহরী আসিয়া আমাদিগকে একটি বিস্তৃত বারান্দার খিলানের কাছে বসিতে বলিল। সে স্থান অন্ধকূপ-কারাগার এবং প্রহরী-বারিকের পশ্চিম দিকে। সম্মুখে ময়দান। সেখানে মশাল জ্বালাইয়া চারি পাঁচ শত গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, চারিদিকেই আগুন লাগিয়া উঠিয়াছে। বড় ভয় হইল। সকলেই ভাবিলাম, আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই বুঝি এত লোক মশাল

লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাড়ে সাতটার সময় কতিপয় সেনানায়ক মশাল লইয়া প্রাচীর-সংলগ্ন কক্ষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তখন আর সন্দেহ রহিল না ; আমাদের অনুমানই ঠিক হইল ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম যে, শীঘ্র শীঘ্র অগ্নি-সৎকার শেষ করিবার জন্য নিকটস্থ কক্ষগুলিতেও অগ্নিসংযোগ করিতে আসিতেছে। তখন সকলেই স্থির করিলাম,—আর না,—এইবার প্রহরীদিগের উপর লাফাইয়া পড়িব, তরবারি কাড়িয়া লইব, সম্মুখে যে সকল গোলন্দাজ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদিগকে সদর্পে আক্রমণ করিয়া বীরের ন্যায় জীবনবিসর্জ্জন করিব,—কাপুরুষের মত রহিয়া রহিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিব না। বেলি, জেন্‌কস্‌ ও রেভেলী বলিলেন,—'সহসা এত বড় দুঃসাহসের কার্য্য করিয়া কি হইবে ? আগে ব্যাপার কি দেখিয়া আইস।' আমি একটু উঠিয়া গিয়া দেখিতে লাগিলাম ; কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে ভ্রম দূর হইয়া গেল। আমাদিগকে কোথায় রাত্রিবাস করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মশাল লইয়া স্থানান্বেষণ করিতেছে ;—দেখিলাম যে, পাহারা-বারিকের ঘরগুলির অনুসন্ধান চলিতেছে।

"এইখানে একজন লোকের পরিচয় দিয়া রাখি। ইঁহার নাম লিচ্‌ ; ইনি কোম্পানীর কলিকাতার কুঠীর-কর্ম্মকার ছিলেন। আগে ইঁহাকে কেবল বন্ধু বলিয়াই সমাদর করিতাম, কিন্তু বন্ধু আজ যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে অধিকতর সমাদর করা আবশ্যক। মুসলমানেরা যে সময়ে তুমুল কোলাহল করিয়া দুর্গপ্রবেশ করিতেছিল, লিচ্‌ সেই অবসরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অন্ধকার হইলে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন যে, তিনি নদীতীরে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়া আমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছেন ; আমি পলায়ন করিতে প্রস্তুত কিনা ? কেবল তাহাই জানিবার জন্য গুপ্তপথে দুর্গপ্রবেশ করিয়াছেন। সে সময়ে আমাদের কাছে অধিক প্রহরী ছিল না ; যাহারা ছিল তাহারাও

সন্দেহশূন্য হইয়া দূরে দূরে পাদচারণা করিতেছিল,—ইচ্ছা থাকিলে পলায়ন করিতে কোনরূপ অসুবিধা হইত না। কিন্তু যাঁহারা আমার আজ্ঞায় দুর্গরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমার সঙ্গে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসহায় অবস্থায় নবাবের হাতে সমর্পণ করিয়া, একাকী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তখন লিচ্ অবলীলাক্রমে বলিয়া উঠিলেন, কেবল আমার জন্যই তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন ; আমিই যদি পলায়ন না করিলাম, তবে তিনি আর একাকী পলায়ন করিবেন কেন ? বলা বাহুল্য কাহারও পলায়ন করা হইল না।

"যাহারা এতক্ষণ স্থান খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা আসিয়া পাহারা-বারিকের বামপার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিতে লাগিল। সেই বারিকে সিপাহীদিগের নিদ্রার জন্য কতকগুলি তক্তাপোষ ছিল, বায়ু-সমাগমেরও অসুবিধা ছিল না ;—ভাবিলাম বুঝি সমুদয় দিনের রণশ্রান্তি দূর করিবার সদুপায় হইল ; সেইজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এই বারিকের ভিতর দিয়াই অন্ধকূপ-কারাগারের প্রবেশ-দ্বার। কতকগুলি সিপাহী বন্দুক উঠাইয়া সেই অন্ধকূপে প্রবেশ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। নিরস্ত্র দেহে সে ইঙ্গিত অবহেলা করিতে সাহস হইল না। যাহারা পশ্চাতে ছিল, তাহারাও প্রবলবেগে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল। সম্মুখের তরঙ্গ যেমন পশ্চাতের তরঙ্গাঘাতে কেবল সম্মুখের দিকেই ছুটিয়া চলে, আমরাও সেইরূপ তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া অন্ধকূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে অন্ধকূপ যে এত ক্ষুদ্রায়তন তাহা জানিতাম না ; আমি কেন, দুই একজন সৈনিক ভিন্ন কেহই তাহা জানিতেন না। যদি জানিতাম যে সত্যসত্যই তাহা অন্ধকূপ, তবে বরং আদেশ লঙ্ঘন করিয়া প্রহরিহস্তে জীবনবিসর্জ্জন করিতাম ; তথাপি সে অন্ধকূপের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পদার্পণ করিতাম না।

"আমি সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেলি, জেন্‌কস্, কুক, কোল্‌স্, স্কট্, রেভিলি এবং বুকাননও প্রবেশ করিলেন। দ্বারের নিকটেই জানালা; আমি প্রবেশ করিয়া সেই জানালার ধারে আশ্রয় পাইলাম। কোল্‌স্ এবং স্কট্ উভয়েই আহত; সুতরাং তাঁহাদিগকে সেখানে ডাকিয়া লইলাম। আর আর সকালে আমাদের আশে-পাশে যে যেখানে পারিল, ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। দরজা বন্ধ হইল। আটটা বাজিয়া গেল।

"এইরূপে রণ-পরিশ্রান্ত ১৪৬ জন হতভাগা নিদারুণ নিদাঘসন্তপ্ত অন্ধকার রজনীতে বায়ুসমাগম-বিরহিত ১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী হইল। একটি মাত্র দ্বার, তাহাও উত্তরদিকে। দুইটিমাত্র জানালা, তাহাও লৌহশলাকাবেষ্টিত! একটু যে শীতল বাতাস পাইব, তাহারও উপায় নাই! এই অবস্থা স্মরণ করিলে, আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা কিয়ৎপরিমাণে অনুভব করা সহজ হইবে।

"আমাদের যে কত না দুর্গতি হইবে, তাহার ভয়াবহ দৃশ্যপট যেন চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কারাকক্ষের আয়তন দেখিয়াই চক্ষুঃস্থির হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু সে প্রচণ্ড বিক্রম বিফল হইল; দ্বার খুলিল না।

"তখন ক্রোধান্ধ-কলেবরে সকলে মিলিয়া উন্মত্তের মত আস্ফালন করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম সে নিষ্ফল ক্রোধে কেবল শরীর মন শীঘ্র শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং শান্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলাম।

"সকলে শান্ত হইলে, অবসর পাইয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্বস্থ আহত বন্ধুদ্বয় মৃত্যু-যাতনায় বিকট আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। নানা ভাবে মানুষকে দেহত্যাগ করিতে

দেখিয়া এবং সর্ব্বদা মৃত্যুকাহিনীর আলোচনা করিয়া, মৃত্যুচিন্তা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য ভয় হইল না; কিন্তু সহকারীদিগের যন্ত্রণা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না।

"পাহারাওয়ালাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জমাদার ছিল; মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন আমাদের মর্ম্ম-যাতনায় কাতরতা অনুভব করিতেছে। তাহা দেখিয়া কথঞ্চিৎ সাহস হইল। তাহাকে জানালার কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম যে, স্থানাভাবে আমাদের বড়ই দুর্গতি হইতেছে; সে যদি অন্ততঃ অর্দ্ধেক লোক আর একটি ঘরে রাখিতে পারে, তবে প্রভাত হইবামাত্র সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে। জমাদার চলিয়া গেল, কিন্তু একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"অসম্ভব!" আমি ভাবিলাম, পারিতোষিকের অঙ্ক বুঝি কম হইয়াছে। তখন দুই সহস্র মুদ্রার প্রলোভন দেখাইলাম। জমাদার আবার চলিয়া গেল। কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"একেবারেই অসম্ভব! নবাব নিদ্রাগত। তাঁহার অনুমতি না লইয়া এমন কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে? আর তাঁহাকে যে জাগাইবে এমন সাহসই বা কাহার?"

"এতক্ষণ অনেকেই শান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই বিলক্ষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বশরীর এরূপ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল যে, না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব। শরীরের রক্ত যেন একেবারে জল হইয়া বাহির হইতে লাগিল। ধারা হইয়া ঘর্ম্মস্রোত ছুটিয়া চলিল। সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম।

"নয়টা না বাজিতেই পিপাসা ও শ্বাসকষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। একে-বারে বায়ুরোধ হইলে বরং ভাল হইত,—তৎক্ষণাৎ সকল যাতনার অবসান হইত! তাহা হইল না। যে পরিমাণে বাতাস পাইতে লাগিলাম, তাহাতে না যন্ত্রণার অবসান হইল, না জীবন-ধারণের সুবিধা হইল।

"আর পিপাসা সহ্য করিতে পারিলাম না। শ্বাসকষ্টও বাড়িয়া উঠিতে

লাগিল। দশ মিনিট থাকিতে না থাকিতেই বুকের মধ্যে খিল ধরিয়া আসিতে লাগিল। সে মর্ম্ম-যাতনা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু পিপাসা, শ্বাসকষ্ট এবং বুকের ব্যথা যেন বাড়িয়া উঠিল। তখনও সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু হায়! সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইতেছে না কেন,—আর কত কষ্ট সহিব,—আর কতক্ষণে মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে,—এই চিন্তায় ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলাম। একটু বাতাস,—একটু বাতাস,—আর কিছু না, কেবল একটু বিশুদ্ধ বাতাস;—মনে হইল বুঝি একটু বাতাস পাইলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে। তখন দ্বিগুণবলে লোক ঠেলিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। লোকে পাড়াপাড়ি করিয়া জানালা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সুতরাং জানালার নিকটে পেঁছিতে পারিলাম না। জানালার ধারে এক-সারি লোক,—তাহার পর আর এক সারি,—তাহার পরে আরও এক সারি! অনেক চেষ্টায় সেই তৃতীয় সারিতে একটুমাত্র স্থান পাইলাম; সেখান হইতেই হাত বাড়াইয়া জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিলাম।

বেদনা এবং শ্বাসকষ্ট যেন দূর হইয়া গেল, কিন্তু পিপাসা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। এতক্ষণ নীরবে সকল কষ্ট বহন করিতেছিলাম;—আর পারিলাম না! একেবারে অধীর হইয়া মর্ম্মবেদনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম,—ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে একটু জল দাও! সাড়াশব্দ না পাইয়া সকলেই ভাবিয়াছিল, আমি বুঝি বহুক্ষণ পঞ্চত্বলাভ করিয়াছি। কিন্তু সাড়া পাইবামাত্র সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত হইয়া সকলেই সেই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে "জল দাও," "জল দাও" বলিয়া আমাকে জলদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

"প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলাম। কিন্তু সে অতৃপ্ত পিপাসা কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিল না। তখন জলপানে বিরত হইয়া ঘর্ম্মবিন্দু সংগ্রহ করিয়া

ওষ্ঠসিঞ্চনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। হায়! হায়! সে ঘর্ম্মবিন্দুর বিন্দুমাত্রও মাটিতে পড়িয়া গেলে, কত কষ্টই বোধ হইতে লাগিল।

"সাড়ে এগারোটার মধ্যেই সকলে বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুতেই শান্ত করা গেল না! যাহারা জানালার আশ্রয় পাইয়াছিল, কেবল তাহারাই কথঞ্চিৎ শান্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাতাস,—বাতাস,—আর একটু বাতাস,—আরও একটু বাতাস,—চারিদিক হইতেই কেবল এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! গুলি করিয়া মার—আমাকে আগে মার—আমাকেই আগে মার—চারিদিক হইতে কেবল এই ভয়ংকর কোলাহল! অনেকে প্রহরীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য, নবাব এবং মাণিকচাঁদের নামোল্লেখ করিয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে করিতে উন্মত্তের মত জানালার উপর আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহারা গৃহমধ্যে সহকারী-দিগের শবদেহ আলিংগন করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা জানালা আক্রমণের জন্য প্রচণ্ডবেগে সহকারীদিগকে পদদলিত করিয়া ছুটিয়া চলিল। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ কাহারও কাঁধের উপর চড়িয়া প্রাণপণে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিতে লাগিল; তখন আর কাহার সাধ্য যে তাহাদিগকে সরাইয়া দেয়! আমার কাঁধের উপর যেন পাষাণ চাপিয়া পড়িল। গুরুভারে অবনত হইলেও পরিত্রাণ নেই; যে দুর্গন্ধ! যেন নাসারন্ধ্র জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল।

"এমন নিদারুণ পরীক্ষায় পড়িয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্থির রাখিতে পারিলাম না। সহসা মনে হইল, আমার কাছে একখানি ছুরিকা রহিয়াছে কেন? সেই ছুরিকা বাহির করিয়া শিরা-উপশিরা খণ্ড খণ্ড করিবার আয়োজন করিলাম! অকস্মাৎ যেন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা করা বড়ই নীচকার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন প্রায় দুইটা বাজে-বাজে। এরূপ ভাবে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া

থাকিতে পারিলাম না। আমার কাছে কেয়ারী নামক একজন নৌ-সেনানায়ক দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত দিন অতুল বিক্রমে দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমার স্থান অধিকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া আমি গৃহমধ্যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কেয়ারী ধন্যবাদ দিলেন; কিন্তু তিনি আর আমার স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না—আমার কাঁধের উপর একজন ওলন্দাজ বসিয়াছিল, স্থানটুকু সেই অধিকার করিয়া ফেলিল। কেয়ারী তাঁহার বিশালবাহু বিস্তার করিয়া, ভিড় ঠেলিয়া আমাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল শক্তি সহসা ভাঙিয়া পড়িল; দেখিতে না দেখিতে কেয়ারী সহসা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

"গৃহমধ্যে আসিলেও কিছুক্ষণ কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা ছিল। তখন কিন্তু যাতনা-বোধ ছিল না। তাহার পরে সকল সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া গেল। প্রভাতে কুক্ সাহেবের প্রস্তাবে লসিংটন এবং ওয়াল্‌কট্ মৃতদেহের ভিতর হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন একেবারে সংজ্ঞাহীন। তাহার পর প্রভাতের শীতল বাতাস লাগিয়া চেতনাশক্তি ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।" *

২১শে জুন প্রাতঃকালে নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন হলওয়েলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, প্রহরিগণ তখন দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিল। হলওয়েল নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের দুর্দ্দশার কথা শুনিবা-মাত্র সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। হল্‌ওয়েল যখন নবাব দরবারে উপনীত হইলেন, তখন তিনি একরূপ শক্তিহীন,—শুষ্ককণ্ঠে জিহ্বার জড়তা বৃদ্ধি হইয়া বাক্‌শক্তি রহিত করিয়া দিয়াছে। হলওয়েল লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া

* "Letter from J. Z. Holwell Esq. to William Davis Esq. from on board the *Syren* sloop, the 28th of February, 1757."—*Printed in Holwell's Tracts.*

সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন দান করিয়া জলপান করিতে দিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের রাজকোষ কোথায় লুক্কায়িত আছে, হলওয়েল তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাজা মাণিকচাঁদ তাঁহাকে এবং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে উঠাইয়া লইয়া বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন; আর আর সকলেই মুক্তিলাভ করিল।

হলওয়েল এবং তাঁহার সঙ্গিগণ কারারুদ্ধ হইলেন কেন, সে কথা হলওয়েল নিজেই প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, উমিচাঁদের উত্তেজনায়, রাজা মাণিকচাঁদের আদেশেই তাঁহারা বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন; সিরাজদ্দৌলা তাহার জন্য কিছুমাত্র অপরাধী নহেন। হলওয়েলের বিশ্বাস এইরূপ যে, উমিচাঁদ কারারুদ্ধ হইয়া যে সকল মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উমিচাঁদ যে নিতান্ত অন্যায় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সে কথা হলওয়েলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং হলওয়েলের অনুমান সত্য হইলে, তাহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না। উমিচাঁদ সে সময়ে শোকে-তাপে জর্জ্জরিত! যাঁহারা সন্দেহবশে তাঁহাকে ধনেবংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, উমিচাঁদ যে তাঁহাদের জন্য যৎকিঞ্চিৎ উৎপীড়নের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু স্বাভাবিক হইলেও প্রমাণাভাব;—একমাত্র হলওয়েলের অনুমানই যাহা কিছু প্রমাণ! *

---

* But that the hard treatment I met with, may truly be attributed in a great measure to Omichand's suggestion and insinuations, I am well assured from the whole of his subsequent conduct and this further confirmed me in the three gentlemen selected to be my companions, against each of whom he had conceived particular resentment and you know Omichand can never forgive.—*Holwell's Letter*.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্ধকূপ-হত্যা—রহস্যনির্ণয়

যে অন্ধকূপ-হত্যার লোমহর্ষণ অত্যাচারকাহিনী সভ্যজগতের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নরশোণিতলোলুপ নৃশংস নরপতি বলিয়া শত কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের অধিবাসীদিগের নিকট তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সর্ব্বজনসম্মত, সন্দেহশূন্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। *

এ কালের লোকের কথা বলিতে চাহি না;—আমরা একালের লোক, ইংরাজ-ইতিহাসলেখকদিগের বর্ণনালালিত্যে বিমুগ্ধ হইয়া, অন্ধকূপ-হত্যার

* সম্প্রতি নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"হলওয়েলের জ্বলন্ত বর্ণনায় অন্ধকূপ-হত্যার কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে অতিরঞ্জিত হইলেও ঘটনা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" এই মতের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সন্দিহান লেখকবর্গকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন; কিন্তু ঘটনাটা কি? ১৮ ফুট ঘরে ১৪৬ জনের অবরোধ ও তজ্জনিত ১২৩ জনের অকাল-মৃত্যুই কি ঘটনা নহে? যদি তাহাই ঘটনা হয় এবং তাহারই নাম অন্ধকূপ-হত্যা হয়, তবে ইতিহাসে সে ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা অন্ধকূপ-হত্যা নামে কথিত হইতে পারে না। রাম নাই রামায়ণ, ১৪৬ জন অবরুদ্ধ হইয়া ১২৩ জন নিহত—ইহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত—তথাপি তাহার নাম অন্ধকূপ-হত্যা!! অল্পদিন হইল, অন্ধকূপ-হত্যার ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর সমালোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত জে, এইচ, লিটল্ কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় হলওয়েলের কাহিনীকে gigantic hoax বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন!—Bengal Past and Present. Vol. XI, Serial No. 21. PP. 75-104.

শোকসমাচার পাঠ করিতে করিতে, কতবার সাশ্রুনয়নে হাহাকার করিতেছি; কত ছন্দোবদ্ধে কবিতা রচনা করিয়া স্বজাতিসমাজে সেই শোকসমাচার প্রচারিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছি; কখন বা রঙ্গমঞ্চের সুশিক্ষিত অভিনেতৃদলের নাট্যনৈপুণ্যে আত্মহারা হইয়া, "নিরখি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে" শত বিভীষিকা-মূর্ত্তিতে বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছি। যাঁহারা সেকালের লোক, যাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে ইংরাজ-বাঙ্গালীর কুটিলকৌশলজালে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া, সিরাজদ্দৌলা ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এই অন্ধকূপ-হত্যার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।

মুসলমানদিগের ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া যায় না। * সাইয়েদ গোলাম হোসেনের রচিত "মুতক্ষরীণ" গ্রন্থ সেকালের সর্ব্বজনসমাদৃত সুবিস্তৃত ইতিহাস;—তাহাতে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে, ইংরাজদিগেরও অনেক দুঃখ-দৈন্যের সমাচার আছে; কিন্তু সমগ্র মুতক্ষরীণ গ্রন্থে, আকারে ইঙ্গিতেও, অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। † হাজি মুস্তাফা নামধারী সুবিখ্যাত ফরাসী-

* It is interesting to contrast the lights and shades of Orme's history with those of the Mahomedan historian. Thus the latter does not say a word about the black Hole. H. Beveridge. C. S,

† This event, which cuts so capital a figure in Mr. Watt's performances is not known in Bengal—*Haji Mustapha.*

অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে একটি বিচার-সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় মাননীয় এফ. জে. মোনাহান, শ্রীযুক্ত লিটন্ এবং বর্ত্তমান গ্রন্থকার অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনীকে কেন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহা প্রমাণ প্রয়োগে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

পণ্ডিত মুতক্ষরীণের যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি টীকাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "সমসাময়িক বাঙ্গালীদিগের নিকট সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন,—অন্যলোকের কথা দূরে থাকুক, নিজ কলিকাতার অধিবাসীরাই অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ জানিত না।" যাহাদের বুকের উপর এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা ইহার কিছুই জানিল না ;—ইহা কি আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে ? শুধু তাহাই নহে—হতাবশিষ্ট ইংরাজগণ মুক্তিলাভ করিয়া কলিকাতার কুটীরে-কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহারাও কি এই শোকসমাচার রটনা করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন ?

মুসলমানের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা না হয় স্বজাতিকলঙ্ক বিলুপ্ত করিবার জন্য স্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কাহিনী সযত্নে দূরে রাখিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া অন্ধকূপ-কারাগারে জীবনবিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয় সমসাময়িক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকূপ-হত্যার নাম পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ?

রণপলায়িত ইংরাজ-বীরপুরুষগণ পল্‌তার বন্দরে বসিয়া দিন দিন যে সকল গুপ্তমন্ত্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া মাদ্রাজের ইংরাজমণ্ডলী কলিকাতার পুনরুদ্ধারকল্পে যে সকল বাগ্‌বিতণ্ডায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারের অনুরোধ-রক্ষার্থ দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। মাদ্রাজ-দরবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীল শ্রীযুক্ত পিগট্ সাহেব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলার নিকট তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ণ পত্র লিখিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও

অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়া, পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র সাময়িক লিপি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই! সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের যে আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হয় তাহার মধ্যেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। *

কলিকাতার পুনরুদ্ধার-কল্পে যাঁহারা একে একে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। অন্ধকূপ-হত্যা সত্য হইলে ইহাদের প্রত্যেকের পত্রেই সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। মেজর কিলপ্যাট্রিক সর্ব্বপ্রথম পত্র লিখেন,—তাহাতে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই। † কর্ণেল ক্লাইবের প্রথম পত্রে এবং পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বের লিখিত তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ণ শেষ পত্রেও অন্ধকূপ-হত্যার নামগন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ‡

* আলিনগরের সন্ধিপত্রে অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই বলিয়া একজন ইংরাজ ইতিহাসলেখক মর্ম্মবেদনায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, No satisfact on was obtained for the at ocit'es of the Black Hole and the absence of any provision for this purpose is the greatest scandal attached to the treaty. For this no sufficient apology can be found. Peace was desirable, but even peace is bought too dearly when the sacrifice of national honour is the pr ce.—*Thornton's Histcry of the British Empire* Vol. I. 213-215.

† Major Kilpatrick on the 15th instant (August 1756.) wrote a complimentary letter to the Nowab Surajed Dowla complaining a little of the *hard usage* of the English Honourable Company, assuring him of his good intentions notwithstanding what had happened.—*Long's Selection.*

‡ ক্লাইবের প্রথম পত্রখানি এইরূপ:—The Admiral Watson, Commander of the King's invincible ships and himself, a soldier whose conquests in Decan might have reached his ears, were come to revenge the *injuries* he had done the English

সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইল কেন, তদ্বিষয়ে ক্লাইব কোর্ট অব ডিরেক্টরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকূপ-হত্যার উল্লেখ নাই।* স্বয়ং হলওয়েল ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্টের বৈঠকে 'সিলেক্ট কমিটি'র সম্মুখে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের রাজবিপ্লব সম্বন্ধে যে মন্তব্যলিপি পাঠ করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে অন্ধকূপ-হত্যার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না;—কেবল ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলা নিদ্দয়রূপে ইংরাজদিগের অনিষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজেরা গরজে পড়িয়াই তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। † ইহার মধ্যেও অন্ধকূপ-হত্যার প্রতিহিংসা-সাধনের দৃঢ়সংকল্পের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল পরবর্ত্তী ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্ধকূপ-হত্যার প্রতিহিংসা সাধনার্থেই ক্লাইবের শুভাগমন এবং তজ্জন্যই

Company and it would better become him to show his love of justice, by making them ample satisfaction *for all their losses*, than expose his country to be the seat of war—*Scrafton*.

ক্লাইবের শেষ পত্রখানি এইরূপ:—That from his great reputation for justice and faithful observance of his word, he had been induced to make peace with him and to pass over the loss of many crores of Rupees sustained by the English in the capture of Calcutta and to rest content with whatever he, in his justice and generosity, should restore to them, &c. &c. —*Scrafton*.

* Some of Surajad Dowla's letters to the French having fallen into my hands, I enclose a translation of them *just to shew you the necessity* we were reduced to of attempting his overthrow.—*Clive's letter to Court. August* 6. 1757.

† Necessity and a just resentment for the *Most cruel injuries* obliged us to enter into a plan to deprive Sirrajedowla of his goverment.—Holwell's address to Mr. Vansittart. এই cruel injuries কি অন্ধকূপ-হত্যা, না—হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গিগণের মুর্শিদাবাদের কারাবাস, না পলায়িত ইংরাজদিগের পলতার অন্নকষ্ট?

সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন! * সমসাময়িক কাগজপত্রে কেবল বাণিজ্যের ক্ষতি এবং কোম্পানীর দুর্গতির কথাই বিবিধ বিধানে বিবৃত রহিয়াছে ;— অন্ধকূপ-হত্যার বা নরহত্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না!

মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইংরাজেরা প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় অংকপাত করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নিদারুণ মর্ম্মযাতনায় অন্ধকূপে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সন্ধিসত্ত্বে তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের জন্য কপর্দ্দকও লিখিত হয় নাই কেন? এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে যে, অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী নিতান্তই কাহারও রচাকথা।

অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী কবে, কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল,—সে ইতিহাসও সবিশেষ রহস্য-পরিপূর্ণ। হলওয়েল সাহেব তাহার প্রধান প্রচারক। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হলওয়েল তাঁহার প্রিয়বন্ধু উইলিয়ম ডেভিসকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই অন্ধকূপহত্যার প্রথম এবং শেষ বিস্তৃত পরিচয়! হলওয়েল ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে "সাইরেণ" † নামক পোতারোহণে বিলাতযাত্রাকালে অনন্যকর্ম্মা হইয়া এই বিষাদ-কাহিনীর রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা যে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছিল, সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পলাশীর যুদ্ধাবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-বণিকের অপকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া ইংলণ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল, সেই সময়ে (তৎপূর্ব্বে নহে!) এই পত্রখানি জনসাধারণের নিকট প্রথম প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ডের নরনারী নরপিশাচ সিরাজদ্দৌলার নামে

* The barbarities practised on the English and the horrible death of 123 of them in the Black Hole, called aloud for vengeance.—*The Great battles of the British Army.* p. 162.

† Early Records of British India.

শিহরিয়া উঠিল ;—ইংরাজের কুকীর্ত্তির কথা বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গেল ;—সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ককাহিনীতে সভ্যজগৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। *

যে উদ্দেশ্যে অন্ধকূপ-হত্যার করুণ-কাহিনী সভ্যজগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা যখন সুসিদ্ধ হইয়া গেল, তখন আর কেহ তাহার সত্য-মিথ্যার আলোচনা করিলেন না। কালক্রমে সেই সকল কথা ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস-পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলার শতধিকৃত দুর্দ্দান্ত নামের সঙ্গে চিরসংযুক্ত হইয়া, পরবর্ত্তী লেখকসম্প্রদায়ের কল্পনাপ্রবাহ খরতর করিয়া দিয়াছে। আজ বহুবৎসরের বিলুপ্ত কাহিনীর চিতাভস্মাচ্ছন্ন জীর্ণ কঙ্কাল আলোড়ন করিয়া কে তাহার রহস্যভেদ করিবে ? যে সন্দেহ মুতক্ষরীণের অনুবাদক ফরাসী পণ্ডিত হাজি মুস্তাফাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল, সে সন্দেহ আর দূর হইল না। যতই আলোচনা হউক, ইতিহাসলেখকদিগের নিকট অন্ধকূপ-কাহিনী চিরদিনই সন্দেহপূর্ণ থাকিবে ; কেবল কল্পনানিপুণ ভারতীর বরপুত্রগণ কখন কখন বিমুক্ত গগনের নক্ষত্র-লোক হইতে

* ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে পল্‌তার পত্রে হলওয়েল কি লিখিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধৃত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, ডেভিসের পত্রকে অন্ধকূপ-হত্যার প্রথম বিবরণ বলা ভুল হইয়াছে। ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন নিহত হওয়ার কথা ডেভিসের লিখিত পত্রেই প্রথম প্রচারিত হয়। তৎপূর্ব্বে পল্‌তাপত্রে কেবল অবরুদ্ধ হইয়া অকথ্য কষ্ট পাওয়ার কথা ছিল, কাহারও নিহত হওয়ার কথা ছিল না ; ১৪৬ জন অবরুদ্ধ হওয়ারও কোন উল্লেখ ছিল না, যথা :—
I was with the rest of my fellow-sufferers about eight at night crammed into the Black Hole prison and past a night of horrors. I will not attempt to describe as they pass all descriptions."—এই পল্‌তার পত্রও কিন্তু পলাশীযুদ্ধের পূর্ব্বে জনসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের কৃপায় শ্রীযুক্ত হিল্ সাহেব সম্পাদিত Bengal in 1756-57 নামক তিনখণ্ড গ্রন্থে সমসাময়িক কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সংশয় দূর না হইয়া আরও ঘনীভূত হইয়াছে।

কবিতাবৃষ্টি করিয়া অন্ধকূপ-হত্যার করুণ-কাহিনী জনসমাজে জাগরূক করিয়া রাখিবেন।

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল অন্ধকূপ-হত্যাই এদেশে বৃটিশ-রাজশক্তি সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। * তাহাই যদি সত্য হইত, তবে তদনুরূপ স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাইতেছি না কেন? কানপুরের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ সযত্নে সুরক্ষিত হইতেছে; মণিপুরের হত্যাকাণ্ডকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছে; অথচ যাহারা অন্ধকূপ-কারাগারে জীবনবিসর্জ্জন করিয়া বৃটিশরাজশক্তি সংস্থাপিত করিল, সেই সকল হতভাগ্যদিগের স্মৃতিচিহ্নের জন্য একটি ইষ্টকস্তম্ভও দেখিতে পাই না কেন? ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে? †

ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের স্থল আছে। যাহারা অন্ধকূপকারাগারে জীবনবিসর্জ্জন করে, তাহাদের নামে কলিকাতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কালক্রমে ইংরাজরাই তাহা স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহাদের বাণিজ্য রক্ষার জন্য এই সকল হতভাগ্যরা অকালে জীবন দান করিয়াছিল, সেই কোম্পানী বাহাদুর কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করেন নাই;—করিয়াছিলেন অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী-রচয়িতা হলওয়েল বাহাদুর। কবে এই স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার সময়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। ‡ হলওয়েলের

* The Great battles of the British Army.

† এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইবার সময়ে কোন স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান ছিল না। তজ্জন্য যে বিস্ময় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখন অন্যরূপ বিস্ময়ে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশিত ও জনসমাজে সুপরিচিত হইবার পর ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন নিজব্যয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আবার কেন—তাহাই নূতন বিস্ময়ের ব্যাপার!

‡ Echoes from Old Calcutta.

প্রকাশিত পুস্তকে ইহার একটি চিত্রপট আছে এবং পাঠকদিগের চিত্তাকর্ষণের জন্য "অন্ধকূপ-কারাগারে গভর্ণর হলওয়েল" নামে আর একখানি কাল্পনিক ছবিও প্রদত্ত হইয়াছে।

এই স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত ছিল :—

TO
THE MEMORY
OF

Edw, Eyre, Wm, Baillie, Esqrs,
The Revd. Fervas Bellamy. Messrs,
Jenks, Revely, Law, Coales, Nalicourt
Jebb, Torriano, E. Page, S. Page,
Grub, Street, Harod, P. Johnstone,
Bellard, N. Drake, Carse Knapton.
Gosling, Don, Dalrymple, Captains Clayton, Buchanan, Wiherington, Lieutus. Bishop, Hays, Blagg
Simpson. J. Bellamy, Ensigns Paccard, Scott, Hastings, C. Wedderburn
Dumbleton, Sea-captains Hunt.
Osburn, Purnell, Messrs. Carey,
Leech, Stevension, Gay, Porter, Parker,
Caulker, Bendall Atkinson, who
with sundry other inhabitants, Military
and Militia to the number of 123
persons were by the Tyranic Violence
of Suraj-ud-Dowla, Suba of Bengal
suffocated in the Black Hole prison
of Fort William in the Night of the 20th day
of June 1756 and promiscuously thrown
the soceeding morning into the Ditch of
the Ravelin of this place.

This
Monument is erected
by
Their Surviving fellow-sufferer
J. Z. HOLWELL.

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরফলক ভিন্ন আর একখানি ফলকে লিখিত ছিল :—

This Horrid Act of Violence
was an amply
as deservedly revenged
on Siraju'D Dowla.
by his Majesty's Arms.
Under the Conduct of
Vice-Admiral Watson and Colonel Clive,
Anno, 1757.

এই স্মৃতিস্তম্ভ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। * তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে, মারকুইস্ অব হেষ্টিংসের শাসন-সময়ে (১৮২১ খৃষ্টাব্দে) "কষ্টম ঘর" নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে!! অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডে যাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের শবদেহের সমাধিগহ্বরের উপর এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল;—ইতিহাসে এইরূপই লিখিত আছে। তজ্জন্য তাহা সকল জাতির নিকটেই পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত এবং খ্রীষ্টিয়ান ইংরাজ স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধিবশতই তাহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। অন্ধকূপ-কাহিনী সত্য হইলে, সেই পবিত্র সমাধিস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইতে পারিত না; সামান্য "কষ্টম ঘরে"র স্থান সংকুলানের জন্য এরূপ পবিত্র সমাধি-

* অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাঙিয়া ফেলা হয়। আবার বিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষে সেই স্মৃতিস্তম্ভ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে।

মন্দিরে লৌহদণ্ডাঘাত করিলে, খৃষ্টীয়-সমাজ সে বর্ব্বরতা সহ্য করিতেন না। এই সমাধিস্তম্ভ ধূলিসাৎ হইল, অথচ কেহ ক্ষীণস্বরেও প্রতিবাদ করিলেন না? * একজন ইংরাজ-লেখক ইহার একটি মুখরোচক সুন্দর কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, "বোধ হয় বৃটিশ-বাহিনীর পরাজয়-কলঙ্কের স্মৃতিস্তম্ভ বলিয়াই ইহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করা হইয়াছে।" † ইহাই কি সম্ভবপর কৈফিয়ৎ? এমন কলঙ্কস্তম্ভ কি ভারতবর্ষে আর নাই?

অন্ধকূপ কোথায় ছিল, এখন আর তাহা চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিবার উপায় নাই। কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিস-সংলগ্ন উত্তরদিকে যে ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্তম্ভগাত্রে পশ্চিমদিকে একটি ফলক-লিপিমাত্র খোদিত আছে। ‡

ইহাতে অন্ধকূপের স্থান-নির্দ্দেশের চেষ্টা ভিন্ন অন্ধকূপ-হত্যার কথা নাই এবং যাঁহারা অন্ধকূপে জীবনবিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের কোন কথাই দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই ফলকলিপিতে যে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণের কথা লিখিত আছে, সে প্রাঙ্গণ হলওয়েল-বর্ণিত ১৮ ফিট আয়তনের নহে, কিম্বা মেকলে-বর্ণিত ২০ ফিটও নহে;—তাহা দীর্ঘে ২২ ফিট, প্রস্থে ১৪½ ফিট। ইহাই কি

* কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে সেকালের ইংরাজদিগের যে সকল জরাজীর্ণ সমাধিক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আজিও কত যত্নে, কত ব্যয়ে, কত সমাদরে রক্ষিত হইতেছে। আর এমন পবিত্র সমাধিস্তম্ভ বিলুপ্ত হইল, অথচ কেহ কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

† Calcutta,—Its highways and by-paths. By—Edmund Mit-Chell, M. A.

‡ "The stone panement close to this marks the position and size of the prison-cell in old Fort William known in history as the Black Hole of Calcutta."

অন্ধকূপ-কারাগারের একমাত্র নিদর্শন? ইহাও পুরাতন নহে;—১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত। সে বৎসর না কি মৃত্তিকা খনন করিবার সময় অন্ধকূপ-কারাকক্ষ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাই যে সেই অন্ধকূপের যথার্থ আয়তন, সে কথা কেহ কেহ অতীব দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।* আমরা কিন্তু অন্যত্র দেখিতেছি যে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অন্ধকূপ-কারাগার একেবারে ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছিল।† ভাঙিবার পূর্ব্বে যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়া "এসিয়াটিক্‌স্‌" নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন সুবিখ্যাত পত্রিকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, "তিনি ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই ইতিহাস-বিখ্যাত কারাগার সন্দর্শন করেন, তখনই তাহা পড়-পড়,—এখন আর তাহার চিহ্নমাত্রও নাই।"‡ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে যাহা ধূলিসাৎ হইল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাহাই আবার কেমন করিয়া আবিষ্কৃত হইল?

হলওয়েল যে কারাগৃহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৮ ফিট দীর্ঘ এবং ১৮ ফিট প্রস্থ। এরূপ ক্ষুদ্রায়তন সংকীর্ণ কক্ষে ১৪৬ জন নরনারী কিরূপে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্প লোকেই আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন।§ অল্পায়তন গৃহকোটরে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৪৬

* Ibid, পরলোকগত অধ্যাপক উইল্‌সনের মতে অন্ধকূপ-কারাগার ১৮ ফিট × ১৪ ফিট ১০ ইঞ্চ আয়তনের ছিল।

† Early Records of British India.

‡ Asiatic Journal of Bengl.

§ As to the Black Hole t agedy,—the unburied site of which is the subject of so much fuss in our day,—I have a very doubtful faith in its account. Holwell, one of the fellow-sufferers, was the first to publ sh it to the world. But I have always questioned it to myself, how could 146 beings be squeezed into a room 18 feet square even if it were possible to closely

জন নরনারীকে কারারুদ্ধ করাই অন্ধকূপ-হত্যার সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক ;—সে কলঙ্ক কি নিতান্ত অতিরঞ্জিত বা সর্ব্বথা কাল্পনিক কলঙ্ক নহে ?

সিরাজদ্দৌলার দুর্গ জয় করিবার সময় আদৌ ১৪৬ জন লোক বন্দী হওয়াই বিশেষ সন্দেহের কথা ! হলওয়েল যেদিন দুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করেন, সেদিন দুর্গমধ্যে কেবল ১৭০ জন বর্ত্তমান ছিল ; আর আর সকলেই দুর্গাধিপতি মহামতি ড্রেক সাহেবের অসাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই ১৭০ জন লোকের মধ্যে দুই দিবসের অক্লান্ত রণতরঙ্গে অনেকেই জীবনবিসর্জ্জন করে ; যাহারা জীবিত ছিল, তন্মধ্যে আহত ও মুমূর্ষুর সংখ্যাও অল্প ছিল না। যে সকল লোক কোনরূপে পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহারাই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল ; তদ্ভিন্ন যাহাদের শক্তি ছিল, সাহস ছিল, পলায়নের প্রবৃত্তি ছিল, তাহারা অনেকেই দুর্গজয়ের কোলাহলের অবসর পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে সকল নরনারী মিরজা আমীরবেগের হস্তে পতিত হয়, মীরজাফরের কৃপায় তাহারা সেই দিনই নিরাপদে পলতায় প্রেরিত হইয়াছিল। * এরূপ অবস্থায় হলওয়েলের কথিত ১৪৬ জন বন্দী কারারুদ্ধ হওয়া বিশেষ সন্দেহস্থল। হলওয়েল স্বপ্রণীত পুস্তকে † যে সকল মৃত ও মৃতকল্প সহযোগীদিগের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ৬৬ জনের অধিক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

pack them like the seeds within a pomegranate or like the bags in a ship's hold made into one ma s by packets, shoved in here and there into the interstices ? Geometry contradicting arithmetic gives a lie to the story. It is little better than a bogey a ainst which was raised an uproar of pity.—Dr. Bhola Nath Chunder (*Calcutta University Magazine*).

* Mutakherin.

† India Tracts.

হলওয়েলের স্বরচিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণের কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা-দুর্গবাসী ইংরাজদিগের যে জনসংখ্যা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের সর্ব্বসাকল্যে ১৯০ জন যোদ্ধা গণিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র ইউরোপীয়। * ইহাদের মধ্যে গভর্ণর ড্রেক, সেনাপতি মিন্‌চিন্‌, কাপ্তান গ্রাণ্ট, মিষ্টার ম্যাকেট, ম্যানিংহাম, ফ্রাংকল্যাণ্ড, রেভারেণ্ড কাপ্তান লেপ্টেনাণ্ট মেপল্‌টফট, কাপ্তান হেনরী ওয়েডারবরণ, সম্‌নার, চার্ল্স ডগলাস প্রভৃতি দশজন বীরপুরুষের পলায়নের কথা হলওয়েলের পুস্তকেই প্রকাশিত আছে। ইঁহাদের পলায়নের পর ১৭০ জন দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তন্মধ্যে ২৫ জন গতাসু এবং ৭০ জন আহত ও মৃতকল্প হইয়াছিল। † হলওয়েলের হিসাব অনুসারে দুর্গজয়ের সময়ে দুর্গমধ্যে ৫০ জনের অধিক ইউরোপীয় থাকা প্রমাণ হয় না। ৫০ জনের মধ্যে ১২৩ জন ইউরোপীয় অন্ধকূপে মরিল, ২৩ জন অন্ধকূপে আবদ্ধ হইয়াও জীবিত রহিল,—ইহা কি নিতান্তই হাস্যাস্পদ কথা নহে?

ইংরাজ-বন্দীদিগের জন্য সিপাহীরা যে সে রজনীতে সুকোমল পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া দেয় নাই, তাহা সত্য হইলেও, হলওয়েল যেরূপ ক্ষুদ্রকক্ষে

* The troops in garrison consisted, by the muster-rolls laid before us about the 6th or 8th of June, of 145 in battalion and 45 of the train-officers included, in both only 60 Europeans.—Holwell's letter to the Hon'ble the Court of Directors, dated Fulta 30th November, 1756. (para 36).

† Those remaining, including officers, volunteers, soldiers and militia, did not exceed 179 men and of these were 25 killed and about 70 wounded before noon of the 20th. Ibid. অথচ এই হলওয়েলই লিখিয়া গিয়াছেন যে, অন্ধকূপে ১২৩ জন ইউরোপীয় প্রাণত্যাগ করে তন্মধ্যে ৫২ জনের নাম জ্ঞাত, ৭১ জনের নাম তাঁহার অজ্ঞাত।

যে পরিমাণ নরনারী কারারুদ্ধ করিবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। *

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকমাত্রেই হলওয়েল-বর্ণিত অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাহার দোষে এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বনামখ্যাত মহাত্মা বিভারিজ বলেন—"আমাদের পক্ষে অন্ধকূপ-হত্যার কথা তুলিয়া নবাব সিরাজদ্দৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের কলঙ্কঘোষণা করা শোভা পায় না। এ বিষয়ে বোধ হয় বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই কর্ত্তব্য। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট অমৃতসর প্রদেশে কি দুর্ঘটনাই না সংঘটিত হইয়াছিল।" † বিভারিজ সাহেব যে দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নিকট অন্ধকূপ-হত্যা লজ্জায় মলিন হইয়া যায়। একটি ক্ষুদ্রায়তন গোলাকার কক্ষের মধ্যে বহুসংখ্যক সিপাহীকে কারারুদ্ধ করিয়া, ইংরাজেরা তাহার মধ্য হইতে একটি একটি করিয়া ২৩৭ জন হতভাগ্যকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া

* অন্ধকূপ-হত্যা নামে যে কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহাই সমালোচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে কি ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? হলওয়েল ও তাঁহার সহকারিগণ সে রজনীতে কারারুদ্ধ ছিলেন,—সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে সে নিদাঘসন্তপ্ত রজনী সুখকর না হইবারই কথা। কিন্তু তাহা যে কাহারও অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সে কথা সাময়িক কাগজপত্রে উল্লিখিত নাই। আলিনগরের সন্ধিপত্রে সকলের ভাগ্যেই ক্ষতিপূরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কারারোধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকিলে, তাহাদের বংশধরগণের পক্ষেও সুব্যবস্থা হইত। হতাহত ব্যক্তিগণ যে হলওয়েল-লিখিত মৃতের সংখ্যা বর্দ্ধন করে নাই, তাহা কে বলিবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মনেও সে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি লিট্‌ল সাহেব সেই সিদ্ধান্তই প্রচারিত করিয়াছেন।

† Calcutta Review. April, 1892.

গুলি করেন ; তখন বন্দীদিগের মধ্যে আর কেহ বাহিরে আসিতে স্বীকার করিল না। ইংরাজের আদেশে কক্ষদ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন সংজ্ঞাশূন্য ৪৫ জন হতভাগার অবসন্ন দেহ টানিয়া বাহির করিতে হইল ;—ভয়ে, রণশ্রমে, গলদঘর্ম্মে, গ্রীষ্মাতিশয্যে দমবন্ধ হইয়া না জানি কত ক্লেশেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। * জ্ঞানোজ্জ্বল উনবিংশ শতাব্দীর সুসভ্য সহৃদয় বৃটিশশাসনে যে এরূপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, ইহার জন্য কয়জন ইতিহাস-লেখক লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন ? যুদ্ধাবসানে বন্দীদিগের ভাগ্যে অনেক সময়ে এরূপ নিদারুণ নির্য্যাতন উপস্থিত হইয়া থাকে ;—তাহারা অন্নজল পায় না, বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত অবসর পায় না, কখন কখন নৃশংস-স্বভাব প্রহরি-গণের নির্য্যাতনে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এ সকল যুদ্ধব্যাপারের অপরিহার্য্য-অপকীর্ত্তি ;—কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা একদিন স্বদেশে গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ডে রুধির-কর্দ্দমে কলঙ্কিত হইয়া, এদেশে আসিয়া কত শত স্থানে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে পাশবশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের অমোঘ নিদর্শনস্বরূপ কত শত হতভাগা ভারতবাসীর জীর্ণকঙ্কাল হিন্দুস্থানের অশ্বত্থশাখায় বহু বৎসর পর্য্যন্ত দোদুল্যমান ছিল, যাঁহাদের প্রতিহিংসাতাড়িত উদ্ধত সেনাদল কানপুরের শত শত নাগরিকদিগকে সন্দেহমূলে বা ঈর্ষাবশতঃ অবিচারে শোণিতলেহন করাইয়া, তাহার পর ধনে-বংশে বিনাশ করিতে মমতা প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার অতিরঞ্জিত অথবা

* "The doors were opened and behold, they were all dead. Unconsciously the tragedy of Holwell's Black-hole had been re-enacted. Forty-five bodies—dead from fright, exhaustion, fatigue, heat and partial suffocation—were dragged into light."—*The Crisis in the Punjab. P. 162.*

সর্ব্বথা কাল্পনিক কাহিনী লইয়া সিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক রটনা করা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

অন্ধকূপ-হত্যা সত্য হইলেও সিরাজদ্দৌলার অপরাধ কি? স্বয়ং হলওয়েল সাহেবই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার সহিত সিরাজদ্দৌলার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকা তিনি বিশ্বাস করেন নাই;—তাঁহার ধারণা এইরূপ যে, নবাব-সেনাদিগের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির জন্যই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। * ইতিহাস সংকলন করিবার জন্য আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমাদের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা সর্ব্বজনসমক্ষে হলওয়েলের বন্ধন মোচন করিয়া প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে অভয়দান করিয়াছিলেন। অন্যায় উৎপীড়ন করাই যদি সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় হইত, তিনি কখনও এরূপ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আশা ছিল যে, হলওয়েল তাঁহাকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহাতে হলওয়েলের জীবনসংশয় হইয়া ধনলাভের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই তাহাতে সম্মতিদান করিতেন না।

হলওয়েল এবং তাঁহার সঙ্গিগণ সমস্ত দিন বীরের ন্যায় দুর্গরক্ষা করিয়া দৈববিড়ম্বনায় পরাজিত হইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দভাবে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সান্ধ্যসমীরণ উপভোগ করিবার অবসর প্রদান করা হইয়াছিল। এই সুযোগে তাঁহারা যদি সিপাহীদিগের উপর লাফাইয়া পড়িবার আয়োজন না করিতেন, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পলায়নপথের সন্ধান লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিতেন, তবে হয় ত তাঁহাদিগকে

* এ কথা সত্য হইলে দুর্গপ্রবেশের সময়েও সিপাহীরা সাহেবদিগকে বধ করিতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু ষ্টুয়ার্ট বলেন যে,—"The English having surrendered their arms, the Nawab's troops refrained from bloodshed."

কক্ষমধ্যে আদৌ অবরুদ্ধ হইতে হইত না। যখন অবরোধের আয়োজন হইল, তখন ইংরাজেরাই কারাকক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিল; নবাব-সেনা তাহার আয়তন-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্ধান রাখিত না। * হলওয়েল সর্ব্বাগ্রে গৃহপ্রবেশ করিয়া কোনরূপ আপত্তি না করায়, তাহারা সকলকেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে যদি কষ্ট হইয়াছিল, তবে সে কষ্টের কথা বুঝাইয়া না বলিয়া বা কোন সেনাপতিকে সংবাদ না পাঠাইয়া উদ্ধত ইংরাজসেনা বাহুবলে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আয়োজন করিয়া প্রহরীদিগকে যে অতিমাত্র ভীত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। হলওয়েলের কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে ইহাও বোধ হয় সত্য যে, ইংরাজ সেনার আস্ফালন দেখিয়াই প্রহরিগণ নবাবের বিনানুমতিতে দ্বারমোচন করিতে সম্মত হয় নাই। ইহার জন্য তাহাদিগের অপরাধ হইতে পারে না। আর তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া জানালার ধারে যাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল, তাহারা ত বিশেষ যন্ত্রণাভোগের পরিচয় প্রদান করে নাই। অন্ধকার কারাকক্ষের অপরাংশে লোকচক্ষুর অগোচরে যাহারা মর্ম্মযাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, বাহির হইতে প্রহরিসেনা তাহার বিষয় বোধহয় কিছুই জানিতে পারে নাই। † এ সকল কথার যথোপযুক্ত আলোচনা না করিয়াই, কোন কোন ইতিহাস-লেখক অবলীলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলাই নিজেই বন্দীদিগকে অন্ধকূপ-কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই; কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ইঁহারা সিরাজদ্দৌলা অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। একজন স্পষ্টই

* Mill. vol. iii.

† মেকলে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The gaolers in the meantime held lights to the bars and shouted with laughter at the frantic struggles glee of their victims." বলা বাহুল্য যে, স্বয়ং হলওয়েলও এ কথা লেখেন নাই।

লিখিয়াছেন,—"প্রমাণ না থাকিলেও, কার্য্যকারণশৃংখলার বিচার করিয়া, সিরাজদ্দৌলাকেই অপরাধী করিতে হয়। নচেৎ তাঁহার আদেশ ব্যতীত দ্বার উন্মোচন করিতে কাহারও সাহস হইল না কেন এবং এতগুলি নরনারীর জীবনরক্ষার জন্য ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে ইতস্ততঃ হইল কেন? ইহাই ত যথেষ্ট প্রমাণ। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজদ্দৌলার আদেশক্রমেই এরূপ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল!" *

সিরাজদ্দৌলাই যে হতভাগ্য ইংরাজ বন্দীদিগকে অন্ধকূপ-কারাগারে অবরুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ববং হলওয়েলের লিখিত কাহিনীর অনুসরণ করিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে নিরপরাধ বলিবার অনুকূল প্রমাণের অভাব নাই। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান যুগের কোন ইংরাজ-লেখক স্বপ্রণীত ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার কলংকমোচন করিয়া গিয়াছেন।

অন্ধকূপ-হত্যা যদি সত্য হয়, তবে ইংরাজরাই যে তাহার সর্ব্বপ্রধান সহকারী অপরাধী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মহাত্মা হাওয়ার্ডের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদের দেশেই এইরূপ পূতিগন্ধময় আলোকসম্পাত-শূন্য অন্ধকূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান বংগদেশে আসিয়াও, স্বদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, সেইরূপ অন্ধকূপ রচনা

---

* But the probability is, that the Subahdar had himself made or sanctioned the selection of the Black Hole as the place of confinement, for when the miserable prisoners besought that they might be relieved by the removal of part of their number to some other place, their prayer was unavailing, because it could not be granted without the express orders of the Subahdar, whose sleep no one dared to disturb for so trvial a purpose as the preservation from death of nearly onei hundred and fifty human beings.—*Thornton's History of the British Empire*. vol. i. 197,

করিয়াছিলেন। এই সকল অন্ধকূপে কত হতভাগাই না অকালে অন্যায় উৎপীড়নে জীবন-বিসর্জ্জন করিত। কত উচ্ছৃংখল সৈনিক, কত মদমত্ত নাবিক, কত অন্নহীন দাদনগ্রস্ত দরিদ্র বাংগালী যমযাতনায় ছটফট করিয়া মরিত। ইতিহাস-লেখক জেমস্ মিল্ এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মর্ম্মবেদনায় লিখিয়াছেন যে, "হায়! যদি অন্ধকূপ না থাকিত, তাহা হইলে ত ইংরাজ বন্দীদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম উপস্থিত হইতে পারিত না। *

হলওয়েল যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্ধকূপ-হত্যাকাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, এত কথা কখনই একেবারে মিথ্যা কথা হইতে পারে না। কিন্তু হলওয়েলের সত্যনিষ্ঠ কতদূর প্রবল, তাহার পরিচয় পাইলে, তাহার কথায় আর আস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে হলওয়েল অন্ধকূপ-হত্যার প্রধান প্রচারক, সেই হলওয়েলই মীরজাফরকে † পদচ্যুত কবিবার সময় ঢাকার হত্যাকাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"নবাব মীরজাফর খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা আর কি বলিব? তিনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নওয়াজেস-মহিষী ঘসেটি বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গকে ঢাকার রাজ-

* What had they to do with a Black Hole? Had no black hole existed, (as none ought to exist anywhere, least of all in the sultry and unwholesome climate of Bengal) those who perished in the Black Hole of Calcutta would have experienced a different fate.—*Mill's History of British India*. vol iii. 149 note.

† মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সিংহাসন দান করায় হলওয়েল সাহেব মীরকাশিমের নিকট তিন লক্ষ নয় হাজার তিন শত সত্তর টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। *Report of the Committee of the house of Commons*, 1772.

কারাগারে নিষ্ঠুররূপে নিহত করিয়াছেন।" * উত্তরকালে কলিকাতার ইংরাজ-দরবার অর্থাৎ হলওয়েলের স্বদেশীয় সহযোগিগণ এই হত্যাকাহিনীর তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, হলওয়েলের হত্যাকাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা। † যিনি মীরজাফরের পদচ্যুতি সমর্থন করিবার জন্য মীরকাশিমের টাকা পাইয়া এমন মিথ্যা হত্যাকাহিনী রচনা করিয়া স্বজাতি-সমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; তিনিই অন্ধকূপ হত্যা-কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাও যে এইরূপ-সর্ব্বৈব মিথ্যা কাহিনী নহে, তাহার প্রমাণ কি?

হলওয়েল ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারি করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিলে, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাঁহাকে কলিকাতার কলেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে হলওয়েল মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেন; ইহা ভিন্ন সেকালের রীত্যনুসারে নজর, ভিক্ষা, পার্ব্বণী প্রভৃতিতেও বিলক্ষণ আয় হইত। ‡ তিনি কলিকাতার "কালা আদমী-দিগের" উপর বড়ই উৎপীড়ন করিতেন বলিয়া সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই জন্য এ কথা কাশিমবাজারের মুচলিকাপত্রেও লিখিত হইয়াছিল। § কলিকাতা-জয়কালে হলওয়েল সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মুসলমান-

* Long's Selections from the Records of the Govt. of India. Vol. 1. হলওয়েল যখন ঢাকার হত্যাকাহিনী রচনা করেন, তাহার পরেও বেগমগণ জীবিতা ছিলেন।

† In justice to the memory of the Nabab Meer Jaffier, we think it incumbent on us to acquaint you that the horrible massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell in his address to the Prop:ietors of East India Stock (page 49) are cruel as ersions on the character of that prince, *which have not the least foundations in truth.*—Letter to Court, 30th September, 1776, supplement.

‡ Long's Selections—Introduction, xiv.

§ Hasting's MSS. Vol. 29. 209.

সেনাপতির আদেশে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফরের অনুকম্পায় হলওয়েল লক্ষ টাকা পুরস্কার * এবং যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়া, কলিকাতার নিকটে ১২৩৫০৲ টাকা মূল্যের জমিদারী ক্রয় করেন। † ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে দিনকতক কলিকাতার গভর্ণর হইয়া বিলাতের কর্তৃপক্ষের সংগে কলহ করিয়া, সেই বৎসরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন; অবশেষে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। ‡ যিনি মীরজাফরের কৃপায় আশাতীত পুরস্কার ও পদগৌরব লাভ করিয়াও তাঁহার নামে এমন মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে কিঞ্চুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, তিনি যে সর্ব্বস্বান্ত ও কারারুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসা সাধনের জন্য অন্ধকূপ-হত্যার অলীক কাহিনী রচনা করেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? হলওয়েল যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনুমান কি নিতান্তই অসংগত? §

সিরাজদ্দৌলার অদৃষ্ট-বিড়ম্বনা! ঘসেটি বেগম সিরাজদ্দৌলার জননীর সহিত সসম্ভ্রমে রাজান্তঃপুরে বসতি করিলেন, পলাশীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফরের আদেশে ঢাকায় কারারুদ্ধ হইলেন, অথচ ইতিহাসে তাহার সমুচিত সমালোচনা না হওয়ায়, কল্পনাকুশল বাঙ্গালী কবি অবলীলাক্রমে সিরাজ-শিবিরে ঘসেটি বেগমের প্রেতাত্মাকে উপনীত করিয়া তাঁহার মুখে সিরাজদ্দৌলাকে শুনাইয়া দিলেন :—

---

* Evidence of Beecher before the Committee of the House of Commons 1772.

† Long's Selections. vol. i. 205.

‡ Long's Selections. xiv.

§ এই সকল স্বাধীন সমালোচনায় উত্ত্যক্ত হইয়া, কলিকাতার "ইংলিশম্যান"-সম্পাদক এই গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেন। কিছুদিন পরে উক্ত সম্পাদক পুনরায় লিখিয়াছেন,—হলওয়েলের বর্ণনার উপর নির্ভর করা যে নিরাপদ নহে, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিক আন্দোলনে বিশেষরূপে সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।

"সিরাজ তোমার আমি পিতৃব্য-কামিনী
হরি মম রাজ্যধন, করি দেশান্তর,
অনাহারে বধিলি এ বিধবা দুঃখিনী ;
কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্।"*

এই কবি-কাহিনীর ভিত্তিমূল কোথায় ? † অথচ এই সকল কাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া কত করতালি আকর্ষণ করিতেছে, সিরাজ-চরিত্র কত ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে !

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য—তৃতীয় সর্গ ; দ্বিতীয় স্বপ্ন ।

† লর্ড মেকলের গদ্যপ্রবন্ধের ছায়া লইয়াই কি এই সকল বিচিত্র স্বপ্নকাহিনী রচিত হয় নাই ? কল্পনানিপুণ লর্ড মেকলে লিখিয়া গিয়াছেন,—Appalled by the greatness and meanness of the crisis, distrusting his captains, dreading every one who approached him, dreading to be left alone, he sat gloomily in his tent, haunted, a Greek poet would have said by the furies of those who had cursed him with their last breath in the Black Hole.—Macaulay's Lord Clive.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ

ইংরাজবণিকের দর্পচূর্ণ করাই সিরাজদ্দৌলার একমাত্র অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবামাত্র তিনি আর অধিকদিন কলিকাতায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি ২রা জুলাই সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজধানীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন;—মহারাজ মাণিকচাঁদ তিন সহস্র সিপাহী-সাহায্যে কলিকাতার শাসনভার পরিচালনা করিতে লাগিলেন; কলিকাতায় ইংরাজ-রাজশক্তির চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান রহিল না,—তাহার নাম পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। *

পথশ্রম দূর করিবার জন্য হুগলীতে বিচিত্র পটমণ্ডপ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। সেখানে আসিতে না আসিতে, অভ্যর্থনার সমারোহে জলস্থল টলমল করিয়া উঠিল। সেকালের বাদশাহ বা নবাবেরা যেখানে ছাউনী ফেলিতেন, সেই স্থান বহুজনাকীর্ণ রাজনগর হইয়া উঠিত। চারিদিকে যথাযোগ্য দূরস্থানে পাত্রমিত্র ও সামন্তবর্গের পটবাস, তাহার বাহিরে চক্রাকারে সেনানিবাসের সহস্র সহস্র বস্ত্রগৃহ, তাহার পার্শ্বদেশে অগণিত বিপণিশ্রেণী;—কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুরচিতকনকপদ্ম-বিভূষিত নবাবের গর্ব্বোন্নত পটমণ্ডপ;—সেই হস্ত্যশ্বপদাতিসেনা, সেই প্রহরগণনানিপুণ প্রহরিদল, সেই সর্ব্বজনভৈরব মোগলবিভবের সমুজ্জ্বল চিত্রপট শ্মশানভূমিকেও নন্দনশোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত; দ্বারে দ্বারে

* নবাবের আদেশে কলিকাতার নাম হইল "আলিনগর"। এখন "আলিপুরে" তাহারি কথঞ্চিৎ পরিচয় রহিয়া গিয়াছে।

দৌবারিকদল করালকৃপাণস্কন্ধে নিঃশব্দে পদচালনা করিয়া বেড়াইত, প্রভাত সায়াহ্নে রাজবৈতালিকগণের তানলয়সংযুক্ত সুমধুর যন্ত্রসংগীত বায়ুভরে দূরদূরান্তরে ভাসিয়া চলিত, তিমিরাবগুণ্ঠিত নিশীথসময়েও প্রদীপ্ত প্রদীপালোকে চারিদিক ঝলমল করিত।

হুগলীর পটমণ্ডপে সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। সে দরবারে ওলন্দাজ ও ফরাসীবণিকগণ গললগ্নীকৃতবাসে আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য সসম্ভ্রমে উপঢৌকনহস্তে উপনীত হইলেন। ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ এবং ফরাসীরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা 'নজর' প্রদান করিলেন। অতঃপর ইংরাজদিগের কথা উত্থাপিত হইল। তাঁহাদিগকে একেবারে দেশবহিষ্কৃত করা সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় নহে, সে কথা বুঝাইয়া দিয়া তিনি ওয়াট্‌স্‌ এবং কলেট্‌ সাহেবকে মুক্তিদান করিলেন এবং হলওয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মীরমদন ইতিপূর্ব্বেই নবাবের অজ্ঞাতসারে হলওয়েল এবং তাঁহার তিনজন সংগীকে বন্দিবেশে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং আপাততঃ তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইতে পারিল না। * যাঁহারা পল্‌তায় পলায়ন করিবার অবসর না পাইয়া, ইতস্ততঃ লুকাইয়া রহিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজ সওদাগরেরা যদি কেবল সওদাগরি করিবার জন্য কলিকাতায় বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা অনায়াসে নগর প্রবেশ করিতে পারিবেন ;—এইরূপ সাধারণ রাজাজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, সিরাজদ্দৌলা হুগলী হইতে ছাউনি উঠাইয়া

* The Nawab, on his return to Hughley, made inquiry for us when he released Messrs. Watts and Colett &c., with the intention to release us also ; he had expressed some resentment for having so hastily sent us up to Moorshidabad. This proved a very pleasing piece of intelligence to us. —Holwell's letter to William Davis Esq. 28 February. 1757.

পুনরায় রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। * পলায়নপরায়ণ ইংরাজগণ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ইংরাজ-বন্ধু উমাচরণের বদান্যতাগুণে প্রয়োজনানুরূপ অন্নজল প্রাপ্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা সমুচিত-সমারোহে ১১ই জুলাই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিজয়োৎসবের আনন্দকোলাহলে, নাগরিকদিগের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যগীতে মঙ্গলবাদ্যের মধুর নিক্কণে, কামান-গর্জ্জনের গুরুগম্ভীর রবে এবং নবাব-সেনার সগর্ব্ব আস্ফালনভরে মুর্শিদাবাদ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সেই আনন্দকোলাহলের মধ্যে রত্নচতুর্দ্দোলারোহণে পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধীশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন নগর-প্রদক্ষিণ করিয়া মতিঝিলে গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে হলওয়েলের কারাকক্ষ তাঁহার নয়নগোচর হইল। সহসা বাদ্যোদ্যম নীরব হইয়া গেল, দোলারোহণ পরিত্যাগ করিয়া সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং পদব্রজে কারাগারে উপনীত হইলেন, পার্শ্বস্থ চোপদারকে দিয়া তৎক্ষণাৎ হলওয়েল ও তাঁহার সঙ্গীদিগের শৃঙ্খলমোচন করাইয়া, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রচার করিয়া, পুনরায় দোলারোহণ করিলেন। †

ইংরাজদিগের পক্ষে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আর কোন রূপ

* Two or three days before his departure he published leave to such as had escaped the dungeon to return to their houses in the town, where they were supplied with provisions by Omichand, whose intercession had probably procured their return.—Orme. Vol. II. 80.

† He ordered a Suttaburder and Chopder immediately to see our irons cut off and to conduct us wherever we chose to go and to take care that we received no trouble nor insult.—Holwell's letter to William Davis Esq., 28 February, 1757. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে এই অংশ উদ্ধৃত, সমালোচিত বা কোনরূপে উল্লিখিত হয় নাই।

প্রতিবন্ধক রহিল না। পূর্ব্বকাহিনী বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ধীরে ধীরে কলিকাতায় পুনরাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বভাবদোষে অতি অল্প-দিনের মধ্যেই "জন বুলে"র সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। একজন মদিরাসক্ত সার্জ্জন সাহেব একদিন একজন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিয়া বসিলেন। সেকালের মুসলমান-রাজদরবারে ইহাতে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। রাজা মাণিকচাঁদের আদেশে একের অপরাধে ইংরাজ-মাত্রই কলিকাতা হইতে তাড়িত হইলেন। * ইংরাজের কপাল ভাঙিল : তাঁহাদের জন্য আর কলিকাতায় স্থান রহিল না। কেবল হেষ্টিংস প্রভৃতি কয়েকজন কুঠিয়াল কাশিমবাজারে বসিয়া রহিলেন; তদ্ভিন্ন আর আর ইংরাজেরা,—যিনি যেখানে ছিলেন,—সকলেই আসিয়া পল্‌তার বন্দরে সমবেত হইতে লাগিলেন।

এতদিনের পর ইংরাজের প্রবল প্রতাপ একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল; কাশিমবাজার গেল, কলিকাতা গেল, কলিকাতার ইংরাজদুর্গের উপর রাজা মাণিকচাঁদের বিজয়পতাকা সগৌরবে আকাশে অঙ্গবিস্তার করিল। ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া পল্‌তার পলায়িত জাহাজে সম্মিলিত হইতে লাগিল।

সকলই ফুরাইল! তথাপি এ সকল শোচনীয় কাহিনী সহসা মান্দ্রা-জের ইংরাজ-দরবারের কর্ণগোচর হইতে পারিল না। তাঁহারা সুদূর সমুদ্রকূলে বসিয়া ১৫ই জুলাই তারিখে কাশিমবাজার অবরোধের প্রথম সংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তেমন বিচলিত হইবার কারণ ছিল না; বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রায় মধ্যে মধ্যেই সেরূপ সংবাদ আসিত; আবার হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই শুনা যাইত, "গোলযোগ মিটমাট হইয়া গিয়াছে; সময়োচিত উপঢৌকন দিয়া সকলকেই শান্ত করিয়াছি; বাণিজ্য-ব্যবসায়

* Orme Vol. II. 80.

একরূপ ভালই চলিতেছে।" * সুতরাং কাশিমবাজারের সংবাদ পাইয়াও, মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কেবল কলিকাতায় সেনাদল বৃদ্ধি করিবার জন্য মেজর কিলপ্যাট্রিকের সঙ্গে ২৪০ জন মাত্র গোরা পল্টন পাঠাইয়া দিয়া, দ্বিতীয় সংবাদের অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তমনেই কালযাপন করিতে লাগিলেন।

৫ই আগষ্ট তারিখে রণপলায়িত ম্যানিংহাম সাহেব মাদ্রাজের বন্দরে উপনীত হইলেন। তাঁহার মুখে মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবারে কলিকাতার কথা, সিরাজদ্দৌলার কথা, ইংরাজের সর্ব্বনাশের কথা,—একসঙ্গে সকল কথাই শুনিতে পাইলেন। † সে সংবাদে মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল! সকলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! কি হইল? এতদিনের এত আশা,—সকল আশাই এক ফুৎকারে নিম্মূর্ল হইয়া গেল!"

শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস চলিয়া গেল। তখন লোক ডাকাইয়া, সভা বসাইয়া, যিনি যেখানে ছিলেন, সকলে মিলিয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় প্রবল বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ প্রতিহিংসাসাধনের জন্য বীরপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিবার উত্তেজনা করিতে লাগিলেন;—কিন্তু তখন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষীণবল, ফরাসী-সমর-শঙ্কায় নিরন্তর চিন্তাক্লিষ্ট, তাহাতে সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির হইয়া উঠিল না।

এদিকে মেজর সাহেব ভাগীরথী-মুখে প্রবেশ করিয়াই, পলতার বন্দরে আসিয়া, পলায়িত ইংরাজ-জাহাজের সন্ধান পাইলেন। তিনি আর ২৪০

---

* Thornton's History of The British Empire. Vol. I. 197.

† On the 5th of August news arrived of the fall of Calcutta which scarcely created more horror and resentment than consternation and perplexity.—Orme, Vol. II.

জন গোরা লইয়া একাকী কি করিবেন ? সকলকে যথাশক্তি আশা ভরসায় উৎসাহিত করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পল্‌তার বন্দরেই জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ফেলিলেন। পলায়িত ইংরাজগণ তখন পর্য্যন্তও জীবিত,—কিন্তু সকলেই জীবন্মৃত ! অনেকে চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন ; যাঁহারা সুস্থ সবল, তাঁহারাও ভগ্নহৃদয়ে মলিনমুখে সতৃষ্ণনয়নে অকূল সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কতদিনে মান্দ্রাজ হইতে সেনাদল আসিবে—কেবল এই চিন্তায় শীর্ণ হইয়া উঠিয়াছেন ! *

দুর্দ্দশার দিনে দুর্ম্মতি আসিয়া ইংরাজদিগের দুঃখদৈন্য দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। কেন তাহাদের এরূপ শোচনীয় দুর্গতি উপস্থিত হইল,—সেই কথা লইয়া তুমুল গৃহকলহ উপস্থিত হইল। নব্যতন্ত্রের ইংরাজ-যুবকেরা ইংরাজ-দরবারের উপরেই সকল অপরাধ আরোপ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা দরবারের সদস্য, তাঁহারাও পরস্পর পরস্পরকে অপরাধী করিবার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না। এই সূত্রে ইংরাজদিগের মধ্যে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতে লাগিল ; কথায় কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল ; সর্ব্বপ্রকার সমবেদনা দূরীভূত হইয়া গেল ; অবশেষে অনেকেই বলিতে লাগিলেন—"যাঁহারা উৎকোচ-লোভে কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং যাহাকে তাহাকে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কোম্পানীর নামাঙ্কিত পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারাই সকল অনর্থের মূল !" পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকগণ অনেক যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এ সকল কথা নিতান্তই অমূলক ! এতকালের পর সে সকল অভিযোগের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সহজ নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিতেন, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজ-দরবারের সদস্যদিগের ব্যবহারগুণেই

* Orme. Vol. II, 82-83,

নবাব সিরাজদ্দৌলা এতদূর উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার করিব,—না, পরবর্ত্তী ইতিহাস-লেখকদিগের কথাই অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইব? ইতিহাস-লেখক অর্ম্ম্‌ বলেন—"যুবকদলের অভিযোগে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন। বৃদ্ধদিগকে পাকে-চক্রে পদচ্যুত করিবার জন্যই যুবকদল এই সকল অমূলক অভিযোগের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।" *

পল্‌তায় পলায়ন করিয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা হইল;—কিন্তু ইংরাজ-দিগের দুর্দ্দশার আর অবধি রহিল না! একে নিদারুণ গ্রীষ্মকাল, তাহাতে একেবারে নিরাশ্রয়;—একে রোগক্লিষ্ট, তাহাতে আবার নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান,—ফলে সকলেই মর্ম্মপীড়িত, তাহাতে আবার প্রতিদিনই খাদ্যাভাব। জাহাজের ভাণ্ডার শূন্য; তহবিলে তঙ্কার অনটন; নিকটে হাট-বাজারের অসম্ভাব;—ইচ্ছা থাকিলেও মাণিকচাঁদের ভয়ে দোকানী পশারী জাহাজের কাছে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না। আর কিছুদিন এরূপ দুর্দ্দশার প্রতিকার না হইলে, সকলকেই একে একে ভাগীরথী-গর্ভে জীর্ণ-কঙ্কাল বিসর্জ্জন করিতে হইত। মাণিকচাঁদের ভয়ে সকলেই জড়সড়;—কেবল ফরাসী, আর ওলন্দাজ, আর ইংরাজের বিপদের বন্ধু কৃষ্ণকায় 'নেটিভ' (বাঙ্গালী) বণিকেরা গোপনে গোপনে যাহা কিছু অন্নজল পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতেই কোনরূপে কায়ক্লেশে ইংরাজের দিনপাত হইতে লাগিল। †

চতুর লোকের একবার একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলেই যথেষ্ট হয়।

* Orme. Vol. II. 81.

† The remains of our unfortunate colony were now lying on board a few defenceless ships at Fulta, the most unwholesome spot in the country, about twenty miles below Calcutta and destitute of the common necessaries of life; but, by the assistance of the French and the Dutch, to

তাহার পর সে আপন কৌশলে সহজেই বসিবার স্থান করিয়া লইতে পারে। ইংরাজদিগেরও তাহাই হইল। যদি সিরাজদ্দৌলা পল্‌তা পর্য্যন্ত সসৈন্যে শুভাগমন করিতেন, তবে হয় ত সকলেই চোরের মত পলায়ন করিবার পথ পাইতেন না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ তাড়াইবার জন্য কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়া, কেবল উদ্ধত-ব্যবহারের শাস্তি দিয়াই নিরস্ত হইলেন। ইহাতেই ইংরাজেরা পল্‌তায় পলায়ন করিয়া হাঁপ ছাড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, ইংরাজদিগকে নির্ব্বাসিত করাই সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় ছিল,—কেবল দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়াই তিনি ইংরাজ-দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারেন নাই। * এ কথা একেবারে মিথ্যা কথা। সিরাজদ্দৌলার মনে সেরূপ কল্পনা উদিত হইলে, ইংরাজ তাড়াইতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব ঘটিত না এবং হেষ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ প্রভৃতি ইংরাজ কুঠিয়ালগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে অক্ষতশরীরে কাশিমবাজারে অবস্থান করিবার অবসর পাইতেন না।

ইংরাজেরা শতবর্ষ বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন; ইংরাজেরা জঙ্গল কাটিয়া কলিকাতায় বিচিত্র ইন্দ্রপুরী রচনা করিয়াছেন; ইংরাজেরা মহারাষ্ট্রখাত খনন করাইয়া কত লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়া দিয়াছেন;—সুতরাং আত্মীয়তাসূত্রেই হউক, আর চিরকৃতজ্ঞ বাঙ্গালী জাতির স্বভাবসুলভ পরোপকার-প্রবৃত্তির জন্যই হউক, এদেশের অনেক

whose humanity they were much indebted on this occasion and party by the assistance of the *natives*, who both from interest and attachment, privately supplied them with all kinds of provisions, they supported the horror of their situation till August."—Ive's Journal.

* Orme. Vol. II. 79.

গণ্যমান্য-লোকে ইংরাজের দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। * অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে উমিচাঁদ ইংরাজবন্ধুর অকৃত্রিম সৌহার্দ্যগুণে সর্ব্বস্বান্ত, মর্ম্মপীড়িত, শোকগ্রস্ত পথের ফকির সাজিয়াছিলেন. তিনিও দুর্দ্দশার দিনে সাশ্রুনয়নে নবাব-দরবারে ইংরাজের হইয়া কত কাকুতি-মিনতি জানাইতে লাগিলেন। হেষ্টিংস এবং ডাক্তার ফোর্থ সাহেব কাশিমবাজারে বসিয়া গোপনে গোপনে মন্ত্রিদলের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন; যে সকল আরমানী বণিক বাণিজ্যোপলক্ষে সমুদ্রপথে গতিবিধি করিতেন, তাঁহারাও ইংরাজদিগকে রাজধানীর গুপ্তসংবাদ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এই সকল চেষ্টায় কালক্রমে ইংরাজের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হইবার সদুপায় হইতে লাগিল। † দেশের লোকে বুঝিতে পারিল যে, আজ হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক, ইংরাজেরা আবার এ দেশে বাণিজ্য করিবার জন্য নবাবের সনন্দলাভ করিবেন, সুতরাং দেশের লোকের আনুগত্য দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল।

মেজর সাহেব পলতায় আসিয়া এই সকল শুভলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। আশা হইল, সাহস হইল,—সময় পাইয়া মাণিকচাঁদকে হস্তগত করিবার আয়োজন হইল। এবং নবাবের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বিনীতভাবে আবেদনপত্র লিখিত হইতে লাগিল। রাজা

* Some of the provisions were supplied by Nobokissan at the risk of his life,—the Nabab prohibited under panalty of death any one supplying the English. This led to Warren Hastings taking Nobokissan as his Munsi and the subsequent elevation of his family.—Revd. Long.

† Long's Selections from the Records of the Government of India.

মাণিকচাঁদ ইতিহাসে চতুর-চূড়ামণি বলিয়া সুপরিচিত। নবাব-দরবারের স্রোত কখন্ কোন্ দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে সর্ব্বদাই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, সে স্রোত আবার ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের অনুকূল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন তিনিও ইংরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্থাপনের জন্য অসম্মত হইলেন না। ইংরাজেরা নবাবের নিকট আবেদন-পত্র পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই পত্রে অন্ধকূপ-হত্যার জন্য কোন প্রকার আর্ত্তনাদ করা হইল না; আবার যাহাতে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কথাই বিবিধ বিধানে বিবৃত হইল। যতদিন সনন্দ না আসিতেছে, ততদিন অন্ততঃ অন্নাভাবে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করা হইল। ওলন্দাজদিগের গভর্ণর বিস্ডম্ সাহেবের যোগে এই আবেদনপত্র নবাব-দরবারে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

ভরসা পাইয়া ইংরাজ কুঠিয়ালগণ জাহাজের উপরেই মন্ত্রিসভার বৈঠক বসাইতে আরম্ভ করিলেন। সে বৈঠকে 'অনারেবল শ্রীল শ্রীযুক্ত রোজার ড্রেক' সাহেব বাহাদুর সভাপতি এবং ওয়াট্স, হলওয়েল ও মেজর কিল-প্যাট্রিক সদস্যের আসন গ্রহণ করিলেন। *

২২শে আগষ্টের বৈঠকে, সভাপতি মহাশয় সকলকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে,—আর ভয় নাই; মাদ্রাজ হইতে শীঘ্রই গোরাপল্টন আসিতেছে। কিন্তু সেই দিনই সংবাদ আসিল যে, ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগের

* এই বৈঠকের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যবিবরণী Long's Selections from the Records of the Government of India নামক পুস্তকে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আবেদনপত্রখানি নবাবদরবারে পাঠাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তখন পত্রখানি কিরূপে নবাবের নিকট প্রেরিত হইতে পারে, তাহার জন্য পরামর্শ চলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন কলিকাতা অঞ্চল হইতে খোজা পিত্রুস্ এবং এব্রাহিম জেকবস্ নামক দুইজন আরমানি বণিক্ পল্তায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ-হিতৈষী উমিচাঁদের নিকট হইতে একখানি গুপ্তলিপি আনিয়াছিলেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইল। হায়! উমিচাঁদ;—সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, "চিরদিনও যেমন এখনও সেইরূপ ভাবে তিনি ইংরাজের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। আর ইংরাজেরা যদি রাজা রাজবল্লভ, রাজা মাণিক-চাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা বাজিদ প্রভৃতি পাত্রমিত্রের সংগে গোপনে গোপনে চিঠিপত্র চালাইতে চান, তিনি তাহাও যথাস্থানে পেঁছাইয়া দিয়া সদুত্তর আনাইয়া দিবেন।" * ইতিহাস লিখিতে বসিয়া যে ইংরাজেরা এবং যে হলওয়েল সাহেব উমিচাঁদকে নিতান্ত কুটিলহৃদয় পরমপাষণ্ড অর্থগৃধ্নু নর-পিশাচ বলিয়া পৃথিবীর নিকট পরিচিত করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিপদের দিনে তাঁহাকে ততদূর অবিশ্বাস করেন নাই। ইতিহাসে এ সকল কথার যথাযোগ্য সমালোচনা হয় নাই বলিয়া, বাঙ্গালী কবি লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"—যেন ভীষণ তক্ষক
আছে পাপী উমিচাঁদ ফণা আস্ফালিয়া!" †

উমিচাঁদের সহায়তাগুণে রাজা মাণিকচাঁদ সহজেই বশীভূত হইলেন। একদিন যে মাণিকচাঁদ ইংরাজ-দলনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া-

* **Consultation on board the Phœnix Schooner, Fulta. August 27, 1756.**

† পলাশীর যুদ্ধকাব্য।

ছিলেন, তাহা মন্ত্রৌষধিগুণে সহসা শিথিল হইয়া পড়িল। ৫ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে স্বয়ং মাণিকচাঁদের পত্র ইংরাজ-দরবারে সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। সে পত্রে ইংরাজ আবার সাহস পাইলেন। রাজা মাণিকচাঁদ যে যথাশক্তি ইংরাজের সহায়তা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহার নিদর্শন পাইতে বিলম্ব হইল না!—পল্তায় বাজার বসিল, ইংরাজের অন্নকষ্ট দূর হইয়া গেল। *

রাজা মাণিকচাঁদ এত সহজে ইংরাজের বশীভূত হইলেন কেন, ইতিহাসে সে রহস্য মীমাংসিত হয় নাই। মাণিকচাঁদ যেরূপ চরিত্রের লোক, বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে তিনি চিরদিন ক্ষিপ্রহস্ত। সিরাজ যখন সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন, জগৎশেঠ এবং খোজা বাজিদ কৃতাঞ্জলি হইয়াও যখন সিরাজদ্দৌলাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই, মাণিকচাঁদ তখন নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার আশায় সবিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইংরাজদলনে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতা জয় করা হইল, কলিকাতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল, কলিকাতার সুধা-ধবল ইন্দ্রপুরী হইতে ইংরাজ তাড়িত হইল;—মাণিকচাঁদ বুঝিলেন যে, আর বিনাযুদ্ধে "আলিনগরে" ইংরাজের পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু মাণিকচাঁদ জানিতেন যে, বিপদে পড়িয়া বৃটিশসিংহ কিছুদিনের জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেও, অবসর

* The same day there came another letter to the Major by Coja Petross and Abraham Jacobs from Raja Manik Chand of the 2nd inst. at Allinagore (Calcutta) with many complements and the strongest assurance of his assistance. He sent at the same time a boat with a *dustick* with orders for the opening a bazzar and for the supplying us with provisions of all kinds.—Consultations, 5 September, 1756.

পাইবামাত্র আবার বীরদর্পে কলিকাতার উপর হুংকার করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং সে আক্রমণে মাণিকচাঁদেরই সমূহ সর্ব্বনাশ হইবে। তিনি, সেইজন্য মুলাযোড়ে এক নূতন দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেখানে ধনরত্ন ও স্ত্রীপুত্রাদি সুরক্ষিত করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে আবার বাতাস ফিরিয়া গেল! সিরাজদ্দৌলার মতি-গতি শান্তভাব অবলম্বন করিল; ইংরাজদিগের পুনরাগমনের আশার বীজ অংকুরিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহাদের করুণক্রন্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মাণিকচাঁদের নিকট বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। উমিচাঁদ অনুরোধ জানাইবামাত্র মাণিকচাঁদ ইংরাজদিগের সংগে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। *

নবাব-দরবারে ইংরাজদিগের কাতর নিবেদনে শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল। এমন সময়ে কাশিমবাজার হইতে সহসা সংবাদ আসিল যে, "মুর্শিদাবাদে বড়ই গোলযোগ! বাদশাহ পূর্ণিয়ার নবাব শওকত-জংগকেই বাংগালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী-সনন্দ পাঠাইয়া দিয়াছেন। তদনুসারে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন আরব্ধ হইয়াছে; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, অনেকেই তাঁহার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন। আর সে সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার প্রবল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে;—তাঁহার রত্ন-সিংহাসন যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে।" †

এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরাজদিগের পূর্ব্বসংকল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া

* Omichand and Manikchand were at this time in friendly correspondence with the English; they negotiated at this time between the Nabab and the Fnglish understanding how to run with the hare and keep with the hound.- Revd. Long.

† Mr. Warren Hastings writes from Cossimbazar that great preparations were there making for a war with Shocut-Jung, the Nabab of Pyrnea, who has had to Nabobship of Bengal, Behar and Orissa conferred upon him by the King of Dily.—Consultations. 5, September, 1759.

গেল। সকলেই বলিতে লাগিলেন,—আর কেন? সময় থাকিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাও। ইংরাজ-দরবার তাহাই করিলেন। তাঁহারা শওকতজঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার জন্য এবং সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধনে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য "নজর" পাঠাইয়া পত্র লিখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। *

সিরাজদ্দৌলা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না; তাঁহার নিকট পূর্ব্ববৎ কাকুতি-মিনতি চলিতে লাগিল। তিনি যদি ঘূণাক্ষরেও এই রাজবিদ্রোহিতার সন্ধান পাইতেন, তবে হয় ত পল্‌তার বন্দর ইংরাজের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটিত না।

এদিকে মাদ্রাজনিবাসী ইংরাজগণ দুই মাসের মধ্যেও তর্কবিতর্কের শেষ করিতে পারিলেন না। ইংরাজের ফৌজ অপ্রচুর; চিরশত্রু ফরাসী হয় ত শীঘ্রই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে;—এমন সময়ে মাদ্রাজ হইতে পল্টন পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য কি না—সে বিষয়ে বিষম মতভেদ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল কারণে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল;—অবশেষে স্থির হইল যে, অন্যান্য প্রদেশের ভাগ্যে যাহা হয় হউক, সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার উদ্ধারসাধন করাই কর্ত্তব্য। এই সময়ে বিখ্যাত ইতিহাসলেখক অর্ম্মি সাহেব মাদ্রাজ-দরবারের সদস্য ছিলেন, তিনি এই সকল তর্ক-যুদ্ধের সবিস্তার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। † কলিকাতার উদ্ধারসাধন করা স্থির হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সেনাপতি করা হইবে তাহা সহজে স্থির হইল না।

পিগট্ সাহেব মাদ্রাজের গভর্ণর। পদগৌরবে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

* The Board agreed to send a letter in Persian to the Pyrnea Nabab with presents, hoping he might defeat Sirajed Dowla.—Consultations, 15 September, 1756.

† Orme. Vol. II. 84-89.

কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সেনানায়কদিগের মধ্যে কর্ণেল অল্ডারক্রন্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু বাংগালাদেশের যুদ্ধকলহে তাঁহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই। কর্ণেল লরেন্সের যোগ্যতা আছে, অভিজ্ঞতাও আছে,—সকল বিষয়েই তিনি পরিপক্ক! কিন্তু তিনি হাঁপানী রোগে জর্জ্জরিত,—বাংগালার জলবায়ু তাঁহার ধাতুতে সহ্য হইবে না। এইরূপে যখন একে একে সকল সেনাপতি পশ্চাৎপদ হইলেন, তখন কর্ণেল ক্লাইবের উপর অগত্যা এই ভার ন্যস্ত হইল। যাঁহারা ক্লাইবের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিলেন যে ইংরাজভাগ্যে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল।

কর্ণেল ক্লাইবের নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদে তাঁহার গর্ব্বোন্নত বীরপ্রকৃতির যে সুবৃহৎ চিত্রপট বিরাজিত রহিয়াছে, * তাহার প্রত্যেক তুলিকা-সম্পাতে আজিও যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক তীব্রতেজ উদ্ভাসিত হইযা উঠিতেছে। কত সুলেখক তাঁহার বীরকীর্ত্তির বর্ণনা করিয়া সাহিত্যজগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, "কর্ণেল ক্লাইব 'আজন্ম-সৈনিক,'—এত সাহস, এত বীরদর্প, এত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব একাধারে আর কাহারও জীবনে বিকশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ?"

মাদ্রাজ-দরবার স্থির করিয়া দিলেন যে, সেনাপতি ক্লাইব কলিকাতার ইংরাজ-দরবারের আজ্ঞাবহ হইবেন না; স্বাধীনভাবে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সসৈন্যে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ইংলণ্ডেশ্বরের নৌ-সেনাপতি আড্মিরাল ওয়াট্সন্‌কেও সেই সংগে প্রেরণ করা স্থির হইয়া গেল। †

ভারতভাগ্যবিধাতা মহাবীর ক্লাইব এবং ওয়াট্সন্ পাঁচখানি রণপোত

* Calcutta—Its highways and by-paths.

† ইংরাজ-লিখিত সমস্ত ইতিহাসেই এই সকল বিবর বর্ণিত রহিয়াছে। কেবল যিনি বাঙ্গালীকে "জাল জুয়াচুরী মিথ্যাকথার" অদ্বিতীয় আধার বলিয়া

লইয়া ১৬ই অক্টোবর মাদ্রাজের উপকূল ছাড়িয়া সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কোম্পানী বাহাদুরের পাঁচখানি জলযান মালপত্র বহিয়া চলিল। ৯০০ গোরাপল্টনের সঙ্গে ১৫০০ কালা সিপাহী সগর্ব্বে বঙ্গোপসাগর বিকম্পিত করিয়া বৃটিশের রণবাদ্যনিনাদে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে জাহাজে পদার্পণ করিল। জাহাজ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল;—যতদূর দৃষ্টি চলিল, বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া ইংরাজ-নরনারী রুমাল উড়াইয়া উৎসাহবর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

একজন বাঙ্গালী-কবি শ্রুতিমধুর সংস্কৃত কবিতায় নব্যভারতের ইতিহাস সংকলন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কবিতা-রস-মাধুর্য্যের প্রাখর্য্য রক্ষার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"অনুকূলোঽভবদ্বায়ুঃ প্রয়াণে ক্লাইবস্য হি।" *

কিন্তু প্রভঞ্জন অনুকূল হইতে পারিল না; বায়ুবেগে জাহাজগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। আড্‌মিরাল পোকক ২৫০ গোরা লইয়া 'কম্বরল্যাণ্ড' নামক সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং 'মারল্‌বরা' নামক আর একখানি কোম্পানীর জাহাজে অধিকাংশ গুলিগোলা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল;—এই দুইখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় জাহাজ যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার আর সন্ধান মিলিল না। অবশিষ্ট জাহাজগুলি অনেক ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, অবশেষে বালেশ্বর বন্দরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

সগৌরবে ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া ইংরাজের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে কল্পনা-বলে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—**Within forty-eight hours after the arrival of the intelligence it was determined that an expedition should be sent to the Hughley and that Clive should be at the head of the land-forces.—Macaulay's Lord Clive.**

* নব্যভারতম্।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সিরাজ না শওকতজঙ্গ—কাহাকে চাও !

ইংরাজদিগের যেরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়, তাহাতে এদেশের লোকের ধারণা ছিল যে, ইংরাজ দমন করা বোধ হয় মানুষের সাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্যের বৃটিশ "বেয়নেটে" ফরাসী-সেনা উপর্য্যুপরি পরাজিত হইতেছিল ; সে সংবাদে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহুবলে সেই অজেয় মহাশক্তিকে মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া মহাসমারোহে রাজধানী প্রত্যাগমন করায়, দেশের মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল ;—যাঁহারা আত্মোদর পূর্ণ করিবার জন্য দরিদ্রের মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিতেন না, সেই সকল পাত্রমিত্রদল বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের শেষ আশা শওকতজঙ্গ ;—কিন্তু অতঃপর তিনিও যে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং সিরাজদ্দৌলা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্তহৃদয়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলার কপালে নিরুদ্বেগ হইবার অবসর ঘটিল না। এক মাস-কালও নির্ব্বিবাদে কাটিল না। পূর্ণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, এইরূপ জনরব আবার দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে লাগিল। গুপ্তচরের সাহায্যে সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই সংবাদ পাইলেন যে, এই জনরব অলীক নহে। দিল্লীর বাদশাহ দীর্ঘকাল রাজকর না পাইয়া, অবশেষে মন্ত্রীদলের মন্ত্রণাক্রমে শাহজাদাকেই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছেন ;—তদনুসারে শাহজাদা

সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা ও শওকতজঙ্গ যুগপৎ রাজধানী আক্রমণ করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিলে, শাহজাদার নামে শওকতজঙ্গ রাজ্যশাসন করিবেন। সিরাজ নীরবে এই রণসমাচার লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না;—তিনিও সিংহাসন-রক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে, তাঁহার মন্ত্রীদলের চক্রান্তবলেই এই অভিনব অভিযানের সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিয়া শওকতজঙ্গকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া দিবার জন্য লালায়িত, তাঁহারা যে কিরূপ স্বদেশহিতৈষী পরিণামদর্শী বীরপুরুষ, সিরাজদ্দৌলা তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। শওকতজঙ্গ কুক্রিয়াসক্ত তরুণ-যুবক; তাঁহার মন্ত্রিদল স্বার্থলুব্ধ চাটুকার মাত্র;—তাঁহাকে পরাজিত করা কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু শাহজাদা যদি শওকতজঙ্গের সঙ্গে মিলিত হন, তবে সে সম্মিলিত শক্তির পরাজয় সাধন করা বড়ই অসাধ্য হইয়া উঠিবে। যদিও দিল্লীর প্রবলপ্রতাপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি বাদশাহের নামের ঐন্দ্রজালিক মহাশক্তি সর্ব্বথা বিলুপ্ত হয় নাই! সিরাজদ্দৌলা জানিতেন, সেই বাদশাহের নামের দোহাই দিয়া বাদশাহজাদা সম্মুখসমরে দণ্ডায়মান হইলে, এ দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই মুহূর্ত্ত-মধ্যে বাদশাহের পক্ষে চলিয়া পড়িবে; সিরাজকে হয় ত বিনাযুদ্ধে তাঁহার আত্মপক্ষীয় পাত্রমিত্রেরাই বাদশাহের নিকট বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবে। সুতরাং তিনি আর কালক্ষয় না করিয়া, শাহজাদার শুভাগমনের পূর্ব্বেই, পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনে কৃতসংকল্প হইলেন।

শওকতজঙ্গ রাজবিদ্রোহী। তথাপি শওকতজঙ্গ পরমাত্মীয়। আলিবর্দ্দীর বংশধর বলিয়া তিনিও লোকসমাজে সুপরিচিত। সুতরাং সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পাত্রমিত্রগণ নানারূপ চক্রান্ত

করিয়া সিরাজদ্দৌলার মনোরথ পূর্ণ করিবার অবসর প্রদান করিবেন না। সিরাজ সেইজন্য এক কৌশলজাল বিস্তৃত করিলেন।

পূর্ণিয়া প্রদেশে বীরনগরে একজন ফৌজদার থাকিত। সেই পদ শূন্য রহিয়াছে দেখিয়া, সিরাজদ্দৌলা রাসবিহারী নামক একজন অনুগত ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, শওকতজঙ্গের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। * সিরাজ যাহা চাহেন, তাহাই হইল। শওকতজঙ্গ পত্রপাঠ লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি বাদশাহী সনন্দ পাইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আমার নিতান্ত পরমাত্মীয়; তোমার প্রাণবধ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি প্রাণ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের কোন নির্জ্জন পল্লীতে পলায়ন করিতে চাও, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাহি না। বরং তুমি অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পাও, তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত আছি। আর বিলম্ব করিও না,—পত্রপাঠ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন কর। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের কপর্দ্দকেও হস্তক্ষেপ করিও না! যত শীঘ্র পার প্রত্যুত্তর পাঠাইও। সময় নাই। অশ্ব সুসজ্জিত। আমিও রেকাব-দলে পা তুলিয়া দিয়াছি। কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে যাহা কিছু বিলম্ব!" †

সিরাজদ্দৌলা যথাকালে এই উদ্ধতলিপি নবাব-দরবারের পাত্র-মিত্র-দিগের কর্ণগোচর করিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, অতঃপর কেহ আর যুদ্ধযাত্রাকালে বাধা প্রদান করিবে না এবং রাজবিদ্রোহী শওকতজঙ্গের পক্ষ সমর্থনার্থ বাদানুবাদ করিতেও সাহস পাইবে না। কিন্তু কথা উঠিতে না উঠিতেই প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। মন্ত্রিদল বুঝিলেন, শাহজাদার শুভাগমন করিতে এখনও অনেক বিলম্ব; তিনি সশরীরে শুভাগমন না করিলে, প্রকাশ্যে শওকতজঙ্গের পক্ষাবলম্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র;—ইহার মধ্যেই যদি

* Stewart's H story of Bengal.

† Stewart's History of Bengal.

সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধযাত্রা করেন, তবে শওকতজঙ্গের সকল চক্রান্তই চূর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলেই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে সিরাজ-দ্দৌলাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। জগৎশেঠ মুখপাত্র হইয়া বুঝাইতে লাগিলেন—"দিল্লীশ্বরই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার স্বামী। সুবাদার তাঁহার সনন্দবলে শাসনভার পরিচালন করেন। সিরাজদ্দৌলার সনন্দ নাই। শওকতজঙ্গ সনন্দ পাইয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে কে রাজা, কে প্রজা, তাহার মীমাংসা হইতে পারে না।" সিরাজ বুঝিলেন যে, চক্রান্ত বড়ই কুটিল পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন ; কেহ কেহ এরূপও রটনা করিতে লাগিলেন যে, নবাব ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে জগৎশেঠের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন, তাহাতেই সভাভঙ্গ হইয়া গেল। * বলা বাহুল্য, সিরাজদ্দৌলার আর কিছুমাত্র ইতস্তত: রহিল না; তিনিও বাহুবলে পূর্ণিয়া আক্রমণের জন্য সসৈন্যে ধাবিত হইলেন।

শাহজাদা শুভাগমন করিবার পূর্ব্বে পূর্ণিয়া আক্রমণ করিতে হইলে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করা আবশ্যক ;—উত্তরে হিমালয় ; সে পথে আক্রমণ করাও অসম্ভব, পলায়ন করাও অসম্ভব। সিরাজদ্দৌলা তিন দিক হইতে তিন দল সেনাসহায়ে পূর্ণিয়া আক্রমণ করাই স্থির করিলেন ; কিন্তু বিশ্বস্ত রণকুশল তিন জন সেনাপতি কোথায় ? জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করায়, মীরজাফর সর্ব্বসমক্ষে অসিস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আর সিরাজদ্দৌলার জন্য অস্ত্র-ধারণ করিবেন না। বিদ্রোহের স্পষ্ট সূচনায় সিরাজদ্দৌলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। জগৎশেঠকে কারামুক্ত করিতে হইল ; মীরজাফরকে

* ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই কথা রটনা করিয়া গিয়াছেন ;—ইহার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। মনে হয়,—এরূপ ঘটনা সত্যসত্যই ঘটিয়া থাকিলে তাহার

চিনিতে পারিয়াও, তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতে হইল এবং রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতা প্রদেশে রাখিয়া, অন্যান্য দলবল লইয়া পূর্ণিয়া যাত্রা করিতে হইল। একদল স্বয়ং নবাবের সঙ্গে রাজমহলের পথে ধাবিত হইল; এই দলে মীরজাফরকে সেনাপতি করিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিলেন। একদল রাজা রাম-নারায়ণের আজ্ঞায় পাটনা হইতে পশ্চিম-প্রান্ত আক্রমণ করিয়া, শাহজাদার গতিরোধের আদেশ প্রাপ্ত হইল, আর একদল মহারাজ মোহনলালের আজ্ঞায় জলংগী বহিয়া, পদ্মা উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ণিয়া আক্রমণের ভার প্রাপ্ত হইল। *

শওকতজংগ ইন্দ্রিয়াসক্ত, গর্ব্বোন্মত্ত, অকর্ম্মণ্য তরুণ যুবক। তিনি কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, নিজেই সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া নবাবগঞ্জ নামক স্থানে শিবির সন্নিবিষ্ট করিলেন। জীবনে একদিনের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করেন নাই; ধূমপুঞ্জে আকাশ অন্ধকার করিয়া গোলন্দাজগণ কামানমুখে মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করিলে কোথায় কেমন করিয়া সেনাসমাবেশ করিতে হয়, তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; অথচ প্রবীণ সেনানায়কগণ কোন বিষয়ে পরামর্শ দিবার চেষ্টা করিলে, শওকতজংগ স্পষ্টই বলিয়া উঠেন—তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনাচালনা করিয়াছেন! শওকতজংগ প্রভু,—সেনানায়কগণ পদানত ভৃত্য। তাঁহারা আর কি করিবেন? সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া পটমণ্ডপে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

কথা মুখে মুখে দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িত; এবং সকল ইতিহাসেই উল্লিখিত হইত। হেষ্টিংস স্বয়ং নবাব-দরবারে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি পলতায় পত্র লিখিতে বসিয়া অন্যান্য কথার সঙ্গে পত্রমধ্যে এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে ইহার উপর নিঃসন্দেহে আস্থা স্থাপন করা যায় না।

* Stewart's History of Bengal.

তথাপি শওকতজঙ্গের প্রবীণ সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষে অনুকূল স্থানেই যুদ্ধভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প সেনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখীন হইবার পক্ষে সেরূপ যুদ্ধভূমি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্মুখে বহুক্রোশবিস্তৃত জলাভূমি; তাহার উপর দিয়া শত্রুদলের গোলন্দাজ বা অশ্বারোহীদিগের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই; সেই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার উপযোগী একটিমাত্র সংকীর্ণ পথ; তাহার মুখে অল্প কয়েকশত সেনা সমাবেশ করিলেই, শত্রুসেনা ব্যূহভেদ করিতে পারিবে না। এমন অনুকূল স্থানে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াও শওকতজঙ্গ বুদ্ধির দোষে ব্যূহরচনা করিতে পারিলেন না। তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনা-সমাবেশ করিয়াছেন;—সুতরাং তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিবে কে? তিনি দুই দুই ক্রোশ ব্যবধানে এক এক সেনাপতির পটমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

শওকতজঙ্গ যখন মহাসমারোহে যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন, তখন মোহনলালের সেনাদলের সংগে মীরজাফরের সেনাদল মিলিত হইয়া "মার মার" শব্দে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু কেহই তাহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে না। তাহারা ক্রমে জলাভূমির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া মোহনলালের সেনাদল গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করিল; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ গোলাই অর্দ্ধপথে পংকসলিলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। যে দুই একটি গোলা কচিৎ শওকত-জঙ্গের সেনানিবাসে পতিত হইতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, শওকতজঙ্গ বাহাদুর হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেনাদল ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, অবসর পাইয়া মোহনলাল ক্রমে সেই সংকীর্ণ পথের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—এমন সময়ে একজন প্রবীণ আফগান সেনাপতি শওকতজঙ্গের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে নিবেদন

করিলেন—"জাঁহাপনা! এ কিরূপ সমরকৌশল? আমরা দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্-মোল্কের অধীনে অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছি; কিন্তু এমন যুদ্ধ ত কখনও দেখি নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে; যে যেদিকে পারিতেছে, সেই পথেই পলায়ন করিতেছে! এমন করিয়া কতক্ষণ শত্রুসেনার গতিরোধ করিবেন? গোলন্দাজদিগকে সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী করিয়া, যথাশাস্ত্র যুদ্ধব্যাপারে অগ্রসর হউন।" শওকতজঙ্গের তরুণহৃদয়ে এই উপদেশবাক্য তীব্র তীরের মত বিঁধিয়া পড়িল; তিনি স্ফুরিতাধরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"যাও যাও! আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আসিও না। নিজাম-উল্-মোল্ক গাধা! তাই সে তোমাদের কথা শুনিয়া সেনাচালনা করিত। আমি এই বয়সে এমন তিনশত যুদ্ধ যুঝিলাম, আজ কি না তুমি আমাকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছ? আফগান-সেনাপতি সসম্ভ্রমে সরিয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামক একজন হিন্দু সেনাপতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আর শওকতজঙ্গের আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। যে সকল পদাতিসেনা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার কামান-চালনার প্রতিবন্ধক হইতে ছিল, তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া শ্যামসুন্দর কামান লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। শ্যামসুন্দর একজন প্রভুভক্ত মসিজীবী হিন্দু;—যুদ্ধ-ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। শত্রুসেনার আগমনসংবাদে তিনি লেখনী ত্যাগ করিয়া গোলন্দাজগণের সেনাপতি হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত শ্যামসুন্দর এরূপ বীরপ্রতাপে অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, রণপণ্ডিত মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধপথে অশ্বরশ্মি সুসংযত করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামসুন্দরের কামান ভীম কলরবে ঘন ঘন অনলবর্ষণ করিয়া মোহনলালের সেনাপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া তুলিল।

শ্যামসুন্দরের বীরপ্রতাপে শওকতজঙ্গ এতই উত্তেজিত হইলেন যে,

তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া, অশ্বসেনাকেও অগ্রসর হইবার আদেশ প্রচার করিলেন। বিচক্ষণ অশ্ব-সেনানায়কগণ নবাবের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশ্বসেনা অগ্রসর হইলে একজনও প্রত্যাগমন করিবে না; উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণে মধ্যপথেই পঞ্চত্বলাভ করিবে। শওকতজঙ্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"হিন্দু শ্যামসুন্দর * কেমন বীরপ্রতাপে অগ্রসর হইতেছে,—সে মরিল না,—আর তোমরা মুসলমান বীরপুরুষ; তোমরাই মৃত্যুভয়ে জড়সড় হইয়াছ? বুঝিলাম তোমরা সকলেই কাপুরুষ।" সেনাপতিগণ সে ধিক্কার সহ্য করিতে পারিলেন না; পলকমধ্যে দলে দলে অশ্বারোহণ করিয়া সমর-তরঙ্গের মধ্যে সগর্ব্বে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন। শওকতজঙ্গ ভাবিলেন যে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন,—যেরূপ বীরপ্রতাপে অশ্বসেনা অগ্রসর হইল, তাহারা অপর পারে উত্তীর্ণ হইতেই যাহা কিছু বিলম্ব;—নচেৎ যুদ্ধজয়ে আর সন্দেহ কি? তিনি তখন বিজয়োৎফুল্ল-হৃদয়ে পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পানপাত্র উঠাইয়া লইলেন। সারঙ্গ সারঙ্গী ধরিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; তাহার সহচরীগণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া কটাক্ষে কুটিল সন্ধান পূরণ করিতে বিলম্ব করিল না; শওকতজঙ্গ ভাঙ্গ ও সঙ্গীতমোহে অচেতন হইয়া পড়িলেন। †

* বাঙ্গালী কায়স্থ শ্যামসুন্দর শওকতজঙ্গের পিতার আমল হইতে গোলন্দাজ সৈন্যের বেতনাধ্যক্ষ ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"ইনি কেবল মসিজীবী ছিলেন না। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের নিকট অসি-মসীর সাপত্ন্য-সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত ছিল না।" কিন্তু এই যুদ্ধের পূর্ব্বে শ্যামসুন্দরের সেনা-চালনার বা সমর-শিক্ষার কোন প্রমাণ দেখি নাই।

† It being than about three o'clock in the day, Shokot Jung, having taken his inebriating draught, retired to his tent, to amuse himself with the songs of his women.—Stewart.

এদিকে অশ্বসেনা জলাভূমি উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবামাত্র পংকসলিলে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিতে লাগিল। যুদ্ধ হইল না ; কেবল অনবরত নরহত্যায় যুদ্ধভূমি রুধির-রঞ্জিত হইতে লাগিল। এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় কে কতক্ষণ মৃত্যুকামনায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? সেনাদল একে একে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। সেনাপতিগণ ভাবিলেন যে, এই সময়ে শওকতজংগ সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলে হয় ত সেনাদলের উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে। তাঁহারা তাড়াতাড়ি নবাবের পটমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। নবাব তখন সংজ্ঞাশূন্য ;—উষ্ণীষ খসিয়া পড়িয়াছে, অসি কক্ষচ্যুত হইয়াছে, হস্তপদ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে, পটমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া নূপুর কংকণ রুণুঝুণু বাজিয়া উঠিতেছে। তথাপি সেনাপতিগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না ;—তাঁহারা ধরাধরি করিয়া শওকতজংগকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইলেন এবং সেইরূপভাবেই তাঁহাকে রণভূমিতে আনয়ন করিলেন। * তাঁহাকে দেখিয়া সেনাদলের সাহস হইবে কি, তাঁহার দৃষ্টান্তে সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। শত্রু-শিবির হইতে মুহুর্মুহুঃ লৌহপিণ্ড ছুটিয়া আসিতেছে ; সাহসী সুচতুর প্রভুভক্ত ফৌজদারী ফৌজ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রচণ্ড পীড়নে ধরাশায়ী হইতেছে। সেনাপতিগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাবকে চেতন করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন ;—কিন্তু হায়! শওকতজংগ তখন একেবারে সংজ্ঞাশূন্য ; কেবল চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে "বহুত আচ্ছা বিবিজান" বলিয়া সংগীতের তালরক্ষা করিতেছেন।

হায়! সিরাজদ্দৌলা! এই শওকতজংগকে সিংহাসনে বসাইয়া তোমাকে রসাতলে দিবার জন্য যাহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহারাই

* At this time he was so much intoxicated that he could not sit erect —Stewart.

আজ ইতিহাসের নিকট সম্মানাস্পদ ;—আর তুমি তাহাদের রাজা, আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক হইয়াও, শতকলঙ্কে কলঙ্কিত।

শওকতজঙ্গকে বহুক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল না। অব্যর্থ-সন্ধান-নিপুণ সিরাজ-সৈনিকের গুলি আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ করিল, শওকতজঙ্গের সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল !

পূর্ণিয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। মহারাজ মোহনলাল তাহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে রাজপদ-মন্ত্রিপদ বিতরণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। * সিরাজ রাজকোষ হস্তগত করিয়া, শওকত-জননীকে সসম্ভ্রমে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিলেন ; সেখানে সিরাজ-জননীর সহিত শওকত-জননী অন্তঃপুরে স্থানলাভ করিলেন।

* He then regulated the country and having placed his own son in charge of Purneah, he went to join his master.—Stewart.

১০ম

কলিকাতার পুনরুদ্ধার

পূর্ণিয়ার বিদ্রোহদলনের জন্য সিরাজদ্দৌলা কিছুদিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের কোন সন্ধান লইবার অবসর পান নাই। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে অনেকের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কলিকাতায় পুনরাগমনের পথ সহজ করিয়া তুলিয়াছিলেন। পাত্রমিত্রগণ যখন সিরাজদ্দৌলাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া সেই কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। সকলেই শুনিল, ইংরাজেরা শীঘ্রই কলিকাতায় পুনরাগমনের অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইবেন।

সিরাজদ্দৌলার বাহুবল ছিল, বুদ্ধিকৌশল ছিল, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য অদম্য হৃদয়াবেগ ছিল। বালক সিরাজদ্দৌলা যখন যে আবদার ধরিয়া বসিতেন, কেহ তাহা ছাড়াইতে পারিত না। যুবক সিরাজদ্দৌলাও যখন যাহা করিতে চাহিতেন, কেহ তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিত না। পাত্রমিত্রগণের কুটিল ব্যবহারে তাঁহার স্বাভাবিক স্বাধীন হৃদয় ক্রমে ক্রমে অধিক স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল ; নিজে যাহা বুঝিতেন, কেন তাহার প্রতিবাদ করিলেই সন্দেহ হইত যে, তাহার মধ্যে হয় ত কোন গুপ্তকল্পনা লুক্কায়িত আছে। লোকের ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়ে এই রূপে অনেক সন্দেহের বীজ নিক্ষিপ্ত হইলেও, স্বভাবসুলভ সরল বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। ধর্ম্মের নামে, ঈশ্বরের নামে অথবা কোরাণ শপথ করিয়া পরম শত্রুও যাহা বলিত, তিনি অবলীলাক্রমে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন। এরূপ সরল বিশ্বাস না থাকিলে, সুচতুর সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু সিরাজ-চরিত্রের যাহা সদ্‌গুণ, তাহাই তাঁহার

শত্রুদলের হাতে পড়িয়া তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ সহজ করিয়া দিল। সকলেই বুঝাইলেন যে, ইংরাজ-বণিকের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে; তাঁহারা আর অতঃপর উদ্ধত স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিবেন না; অতএব তাঁহাদিগকে কলিকাতায় পুনরাগমন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হউক। সিরাজদ্দৌলাও বলিলেন—"তথাস্তু!" শওকতজঙ্গের পরাজয়ের পর স্বার্থরক্ষার জন্যই যে দশজনে মিলিয়া ইংরাজকে আবার এদেশে আনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—সময় থাকিতে সিরাজদ্দৌলা তাহার গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিবার অবসর পাইলেন না।

এ দিকে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, মাণিকচাঁদ,—সকলেই সিরাজদ্দৌলার বাহুবলের ও শাসনকৌশলের পরিচয় পাইয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের উভয়-সংকট উপস্থিত হইল। কার্য্যানুরোধে তাঁহারা সকলেই সিরাজদ্দৌলাকে চিনিয়াছিলেন; সিরাজও তাঁহাদের সকলকেই চিনিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওয়া অথবা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহঘোষণা করা,—মন্ত্রীদলের পক্ষে উভয় পথই তুল্যরূপ সংকটপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং ইংরাজদিগের আগমন-সংবাদে তাঁহারা সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, যাহাতে ইংরাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘনীভূত হয়, তাহার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদিগের কথাবার্ত্তা, চিঠিপত্র, সকলই চলিতে লাগিল। নবেম্বর মাসের শেষে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "জগৎশেঠই ইংরাজের একমাত্র ভরসাস্থল; সুতরাং ইংরাজেরা যে তাঁহার উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছেন, এ বিষয়ে যেন শেঠজীর মনে কিছু মাত্র সন্দেহ না থাকে।" * শেঠজীর আর সন্দেহ রহিল না;—তিনি কায়মন-বাক্যে ইংরাজদিগের কল্যাণকামনায় নিযুক্ত হইলেন।

* Consultations at Fulta, 28 November, 1756.

এদেশে একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে,—

"স্বকার্য্য সাধিতে খল তোষামোদ করে,
তাহে মুগ্ধ হয় যত বোধহীন নরে।"

শেঠজী সে পুরাতন প্রবাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেন না। যে ইংরাজেরা একবৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করিয়া, জগৎশেঠের আয়ের পথ সংকীর্ণ করিবার প্রত্যাশায়, গোপনে গোপনে বাদশাহের দরবারে অর্থবৃষ্টি করিতেছিলেন, * তাঁহারাই যখন কার্য্যানুরোধে শেঠজীকে আকাশ হইতেও উচ্চস্থানে উঠাইতে লাগিলেন, তখন শেঠজী একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতের যবনিকা যে ভীষণ দৃশ্যপট আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া, গতানুশোচনা পরিত্যাগ করিয়া হতভাগ্য উমিচাঁদও কায়মনবাক্যে ইংরাজের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইলেন। দিন যাইতে লাগিল এবং দিনদিনই ইংরাজের আশালতা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চতুরচূড়ামণি মাণিকচাঁদ অতীব সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভরসা ছিল পূর্ণিয়ার যুদ্ধেই সিরাজের সর্ব্বনাশ হইবে;—যখন তাহা হইল না, তখন তিনি গোপনে ইংরাজের সহায়তা করিয়া, প্রকাশ্যে কলিকাতা রক্ষার জন্য বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। †

পাদরী বেণ্টু একজন চুঁচুড়ার পাদরী সাহেব। তিনি ইংরাজদিগের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ কলিকাতায় বাস করিবার উপলক্ষে তথাকার গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্রে পলতার ইংরাজেরা

---

* Despatch to Court, 22 February.

† And yet Omichand and Manikchand were at this time in friendly correspondence with the English, they negotiated at this time between the Nawab and the Fnglish, understanding how to run with the hare and keep with the hou nd.—Revd. Long.

জানিতে পারিলেন—"মাণিকচাঁদ নদীর দিকে অনেকগুলি তোপ সাজাইয়া আসর জমকাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকলই বাহ্যাড়ম্বর! দুর্গে দেড় হাজারের অধিক সিপাহী নাই। কামানগুলি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। টানার দুর্গে কেবল ২০০ সিপাহী আছে; হুগলীতে দুর্গমধ্যে ৫০ জন এবং বাহিরে ৫০০ জনের অধিক পল্টন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।" *

উমিচাঁদ লিখিয়া পাঠাইলেন—"লোকে নবাবের ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না; কিন্তু ইংরেজদিগের পুনরাগমনের জন্য খোজা বাজিদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সওদাগরগণ একান্ত উৎসুক।" † হলওয়েল সাহেব সংবাদ পাইলেন, কলিকাতার দুর্গ একরূপ অরক্ষিত। তাহার চারিটি বুরুজই অকর্ম্মণ্য। কলিকাতার লোকে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, নবাব-দরবার হইতে ইংরাজ-আগমনের অনুমতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, কেহ আর কলিকাতা-রক্ষায় মনোযোগ দিতেছে না।" ‡ এই সকল সংবাদে পলতার ইংরাজদল আশায় আনন্দে মাদ্রাজের সেনাদলের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্ পুরাতন বন্ধু। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উভয় বন্ধু মিলিত হইয়া মালাবার উপকূলে এক লাভজনক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখানে সুবর্ণদুর্গের বন্দরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যুদ্ধজাহাজের আড্ডা ছিল; অংগ্রীয়া নামক একজন মহারাষ্ট্র-বীর তাহার নৌ-সেনাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কালক্রমে মহারাষ্ট্রশক্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন

---

* Long's Selections from the Records of the Government of India. Vol. I.

† Omichand writes from Chinsura that Coja Wazed and other merchants would be glad to see the English return, were it not for the fear of the Nawob.—Revd. Long.

‡ Ibid.

করিয়া সমুদ্রবক্ষে যাহার-তাহার অর্ণবপোত লুণ্ঠন করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাঁহার অত্যাচারে কি মহারাষ্ট্রীয় সেনা কি ইউরোপীয় বণিক, সকলেই সমানভাবে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া নিরুদ্বেগে সমুদ্রকূলে বসিয়া রহিয়াছেন; সেই সুযোগ পাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্থবলে তাঁহাদের সহায়তা ক্রয় করিলেন এবং সেই সমবেতশক্তি সুবর্ণদুর্গ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। হিন্দুদিগের নৌ-সেনাবল প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এই উপলক্ষে চিরদিনের মত তাহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ যথেষ্ট অর্থ-লুণ্ঠনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মোট ১৫০০০০০ টাকা পাইয়াছিলেন। *

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সনের যুদ্ধ-জাহাজ যখন উড়িষ্যার উপকূলের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন মহামতি ক্লাইব মহামতি ওয়াট্‌সন্‌কে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। পরামর্শের বিষয় আর কিছু নহে,—বাহুবলে বাঙ্গালাদেশ লুণ্ঠন করিতে পারিলে কে কিরূপ ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারই কথা! ওয়াট্‌সন্‌ সুবর্ণদুর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইতে চাহিলেন; ক্লাইব তাহাতে সম্মত হইলেন না;—সে যাত্রা ক্লাইবের ভাগ কিছু কম হইয়াছিল। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হইল যে, সে যাত্রায় যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে ভাগ হইবে,—সমান সমান! †

* The enterprise succeeded and the prize-money amounted to Rs. 1500000.—Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

† After they had been some time at sea, a council was held on board Admiral Watson's ship to settle the distribution of prizemoney.—Clive's Evidence.

যাঁহারা ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌কে বাঙ্গালাদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কোনরূপে কলিকাতার বাণিজ্যাধিকার পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে বিনা রক্তপাতে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকোটের নবাবের নিকট হইতে সিরাজদ্দৌলার নামে সুপারিশপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর সেই সকল আদেশ পালন করিবার জন্য যাঁহারা সসৈন্যে বঙ্গদেশে শুভাগমন করিলেন, তাঁহারা সেনা-সাহায্যে বঙ্গভূমি লুণ্ঠন করিয়া কে কত অর্থলাভ করিবেন, সেই চিন্তা লইয়াই বিভোর হইয়া রহিলেন। ইহাতে মীরজাফরের ভাগ্যবৃক্ষে কিরূপ সুধাফল ফলিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা এ সকল গুপ্তমন্ত্রণার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। মেজর কিলপ্যাট্রিক বা পল্‌তার ইংরাজদিগেরও তাহা জানিবার উপায় ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ বাণিজ্যাধিকার লাভ করিবার জন্যই কাকুতি-মিনতি জানাইতে লাগিলেন এবং সিরাজদ্দৌলাও তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিলেন না।

সকল গোলযোগের অবসান হয় হয়, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, ইংরাজ-বণিক অনেক গোলা-বারুদ লইয়া মাদ্রাজ হইতে পল্‌তার বন্দরে আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিয়াছেন। এই সংবাদ আসিতে না আসিতেই সেনাপতি ওয়াট্‌সনের নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজদূত উপনীত হইল।

ওয়াট্‌সনের পত্রখানি এইরূপ :—

FROM ON BOARD HIS BRITANICK MAJESTY'S SHIP KENT AT FULTA THE *17th. December, 1756.*

"The King, my Master (whose name is revered among the monarchs of the world) sent me to these parts with a great fleet, to protect the East India Company's trade

rights and privileges. The advantages resulting to the Mogul's dominions from the extensive commerce carried on by my master's subjects, are too apparent too need enumerating ; how great was my surprise, therefore, to hear you had marched against the said Company's factories, with a large army and forcibly expelled their servants, seized and plundered their effects, amounting to a large sum of money and killed great numbers of the King, my master's subjects.

"I am come down to Bengal to re-establish the said Company's servants in their former factories and houses and hope to find you willing to restore them their ancient rights and immunities. As you must be sensible of the benifit of having the English settled in your country, I doubt not you will consent to make them a reasonable satisfaction for the losses and injuries they have suffered and by that means put an amicable end to the troubles and secure the friendship of my King, who is a lover of peace and delights to act in equity. What can I say more ?" *

* Ive's journal.

বিংশ পরিচ্ছেদ

কে শান্তিপ্রিয়,—

মুসলমান সিরাজ, না খৃষ্টীয়ান ইংরাজ!

ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ পলতায় পদার্পণ করিয়াই বীরদর্পে কলিকাতা পুনরধিকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা যে মনে মনে লঙ্কাভাগ করিয়া তাহার কাম্যধন লুণ্ঠন করিবার জন্যই এতদূর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, পল্‌তার ইংরাজেরা তাহার গুপ্ত সমাচার জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিতে নিতান্ত অসম্মত;—নবাব যখন বিনাযুদ্ধেই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন, তখন আর অনর্থক নরহত্যায় লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন যে, যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং সৈন্যক্ষয় হইবার অনিশ্চিত ফলাফল পরিহার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ধীরভাবে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বিনাযুদ্ধে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিতে পারা যাইবে। ক্লাইব সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কলিকাতা আক্রমণ করাই স্থির হইয়া গেল। মহাবীর ক্লাইব তখন গর্ব্বোন্নত মস্তকে অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন এবং এই পত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দিবার জন্য মাণিকচাঁদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য মাণিকচাঁদের সাহসে কুলাইল না; তিনি কিছুতেই সে উদ্ধতলিপি নবাবের নিকট প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন না।

ক্লাইব ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ময়দাপুরের ময়দানের নিকটে জাহাজ লাগাইয়া, স্থলপথে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে লগিলেন। ভাগীরথী-

তীরে বজ্‌বজ্‌ নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। ওয়াট্‌সন্‌ জলপথে সেই দুর্গ আক্রমণ করিবেন এবং যদি কেহ দুর্গত্যাগ করিয়া পলায়নের আয়োজন করে, স্থলপথে ক্লাইব তাহাদের ভবযন্ত্রণা দূর করিতে ত্রুটি করিবেন না ;—এইরূপ সংকল্পে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধের উপক্রমেই গৃহ-কলহের সূত্রপাত হইল। স্থলপথে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে, কামান টানিবার জন্য, বারুদ টানিবার জন্য, রসদ টানিবার জন্য, গরু ঘোড়া মহিষের প্রয়োজন। কলিকাতার পলায়িত ইংরাজগণ এই সকল জীবজন্তু সংগ্রহ করিয়া না দিলে ক্লাইবের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই নবাবের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। ক্লাইব তাঁহাদিগকে ভীরু কাপুরুষ প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, স্বয়ং অধ্যবসায় বলে সগন্যাপূরণ করিতে অগ্রসর হইলেন ;—দুইটিমাত্র কামান এবং একখানিমাত্র বারুদের গাড়ি সংগৃহীত হইল ; পদাতিকগণ পর্য্যায়ক্রমে তাহা টানিয়া লইতে লাগিল। এইরূপ অসমসাহসে, অকুতোভয়চিত্তে, অপরাজিত উৎসাহে ক্লাইবের সেনাপ্রবাহ কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, ওয়াট্‌সন্‌ জলপথে ধীরে ধীরে উজান বহিয়া চলিতে লাগিলেন। *

ময়দাপুর হইতে বজ্‌বজিয়া আটক্রোশ। পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় বনজঙ্গল ভাঙিয়া সেই আটক্রোশ আসিতেই ইংরাজসেনা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। দুর্গটি নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন, তন্মধ্যে সিপাহীর সংখ্যাও যৎ-সামান্য ;—তথাপি ওয়াট্‌সন্‌ না আসিলে, একাকী ক্লাইব দুর্গাক্রমণ করিতে সাহস পাইলেন না। সকলেই পথশ্রমে এরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন

* This arouse from the continued apprehensions of the Council at Fulta, who clinging to their first fear with more than martyr's steadfastness did not venture to provide a single beast either of draught or burden, lest they should incur the Subhadar's resentment.—Thornton's Vol. I. 204.

যে, প্রহরী পর্য্যন্ত না রাখিয়া, সকলেই একে একে অনাবৃত ভূতলশয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।" *

ইংরাজেরা সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, এই সংবাদে মাণিকচাঁদ বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে, সন্ধিও হয় হয় হইয়াছে,—সুতরাং তিনি যুদ্ধকলহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি নবাবের লবণের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য লোক দেখাইবার মত বাহ্যাড়ম্বর করিতে হইল, মাণিকচাঁদ স্বয়ং সসৈন্যে বজ্‌বজিয়াভিমুখে ধাবিত হইলেন।

মাণিকচাঁদ গোলাবর্ষণ করিয়া সুপ্তসিংহকে প্রবুদ্ধ করিতে না করিতে উভয়দলে শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে পরীক্ষায় রাজা মাণিকচাঁদ বীরোচিত কর্ত্তব্যপালনের জন্য ব্যাকুল হইলেন না;—ইংরাজেরা দুই-চারিটি গোলা ছাড়িতে না ছাড়িতেই মাণিকচাঁদ পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন যে—"মাণিকচাঁদের উষ্ণীষের নিকট দিয়া শন্ করিয়া বন্দুকের গুলি চলিয়া গেল, আর তিনি অমনি চম্পট!" † তিনি আর সে অঞ্চলে মুহূর্ত্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারিলেন না; বজ্‌বজ্ ছাড়িয়া কলিকাতা ছাড়িয়া, একেবারে ঊর্দ্ধশ্বাসে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিলেন। মাণিকচাঁদের পলায়নকাহিনী সবিশেষ বিস্ময়পরিপূর্ণ;—ইতিহাস তাহার রহস্যনির্ণয় না করিয়া, তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়াছে; কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত মাণিকচাঁদের যে সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত কি ইহার কোনই সংশ্রব ছিল না? ‡

* যুদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ইতিহাসলেখকগণ ইহার উল্লেখ করিবার সময় ক্লাইবকে সাহসী বা সুচতুর বীরপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ ইহার প্রতিকূল সমালোচনাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব ও তাঁহার নিদ্রালু সেনাদল কেবল দৈবানুকম্পায় রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত কোন বীরকীর্ত্তির সংশ্রব ছিল না।

† Ive's Journal.

‡ The Government (in 1763) agreed to entertain on the Company's pay the son of the deceased Manickchand, who was useful to them in various ways during the preceding

ইহার পর আর যুদ্ধ করিতে হইল না। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ ২রা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা-দুর্গের নিকটস্থ হইলে দুর্গাধিকারী সিপাহী-দল দুই চারিটি গোলা চালনা করিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল ;—মহাবীর ক্লাইব সদর্পে কলিকাতার শূন্যদুর্গে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন।

দুর্গজয় সুসম্পন্ন হইল, রণকোলাহল শান্তিলাভ করিল, কিন্তু ইংরাজ-সেনানায়কদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন্‌ উভয়েই চতুরচূড়ামণি ;—চতুরে চতুরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। উভয়েই বুঝিলেন যে, দুর্গ যাঁহার হস্তে থাকিবে, লুঠের ধনে তাঁহারই আধিপত্য জন্মিবে। সুতরাং ওয়াট্‌সন্‌ দুর্গদখল করিবার জন্য কাপ্তেন কুটকে এক পরোয়ানা প্রদান করিলেন। কাপ্তেন কুট পরোয়ানা লইয়া দুর্গ-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওয়াট্‌সনের অধিকার মানি না ; আমি দুর্গাধিপতি—যদি আজ্ঞাপালন করিতে ইতস্ততঃ কর, এখনই কারারুদ্ধ করিব!" কুট সাহেব কুটকৌশলে পরাস্ত হইয়া, ওয়াট্‌সনকে পরোয়ানা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ওয়াট্‌সন্‌ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন ;—তিনি কাপ্তান স্পিককে পাঠাইয়া দিলেন ; স্পিক্‌ আসিয়া ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার আজ্ঞায় দুর্গাধিকার করিয়াছ?" ক্লাইব বলিলেন যে, তিনিই প্রধান সেনাপতি, সুতরাং দুর্গাধিকারে তাঁহারই একমাত্র ক্ষমতা,—ওয়াট্‌সনের কোন ক্ষমতা নাই! এই সংবাদে ওয়াট্‌সন্‌ বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্লাইব সহজে দুর্গাধিকার পরিত্যাগ না করিলে, তাঁহাকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিবে ;—ক্লাইব বলিলেন, তথাস্তু ; কিন্তু এই আত্মকলহের জন্য ওয়াট্‌সন্‌ দায়ী! অবশেষে কাপ্তেন লাথাম ও স্বয়ং ওয়াট্‌সনও দুর্গমূলে শুভাগমন করিলেন এবং অনেক তর্ক

---

30 years though he led the Nawab's troops against the English at the battle of Budge Budge.—Revd. Long.

বিতর্কের পর উভয়পক্ষেই সন্ধি হইয়া ক্লাইবের হস্তেই দুর্গাধিকার সমর্পিত হইল। * পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক দুর্গজয়ের কাহিনী লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু এরূপ গৃহকলহের দৃষ্টান্ত বোধ হয় অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

উভয়দলের মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য ড্রেক সাহেবকে কলিকাতার শাসনভার প্রদান করা হইল; তিনি পুনরায় কলিকাতার কর্ত্তা হইয়া সগৌরবে আসন গ্রহণ করিলেন।

ইংরাজেরা দুর্গ প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গমধ্যে কোম্পানীর অধিকাংশ দ্রব্যজাত যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে,—কিছুই অপহৃত বা বিলুণ্ঠিত হয় নাই। † দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যে সকল বাড়ীঘর ছিল, তাহাই কেবল সিপাহীরা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ‡

দুর্গ হস্তগত হইল। দেশের লোক দলে দলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইংরাজ-বাণিজ্য পুনঃসংস্থাপনের সূত্রপাত হইল। ক্লাইবের কর্ত্তব্যকার্য্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু লঙ্কাভাগ ত হইল না! সুতরাং দেশ লুণ্ঠনের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হুগলী লুণ্ঠন করা স্থির হইল। হুগলী বহুদিনের পুরাতন স্থান; ফৌজদারের রাজধানী; বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তিভূমি:—সেখানে অবশ্যই অগণিত ধনরত্ন পুঞ্জীভূত থাকা সম্ভব। মেজর কিলপেট্রিক বহুদিন নিষ্কর্ম্মা বসিয়া রহিয়াছেন,

* Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons, 1772.

† The greatest part of the merchandises belonging to the Company which were in the Fort when taken, were found remaining without detriment.—Orme. ii. 126.

‡ The fort and city were plundered and as many of the magnificent houses destroyed, as the short time would permit.—Scrafton's Reflections.

তাঁহার উপরেই লুণ্ঠনের ভার সমর্পিত হইল। পদাতিক, গোলন্দাজ, ভলান্টিয়ার,—লুণ্ঠনলোভে ইংরাজমাত্রেই হুগলীর দিকে ছুটিয়া চলিল। হুগলীর দুর্গ এবং রাজধানী লুণ্ঠিত হইল; তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া ইংরাজসেনা যতদূর পারিল, লোকের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

ওয়াট্‌সন্‌ এবং ক্লাইব বঙ্গদেশে শুভাগমন করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলার নিকট সন্ধির প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলাও সম্মতি-সূচক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সে কথার কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন না করিয়া, ইংরাজেরা বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধৃষ্টতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তথাপি সিরাজদ্দৌলা তাহাতে উত্ত্যক্ত না হইয়া পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"You write me, that the King, your master, sent you into India to protect the Company's settlements, trades rights and privileges; the instant I received this letter, I sent you an answer; but it appears to me that my reply never reached you, for which reason I write again.

I must inform you, that Roger Drake, the Company's Chief in Bengal, acted contrary to the orders I sent him and encroached upon my authority; he gave protection to the King's subjects who absented themselves from the inspection of the Durbar, which practice I did forbid, but to no purpose. On this account, I was determined to punish him and accordingly expelled him my country; but it was my inclination to have given the English Company permission to have carried on their trade as formerly, had another Chief been sent here; for the good therefore of these Provinces and the inhabitants, I send you this letter and if you are

inclined to re-establish the Company, only appoint a Chief and you may depend upon my giving currency to their commerce upon the same terms as heretofore enjoyed. If the English behave themselves like merchants and follow my orders, they may rest assured of my favour, protection and assistance." *

সিরাজদ্দৌলার এই পত্রখানির মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

২৩শে জানুয়ারী, ১৭৫৭

তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার প্রভু এবং রাজা কোম্পানীর কারবার ও তাহার অধিকার রক্ষার জন্যই তোমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। আমি যখন এই পত্র পাই তৎকালেই পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পাঠাইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি—আমার প্রত্যুত্তর তোমার হস্তগত হয় নাই; তজ্জন্য আবার (এই পত্র) লিখিতেছি।

আমি বলিয়া রাখি,—কোম্পানীর বঙ্গ বিভাগের অধ্যক্ষ রোজার ড্রেক আমার আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিয়া আমার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছিল;—দরবারে হিসাব নিকাশ না দিয়া যে সকল প্রজা পলায়ন করে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল;—আমি নিষেধ করিয়াও এরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি নাই। কেবল সেই জন্যই আমি তাহাকে দণ্ড দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম এবং তাহাকে আমার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু ইংরাজেরা আর কাহাকেও অধ্যক্ষ করিয়া পাঠাইলে, আমি পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যাধিকার প্রদান করিব বলিয়াই ইচ্ছা ছিল। অতএব রাজ্যের ও রাজ্যবাসিগণের মঙ্গলের জন্য এই পত্র লিখিতেছি, যদি কোম্পানীর বাণিজ্য সংস্থাপিত করাই তোমাদের ইচ্ছা হয়, একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত কর,—তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মে

* Ive's Journal.

বাণিজ্যাধিকার পরিচালনার জন্য আদেশ পাইতে পারিবে। ইংরাজেরা যদি বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে, তবে তাহারা যে আমার অনুগ্রহ, প্রতিপালন ও সহায়তা লাভ করিবে এবিষয়ে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে।

এই পত্রে সিরাজচরিত্রের যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত ইতিহাস-বর্ণিত সিরাজদ্দৌলার কত প্রভেদ! কিন্তু ইংরাজেরা সে সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলেন না। এই পত্র যখন ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তখন তাঁহারা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া, হুগলী বিপর্য্যস্ত করিয়া, বীরসিংহ হইয়া বৃটিশ-দুর্গে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুতরাং ওয়াট্‌সনের শান্তমূর্ত্তি তিরোহিত হইয়া গেল;—তিনি এবার সিংহবিক্রমে প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন :—

"You told me in your letter, that the reason of your expelling the English out of these countries was the bad behaviour of Mr. Drake, the Company's Chief in Bengal. But besides that, Princes and Rulers of States, not seeing with their own eyes, nor hearing with their own ears, are often misinformed and the truth (is) kept from them by the arts of crafty and wicked men ; was it becoming the justice of a Prince to punish all for one man's sake ? Or to ruin destroy so many innocent people as had no way offended, but who relying on Our Royal Paramaunt, expection and protection security both to their property and lives, instead of oppression and murder, which they unhappily found ? Are these actions becoming the justice of a Prince ? No body will say they are. They can only then have been caused by men, who have misrepresented things to you through malice or for their own private ends ; for great

Princes delight in acts of justice and in shewing mercy.

If therefore you are desirous of meriting the fame of a great Prince and lover of justice, shew your abhorrence of these proceeding, by punishing those evil counsellors who advised them ; cause satisfaction to be made to the Company and to all others who have been deprived of their property and by these acts trun off the edge of the sword which is ready to fall on the heads of your subjects.

If you have any cause of complaint against Mr. Drake as it is but just that the master alone should have a power over his servant, send your complaints to the Company and I will answer for it they will give you satisfaction.

Although I am a soldier as well as you, I had rather received satisfaction from your own inclination to do justice, than be obliged to force it from you by the distress of your innocent subjects." *

এই পত্রখানি যখন সিরাজদ্দৌলার হস্তগত হইল, তৎপূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনকাহিনী তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারে চিরদিন যেরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, ওয়াট্‌সনের পত্রেও তাহাই হইল। সিরাজদ্দৌলা মুসলমান,—ওয়াট্‌সন্‌ সুসভ্য খৃষ্টীয়ান, সুতরাং মুসলমান নবাব খৃষ্টীয়ান সওদাগরের ধর্ম্মনীতির যুক্তিতর্ক ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা বাক্য নবাব ; 'যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহার অনুকরণ করিও না'—এই নিগূঢ় নীতি-রহস্যের উপাসক ; পরকার্য্য-সমালোচনায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ; আত্মকার্য্য লইয়া কেহ

* Ive's Journal.

সমালোচনা করিতে চাহিলে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন ; কার্য্য যেরূপ হয় হউক বাক্যে তাহার দোষক্ষালনের সময়ে সকলেই পঞ্চমুখে ইংরাজের গুণগান করিতে লালায়িত ;—সিরাজদ্দৌলা তরুণবয়স্ক, তিনি ইংরাজ-চরিত্রের এইরূপ সমালোচনা করিয়া, ইংরাজের নামে শিহরিয়া উঠিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাঁহারা পদাশ্রিত বণিক্ হইয়াও হুগলীর নিরপরাধ নাগরিকদিগকে (কেবল লুণ্ঠন-লোভেই) নিহত করিয়া, তাহাদের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ করিয়া দস্যুতস্করের ন্যায় অর্থশোষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিনা তরবারির শোণিত-কলঙ্ক ধৌত করিতে না করিতেই, লেখনী গ্রহণ করিয়া, প্রবীণ ধর্ম্মোপদেষ্টার ন্যায় কলিকাতা-লুণ্ঠনের জন্য সিরাজদ্দৌলাকে তিরস্কার করিতে বসিয়াছেন। যুদ্ধকলহে একজনের অপরাধে চিরদিনই দশজনের দণ্ড হইয়া থাকে। এক রাবণের অপরাধে সমগ্র রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইয়াছিল ; এক নেপোলিয়নের অপরাধে অগণ্য ফরাসীদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল ; ইংরাজ রাজ্যেও এক নরপতির কল্পিত অপরাধে অসংখ্য নাগরিকের শোণিত-প্রবাহে শ্বেতদ্বীপ রুধিরচর্চ্চিত লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল ; কলিকাতার ইংরাজেরা দশজনে মিলিয়া, সভা করিয়া, মন্তব্য লিখিয়া, নবাবদূতকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া কি সমুচিত অপরাধ করেন নাই ?—না সে অপরাধ কেবল একজনের অপরাধ ? যাঁহারা অপরাধী ড্রেক সাহেবের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লড়িবার জন্য যুদ্ধশিক্ষা করিয়া টানার দুর্গাক্রমণে, উমাচরণের সর্ব্বনাশ সাধনে অতিমাত্র অ-প্রশংসনীয় বীরকীর্ত্তির নিদর্শন রাখিয়া কার্য্যকালে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে নিরপরাধ হইলেও, আত্মকার্য্যেই অপরাধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ সকল দেশেই হইয়া থাকে ;—রাজার অপরাধে প্রজার, সেনাপতির অপরাধে সেনাদলের নানারূপ দণ্ড হইয়া থাকে। যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিলে, তাহাতে রাজদুর্গের সঙ্গে সঙ্গে কত কাঙ্গাল-কুটীরও ভস্ম হইয়া যায় ;—কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে ?

ওয়াট্‌সন্‌ কোন্‌ লজ্জায় সত্যসঙ্কোচ করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলা পরের কথায় নির্ভর করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে নবাবদূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়ার কথা কলিকাতার ইংরাজেরাও অস্বীকার করেন নাই; ওয়াট্‌সন্‌ কি গলাবাজিতে সকল কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন? ওয়াট্‌সন্‌ যাহাই বলুন, ইংরাজের কাগজপত্র তাঁহার পক্ষসমর্থন করে না। ড্রেক সাহেব যেরূপ উদ্ধত ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছিলেন, ওয়াট্‌সন্‌ বলেন যে, তজ্জন্য কোম্পানীর কাছে নালিশ করাই সিরাজদ্দৌলার কর্ত্তব্য ছিল। সিরাজদ্দৌলা ইহার কি প্রত্যুত্তর দিবেন? তিনি যে দেশের নবাব, ড্রেক সাহেব সেই দেশের একদল সওদাগরের গোমস্তা মাত্র; অথচ সেই দেশে বসিয়া তাঁহাকে ইহাও শুনিতে হইল যে, কোম্পানীর নিকট নালিশ না করিয়া নিজে নিজে ড্রেক সাহেবকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে! শাসনক্ষমতা সংস্থাপনের জন্য, আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনমান রক্ষা করিবার জন্য, সিরাজদ্দৌলাকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না; মুসলমান নবাব উত্ত্যক্ত হইয়াও কতদূর ক্ষমাশীল হইতে পারেন, তাহা বুঝাইবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"তোমরা হুগলী লুঠপাট করিয়াছ এবং আমার প্রজাবর্গের সঙ্গে লড়াই করিয়াছ;—ইহা নিশ্চয়ই সওদাগরের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। অগত্যা আমাকে মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া হুগলীর নিকট আসিতে হইয়াছে। আমি সেনা লইয়া নদী পার হইতেছি; সেনাদলের একভাগ তোমাদের শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তথাপি কোম্পানীর বাণিজ্য পূর্ব্ব প্রচলিত নিয়মে সুসংস্থাপিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে ও বাণিজ্য চালাইবার আগ্রহ দেখিলে, একজন মাতব্বর লোক পাঠাইতে পার,—সে যেন তোমাদের দাবির কথা বুঝাইয়া আমার সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিতে পারে।

কোম্পানীর কুঠি পুনঃ প্রচলিত ও পূর্ব্বনিয়মে বাণিজ্য পুনঃ সংস্থাপিত হইবার আদেশ দিতে ইতস্ততঃ করিব না। এই প্রদেশবাসী ইংরাজেরা যদি বণিকের মত ব্যবহার করে, আদেশ পালনে যত্নশীল থাকে এবং আমাকে উত্ত্যক্ত না করে, আমি তাহাদের ক্ষতির কথার বিচার করিয়া তাহাদের তুষ্টিসাধন করিব, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।

"যুদ্ধকালে সেনাদিগকে লুণ্ঠন হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখা কি কঠিন ব্যাপার তাহা তুমি অবশ্যই অবগত আছ। সুতরাং তুমি যদি আমার সেনাদল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার দাবির কিয়দংশ ত্যাগ করিতে পার, তবে তোমাদের সঙ্গে ভবিষ্যতের সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপনের আশায় আমি সে বিষয়েও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব।

"তুমি খ্রীষ্টীয়ান। বিবাদ সঞ্জীবিত না রাখিয়া শান্তি সংস্থাপনে বিষাদের মীমাংসা করিয়া ফেলা কত কল্যাণকর তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছ। কিন্তু তোমরা যদি কোম্পানীর অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্য-স্বার্থ বিনষ্ট করিবা যুদ্ধ করিবার জন্যই দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাক, তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই। সেরূপ সর্ব্বনাশজনক যুদ্ধকোলাহলের অশুভ ফল প্রত্যাহত করিবার উদ্দেশ্যেই এই পত্র লিখিতেছি।

ইংরাজেরা এই পত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ:—

"You have taken and plundered Hughley and made war upon my subjects; these are not acts *'becoming merchants'* ! I have, therefore, left Muxudabad and am arrived near Hughley; I am likewise crossing the river with my army, part of which is advanced towards your camp. *Nevertheless,* if you have a mind to have the Company's business settled upon its ancient footing and to give a

currency to their trade, send a person of consequence to me, who can make your demands and treat with me upon this affair. I shall not scruple to grant a Perwanah for the restitution of all the Company's factories and permit them to trade in my country upon the same terms as formerly. If the English, who are settled in these Provinces, *will behave like merchants, obey my orders and give me no offence*, you may depend upon it, I will take their loss into consideration and adjust matters to their satisfaction.

You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore, if you will, on your part relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army. I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, in order to gain your friendship and preserve a good understanding for the future with your nation.

You are a Christian and know how much preferable it is to accommodate a dispute, than to keep it alive; but if you are determined to sacrifice the interest of your Company and the good of private merchants to your inclination for war, it is no fault of mine. To prevent the fatal consequence of such a ruinous war, I write this latter." *

* Ive's Journal.

এই পত্রের ছত্রে ছত্রে যেরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তপ্রকৃতির ঔদার্য্যগুণ প্রকাশিত হইয়াছে, সিরাজদ্দৌলা তরুণযুবক হইয়াও যে সেরূপ প্রশান্ত চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। রাজা হইয়া প্রজার সংগে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হওয়া রাজার পক্ষে সর্ব্বথা অকল্যাণের কথা,—তাহাতে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষতি, একের অপরাধে দশের সর্ব্বনাশ এবং দেশের সমূহ অমঙ্গল। এ কথা সিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াই,—সন্ধিসংস্থাপনের জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার সংগে কোম্পানীর ব্যবহারের তুলনা কর। কে শান্তি-প্রিয়,—মুসলমান সিরাজ, না খ্রীষ্টীয়ান ইংরাজ ?

একবিংশ পরিচ্ছেদ

আলিনগরের সন্ধি

মুসলমান ইতিহাস-লেখক সাইয়েদ গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেন, "ইংরাজেরা যখন হুগলী-লুণ্ঠনে অবসরশূন্য, ঠিক সেই সময়ে বিলাত হইতে সংবাদ পাইলেন যে, এদেশে ফরাসীদিগের সংগে আবার সমরকলহ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ এবং ফরাসী শান্তভাবে জীবনধারণ করিতে শিখিল না। ইহাদের মধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসর কেবল যুদ্ধকলহ চলিয়া আসিতেছে। কখন কখন রণশ্রান্ত হইলে, পরামর্শ করিয়া হাঁফ ছাড়িবার জন্য উভয়েই কিছুদিনের মত সন্ধি-সংস্থাপন করে;—কিন্তু কিছুদিন বিশ্রামলাভ করিয়াই পুনরায় সমর-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে।" *

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে বাহুবল সুবিস্তৃত করিতেছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাংগালাদেশে তিনশত গোরা এবং অনেকগুলি সুশিক্ষিত গোলন্দাজ রাখিতেন। এদেশের লোকের নিকট ইংরাজ অপেক্ষা ফরাসীরাই বীরকীর্ত্তির জন্য সমধিক সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বদেশে ফরাসীজাতির সহিত সমর-কোলাহল উপস্থিত হওয়ায়, ইংরাজদিগের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। চিরশত্রু ফরাসীসেনার সংগে নবাবের সেনাদল মিলিত হইলে, ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইতে কতক্ষণ? ক্লাইব তাহা বুঝিতেন। তিনি বিলাতের সংবাদ পাইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন এবং এই দুঃসময়ে

* Mustafa's Mutakherin I. 756.

সহসা গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে কলহের সূত্রপাত করিয়া যে সমূহ অমঙ্গল আহ্বান করিয়া আনাইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। * তাড়াতাড়ি উমিচাঁদ এবং জগৎশেঠের শরণাগত হইয়া কিংকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে অকস্মাৎ হুগলী-লুণ্ঠনের সমাচার শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধোন্মত্তহৃদয়ে কলিকাতাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন ; ইংরাজগণ সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইলে কি হইবে ? নবাব কি আর সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন ? সকলেই বলিতে লাগিলেন যে, এতদিন ইংরাজের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। † সিরাজদ্দৌলা 'নরশোণিত-লোলুপ' নৃশংস নরপতি হইলে তাহাই হইত। কিন্তু তিনি অগ্র-পশ্চাৎ বিচার করিয়া শান্তি সংস্থাপনের জন্যই সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কর্ণেল ক্লাইব নিজেই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সন্ধির জন্য তাঁহাকে বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় নাই ;— স্বয়ং সিরাজদ্দৌলাই সর্ব্বাগ্রে সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সকল আশঙ্কা নিবারণ করিয়াছিলেন। ‡

সিরাজদ্দৌলা সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন কেন ? ইংরাজের সঙ্গে সন্ধি,—সে ত কেবল বালির বাঁধে সমুদ্রতরঙ্গের গতিরোধ করিবার নিষ্ফল প্রয়াস ! যদি সত্যসত্যই সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তথাপি কয়দিন তাহার

* Thornton's History of the British Empire. 1. 208.

† The English were now very desirous to make their peace with that formidable ruler ; but the capture of Hoogly undertaken *solely with a view to plunder* had so augmented his rage that he was not in a frame of mind to receive from them any proposition.—Mill Vol. II 157.

‡ According to Orme (Vol. II. 129) it was Clive who proposed negotitation. Clive himself represented the overture as coming from the Subadar.—Thornton's History of the British Empire. Vol. I. 209.

মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে ? স্বদেশের নিকটতম প্রতিবাসীর সঙ্গে যাঁহাদিগের কলহ-বিবাদ ছয়শত বৎসরেও শান্তিলাভ করিল না, বিদেশে তাঁহাদিগের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা কয়দিন প্রতিপালিত হইবে ? সন্ধিপত্র ত কেবল ইংরাজের মুখের কথা ;—তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস কি ? এই ত সে দিন তাঁহারা বিপদে পড়িয়া সন্ধির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন ; কিন্তু সেকথা পুরাতন না হইতেই লুণ্ঠন-লোভে হুগলীর কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন ! সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াও ক্ষুৎক্ষামোদর পূর্ণ হয় নাই ; কত বহুমূল্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত নিরন্ন কাঙ্গাল-কুটীর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, হুগলীর ইতিহাস-বিখ্যাত সমৃদ্ধ জনপদ শ্মশানভস্মে পরিণত হইয়াছে ! আজ না হয় আবার ফরাসী-সমর শঙ্কায় চিন্তাকুলহৃদয়ে খ্রীষ্টীয়ান ইংরাজ নিতান্ত নিরীহস্বভাব মেষশাবকের ন্যায় করুণকণ্ঠে "শান্তিঃ শান্তি" বলিয়া কাতর ক্রন্দনে নবাব দরবারের শরণাপন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু সময় পাইলেই তাঁহারা যে আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি।

যদিও অনেকে এই সকল কথা উত্থাপিত করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে বাধা দিবার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না, তথাপি সিরাজদ্দৌলা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কলিকাতায় শিবির-সংস্থাপন করিয়াই সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা কি ইংরাজ-ভয়ে ভীত হইয়াই সন্ধির জন্য এরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন ? কেহ কেহ বলেন যে, তাহাই একমাত্র কারণ। কিন্তু ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপ বিপদবেষ্টিত, তাহাতে ভীত হইবার কারণ ছিল না ;—তাঁহাদের সেনাবল অল্প ; তাহারও কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গতাড়িত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে ; যাহারা বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহারাও সকলে জীবিত নাই ; আর যাহারা জীবিত, বাঙ্গালার জলবায়ু অল্পদিনের মধ্যেই তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া ফেলিয়াছে। মহাবীর ক্লাইব সিরাজসেনার গতিরোধ করিতে গিয়া নিজেই পলায়ন

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * সুতরাং ইহাদের ভয়ে ভীত হইবার কারণ ছিল না ;—তথাপি সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন কেন ?

সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে ভালমানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না ; তাঁহার বাল্যসংস্কারের সহিত যৌবনের অভিজ্ঞতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজদমন করিতে না পারিলে সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইবে না। নবাব আলিবর্দ্দীও অন্তিম সময়ে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা সে কথার ক্রমশঃ পরিচয় পাইতে লাগিলেন এবং দিব্যনেত্রে ইংরাজের কীর্ত্তিকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আতঙ্কযুক্ত হইলেন। আজ হুগলী বিপর্য্যস্ত হইল, কাল হয় ত অন্য কোন স্থান বিধ্বস্ত হইবে। সিরাজ দেখিলেন যে, ইংরাজেরা দ্বিতীয় বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত করিবে ;—কত সম্পন্ন জনপদ শ্মশান হইবে, কত নিরীহ নাগরিক হাহাকার করিবে, কত রুধিরকর্দ্দমে বঙ্গভূমি কলঙ্কিত হইবে এবং এত করিয়াও একদিনের জন্য শান্তিসুখ উপভোগ করিবার অবসর ঘটিবে না ! ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার দুইটিমাত্র সদুপায় ;—শত্রুতাসাধনে, না হয় মিত্রতাবন্ধনে ; হয় করাল কৃপাণমুখে, না হয় লেখনীসাহায্যে। আলিবর্দ্দীর অন্তিম উপদেশ স্মরণ করিয়া শত্রুতাসাধন করিয়া দেখিলেন ; তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। ইংরাজ দমন হইল না ; বরং চিরশত্রুতার সূত্রপাত হইল। সুতরাং মিত্রতা-বন্ধনে ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবার জন্যই সিরাজদ্দৌলা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাহিতৈষণা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির

* Colonel Clive marched with the greatest part of his troops and six field-pieces ; as they approached the enemy fired upon them from nine pieces of cannon and several bodies of their cavalry drew up on each side of the garden of which the attack appeared so hazardous that Clive restrained the action to a cannonade, which continued only an hour that the troops might regain the camp before dark. —Orme II. 130.

পরিচয় পাইয়া কুচক্রী মন্ত্রিদল তাঁহার প্রস্তাবে নানাপ্রকারে বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নোয়াজেস মোহম্মদ এবং শওকতজঙ্গের পরলোকগমনে কুচক্রীদলের সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইংরাজ একমাত্র শেষ সম্বল। তাঁহারা যদি সিরাজের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সিরাজ নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ, কিন্তু দুষ্টদলের সর্ব্বনাশ! নবাব এত দিন বিপদবেষ্টিত বলিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর প্রদান করিতে কাহারও সাহস হইল না। ইংরাজের সঙ্গে চির শত্রুতা সঞ্জীবিত রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সর্ব্বদা সশঙ্কিত রাখিবার জন্যই সন্ধির প্রস্তাবের প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে সম্মত হইলেন না।

ইংরাজেরা সন্ধির জন্য ব্যাকুল; সিরাজদ্দৌলাও সন্ধির জন্য লালায়িত; এ সন্ধির গতিরোধ করিবে কে? তখন কুচক্রীদলের কুমন্ত্রণা আরম্ভ হইল। প্রকাশ্য প্রতিবাদে পরাজিত হইয়া, অপ্রকাশ্য কৌশলবলে সিরাজদ্দৌলার শান্তি-পিপাসার গতিরোধ করিবার আয়োজন হইল।

সেকালের কলিকাতা সহরে বণিক্‌রাজ উমাচরণের রাজবাটীই সর্ব্বাপেক্ষা পরম রমণীয় স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার দীপালোকবিভূষিত সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যানেই সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল।* চারিদিকে গর্ব্বোন্নতমস্তকে সশস্ত্র সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান,—যথাযোগ্য

* February 4, 1757 at seven in the evening the Subah gave them audience in Omichand's garden where he affected to appear in great state attended by the best-looking men amongst his officers, hoping to intimidate them by so war-like an assembly.—Scrafton's Reflections.

রাজ-পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করযোড়ে উপবেশন করিয়াছেন ;—মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত মসনদ, কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্নরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চন্দ্রাতপ ;—সেই স্বর্ণ-সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া সিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকান্তি সদ্যোজাত প্রফুল্ল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে ;- ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়ালস্ এবং স্ক্রাফ্টন্ দরবারে পদার্পণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সৌভাগ্য-গর্ব্বের ফলিতজ্যোতিতে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই রত্ন-সিংহাসন যাঁহার পাদপীঠ, এই সুশিক্ষিত দৃঢ়োন্নত বীরমণ্ডলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ-বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রিদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিভাচ্ছটা যাঁহার রত্নমুকুট সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,—সর্ব্বনাশ! ইংরাজবণিক্ কোন্ সাহসে তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাঁহাদিগের মনে হইল,—এ সকল বুঝি ইন্দ্রজাল! এ সকল বুঝি ইংরাজদিগকে ভয় দেখাইবার বাহ্যাড়ম্বর! তখন তাঁহারা সাহসে বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে 'কুর্ণিশ' করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্যই তিনি সশরীরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহারাও সন্ধির জন্য লালায়িত হইয়াছেন ; যুদ্ধকলহে তাঁহাদিগের বাণিজ্যবিস্তারে বিঘ্ন ঘটিতেছে। সিরাজদ্দৌলা তখন ইংরাজদিগকে সন্ধিপত্র নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দেওয়ানের পটমণ্ডপে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বিশ্রামভবনে গমন করিলেন।

ইংরাজদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহারা সহাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কুচক্রী-মন্ত্রিদলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহারা সুকৌশলে সন্ধির প্রস্তাব চূর্ণ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যে দুইজন ইংরাজ রাজপুরুষ প্রতিনিধি সাজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া নবাব-দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুঠিয়াল সিবিলিয়ান;— সিরাজদ্দৌলার নামে তাঁহাদের অন্তরাত্মা সহজেই কাঁপিয়া উঠিত। মন্ত্রিদল অনন্যোপায় হইয়া, এই ইংরাজযুগলের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার করিয়া কার্য্যোদ্ধারের আয়োজন করিলেন।

ইংরাজেরা দরবার হইতে বাহির হইবামাত্র সুচতুর উমাচরণ আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের কানে নিতান্ত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,— "দেখিতেছ কি? প্রাণ বাঁচাইতে চাহ ত এখনই পলায়ন কর। সন্ধির প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হইয়াছ? এ সন্ধি নহে,—ইহা কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল। নবাবের সেনাদল আসিয়াছে, কিন্তু কামানগুলি এখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে; সেইজন্য তোমাদিগকে সন্ধির কথা উঠাইয়া প্রতারিত করিতেছে। কামান আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইবে না। তোমরা কয়জন? সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারিবে?" ইংরাজদ্বয়ের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এই সাদর সম্ভাষণ, এই সন্ধির শান্তি-সূচনা,—এ সকলই কেবল কালহরণের কুটিল কৌশল? এখন উপায় কি? মুখের ভাব দেখিয়া উমাচরণ বুঝিলেন যে—ঔষধ ধরিয়াছে! তিনি অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর উপায় কি? দেওয়ানের পটমণ্ডপে গমন করিলেই বন্দী হইতে হইবে। এখনও সাবধান হও। মশাল নিভাইয়া দিয়া আঁধারে আঁধারে দুর্গমধ্যে পলায়ন কর।" যে কথা সেই কাজ;—ইংরাজেরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।* কিন্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, সিরাজদ্দৌলা কি কামান না লইয়া রিক্তহস্তে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন?

সিরাজদ্দৌলা এই কুটিল চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না;

* Orme ii. 131.

কিন্তু সে রজনীতে ইংরাজ-শিবিরে একজনও ঘুমাইবার অবসর পাইল না। ক্লাইব তপ্তাঙ্গারের ন্যায় প্রদীপ্ত প্রতাপে ওয়াট্‌সনের নিকট ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার নিকট হইতে ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইয়া আপন পদাতিক সেনার সহিত সম্মিলিত করিলেন এবং রজনী তিন ঘটিকার সময়ে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সসৈন্যে নবাব-শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব-শিবির—৬০০০০ সিপাহী এবং ১৮০০০ অশ্বারোহী ৪০টি কামান লইয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন ;—তাহারা জাগিয়া উঠিলে যে ইংরাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ক্লাইব তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না।

একে নিশাকাল, তাহাতে নিদারুণ শীত। সকলেই নিঃশব্দ নিঝুম। সেই নৈশ নীরবতা আলোড়ন করিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম কলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল! গুড়ুম—গুড়ুম গুম্ ; গুড়ুম—গুড়ুম গুম্, গুড়ুম—গুড়ুম গুম্ ;—ইংরাজের কামান ঘন ঘন ডাকিতে লাগিল, গুড়ুম—গুড়ুম গুম্। সহসা সুপ্তোত্থিত হইয়া সিপাহী সেনা কামান গর্জ্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির আকুল করিয়া তুলিল এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল জ্বালাইয়া কামানের নিকট দাঁড়াইতে লাগিল। তখন নবাব-শিবিরের কামান-গুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিল না।

সিরাজদ্দৌলা গাত্রোত্থান করিলেন। প্রভাত হইলেও ভাল করিয়া দৃষ্টিসঞ্চালনের উপায় হইল না ;—ঘন অন্ধকারে ধূমপুঞ্জ দিঙ্মণ্ডল আবরণ করিয়া ফেলিয়াছে ; তাহার উপর কুজ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন ; নিকটে কি দূরে কোনদিকেই নয়নসঞ্চালনের সুবিধা নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া উভয় পক্ষের কামানগুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠিতেছে ; আর মধ্যে মধ্যে আহতের আর্ত্তনাদ চারিদিক্ আকুল করিয়া তুলিতেছে! সকলেই বুঝিল যে, লড়াই বাধিয়াছে ;—কিন্তু সহসা লড়াই বাধিবার কারণ কি, সে কথা কেহই বুঝাইতে পারিল না।

৭টা বাজিয়া গেল ; তথাপি সেই ধূমপুঞ্জ, তথাপি সেই কামানগর্জ্জন। কে কোথায় ছিটাইয়া পড়িয়াছে ;—শত্রু নিকটে কি দূরে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না ; কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানেরা কামানে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, আর প্রদীপ্ত লৌহপিণ্ডরাশি তীব্রতেজে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। যখন দিবালোক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তখন সকলেই সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, ক্লাইবের সমর-পিপাসা শান্ত হইয়াছে ; তাঁহার গর্ব্বোন্নত গোরাসৈন্য দূরপথে হেঁটমুণ্ডে দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিতেছে ; আর মুসলমান-অশ্বসেনা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়া ছুটাইয়া ধাবিত হইতেছে। ইংরাজদিগের দুইটি কামান মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে ; এখানে, ওখানে, সেখানে, চারিদিকে ইংরাজসেনার বীরমুণ্ড রুধিরকর্দ্দমে ধরাবিলুণ্ঠিত হইতেছে।*

ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! একে সামান্য সেনাবল লইয়া ক্লাইব এবং ওয়াটসন্ বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন ; তাহাতে ক্লাইবের অবিমৃষ্যকারিতায় একদিনেই ১২০ জন ইংরাজ ধরাশায়ী হইয়াছে এবং শতাধিক সিপাহীসেনা কালকবলে নিপতিত হইয়াছে।† নবাব-শিবিরেও হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ; কত হতভাগা আর নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিবার অবসর পায় নাই ; কত সিপাহী শত্রুমিত্রের অনলবর্ষণে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!

সহসা এই যুদ্ধকোলাহল উপস্থিত হইল কেন? সিরাজদ্দৌলা তাহার কারণানুসন্ধান করিতে বসিয়া মন্ত্রিদলের মন্ত্রণার বাহাদুরি বুঝিয়া শিহরিয়া

---

* অক্ষি লিখিত ইতিহাসে এই নিশা-রণের আমূল বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। পরাজিত ইংরাজ সেনা ইহার জন্ত কর্ণেল ক্লাইবকে কিরূপ ভর্ৎসনা করিয়াছিল, তাহাও লিখিত হইয়াছে। এখানে ক্লাইবের বীরকীর্ত্তি প্রশংসালাভ করিতে পারে নাই।

† Two Captains of the Company's troops, Pye and Bridges and Mr. Belcher the Secretary of Col. Clive were killed.—Orme. ii. 134.

উঠিলেন! মীরজাফরের ব্যবহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নহেন। * এই সেনাপতি, এই প্রভুভক্ত মন্ত্রিদল লইয়া ইংরাজের সংগে যুদ্ধ করিতে সাহস হইল না; সিরাজদ্দৌলা নিরাপদ স্থানে সরিয়া গিয়া শিবিরসন্নিবেশ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি সন্ধি-স্থাপনের জন্য ইংরাজদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যে সিরাজদ্দৌলা আবাল্য ইংরাজদলনে কৃতসংকল্প, তিনিই যে আবার সন্ধির জন্য সরলভাবে লালায়িত হইয়াছেন, ইংরাজেরা সে কথায় সহসা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। ক্লাইব রণভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যাকুল; কিন্তু ওয়াট্সন্ তাহাকে সাবধান করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। †

ক্লাইব কিন্তু ওয়াট্সনের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না। মন্ত্রিদলের কুমন্ত্রণার সন্ধান পাইয়া সিরাজদ্দৌলা সন্ধির জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ক্লাইব যাহা চাহিলেন, তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধিপত্র সুস্থির করিয়া ফেলিলেন। ইংরাজদিগের

* (Serajud-dawla) discovered some appearance of disaffection in some of his principal officers, particularly in Meer Jaffier whose conduct in this affair had been very mysterious.—Scraftons Reflections.

† I am fully convinced that Nabob's letter was noly to amuse us in order to cover his retreat and gain time till he is reinforced, which may be attended with very fatal consequence. For my own part, I was of opinion that attacking his rear when he was marching off and forcing him to abandon his cannon, was a most necessary piece of service to bring him to an accommodation; for till he is well-thrashed don't Sir flatter yourself he will be inclined for peace. Let us therefore not be overreached by his polit es but make use of our arms which will be much more prevalent than any treaties or negotiation."

অনুরোধ রক্ষার জন্য মীরজাফর এবং রায়দুর্লভকেও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইল। ইতিহাসে ইহারই নাম,—'আলিনগরের সন্ধিপত্র'।

এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজবণিক্ বাদশাহী ফরমাণের লিখিত সমুদায় বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কলিকাতার দুর্গ-সংস্কারের অনুমতি প্রদত্ত হইল; কলিকাতায় টাঁকশাল বসাইয়া বাদশাহের নামে সিক্কা টাকা মুদ্রিত করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল এবং কলিকাতা লুণ্ঠন সময়ে ইংরাজ-দিগের যদি কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, সিরাজদ্দৌলা তাহা পূরণ করিবার জন্য সম্মতিদান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধির পরিণাম

সন্ধি সংস্থাপিত হইল; কিন্তু ইংরাজের মনের গোল মিটিল না। সিরাজদ্দৌলা মিত্রবন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য ক্লাইব, ওয়াট্‌সন্‌ এবং ড্রেক সাহেবকে যথাযোগ্য "শিরোপা" পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই শিরোপা গ্রহণ করিলেন; ওয়াট্‌সন্‌ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, —"তিনি ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজা; সিরাজদ্দৌলার নিকট শিরোপা লইয়া অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না!" *

আলিনগরের সন্ধি-সূত্রে ইংরাজের অপমান হইল বলিয়া ইংরাজমাত্রেই ক্লাইবের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; যাঁহারা প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বাগ্রে কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সময় পাইয়া তাঁহারাই সর্ব্বোচ্চ-কণ্ঠে ক্লাইবকে কাপুরুষ ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই ওয়াট্‌সন্‌ বুঝিয়াছিলেন যে, আলিনগরের সন্ধিপত্র বড় অধিকদিন সমাদর লাভ করিবে না; সুতরাং তিনি বোধ হয় "নিমক্‌-হারামী" করিবেন না বলিয়াই শিরোপা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন।

উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন

* পলাশীর যুদ্ধাবসানে মীরজাফর যখন 'শিরোপা' পাঠাইয়া দেন, তখন কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবের কোনরূপ ইতস্ততের পরিচয় পাওয়া যায় নাই, বরং তিনি স্বহস্তে মীরজাফরকে লিখিয়া গিয়াছেন:—Mirza Jaffier Beg, whom you have done me the honour to depute to me has delivered me your letter and *other marks of friendship* with which you have been pleased to favor me.—Ive's Journal.

—"এই সময়ে তাঁহার সেনাদল দুই সহস্রমাত্র ; ফরাসীরা নবাবের পক্ষভুক্ত হইলে, সহজেই ইংরাজের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইত। বীরহৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞানশূন্য হইলে, তিনিও সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন না ; কিন্তু কোম্পানী-বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া বাণিজ্যরক্ষার জন্যই তাঁহাকে এরূপ (অপমানসূচক) সন্ধি-বন্ধনে সম্মত হইতে হইয়াছিল।"*

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে ; এখন কোনরূপে ফরাসীদিগকে চিরনির্ব্বাসিত করাই ইংরাজদিগের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে নবাবের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সিরাজদ্দৌলা এই প্রস্তাবে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। ইহাই কি শান্তি-পিপাসার পরিচয় ? এখনও এক সপ্তাহ অতীত হয় নাই ; ইহার মধ্যেই আবার যুদ্ধ ? † তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ইংরাজের ন্যায় ফরাসীরাও নবাবের পদাশ্রিত ফিরিঙ্গি বণিক্ ; তিনি কিছুতেই আশ্রিতের সর্ব্বনাশসাধনের সহায়তা করিবেন না। ইংরাজেরা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করায়, সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্তহৃদয়ে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

অগ্রদ্বীপে আসিয়া সিরাজদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন, যে তাঁহার অনুপস্থিতির অবসর পাইয়া ইংরাজেরা আবার সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং সঙ্গীন-স্কন্ধে চন্দননগর লুণ্ঠন করিবার আয়োজন করিতেছেন। ওয়াট্‌সন্ সাহেব তাঁহার সঙ্গেই মুর্শিদাবাদে যাইতেছিলেন ;—তিনি এ সকল কথা একেবারে অস্বীকার করিবার জন্য বিবিধ-বিধানে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুরোধে বণিক্‌রাজ উমিচাঁদ আসিয়া সিরাজদ্দৌলার সমক্ষে ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে,—

* Clive's Evidence.

† The Nabob *detested* the idea.—Orme vol. ii. 186.

"ইংরাজেরা কখনও সন্ধি-ভংগ করিবে না, তাহাদের মত সত্যপ্রিয় জাতি ভূভারতে আর নাই, তাহাদের যে কথা সেই কাজ।" * ঈশ্বরের নামে ধর্ম্ম-শপথের বলে সিরাজদ্দৌলা বশীভূত হইলেন। তথাপি তিনি ইংরাজদিগকে সাবধান করিবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"সমুদায় কলহ-বিবাদ সমূলে ধ্বংস করিবার জন্যই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রদান করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিলাম। তুমিও তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে এ দেশে আর যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিবে না। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, তোমরা বুঝি হুগলীর নিকটস্থ ফরাসীকুঠি আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই সমরানল প্রজ্বলিত করিবে। আমার রাজ্যে আবার কলহ সৃষ্টির আয়োজন করিতেছ কেন? ইহা ত সকল দেশেরই সুনীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার। তৈমুরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিরা ত এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোনদিনই যুদ্ধ-কলহ উপস্থিত করিতে পারে নাই। তোমরা রণোন্মুখ হইয়া থাকিলে, আমি আর কি করিব? বাদশাহের কর্ত্তব্যপালন ও সম্মানরক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছ, ইহারই মধ্যে আবার যুদ্ধ? মহারাষ্ট্রীয়েরা বহুকাল শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন সন্ধি করিল, সেদিন হইতে আর কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; ভবিষ্যতেও করিবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মশপথ পূর্ব্বক সন্ধি-সংস্থাপন করতঃ জানিয়া শুনিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করা বড়ই গুরুতর অপরাধ। তোমরা সন্ধি করিয়াছ, সন্ধিপালন করিতেই বাধ্য। সাবধান! যেন আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ উপস্থিত না হয়;—আমি যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে।"

পত্র লিখিয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি প্রজারক্ষার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের অধীনে হুগলীতে, অগ্রদ্বীপে এবং পলাশীতে সেনাসমাবেশ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজেরা সসৈন্যে চন্দন-নগর আক্রমণ করাই স্থির করিয়াছেন। তখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া [illegible] পুনরায় [illegible] লিখিলেন—

* Orme. Vol. II. 137.

"গত কল্য তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহা বোধ হয় হস্তগত হইয়াছে। সেই পত্র লিখিবার পরেই ফরাসীদিগের উকীলের নিকট অবগত হইলাম যে, তোমরা না কি চারি পাঁচখানি অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছ এবং আরও আনাইবার চেষ্টায় আছ। ইহাও শুনিলাম যে, তোমরা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াই নিরস্ত হইবে না, বর্ষাশেষে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্তও আগমন করিবে। ইহা কি বীরোচিত অথবা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার? সন্ধিপালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাহাজগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিবে। এই ত সেদিন সন্ধি করিয়াছ! এত অল্প দিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি? মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাইবেল নাই,—কিন্তু তাহারা ত সন্ধি-লঙ্ঘন করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! সহসা বিশ্বাস করিতেও ইতস্ততঃ হয়—বাইবেলের ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, পরমেশ্বর এবং যীশুখ্রীষ্টের দোহাই দিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিয়াছ, অথচ কার্য্যকালে তাহা পালন করিতে পারিতেছ না!" *

এই পত্রখানি যেরূপ ব্যঙ্গাত্মক, সেইরূপ সুতীব্র ভাষায় লিখিত। বোধ হয় পত্র পড়িয়া ইংরাজদিগের চক্ষুলজ্জা হইয়াছিল। তাঁহারা নবাবের অনুমতি না লইয়া বাহুবলে চন্দননগর আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ওয়াট্‌সন্ অনন্যোপায় হইয়া নূতন এক ধূয়া ধরিয়া প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিলেন :—

"আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র অদ্য ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হস্তগত হইল। পত্র পাঠে জানিতে পারিলাম যে, ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা আপনার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে আপনি যে এতদূর অসন্তুষ্ট হইবেন, এ কথা জানিতে পারিলে আমরা আপনার রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিবার আয়োজন করিতাম না। ফরাসীরা সন্ধিসংস্থাপন করিলে আমরা আর যুদ্ধ করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিলেই ছাড়িব না, সুবাদারস্বরূপ আপনাকে তাহার জামিন থাকিতে হইবে। পৃথিবীতে আমাদের

* মূল পত্র কোথায়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না, ইংরাজেরা এই সকল পত্রের যে ইংরাজি অনুবাদ করাইয়াছিলেন, তাহা Ive's Journal নামক পুরাতন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। সিরাজচরিত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, এই পত্রগুলি আদ্যন্ত অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

মত সত্যপরায়ণ লোক যে আর কোন দেশে নাই, তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই। আমি আপনাকে সত্যশপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা কিছুতেই সত্যলঙ্ঘন করিব না। প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আবার বলিতেছি যে, আপনি যদি ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করাইয়া দেন, তবে আর কিছুতেই আমরা সত্য ভঙ্গ করিব না" *

ওয়াট্‌সনের প্রত্যুত্তর পাইয়া সিরাজদ্দৌলা বলিলেন,—তথাস্তু। তিনি কলহপ্রিয় চঞ্চল যুবক হইলে, এই উপলক্ষে ইংরাজকে বিলক্ষণ দশ-কথা শুনাইয়া দিতে পারিতেন; বলিতে পারিতেন, ফরাসীর সংগে তোমাদের সন্ধি হয় হউক, না হয় নাই হউক, তাহার সংগে আমার সম্পর্ক কি? আমার অধিকারে আর কলহ-বিবাদ করিবে না বলিয়া সেদিন যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহার সহিত ফরাসীদিগের সম্বন্ধ কি? কিন্তু সিরাজদ্দৌলা এ সকল কূটতর্ক উপস্থিত না করিয়া অম্লান-বদনে লিখিয়া পাঠাইলেন:—

"ফরাসীযুদ্ধ-সংক্রান্ত পত্র পাইয়া তন্মর্ম্ম জ্ঞাত হইলাম। আমি ফরাসীদিগের কলহবৃদ্ধির সহায়তা করিব না, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবে। বরং তাহারাই যদি গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করে, তবে সসৈন্যে বাধা প্রদান করিব। তোমরা চন্দননগর আক্রমণ করিবে শুনিয়া যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আমি ফরাসীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সেনাবল পাঠাই নাই; তোমরা কলহবিবাদ উপস্থিত করিলে আমারই প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে, সুতরাং প্রজারক্ষার জন্যই (স্থানে স্থানে) সেনাসমাবেশ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাইয়া তোমরা যে চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছ, এ সংবাদে আমি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলাম। ফরাসীদিগকে সন্ধিসংস্থাপন করিবার জন্য পত্র লিখিলাম। সন্ধি হইলে আমি একজন রাজকর্ম্মচারী পাঠাইয়া দিব এবং তোমাদের সন্ধিপত্র আমার দপ্তরে জারি করাইয়া রাখিব। মিত্রভাবে থাকিবার জন্যই সন্ধি করিয়াছি,—সে কথার কথনও অন্যথা হইবে না।

"আর এক কথা। শুনিতেছি যে দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে

* Ive's Journal.

আসিতেছে। তজ্জন্য বোধ হয় শীঘ্রই পাটনা অঞ্চলে গমন করিব। সে সময়ে তোমরা সেনাসাহায্য করিলে আমি লক্ষটাকা পুরস্কার প্রদান করিব।" *

যখন নবাবের নিকট হইতে এই পত্রখানি কলিকাতায় উপনীত হইল, তখন ইংরাজমণ্ডলীতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ফরাসীরা সন্ধির জন্য কলিকাতায় প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন, সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গিয়াছে, কেবল গৃহকলহে ইংরাজবণিক্ তাহা স্বাক্ষর করিতে ইতস্তত: করিয়া কালক্ষয় করিতেছেন। ওয়াট্‌সন্ সাহেবই সকল গোলযোগের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সকলে সম্মত, কেবল একাকী ওয়াট্‌সন্ অসম্মত হইয়া সকলের সংগে দ্বন্দ্ব করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার প্রধান তর্ক এই যে, "পণ্ডিচেরীর ফরাসী দরবার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করিলে, কদাচ সন্ধি করা কর্ত্তব্য নহে।" ক্লাইব দরবার বসাইয়া প্রাণপণে সন্ধির জন্য অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন এবং সকলেই তাহাতে সম্মতিদান করিয়া ওয়াট্‌সনের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌সন্ তাহা দুইবার ফিরাইয়া দিবার পর ক্লাইব স্বহস্তে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিখিয়া, বার বার তিনবার ওয়াট্‌সনের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ওয়াট্‌সন্ কিছুতেই বিচলিত হইলেন না;—সন্ধি হইল না। কাহার দোষে সন্ধি হইল না, ক্লাইব তাহা নিজেই মন্তব্য-পত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। সে মন্তব্যের মর্ম্ম এইরূপ :—

"সদস্যগণ, আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন,—আমাদের এই সকল আচরণ সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কিরূপ ধারণা জন্মিবে? ভাগীরথী-প্রদেশ মধ্যে নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্য

* Ive's Journal.—অনেকে এই পত্রখানির অনেকরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইংরাজেরা বলেন যে সিরাজদ্দৌলা পাঠানসেনার আক্রমণভয়ে জীবন্মৃত হইয়াই ইংরেজের নিকট সেনাবল ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজচরিত্র বিচার করিয়া আমাদিগের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, ইংরাজদিগকে সেনাহীন করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পাটনায় প্রস্থান করিলে ইংরাজ হয় ত সসৈন্যে চন্দননগর আক্রমণ করিবেন, বোধ হয় সেই আশঙ্কা নিবারণের জন্যই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

করিবার নিয়মে চন্দননগরের কৌন্সিলের এবং অধ্যক্ষের প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা প্রতিনিধি পাঠাইলে আমরা সম্মত হইব ও তাঁহাদের সহিত নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্যাধিকার রক্ষা করিব বলিয়া আমরা কি প্রকারান্তরে অভিমত বিজ্ঞাপিত করি নাই? তাঁহারা আসিবার পর সন্ধির নিয়ম উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে লিখিত ও উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও গৃহীত হইবে বলিয়া কি স্থিরীকৃত হয় নাই? নবাব কি ভাবিবেন? আমরা তাঁহাকে কথা দিবার পর এবং তিনিও এই সন্ধির নিয়ম প্রতিপালিত হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইবার পর, তিনি এবং পৃথিবীর সকল লোকেই বলিবে—আমরা নগণ্য সংকল্পের লোক, অথবা আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। আমাদের যে ইহাতে অপরাধ নাই, তাহা দেখাইবার জন্য সত্য কথা বলিয়া রাখাই ভাল—আমরা সন্ধির নিয়ম নির্দ্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত করিবার পর ওয়াট্সন্ যে এরূপভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। তাঁহার পত্রে যে অভিমত ব্যক্ত হইতেছে তাঁহার অভিপ্রায় তাহার বিপরীত ছিল বলিয়াই আমরা মনে করিতাম। আমার বোধ হয় আপনারা সকলেই এইরূপ ভাবিতেছেন, নচেৎ সমগ্র জ্ঞানী সমাজের ভর্ৎসনার পাত্র হইবার জন্য আপনারা এতদূর করিতেন না।"

মূল মন্তব্য-পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

"Do but reflect gentlemen, what will be the opinion of the world of these our late Proceedings Did we not, in consequence of a letter received from the Governor and council of Chandernagor making offers of a neutrality within the Ganges, in a manner accede to it by desiring they would send deputies and that we would gladly come into such a neutrality with them and have we not since their arrival drawn out Articles that were satisfactory to both parties and agreed that each Article should be reciprocally signed, sealed and sworn to? What will the Nabab think? After the promises made him on our side and after his consenting to guarantee this neutrality, he and all the world will certainly think

that we are men of a trifling, insignificant disposition or that we are men without principles. It is therefore incumbent on us to exculpate ourselves by declaring the real truth, that we were entirely ignorant of Mr. Watson's intentions to refuse the neutrality in the manner proposed and settled by us and that we always thought him of contrary opinion to what his letter declares. I am persuaded these must be the sentiments of the gentlemen of the Committee or they never would have gone such lengths as must expose them to the censure of all reasonable men."*

ওয়াট্সন্ ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর আক্রমণভয়ে অতিমাত্র ভীত হইয়া ইংরাজের নিকট সাহায্যভিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ সময়ে দায়ে পড়িয়াই চন্দননগর লুণ্ঠনের অনুমতি দিতে হইবে। ওয়াট্সন্ হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিতে হইবে। সেই জন্য নানারূপ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ:—"চন্দননগরের ফরাসী দুর্গে অনেক সেনা রহিয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারি না। আপনি অনুমতি করিলে আমরা ফরাসীদিগকে নির্ম্মূল করিয়া, সসৈন্যে আপনার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলে গমন করিতে পারি।" †

* Select Committee Proceeding. 4 March 1757.

† Ive's Journal.

সিরাজদ্দৌলা বিষম বিপদে পতিত হইলেন। এদিকে বাদশাহী সিপাহী সদর্পে অগ্রসর হইতেছে, ওদিকে ইংরাজসিংহ সগর্ব্বে ফরাসীদলনের আয়োজন করিতেছেন; সিরাজদ্দৌলা কোন দিক রক্ষা করিবেন? তিনি যদি পদাশ্রিত ফরাসীবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের সাহায্য ক্রয় করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত উভয়কূলই রক্ষা পাইতে পারিত এবং ইতিহাসলেখকেরাও বোধ হয় দুই হাত তুলিয়া সিরাজদ্দৌলার জয়-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিতেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা তাহা পারিলেন না; পদাশ্রিত ফরাসীবণিকের সর্ব্বনাশ করিয়া ইংরাজের নিকট সেনাভিক্ষা করা সিরাজদ্দৌলার মনঃপূত হইল না। তিনি ওয়াট্‌সনের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর না দিয়া, বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতেই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দননগর ধ্বংস

নবাবের প্রত্যুত্তর না পাইয়া, ইংরাজেরা সহসা কিংকর্ত্তব্য স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্লাইব বলিতে লাগিলেন, হয় সন্ধি কর, না হয় এখনই যুদ্ধঘোষণা কর। ওয়াট্‌সন্‌ সন্ধিতেও অসম্মত, নবাবের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধঘোষণা করিতেও অসম্মত। অগত্যা সন্ধির লেখা-পড়া যেমন চলিতেছিল, সেইরূপেই চলিতে লাগিল; অথচ কোন কথারই মীমাংসা হইল না।

সিরাজদ্দৌলা যে ফরাসীদিগের সর্ব্বনাশসাধনের সহায়তা করিবেন না, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সকলেই বুঝিয়াছিলেন, ফরাসীর সংগে কলহ-বিবাদ উপস্থিত করিলে, প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলার সংগেই কলহ করার ফল হইবে। সেই জন্য সকলেই বলিয়াছেন,—"সন্ধি-ভংগ মহাপাপ; নবাবের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ করা হইবে না।" কিন্তু এই সময়ে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হইতে কয়েকটি পল্টন ফৌজ আসিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজগণ সকল ইতস্ততঃ পরিত্যাগ করিয়া, দরবার বসাইয়া কর্ত্তব্যনির্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন।

এই মন্ত্রণাসভায় ক্লাইব প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন; গবর্ণর ড্রেক, মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং বীচার সাহেব সদস্য হইলেন; ক্লাইবের বক্তৃতা শেষ হইলে, সকলেই বুঝিলেন যে, আর নবাবের অনুমতিলাভের আশা নাই, বরং তাঁহার পক্ষে সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করাই সম্ভব। সুতরাং সহসা চন্দননগর আক্রমণ করিলে, আলিনগরের সন্ধিভংগ হইয়া নবাবের সংগে পুনরায় শত্রুতার সূত্রপাত হইবে। মেজর কিলপ্যাট্রিক এবং

বাঁচার বলিলেন—"এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করা অনুচিত।" ক্লাইব তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কিসের সন্ধি? এই ত চন্দননগর আক্রমণের উপযুক্ত অবসর।" তখন সকলেই ড্রেক সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন; তিনি অনেক হত ইতি গজ করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সমস্যার কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তাঁহার 'মত' কেহ গণনার মধ্যে আনিলেন না। দুইজন সন্ধির পক্ষে, একজন যুদ্ধের পক্ষে, এরূপ অবস্থায় সন্ধি করাই স্থিরীকৃত বটে। কিন্তু মেজর সাহেব সহসা ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, এখন আমাদের যত সেনাবল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা লইয়া নবাব এবং ফরাসী দুই দলকেই পরাস্ত করা কি সম্ভব নহে?" ক্লাইব বলিলেন—"নিশ্চয়ই সম্ভব।" তখন কিলপ্যাট্রিক মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তবে আমি আর সন্ধি চাহি না।" * দরবার ভঙ্গ হইল; ক্লাইব বাহিরে আসিয়া ফরাসী-দূতকে ডাকিয়া বলিলেন—"আর সন্ধি হইবে না; অতঃপর কেবল যুদ্ধ।"

সহসা ইংরাজের মতিপরিবর্ত্তন হইল কেন, ফরাসীরা আর তাহা লইয়া কোনরূপ আন্দোলন করিলেন না। ইংরাজ তাঁহাদের পুরাতন বন্ধু (?) সুতরাং নূতন পল্টন আসিয়াছে বলিয়াই যে তাঁহাদের মতিপরিবর্ত্তন হইল, ফরাসীরা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা চন্দননগরে সংবাদ পাঠাইলেন—"আর সন্ধির আশা বৃথা; অতঃপর কেবল যুদ্ধ!"

ইংরাজ-দরবার স্থির করিলেন, অতঃপর কেবল যুদ্ধ। কিন্তু ওয়াট্‌সন্ তাহাতে সম্মত হইলেন না। নবাবের অনুমতি না পাইলে, তিনি কিছুতেই যুদ্ধঘোষণা করিবেন না। এ সংবাদে ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

---

* মন্ত্রণা-ব্যাপারের সমালোচনা করিতে গিয়া, ইংরাজ-ইতিহাসলেখক জেম্‌স্ মিল সদস্যদিগকে পরিহাস করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই পরিহাস প্রকৃতপক্ষে পরিহাস-মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে না; ইহাতে ক্লাইবচরিত্র কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তাহা পরিহাসের কথা নহে, পরিতাপের বিষয়।

জাহাজগুলি ওয়াট্‌সনের আজ্ঞাবহ। জাহাজ না লইয়া, চন্দননগর আক্রমণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ওয়াট্‌সনের সঙ্কল্প অচল অটল। সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব; তথাপি ওয়াট্‌সনের অনুরোধে নবাবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

ওয়াট্‌সন্ ভাবিয়াছিলেন যে, সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, এ সময়ে একটু তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলে অবশ্যই অনুমতি পাওয়া যাইবে। তিনি সেই উদ্দেশ্যে লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"স্পষ্ট কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। শান্তিরক্ষা করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, অসহায় প্রজাপুঞ্জের ধনপ্রাণ রক্ষা যদি আপনার রাজধর্ম্ম হয়, তবে অদ্য হইতে দশ দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। অন্যথাচরণ করিলে সমূহ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবে। আমরা কেবল সরল ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্যই বলিতেছি যে আমাদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং আবশ্যক বুঝি ত আরও জাহাজ ও ফৌজ লইয়া আসিব। ইহাদের সহায়তায় এ দেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়া দিব যে, সমস্ত জাহ্নবীর জল শুষ্ক করিয়াও আপনি তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু যিনি জীবনে কাহারও সঙ্গে কথার অন্যথা করেন নাই, তিনিই যে স্বহস্তে এই পত্র লিখিতেছেন এ কথা যেন আপনি কদাচ বিস্মৃত না হন।" *

সিরাজদ্দৌলা এই পত্রের গূঢ়মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"তোমাদের নিকট যে সেনাসাহায্য চাহিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? সন্ধি-পত্রের অঙ্গীকৃত অর্থ শীঘ্রই পাঠাইয়া দিতেছি, কেবল দোলযাত্রা উপলক্ষে রাজকর্ম্মচারিগণ উৎসবময় ছিলেন বলিয়াই বিলম্ব হইয়াছে। সন্ধিভঙ্গ করা আমার অভ্যাস নাই, যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা প্রদান করিবার সময়ে বাক্‌চাতুরী করিয়া কাল হরণ করিব না। কেহ যদি তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন আমি তোমাদের সহায়তা করিব। আমি পর্য্যন্ত ফরাসীদিগকে কপর্দ্দক সাহায্য প্রেরণ করি নাই, কেবল প্রজারক্ষার জন্যই হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের নিকট কতকগুলি ফৌজ পাঠাইয়াছি। এদেশের চিরন্তন

* Ive's Journal.

প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার অধিকারে কোনরূপ যুদ্ধ-কলহ উপস্থিত না কর—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।" *

এই পত্র পাইয়া সকলেই বুঝিলেন, সিরাজদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধের অনুমতি দিবেন না। যাহা সহজে হইবে না, তাহা কৌশলক্রমে সাধন করা ওয়াট্‌সনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। কি জন্য কাহার দোষে সন্ধি হইল না, সে সকল কথার আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ না করিয়া, ওয়াট্‌সন্‌ লিখিয়া পাঠাইলেন—ফরাসীদিগের দোষেই সন্ধি হইল না এবং যাহারা এরূপ চরিত্রের লোক, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সিরাজদ্দৌলার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা ইহাকে সাধারণ ভাবের পত্র মনে করিয়া, সাধারণ ভাবেই প্রত্যুত্তর লিখিলেন :—

১০ই মার্চ্চ, ১৭৫৬।

"আমার পত্র পাইয়া যে প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিয়াছ, তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। তুমি লিখিয়াছ যে, তোমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আমার পত্র পাইয়া চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছ, ফরাসীদিগের সঙ্গে লেখাপড়াও শেষ করিয়াছিলে, কিন্তু ফরাসীরা নাকি স্বাক্ষর করিবার সময়ে বলিয়াছে যে, তাহাদের সেনাপতিগণ এই সন্ধি পালন করিবেন কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই।" একজন ফরাসী যাহা স্বাক্ষর করিল, আর একজন আসিয়া তাহার অন্যথা করিলে তাহাদিগকে আর কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? সে যাহা হউক, আমার অধিকারে যুদ্ধকলহ করিতে আমি নিতান্ত অসম্মত; তাহার কারণ এই যে, ফরাসীরাও আমার প্রজা এবং তোমাদের ভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে। সেই জন্যই আমি সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম। তাহাদিগকে যে অনুগ্রহ দেখাইব বা সহায়তা করিব, এমন অভিসন্ধি ছিল না। তুমিও ত একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ সদাশয় মহাত্মা, তুমিই বিচার করিয়া দেখ যে, পরম শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তবে তাহাকে প্রাণভিক্ষা প্রদান কর কি না? তাহার সরলতায় যদি সন্দেহ না থাকে, তবে তুমি তাহাকে দয়া করিয়া থাক; সরলতায় সন্দেহ হইলে পৃথক কথা—তখন যেমন বুঝিতে পার, সেইরূপ আচরণ করিয়া থাক।"†

* Ive's Journal.

† Ive's Journal.

এই পত্রের শেষোক্ত কথাগুলি সিরাজদ্দৌলার লিখিত কি না, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিয়া গিয়াছেন যে, পত্রখানি যাহাতে এইরূপ ভাবে লিখিত হয়, তজ্জন্য মুন্সিখানায় সময়োচিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি হয় নাই। *

মূল পত্রখানি পারস্যভাষায় লিখিত। তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। ওয়াট্‌সন্‌ সাহেব মুন্সীখানায় 'তদ্বির' করিয়া যেরূপ অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই এখন ইতিহাসের একমাত্র সম্বল। আমরা তাহারই অনুবাদ প্রদান করিলাম। এই পত্রের কোনস্থলে অনুমতির নামগন্ধ নাই; ওয়াট্‌সন্‌ ইহাকেই নবাবের অনুমতি-পত্র বলিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। † ওয়াট্‌সন্‌ও সমরোন্মুখ, কিন্তু পাছে উত্তরকালে ইহার জন্য গঞ্জনাভোগ করিতে হয়, বোধ হয় সেই জন্য তিনি কৈফিয়ৎ-সংগ্রহের আয়োজন করিতেছিলেন। সেই কৈফিয়ৎ হস্তগত হইবামাত্র ওয়াট্‌সনের সকল ইতস্ততঃ মিটিয়া গেল। তখন ইংরাজের রণবাদ্য ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল। জলপথে ওয়াট্‌সন্‌ আর স্থলপথে ক্লাইব, সসৈন্যে চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল; আর ৭ই মার্চ্চ ইংরাজসেনা চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিল। সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে বাইবেল চুম্বন করিয়া ঈশ্বর ও যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র নামে ওয়াট্‌সন্‌ ও ক্লাইব যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষীণ পরমায়ু এইরূপে প্রভাতশিশিরের ন্যায় এত অল্পক্ষণের মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল।

* Scrafton's Selection. 70.

† This letter may be very well understood, as a consent to our attacking the French, though it certainly was never meant as such.—Scrafton.

মন্ত্রণাগৃহের উত্তেজনায় পড়িয়া ক্লাইব বলিয়াছিলেন—"ফরাসীর সহিত নবাবের সেনাদল মিলিত হইলেই বা ভীত হইব কেন? একাকী উভয় সেনাদল বাহুবলে পরাজিত করিব।" কিন্তু চন্দননগরের সম্মুখে আসিয়া সে বাহুবল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল। ফরাসীরা বীরবিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প, নিকটে নন্দকুমারের সেনাদল সতর্কভাবে দণ্ডায়মান। সুতরাং ক্লাইব শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু বিপদে পড়িয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্লাইব বড়ই সিদ্ধমনোরথ। তিনি সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাত্মক নীতিপদ্ধতির সমাদর রক্ষা করিতে ত্রুটি করিলেন না। নন্দকুমারকে পরাজিত করিতে কতক্ষণ? কিন্তু পরাজিত করা অপেক্ষাও কি সহজ পথ নাই? ক্লাইব সেই সহজ পথের সন্ধান লইবার জন্য উমিচাঁদকে নন্দকুমারের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। * উমিচাঁদ সহজেই কৃতকার্য্য হইলেন;—নন্দকুমার সসৈন্যে ডঙ্কা বাজাইয়া দূরস্থানে সরিয়া পড়িলেন। যে সকল প্রতিভাশালী ইতিহাসলেখক ক্লাইবের গৌরব-বর্দ্ধনের জন্য লেখনী চালনা করিয়াছেন, তাঁহারাও স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন—"এ যাত্রা কেবল উৎকোচ মহিমাতেই নন্দকুমার পরাজিত হইয়াছিলেন।" †

ফরাসীরা ইংরাজের প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া দলে দলে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। যখন তাঁহাদের বাহুবল টুটিয়া আসিল, তখন

* Another well-applied bride to Nun-Comar.—Scrafton.

† A body of the Subadhar's troops was stationed within the bounds of Chandernagor previously to the attack. They belonged to the garrison of Hoogly and were under the command of Nun-Comar, Governor of the place. Nun-Comar had been bought by Omichand for the English and on their approach, the trops of Shirajodowla were withdrawn from Chandernagore.—Thornton's History of the British Empire. Vol. I. p. 221.

তাঁহারা ধীরে ধীরে দুর্গত্যাগ করিলেন। ইংরাজসেনা ২৩শে মার্চ্চ অপরাহ্নে মহোল্লাসে "হুর্‌রে" ধ্বনিতে জলস্থল প্রতিশব্দিত করিয়া, ফরাসীদুর্গে ইংরাজের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল। ইতিহাসে ইহারই নাম চন্দননগরের অলৌকিক মহাযুদ্ধ!"

এই অলৌকিক মহাযুদ্ধের গুপ্ত-রহস্য কিন্তু ইংরাজের ইতিহাসে স্থানলাভ করে নাই। ইংরাজের গতিরোধ করিবার জন্য ফরাসী সেনা গোপনে ভাগীরথীগর্ভে কতকগুলি জাহাজ জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল:—কেবল স্বপক্ষের জাহাজ চলাচলের জন্য একটি অতি সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু দুর্গবাসী ফরাসীসেনা ভিন্ন আর কেহ তাহার সন্ধান জানিত না।* ফরাসী দুর্গাধিপতি মসিয় রেণলের কঠোর শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া টেরানু নামক একজন ফরাসী সৈনিক ইংরাজদিগের নিকট এই গুপ্ত সন্ধান বিক্রয় করিয়া চন্দননগর ধ্বংস করিবার সহায়তা করে। † এইরূপ সহায়তা না পাইলে, ইংরাজেরা যে সহজে চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস করিতেন না, তাহার প্রমাণ লর্ড ক্লাইব। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল জলযুদ্ধেই এত সহজে চন্দননগর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। ‡

* Few naval engagements have excited more admiration and even at the present time when the river is so much better known, the success with which the largest vessels of this fleet were navigated to Chandernagore and laid alongside the batteries of that settlement, is a subject of *wonder*.—Sir John Malcolm's Life of Clive. Vol. I. 192.

† Tarikh-i-Mansuri.

‡ "The Squadron surmounted difficulties which he believed no other ships could have done and it is impossible for him to do the officers of the Squadron justice upon that occasion. The place surrendered to *them* and it was in a great measure taken by *them*."—Clive's Evidence.

হতভাগ্য টেরান্‌ আত্মবিক্রয় করিয়া যে অগাধ ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিল তাহাও তাহার ভোগে আসিল না ; সে আত্মহত্যা করিয়া আত্মাপরাধের ঘৃণিত কলঙ্ক মোচন করিয়া গিয়াছে।*

এইরূপে,

"———— গঙ্গা-তীরে, নীরে,
জ্বলিল সমরানল ধরি ভীম সাজ ;
ভয়ে ভীতা ভাগীরথী বহিলেক ধীরে !
নবম দিবস পরে নভঃ আলো ক'রে,
উঠিল ব্রিটিশ-ধ্বজা চন্দননগরে !

এইরূপে,

"ফরাসীর সম যোদ্ধা নাহি ভূভারতে"
বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত সকলে।
সে ফরাসী যশো-রবি সেই দিন হ'তে
ক্লাইবের "কটাক্ষেতে" গেছে অস্তাচলে ! †

* Mr. Terraneau, who in consequence of this treachery, became infamous and 'black faced' received from the English a large sum as a reward for his ingratitude. He sent a part of the money home to his old and infirm father, who however returned it. When he heard the disgraceful behaviour of his son. Mr. Terraneau felt much mortified at this. Shame 'seized the hem of his garment', he shut himself up ; after a few days his body was found hanging, at the gate of his house suspended by means of a towel. It was plain that he had committed suicide.—Blochmann's Notes on Sirajuddaulah Journal of the Asiatic Society. 1867.

† পলাশীর যুদ্ধ কাব্য—প্রথম সর্গ। ক্লাইব কিরূপ "কটাক্ষে" চন্দননগর ধ্বংস করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

সংবাদ পাইয়াও সিরাজদ্দৌলা ফরাসীদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না ; ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। ইংরাজেরা বলেন—"তিনি আহমদ শাহ আব্দালীর আক্রমণভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এ-দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর পান নাই এবং ইংরাজবন্ধু মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায়-দুর্ল্লভ প্রভৃতি পাত্রমিত্রগণও নানাকৌশলে সিরাজদ্দৌলার হৃদয়ে আব্দালীর আক্রমণভীতি জাগরিত রাখিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে ত্রুটি করেন নাই।" সিরাজদ্দৌলাকে যে দশজনে মিলিয়া নানা বিভীষিকায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সত্য কথা ; কিন্তু তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াও ফরাসীদিগের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য হুগলীতে সেনা-সমাবেশ করিতে বিস্মৃত হন নাই। ফরাসীদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করাই যে তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক তাহা সিরাজদ্দৌলা বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিতেন বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ইংরাজদিগকে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কে জানিত যে মহারাজ নন্দকুমার সিরাজদ্দৌলার লবণ খাইয়া সিরাজদ্দৌলারই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন ?

At a Select-Committee, held 10th April, 1757.

Present

Colonel Robert Clive
Major Kilpatrick
J. Z. Holwell Esqr.

We the servants of the East India Company should always be grateful to that noble-minded and wealthy native merchant of Calcutta—Omichand. It was through his agency that we succeeded to secure the assistance and co-operation of Dewan Nun-coomar Phoujdar of Hoogly. A body of Subadhar's troops was stationed within the bounds of Chandernagor previously to our attack of that Place. These troops belonged to the garrison of Hoogly and were under the command of Dewan Nun-coomar. *If these troops were not withdrawn, it would have been highly improbable to gain the victory.*

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

ফরাসীর সর্ব্বনাশ

ফরাসীদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। তাঁহারা ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পথের ফকিরের মত নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা দুর্গাধিকার করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলেন না;—ফরাসীদিগকে ধনে-বংশে বিনষ্ট করিবার জন্য পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ভাগীরথীবক্ষে তীরবেগে ইংরাজতরণী ছুটিয়া চলিল; ফরাসীরা অনন্যোপায় হইয়া, বনজঙ্গল ভাঙিয়া প্রাণ লইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। ইংরাজেরা শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জের শস্যক্ষেত্র পদদলিত করিতে করিতে, গ্রাম নগর উৎসন্ন করিতে করিতে, হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়ার বিস্তীর্ণ জনপদ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

মুর্শিদাবাদের লোকে, ফরাসীদিগের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা; সুতরাং ফরাসীরা তাঁহারই শরণাগত হইলেন। তিনি ফরাসীদের কাতরক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয় দান করিতে বাধ্য হইলেন।

বৃটিশবণিক্ বিজয়োন্মত্ত-হৃদয়ে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস! তাঁহারা যাহাদিগকে ধনে-বংশে বিনষ্ট করিবার জন্য চন্দননগর কাড়িয়া লইলেন, সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকে স্নেহক্রোড়ে আশ্রয়দান করিলেন? সিরাজদ্দৌলা এ দেশের রাজা, আর্ত্তত্রাণ তাঁহার পরম পবিত্র

রাজধর্ম্ম,—সে কথার কেহ বিচার করিয়া দেখিলেন না। ইংরাজমাত্রেই সিরাজদ্দৌলার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা জানিতেন, চন্দননগরের অল্পসংখ্যক ফরাসীসেনা সমূলে বিনষ্ট করা খুব সহজ কথা; কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ফরাসীজাতি যখন প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইবে, তাহার গতিরোধ করা সেরূপ সহজ হইবে না। তাঁহারা সেইজন্য সিরাজদ্দৌলার সহায়তা ফরাসীদিগকে নির্ম্মূল করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যদি সিরাজদ্দৌলা সহায়তা করিতেন, তবে ইংরাজ-বাঙ্গালীর সমবেত-শক্তির নিকট ফরাসীকে অবশ্যই নতশির হইতে হইত। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা ফরাসীদিগকে আশ্রয় দান করায় ইংরাজের সে আশা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা নানা উপায়ে সিরাজদ্দৌলার মতপরিবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ এবং ফরাসী উভয়েই উভয়ের চিরশত্রু। তাঁহারা দুই জনেই ভারতবাণিজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য লালায়িত। সিরাজদ্দৌলা জানিতেন যে, ফরাসীদিগকে নির্ম্মূল করিবার অবসর দান করা, আর ইংরাজের নিকট আত্মবিক্রয় করা এক কথা। তিনি সেইজন্য ফরাসীদিগকে রক্ষা করিতে সমুৎসুক। ইংরাজেরাও ইহা জানিতেন;—সুতরাং তাঁহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সিরাজদ্দৌলাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য চন্দননগর ধ্বংস করিবামাত্র সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"আমি যে গুরুতর কার্য্যের জন্ত এখানে (চন্দননগরে) আসিয়াছি, তাহাতেই ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, আপনার কয়েকখানি পত্র পাইয়াও, যথাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই,—তজ্জন্ত ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আমাদের সৌভাগ্যবলে, আপনার সৌহার্দ্দ সহায়তায় এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায়, দুইঘণ্টামাত্র যুদ্ধ করিয়াই ২৩শে মার্চ্চ তারিখে চন্দননগর অধিকার করিয়া লইয়াছি। ফরাসীরা অনেকেই বন্দী হইয়াছে; যে কয়েকজন পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকেও ধরিয়া আনিবার জন্ত অস্ত্রধারী নিযুক্ত করিয়াছি;—তাহারা আর কাহারও উপর কোন উপদ্রব করিবে না, সুতরাং আপনি তজ্জন্ত অনর্থক

হইবেন না। আমরা যে সন্ধিপালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না, সে কথা পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিয়াছি। আপনার শত্রু যখন আমাদিগের শত্রু, তখন আমাদিগের শত্রুও অবশ্যই আপনার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে। সুতরাং ফরাসীরা যদি আপনার নিকট উপস্থিত হয়, আপনি অবশ্যই তাহাদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আপনি লিখিয়াছেন যে, ড্রেক সাহেব মহারাজ মাণিকচাঁদকে অসম্মানসূচক কথা বলিয়াছিলেন; আমি সে কথা শুনিবামাত্র ড্রেক সাহেবকে যথোচিত লিখিয়াছি এবং তিনিও মাণিকচাঁদের নিকট কথারীতি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। ভরসা করি আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা কি আপনাকে অসন্তুষ্ট করিতে পারি? আমাদের নিকট সেরূপ ব্যবহার পাইবেন না।" *

ওয়াট্‌সন্‌ যে উদ্দেশ্যে এই পত্র লিখিলেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইল না;—সিরাজদ্দৌলা শরণাগত ফরাসীদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। ওয়াট্‌সন্‌ নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া ভয় প্রদর্শনে কৃতকার্য্য হইবার জন্য পুনরায় পত্র লিখিলেন :—

"আমরা যে চন্দননগর অধিকার করিয়া অধিকাংশ ফরাসীদিগকে বন্দী করিয়াছি এবং পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ফৌজ পাঠাইয়াছি, সে কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি; আবার যে সে বিষয়ে লিখিতে হইতেছে, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। পরমেশ্বর এবং মহম্মদের পবিত্র নামে আপনি যে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করিতেছেন না বলিয়াই, আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হইতেছে। কোম্পানির যে সকল কামান আপনার অধিকারে রহিয়াছে, † তাহা ওয়াট্‌স

* Ive's Journal.

† নবাবের তোপখানায় যে সকল বৃহদায়তন কামান প্রস্তুত হইত, সেগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে সহসা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইত না। কাশিমবাজার হইতে ইংরাজদিগের 'ফিল্ডপিস্' নামক যে সকল ক্ষুদ্রায়তন কামান সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া সিরাজ তদনুরূপ কামান ঢালাই করিবার জন্য তাহার ছাঁচ তুলিয়া লইয়াছিলেন। এইজন্য সন্ধিসংস্থাপন করিয়াও তৎক্ষণাৎ কামানগুলি ফেরত দিতে পারেন নাই। যাহারা সিরাজদ্দৌলাকে ইন্দ্রিয়াসক্ত অকর্ম্মণ্য মূর্খ যুবক বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ইংরাজেরাও একথা স্বীকার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন :—

It is a notorious truth, that at the capture of Cossimbazar and Fort William, the Government had store both of cannon and filed-piece with their carriages, which they had

সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিবেন, বন্ধুভাবে থাকিবার জন্যই যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন, সে কথা কদাচ বিস্মৃত হইবেন না এবং পলায়িত ফরাসীদিগকে অবিলম্বে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীতাচরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন যে সে কদাচ আপনার বন্ধু নহে। সে উপদেশে দেশের মধ্যে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিবে ;—কিন্তু আপনি সত্যভঙ্গ না করিলে, আমরা কিছুতেই যুদ্ধ ঘোষণা করিব না। এই মাত্র সংবাদ পাইলাম যে, ফরাসীরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট উপনীত হইয়াছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। আপনি তাহাতে সম্মত হইলে আমাদের সঙ্গে আর বন্ধুভাব থাকিবে না। আপনি সে-দিনও আমাদের নিকটে সেনা-সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহার পরই লিখিয়াছেন যে আর চাহেন না ; ইহাতে বুঝিতেছি যে ফরাসীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই বোধ হয় আপনার অভিমত।" *

আলিনগরের সন্ধির পরিণাম যে এরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সিরাজদ্দৌলা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। ক্রমে ইংরাজের গূঢ়নীতির মর্ম্মালোচনা করিয়া সিরাজদ্দৌলা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। † তিনি ওয়াট্‌সনের পত্রের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না ; কেবল নীরবে সতর্ক দৃষ্টিতে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মহানগরীর রাজপথে ভ্রমণ করিবার সময়ে সুচতুর দস্যুতস্কর হাতের উপর হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিলে, পথিক যেমন "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তস্করও তদ্রূপ "চোর চোর" বলিয়া কোলাহল করিতে থাকে। সেই জন্য কে সাধু কে চোর তাহার মীমাংসা

six months in their possession. Sirajud-Dowla had 20 of the latter so well-constructed by his own people that they could hardly be known from those made in Europe.—A defence of Mr. Vansitart's conduct.

* Ive's Journal.

† The wrath of the Nabob at the crooked dealings and slow but steady advance of these foreigners increased daily. —Tarikh-i-Mansuri.

করা সহজ হয় না। সিরাজদ্দৌলার অবস্থাও সেইরূপ হইল;—আলি-নগরের সন্ধিভংগ হইল, কিন্তু কাহার দোষে সন্ধিভংগ হইল, সে কথার মীমাংসা হইতে পারিল না।

এদিকে ইংরাজ-দরবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ওয়াট্‌সন্ সাদর-সম্ভাষণে পত্র লিখিলেন, তাহার উত্তর আসিল না; সুর চড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর আসিল না। তখন ইংরাজেরা বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসীদিগকে আশ্রয়দান করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহাতে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠিলেন; ওয়াট্‌সন্ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে ফরাসীদিগকে গৃহতাড়িত না করিলে ইংরাজের কল্যাণ হইবে না। তখন নানা উপায়ে নবাব এবং ফরাসীদিগের অভিনব সৌহার্দ্দ ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ওয়াট্‌সন্ স্তুতি মিনতি করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন :—

চন্দননগরের নিকটে আমাদের কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বাঁধা রহিয়াছে এবং হুগলীর নিকটে কয়েকজন পল্টন গোরা ছাউনী ফেলিয়াছে, এই জন্য আপনি নাকি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই সুযোগে আমাদের শত্রুদল নাকি আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমরা সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিবার জন্যই এই সকল আয়োজন করিতেছি। কেহ যে এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতে সাহস পাইয়াছে, ইহাই সমধিক বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনি যে এমন অলীক সংবাদও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার! আপনিও ত একজন বীরপুরুষ:—আপনি কি বুঝেন না, আপনার রাজ্যমধ্যে একজন শত্রুসেনা লুকাইয়া থাকা পর্য্যন্ত তাহার পশ্চাদ্ধাবন না করা আমার পক্ষে কতদূর মতিভ্রমের কথা? সে যাহা হউক, আপনি যদি ফরাসীদিগকে বাঁধিয়া পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলেই ত সকল বিতর্কের অবসান হইতে পারে এবং আমরাও সসৈন্যে ফিরিয়া যাইতে পারি। যতক্ষণ না ইহা করিতেছেন ততক্ষণ কেমন করিয়া বলিব যে আপনি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। *

ওয়াট্‌সন্ কেবল রণপণ্ডিত তাহাই নহে—সেকালের ইংরাজদিগের

---

* Ive's Journal.

মধ্যে তাঁহার মত সুচতুর রাজনীতিবিশারদ সুলেখকও অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যখন অবলীলাক্রমে সিরাজদ্দৌলাকে লিখিতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তাব সর্ব্বৈব মিথ্যা, ঠিক সেই সময়ের কথার উল্লেখ করিয়া লর্ড ক্লাইব মহাসভার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, "চন্দননগর হস্তগত করিবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে সেই পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত হইলে চলিবে না ; যখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকার করা হইল, তখন আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করা হউক !" * ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই সাধুসংকল্পে সকলেই সম্মতিদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা যে অংকুরে ইংরাজের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। † কিন্তু দশজনে মিলিয়া তাঁহার মতিভ্রম জন্মাইবার জন্য নানারূপ আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, ফরাসীরাই যত অনিষ্টের মূল—তাহাদিগকে রাজধানীতে আশ্রয়দান করিয়াছেন বলিয়া ইংরাজের সংগে সন্ধিভংগের উপক্রম হইয়াছে।

সিরাজদ্দৌলা কি জন্য সন্ধি করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার কিরূপ মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছিলেন এবং ফরাসীদিগকেও সিরাজদ্দৌলা কতদূর অবিশ্বাস করিতেন, তাহা তাঁহার সহিত ২২শে মার্চ্চ দিবসীয় সামরিক লিপিতে প্রকাশিত রহিয়াছে ;—সে পত্রখানি এইরূপ :—

"আমি ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া যে সকল কথা স্বহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইবে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না। ওয়াট্‌স্ সাহেব যাহা যাহা দাবি করিয়াছে, তাহা সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি ; যৎকিঞ্চিৎ অপরিশোধিত

* Clive's Evidence before the Committee of the House of Commons, 1772.

† The Governing principle in Sirajud-Dowla was *political* and the real object of his proceedings the demolition of your forts and garrisons.—Holwell's India Tracts. p. 290.

আছে,—তাহাও বর্ত্তমান চান্দ্রমাসের প্রথম পক্ষান্তেই পরিশোধিত হইবে। বোধ হয় ওয়াট্‌স্ সাহেব এ সকল কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত পালন করিতেছি; কিন্তু তোমাদের মতিগতি দেখিয়া মনে হইতেছে যে, প্রতিজ্ঞাপালন করা দূরে থাকুক, তাহা বিলীন করাই তোমাদের অভিপ্রেত। তোমাদের ফৌজের উৎপাতে হুগলী, ইঙ্গিলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়া প্রদেশ উৎসন্ন হইতেছে;—এ উপদ্রব কেন? বাসুদেবের পুত্রের দ্বারায় গোবিন্দরাম মিত্র নন্দনকুমারকে লিখিয়া পাঠাইয়াছে যে, কালীঘাট কলিকাতার জমিদারীভুক্ত বলিয়া দখল পাইবার দাবি করে। এ কথার অর্থ কি? এ সকল যে তোমার জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। তুমি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছ বলিয়া কেবল তোমার বিশ্বাসেই আমি সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। সন্ধি না হইলে, উভয় সেনার তুমুল সংঘর্ষে দেশের সর্ব্বনাশ হইত, প্রকৃতিপুঞ্জ পদদলিত হইত, রাজকর ধ্বংস হইত, রাজ্যের সমূহ অমঙ্গল হইত; তাহা নিবারণ করিবার জন্যই ত সন্ধি করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের অঙ্কুরোদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে সুদৃঢ় করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে দ্বিধা না থাকিলে, এই সকল উৎপাত নিবারণ করিয়া মিত্রজনকে বলিবে, সে যেন ভবিষ্যতে এমন মিথ্যা প্রবঞ্চনাময় অলীক প্রস্তাব উপস্থিত না করে।

পুনশ্চ। এইমাত্র শুনিলাম যে, ফরাসীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে ফৌজ প্রেরণ করিয়াছে। তাহারা যদি আমার অধিকারে যুদ্ধ উপস্থিত করিতে চাহে, আমাকে লিখিবামাত্র আমি সিপাহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে ত্রুটি করিব না,—লিখিবামাত্র আমার সিপাহীসেনা অগ্রসর হইবে।" *

ওয়াট্‌সনের পত্রের সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার পত্রগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করা আবশ্যক। একজন সুশিক্ষিত পরিণামদর্শী সুচতুর বৃটিশ সেনাপতি, আর একজন অপরিণতবয়স্ক ভারতবর্ষীয় স্বাধীন নরপতি,—একজন ইতিহাসে চিরগৌরবান্বিত, আর একজন স্বদেশ-বিদেশে সকলের নিকটেই চিরধিকৃত! কিন্তু দুইজনের কথা এবং কার্য্যের বিচার করিয়া দেখ;—কে কিরূপ সমাদর লাভ করিবার যোগ্যপাত্র। সিরাজদ্দৌলা কলঙ্কগ্রস্ত,—কিন্তু কেবল রাজধর্ম্ম পালন করিতে গিয়াই কি তিনি ইংরাজদিগের বিরাগ-

* Ive's Journal.

ভাজন হন নাই? ওয়াট্‌সন্ তাঁহাকে যে সকল পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত হইলেই কি সিরাজচরিত্র কলঙ্কমুক্ত হইত?

সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজদিগকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াও আলিনগরের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাঁহার পাত্রমিত্রগণ ছিদ্রান্বেষী গৃহশত্রু;—সুতরাং পুনরায় ইংরাজদিগের সঙ্গে শান্তিভঙ্গ করিতে সাহস হইল না। তিনি শান্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নবাব-দরবারের সুচতুর পাত্রমিত্রগণ বুঝিলেন যে, ইহাই উপযুক্ত অবসর। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ফরাসীদিগকে কাশিমবাজারে আশ্রয়দান করার জন্যই পুনরায় শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে পাটনা প্রদেশে প্রেরণ করা হউক। সিরাজদ্দৌলা এই নিঃস্বার্থ হিতবাক্যের মধ্যে কোনরূপ দুষ্টাভিসন্ধির সন্ধান পাইলেন না; তিনি ফরাসী-সেনানায়ক লাস্ সাহেবকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। * লাস্ রাজধানীতে থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যে সকল অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সিরাজদ্দৌলাকে বুঝাইয়া দিলেন—"তাঁহার মন্ত্রিদল ও অধিকাংশ সেনানায়কগণ ইংরাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আয়োজন করিতেছে, কেবল ফরাসীর ভয়ে প্রকাশ্য শত্রুতায় লিপ্ত হইতে সাহস পাইতেছে না। এমন সময়ে ফরাসীদিগকে রাজধানী হইতে বিদায় দিলেই সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে।" সিরাজদ্দৌলা এ কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি আশু শান্তি-

* মুতক্ষরীণে এবং তারিখ-ই-মুন্সুরীতে ইহার নাম 'মসির্ লাস্' বলিয়া লিখিত আছে। M. Lass—In all English Histories of India known to me his name is misspelt Mr. Law."—Blochmann's Notes on Sirajuddaula.—Journal of the Asiatic Society 1867.

সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল। সুতরাং বলিলেন—"আপনারা ভাগলপুর অঞ্চলেই থাকিবেন, বিদ্রোহের সূচনা বুঝিলেই সংবাদ পাঠাইব।" সেনাপতি লাস্ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না; কেবল বিদায় গ্রহণ করবার সময়ে সাশ্রুনয়নে এইমাত্র বলিলেন—"এই শেষ সাক্ষাৎ,—আমাদের আর সম্মিলন হইবে না।" *

* Serajaud-Dowla felt the truth of his observation, but had not the resolution to detain him; he however promised to send for him should anything occur, but Mr. Law prophetically said, I know we shall never meet again"—Stewart's History Bengal.

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গুপ্ত মন্ত্রণা

আলিনগরের সন্ধিসংস্থাপনের সময়ে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজ সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবকে লিখিয়াছেন—"যুদ্ধ কলহের সময়ে সিপাহীদিগের লুঠতরাজের গতিরোধ করা কত কঠিন, তাহা তোমার অজ্ঞাত নাই। তথাপি তোমরা যদি কিছু-কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষতি-পূরণ করিবার জন্য আমিও কিছু-কিঞ্চিৎ ত্যাগ-স্বীকার করিতে চেষ্টা করিব।" * এই প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছিল। যখন সকল গোলযোগ শেষ হইয়া গেল, তখন সিরাজদ্দৌলা সেনাপতিদিগের কৃতকার্য্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিচারে মহারাজ মাণিকচাঁদের কীর্ত্তিকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িল,—তিনিই যে কলিকাতার রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইয়াছিলেন, সে কথা বুঝিতে আর ইতস্ততঃ রহিল না। সিরাজদ্দৌলা অপরাধীর সমুচিত দণ্ডদান করিলেন,—মাণিকচাঁদ কারারুদ্ধ হইলেন। সেকালে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া পদগৌরবে পরিত্রাণ-

* You know how difficult it is to prevent soldiers from plundering in war; therefore if you will, on your part, relinquish something of the damages you have sustained by being pillaged by my army, I will endeavour to give you satisfaction even in that particular, to gain your friendship and preserve a good understanding with your nation.—Nabob's letter to Admiral Watson.

লাভ করিতেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের কোনরূপ বিচার হইত না। সুতরাং মাণিকচাঁদের কারাদণ্ডে অনেকেই শিহরিয়া উঠিলেন। *

অনেক কাকুতি-মিনতির পর দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বহন করিয়া মাণিকচাঁদ মুক্তিলাভ করিলেন; কিন্তু ইহাতেই প্রধূমিত বিদ্রোহবহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। রায়দুর্ল্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর,—সকলেই ভাবিলেন যে মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র, অতঃপর সকলকেই একে একে উৎপীড়ন করিয়া সিরাজদ্দৌলা ইচ্ছানুরূপ অর্থশোষণ করিবেন; সুতরাং স্বার্থরক্ষার জন্য জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবন পুনরায় নৈশসম্মিলনের সঙ্কেতস্থান হইয়া উঠিল।

যাঁহারা গুপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা দশের জন্য চিন্তা করিতেন না,—জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসা-তাড়িত মাণিকচাঁদ,—ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিতসংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সহিত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ-দুঃখের চিরসংস্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ বাহাদুরের এই গুপ্তমন্ত্রণায় যোগদান করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধ-বঙ্গাধিকারিণী প্রতিজ্ঞা-শালিনী রাণী ভবানী কৃষ্ণনগরাধিপতির কাপুরুষত্বের পরিচয় পাইয়া সঙ্কেতে সদুপদেশ দিবার জন্য "শাখা-সিন্দুর" উপহার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা স্বার্থের চরণতলে দয়া, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যবুদ্ধি রাজভক্তি বলিদান দিয়া

* He had imprisoned Manikchand and upon releasing had obliged him to pay a milion of Rupees as a fine for the effects he had plundered in Calcutta.—Orme. Vol. ii. 147.

সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কেবল আত্ম-কল্যাণের জন্য শণ্ডকত-জঙ্গের ন্যায় পরম কুপাত্রকেও সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন—তাঁহারা বীররমণীর ভর্ৎসনাবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ইংরাজ-সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন।

আত্মশক্তির উপর স্বাভাবিক বিশ্বাস বড়ই প্রবল;—রাজসিংহাসন এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে, স্বাধীন নরপতিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিতে চাহেন না। সিপাহী-যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে বিদ্রোহের আভাস পাইয়াও, কোম্পানী বাহাদুরের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল; সিরাজদ্দৌলারও মতিভ্রম ঘটিল। তিনি ভাবিলেন, ফরাসীরাই বুঝি সকল গোলযোগের মূল; তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেই ইংরাজ শান্ত হইবে এবং ইংরাজ শান্ত হইলেই পাত্রমিত্রগণ গুপ্তমন্ত্রণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এই সময়ে ওয়াট্‌সন্ লিখিয়া পাঠাইলেন—"চিরস্থায়ী শান্তিসংস্থাপনের ইহাই সুসময়, এ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না।" * সুতরাং স্বদেশের কল্যাণকামনায় সিরাজদ্দৌলা শান্তিসংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইলেন; তিনি ফরাসীদিগকে বিদায়দান করিয়া, ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন—"স্বার্থান্ধ লোকের উত্তেজনায় ভুলিও না; সন্ধিভঙ্গ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য! যদি কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, তবে আর আমাকে সন্ধির বিরোধী প্রস্তাব লিখিও না। বরং লিখিবার পূর্ব্বে সন্ধি পত্রখানি আর একবার পাঠ করিয়া দেখিও।" †

* It is now in your power to settle ever-lasting peace in your country and if you suffer the opportunity to slip, it may never offer again.—Watson's letter to the Nabob.

† I have written before and now repeat that if the English Company want to establish their trade, do not

ফরাসীদিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস করিবার জন্য ইংরাজেরা পল্টন পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সিরাজদ্দৌলা আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজের উকীলকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিয়া ওয়াট্‌সন্‌ সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন— "হয় এখনই মুচলিকা লিখিয়া ফরাসীর পশ্চাদ্ধাবনাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ কর,—না হয়, এই মুহূর্ত্তেই রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও!" * এ সংবাদে ক্লাইব ক্ষিপ্রহস্তে বাণিজ্যের তরণী সাজাইতে আরম্ভ করিলেন; —ভিতরে গোলা বারুদ, উপরে ধানের বস্তা, তাহার উপর 'চড়ন্দার' চল্লিশ জন সুশিক্ষিত সৈনিকপুরুষ—এইরূপ সুকৌশলপূর্ণ 'সপ্তডিঙ্গা মধুকোষ' ইংরাজ-সওদাগরের বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। কাশিমবাজারের যাহা কিছু ধনরত্ন সঞ্চিত থাকে, তাহা অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে গোপনে পত্র লিখিতেও ত্রুটি হইল না। †

অতঃপর সেনাপতি ওয়াট্‌সন্‌ যে পত্র লিখিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ পত্র; তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হইল—"একজনমাত্র ফরাসী জীবিত থাকিতেও ইংরাজ নিবৃত্ত হইবে না। তাহারা শীঘ্রই কাশিমবাজারে সেনা পাঠাইতেছে: কাশিমবাজার সুরক্ষিত হইলে, ফরাসীদিগকে বাঁধিয়া

write me what is not comfortable to our agreement, by the instigation of self-interested and designing men who want to break the peace between us. If you are not disposed to come to a rupture with me, you have my agreement under my hand and seal, when write, look upon that and write accordingly.—Nabob's letter to admiral Watson. 14 April, 1757.

* Orme. Vol. ii. 147.

† Colonel Clive detached 40 Europeans to protect the factory and sent in several boats a supply of ammunition concealed under rice.—Ibid.

আনিবার জন্য পাটনা অঞ্চলে আরও দুই সহস্র ফৌজ প্রেরিত হইবে—এ কার্য্যে নবাবকে ইংরাজের সহায়তা করিতে হইবে।" এই পত্রে আত্ম-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ওয়াট্‌সন্‌ ইহাও লিখিলেন—"কেবল শান্তির জন্যই তাঁহার যাহা কিছু ব্যাকুলতা; ধনাকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে না;—তিনি তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন!!" * সিরাজদ্দৌলা বুঝিলেন আবার যুদ্ধ বাধিল, তিনিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফরাসী-নিপাতে সহায়তা করিলে, সিরাজদ্দৌলাকে এ সকল বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না; কিন্তু পদাশ্রিত শরণাগত দুর্ব্বল ফরাসীদলের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সিরাজদ্দৌলার প্রবৃত্তি হইল না। একশত ফরাসী-সেনার প্রাণরক্ষার জন্য শত সহস্র লোকের সুখ দুঃখের কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজসিংহাসন এবং আত্মজীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি ইংরাজ-সেনাপতিকে উপেক্ষা করিলেন। ইহার জন্য স্বাধীনতা গেল, সিংহাসন গেল, জীবন গেল,—অবশেষে তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্তও কলঙ্কিত হইয়া রহিল!!

পলাশীর যুদ্ধাবসানে কর্ণেল ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য ফরাসীদিগের নিকট প্রেরিত সিরাজ-দ্দৌলার পত্রের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। †

এই পত্রগুলি আলিনগরের সন্ধির অব্যবহিত পরের তারিখের এবং

* Let me again repeat to you, I have no other views than that of peace. The gathering together of riches is what I despise.—Watson's letter.

† "Some of Suraja-Dowla's letters to the French having fallen into my hands. I enclose a translation of them just to show you the necessity we were reduced to of attempting his overthrow."—Clive's letter to Court, 6 August, 1757.

ইহা হইতে মনে হয় যে, সিরাজদ্দৌলা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিয়া গোপনে ফরাসীদিগের সহায়তা করিতেছিলেন। *

এই পত্রগুলি উপলক্ষ করিয়া অনেকে সিরাজদ্দৌলাকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া গিয়াছেন এবং কেহ কেহ ইহাও রটনা করিয়া গিয়াছেন যে, গুপ্তচর সাহায্যে মূল পত্রগুলিই ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছিল। † কিন্তু ক্লাইব লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি ওয়াট্‌স সাহেবের যোগে এই পত্রগুলির নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফ্‌টন বলেন,—যখন সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, সেই সময়ে তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই পত্রগুলি যে চক্রান্তকারীদিগের স্বকপোলকল্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্যই যে এগুলি রচিত হয় নাই, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সিরাজদ্দৌলার মীরমুন্সী এই সকল পত্রের নকল বাহির করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এই মীরমুন্সী যে তৎকালে উৎকোচলোভে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ওয়াট্‌স সাহেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ‡

* These disturbers of my country, Admiral and Colonel Clive, Sabut Jung, whom bad fortune attends, without any reason whatever, are warring against Zubdolock Toojah, Monsr. Rennault, the Governor of Chandernagore.—Suraja-Dowla's letter to Monsr. Busie, Bahadre, supposed to be written in the latter end of February 1757.

† Scrafton's Reflections.

‡ Partly by such arguments are taught by the French the power of money to his first Sacretary, he (Mr. Watts) produced the following letter from him to Mr. Watson. — Scrafton.

ইয়ার লতিফখাঁ দুই সহস্র অশ্বসেনার অধিনায়ক। তিনি সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি ; কিন্তু জগৎশেঠের অন্নদাস। * এই মুসলমান সেনাপতি ২৩শে এপ্রিল তারিখে ওয়াট্স সাহেবের সহিত গুপ্ত-সন্দর্শন প্রার্থনা করিলেন। সাহেবের সাহসে কুলাইল না ; তিনি সুচতুর উমিচাঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। † তদনুসারে, ইয়ার লতিফ এবং উমিচাঁদের যোগে ইংরাজের নিকট বাঙ্গালীর রাজবিদ্রোহের প্রস্তাব উপনীত হইল। স্বার্থসাধনের প্রলোভনে, হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান, জাতিধর্ম্মের চিরবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া একাত্ম হইয়া উঠিলেন। ‡

লতিফ বলিলেন—"সিরাজদ্দৌলা শীঘ্রই পাটনা প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, কেবল সেইজন্য আপাততঃ ইংরাজদিগকে কিছু বলিতেছেন না ;—কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলে, আর ইংরাজের রক্ষা থাকিবে না। দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই সিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকেন। তিনি পাটনা যাত্রা করিলে, সেই অবসরে ইংরাজেরা যদি মুর্শিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমাকে সিংহাসন দান করিলে, ইংরাজেরা যাহা চাহেন, আমি

* He was at the same time in the Pay of the Seits.—Thornton. Vol. I. 226.

† Mr. Watts too closely watched by the Sabah's spies to venture himself, but sent one Omichand to him, who was an agent under him.—Scrafton.

‡ Necessity, which in politics usually supersedes all oaths, treaties or forms whatever, induced the English East India Company's representatives, about three months after the execution of the former treaty, to determine "by the blessing of God" upon dispossessing the Nabob Serajad-Dowla of his Nizamut and giving it to another.—Bolt's Considerations. p. 40.

তাহাই অম্লানবদনে প্রদান করিতে সম্মত রহিলাম।" * লতিফ মীরজাফরের নাম গোপন করিয়া রাখিলেন।

পর দিবস খোজা পিদ্রূ নামক আরমানী বণিকের সঙ্গে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াট্‌স্ সাহেবের কথোপকথন হইল। তিনি বলিলেন—"মীরজাফরকে গোপনে নিহত করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলা অবসর অনুসন্ধান করিতেছেন; অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য মীরজাফর বিদ্রোহী দলে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। রায়দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ এবং আর আর সকলেই মন্ত্রণার মধ্যে আছেন; আপনারা সহায়তা করিলে, তাঁহারাও সহায়তা করিবেন। এ কার্য্য যদি আপনাদের কর্ত্তব্য হয়, ত এখনই অগ্রসর হউন। সিরাজদ্দৌলাকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত রাখা আবশ্যক; তজ্জন্য কর্ণেল ক্লাইবকে সসৈন্যে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইবে।" †

ক্লাইব অবিলম্বে কলিকাতায় গমন করিয়া, ১লা মে তারিখে ইংরাজ-দরবারে উপনীত হইলেন। তাঁহার এবং ওয়াট্‌সের উপরে সকল ভার ন্যস্ত হইল। ‡ তিনি শীঘ্র ছাউনী উঠাইয়া অর্দ্ধেক সেনাদল কলিকাতায় এবং অর্দ্ধেক সেনাদল চন্দননগরে লুকাইয়া রাখিয়া সিরাজদ্দৌলাকে শান্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমরা ত সেনাদল উঠাইয়া আনিলাম; আপনি আর পলাশীতে ছাউনী রাখিয়াছেন কেন?" যে পত্রবাহক এই বিষকুম্ভ-

* বোধ হয় বিদ্রোহীদলের এই সকল উক্তিতে আস্থা-স্থাপন করিয়াই ইংরাজেরা লিখিয়া রাখিয়াছেন—"Surajad-Dowlah was such a monster that no security could be enjoyed either by the English or by the natives in Calcutta, so long as he sat upon the musnud at Moorshedebad, and ruled over Bengal, Behar and Orissa.—The Great Battles of the British Army. p. 162.

† Orme. Vol. ii. 149.

‡ Great dexterity as well as secrecy being necessary in executing the plan to a revolution, the whole management thereof was left to Colonel Clive and to Mr. Watts.—Ive's Journal.

পয়োমুখ মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল, ক্লাইব তাহার যোগেই ওয়াট্‌সকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"মীরজাফরকে বলিও কিছুতেই যেন তিনি ভীত না হন। যাহারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নাই, এমন পাঁচ হাজার ফৌজ লইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইব ;—একজন মাত্র জীবিত থাকিতে পলায়ন করিব না ; দিবারাত্রি অক্লান্তচরণে অগ্রসর হইব।" *

যাঁহার মনে যত পাপ, তিনি প্রকাশ্যে তত সরলতা দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আহমদ শাহ ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করায়, সিরাজকে আর পাটনা যাত্রা করিতে হইল না ; তিনি ইংরাজের সুকৌশল-পূর্ণ বাণিজ্যতরণী আটক করিয়া, পলাশীর ছাউনী যেমন ছিল সেইরূপ রাখিয়া, গুপ্তচরসাহায্যে ইংরাজের সংকল্পানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন।

মতিরাম একজন বিখ্যাত গুপ্তচর। তিনি কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় থাকিয়া গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন—"কেবল অর্দ্ধেক ফৌজ কলিকাতায় আছে, অপরার্দ্ধ বোধ হয় কোন গোপন-পথে কাশিমবাজার যাত্রা করিয়াছে।" সিরাজদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন ; ফৌজের সন্ধান মিলিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার

* He wrote to Surajah-Dowlah in terms so affectionate that they for a time lulled that weak prince into perfect security. The same courier who carried the "Soothing letter", as Clive calls it carried to Mr. Watts a letter in the following terms : Tell Meer-Jaffier to fear nothing. I will join him with *five thousand* men who never turned their backs. Assure him, I will march night and day to his assistance and stand by him as long as I have a man left. —Macaulay's Lord Clive. বলা বাহুল্য যে, এ সময়ে ক্লাইবের আদৌ ২০০০ ফৌজ ছিল না এবং কার্য্যকালেও তিনি তিন হাজারের অধিক ফৌজ লইয়া যাইতে পারেন নাই। আশ্বাস দিবার সময়ে ক্লাইবের মুখে এইরূপ করিয়াই খৈ ফুটিত। ইহাকে "large promises" বলা যায় কি না, লেখকেরা তাহার মীমাংসা করিয়া যান নাই।

সন্দেহ দূর হইল না। তিনি ফরাসীদিগকে ভাগলপুরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভাগীরথীমুখে শালতরু প্রোথিত করিয়া, পঞ্চদশ সেনাসমভিব্যাহারে মীরজাফরকে পলাশীযাত্রার আদেশ করিলেন। তাঁহাকে পলাশীতে অবস্থান করিতে হইলে, গুপ্তমন্ত্রণার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া, ইংরাজ-বাঙ্গালী সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার সন্দেহ দূর করিবার জন্য মীরজাফরকে সহাস্যমুখে পলাশীযাত্রা করিতে হইল।

মহারাষ্ট্র-সেনাপতি বহুদিন চৌথ না পাইয়া, লুণ্ঠন-লোলুপ সতৃষ্ণনয়নে ইংরাজগবর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়া গোবিন্দরাম নামক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। * সেই মহারাষ্ট্রদূত কলিকাতায় উপনীত হইলে, কর্ণেল ক্লাইব বিষম বিপদে পতিত হইলেন। † গোবিন্দরাম কাহার চর তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্রখানি সিরাজদ্দৌলার নিকট পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। ইহাতে ইংরাজের সরলতার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন, এই কল্পনায় স্ক্রাফটন্ সাহেব মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন ;—পথিমধ্যে পলাশীতে মীরজা-

* Your misfortunes have been related to me by Ragooje, son to Janooge. Make yourself easy and be my friend and with the proposals such as you imagine may be for the best and with the divine assistance, Sumseer Caun Bhadre and Roghu Rabu, son to Raja Row shall enter Bengal with a hundred and twenty thousand horse."—Letter from Ballajee Row Seehoo Bajee Row, Vizir to Ram Rajah, brother to Raja Seehoo, from Hydrabad to Roger Drake, Governor of Calcutta.

† For once the clear brain of the director of the English policy was at fault. Olive could not feel quite sure that the letter might not be a device of the Nawab to ascertain beyond a doubt the feelings of the English towards himself. Col. Malleson's Decisive Battles of India. p. 52.

ফরের সংগে পরামর্শ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। * নবাবের গুপ্তচরগণ সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে দিল না ; তাহারা স্ক্রাফটনকে বরাবর মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিল। ক্লাইবের কৌশল জয়যুক্ত হইল। নবাব ইংরাজদিগের উপর এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার যাহা কিছু এখনও সন্দেহ ছিল স্ক্রাফটন্ তাহা সহজেই দূর করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। মীরজাফর সসৈন্যে পলাশী হইতে উঠিয়া আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে আসিবামাত্র লিখিত হইল।

১৭ই মে কলিকাতার ইংরাজ দরবারে এই গুপ্ত সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপির আলোচনা হইল। এই পাণ্ডুলিপিতে কোম্পানী বাহাদুর এক কোটি টাকা, কলিকাতাবাসী ইংরাজ বাঙ্গালী ও আরমানিগণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া যাঁহারা বিদ্রোহের প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁহাদের পুরস্কারের অংক এক পৃথক ফর্দে লিখিত হইয়াছিল। সিরাজদ্দৌলার রাজভাণ্ডারে অবশ্যই এত টাকা থাকিবার কথা নহে ;—কিন্তু সে কথার কেহ বিচার করিলেন না। চারিদিকে রাজবিপ্লব—ইংরাজেরা কাণ্ডারী সাজিয়া মীরজাফরের তরণী তীরসংলগ্ন করিতে প্রতিশ্রুত,—সুতরাং তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন মীরজাফরকে তাহাতেই "তথাস্তু" বলিতে হইয়াছিল। †

* Another and the principal object of Mr. Scrafton's mission was to obtain opportunity of consulting confidentially with Meer Jaffier ; but this was prevented by the watchfulness of the Subahdar's emissarries.—Thornton's History of the British Empire. Vol i 229. notes.

† The plain truth was that the so-called treaties were mere agreements patched up on the eve of a revolution. The English were in a position to demand anything ; the Nawab-expectant could refuse nothing. There was not even a shadow of deliberation, for there was no time to haggle over terms.—Early Records of British India. P. 519.

পাণ্ডুলিপি পাঠাইবার সময়ে ওয়াট্‌স সাহেব লিখিয়াছিলেন—"উমিচাঁদ যাহা চাহিতেছে, তাহা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করিলে, সর্ব্বনাশ হইবে! সে সহজ পাত্র নহে;—নবাবের নিকট এখনই সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া দিবে!" এই সংবাদে ইংরাজেরা উমিচাঁদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা মীরজাফরকে কামধেনুর ন্যায় যথেচ্ছ দোহন করিতে লালায়িত, তাঁহারাই উমিচাঁদকে অর্থগৃধ্নু—স্বার্থপিশাচ বলিয়া ফাঁকি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, সে কথার কেহ মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

অবশেষে একদিন এক রাত্রির গভীর গবেষণার পর ক্লাইবের "প্রত্যুৎপন্নমতি" সমস্যাপূরণে কৃতকার্য্য হইল। তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র লিখাইলেন। একখানি সাদা কাগজে;—সে খানি আসল; আর একখানি লাল কাগজে—সে খানি জাল। * এই জাল সন্ধিপত্রে উমিচাঁদের ত্রিশ লক্ষের উল্লেখ রহিল। ওয়াট্‌সন্ ইহাতে স্বাক্ষর করিতে ইতস্ততঃ করিয়া ক্লাইবকে একটু বিপদে ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইবের আদেশে লসিংটন সাহেব ওয়াট্‌সনের নাম জাল করায়, সকল বিপদ কাটিয়া গেল। † কেহ কেহ ক্লাইবের কলঙ্কমোচনের জন্য লিখিয়া গিয়াছেন—"ওয়াট্‌সনের সম্মতি লইয়াই তাঁহার নাম জাল করা হইয়াছিল।" এ কথায় বিশেষ গৌরব দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্লাইব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "ওয়াট্‌সন্ সম্মত না হইলেও, তিনি তাঁহার নাম জাল করিবার অনুমতি প্রদান করিতেন।" ‡

* His Lordship himself formed the plan of the fictitius treaty.—First Report.

† Mr Lushington was the person who signed Admiral Watson's name, by his Lordship's order.—Ibid.

‡ As far as Clive's reputation is concerned, the question is of no moment, as he declared (Evidence in first Report.

এই জাল সন্ধিপত্রের আলোচনা করিতে গিয়া, ইতিহাসলেখকেরা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়াছেন। ক্লাইব কিন্তু মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে অম্লানচিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে—"তিনি কখনও এ কথা লুকাইবার চেষ্টা করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এবম্প্রকার জালজুয়াচুরি যে অনায়াসেই করা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার মত। একবার কেন,—আবশ্যক হইলে, এরূপ অবস্থায় আরও একশ'বার তিনি এরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত।"*

যিনি ভারতবর্ষে বৃটিশ-শাসনের ভিত্তিমূল সংস্থাপনের আদি পুরুষ, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যে এতদূর নীচগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিয়া, ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন;—একমাত্র স্যর জন ম্যাল্কম্ ভিন্ন আর কেহ ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। † কিন্তু ইহার জন্য লোকে অনর্থক তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে। ঘটনাচক্রের উত্তেজনায়, এদেশের দশ জন গণ্য-মান্য লোকের সহায়তায়, কর্ণেল ক্লাইব মোগল-রাজসিংহাসন উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কেবল বাহুবলে তাহা মুসল-মানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার সম্ভাবনা ছিল না। "বিষস্য বিষমৌষধং"—মোগলগৌরবের অধঃপতন সময়ে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান,—

P. 154) that he had consented or not.—Thornton's History of the British Empire in India. Vol. I. p. 256. note.

* His Lordship never made any secret of it; he thinks it warrantable in such a case and *would do it again a hundred* times.—Ibid.

† The greed for money, the ever-increasing demand for the augmentation of the sum originally asked for dishonouring trick by which a confederate was to be baulked of his share in the spoil; these are actions the contemplation of which makes and will always make the heart of an honest man turn with indignation.—Col. Malleson's Decisive Battles of India. P. 78.

বাঙ্গালী, মারহাট্টা এবং ফিরিঙ্গি-বণিক্—অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভারত-ভাগ্য-সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যে অরাজকতার কালান্তক হলাহল উত্তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাসীর সুখ-সৌভাগ্য জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাইব সেই বিকারে বিষপ্রয়োগ না করিলে, আজ দিগন্তবিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শাসন-কৌশলে এ দেশের লোক পূর্ব্ব-কাহিনী বিস্মৃত হইবার অবসর লাভ করিত না। পাঠানের শাণিত খরসান, মারহাট্টার অশ্বপদতাড়না, ইউরোপীয় বণিকের সর্ব্বসংহারিণী ক্ষুধা, এতদিনে এ দেশের অস্থিচর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিত;—রাষ্ট্রবিপ্লবে অগ্নিশিখা ভারতবর্ষে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আজিও এ দেশে উন্মত্ত পিশাচের মত নৃত্য করিয়া বেড়াইত। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহস্র দৃষ্টান্তে আজিও যাহাদের গৃহকলহ শান্তিলাভ করে নাই, তাহারা যে আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত, সে আশা নিতান্তই আকাশকুসুম।

রাজবিদ্রোহ মহাপাপ;—ইংরাজেরা জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহাই ত যথেষ্ট; তাহার তুলনায় আর জালজুয়াচুরী এমন গুরুতর অপরাধ কি? আর ক্লাইবের ন্যায় লোকের পক্ষে তাহা দুরপনেয় কলঙ্কই বা কি? তিনি যে শ্রেণীর ইংরাজ, যে সহবাসে শিক্ষিত, যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সমাগত,—তাহাতে তাঁহার নিকট আদর্শ ইংরাজের চরিত্রবলের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা! যখন যাহা আবশ্যক তিনি তখনই তাহা অম্লানচিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে কখন তাঁহার "কেশাগ্র" কম্পিত হয় নাই! * যে দুর্দ্দান্ত ইংরাজযুবক আবাল্য শত সহস্র উচ্ছৃঙ্খল

* His family expected nothing good from such slender parts and such a head-strong temper. It is not strange, therefore, that they gladly accepted for him, when he was in his eighteenth year, a writership in the service of the

কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া নিরন্তর স্বজনবান্ধবগণকে সশঙ্কিত রাখিয়া অন্তিমে অশান্তহৃদয়ে আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার হতভাগ্য স্মৃতি নীরবে শান্তিলাভ করুক। যাঁহারা তাঁহাকে মহাবীর পলাশী-ব্যারণ বলিয়া ভক্তিপুষ্পে চরণ বন্দনা করিবার জন্য সাগ্রহে দেবমূর্ত্তি-গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবসাদের অন্ত নাই! কিন্তু যে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহিনীতে সভ্যজগৎ প্রতিশব্দিত করিয়া, স্বদেশের রাজপথপার্শ্বে বৃটিশ বীরকেশরী নেলসন্, ওয়েলিংটনের জয়স্তম্ভ গঠিত করিয়াছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য এখনও কীর্ত্তিমন্দিরে পাদপীঠ রচনা করে নাই। *

যাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঙ্গালীর গুপ্ত-মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, রাজ-বিপ্লবের কল্যাণে এ দেশের রাজ-সিংহাসন কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, অর্থ-ই তাঁহাদের নিকট একমাত্র "মূলমন্ত্র" বলিয়া পরিচিত ছিল। † তাঁহারা যে শাস্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাহারই মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যে তাঁহাদিগকে আদর্শ ইংরাজ বলিয়া তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের লেখায়, তাঁহাদের

East India Company and shipped him off to make a fortune or to die of a fever at Madras.—Macaulay's lord Clive.

"Clive was a man to whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang."—History of British India. Vol. iii.

* The anniversary of Lord Clive's birth, though seldom observed or honoured among us a continental people honour the heroes of their national Pantheon must still fill every reflecting mind with crowning thoughts upon the strange and romantic rise or the British Power in the East. —The Statesman, 30th September, 1896

† In manufacturing the terms of the confederacy the grand concern of the English appeared to be money.—Mill's History of British India Vol. iii. 185.

প্ররোচনায়, সিরাজদ্দৌলাকে নরপিশাচ বলিয়া ইতিহাসের অবমাননা করিতেছি, তজ্জন্য আমরাই বরং সমধিক তিরস্কারের পাত্র।

উমিচাঁদকে প্রতারিত করিয়াই ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আনিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কি সুকৌশলে "ধূর্ত্ত উমিচাঁদ"কে অধিকতর ধূর্ত্ততায় পরাস্ত করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব, স্ক্রাফ্‌টনের উপর সেই ভার নিক্ষিপ্ত হইল। তিনি উমিচাঁদকে নির্জ্জনে বুঝাইতে বসিলেন—"কথা-বার্ত্তা ত একরূপ শেষ হইয়া গেল; এখন দুই চারিদিনের মধ্যেই লড়াই বাধিবে। তখন সকলকেই তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে হইবে। আমরা না হয় একরূপ করিব; কিন্তু তুমি,—একে স্থূলদেহ, তাহাতে স্থবির,—তুমি কি অশ্বারোহণে পলায়ন করিতে পারিবে?" উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; উমিচাঁদ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পলায়নের কথা একবারও তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে নাই। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় স্ক্রাফ্‌টনের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন সুকৌশলে সিরাজদ্দৌলার অনুমতি লইয়া দুই জনেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

যাহারা পাপসঙ্কল্পে লিপ্ত হয়, তাহারা কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না। ইংরাজেরা স্থির করিলেন—মীরজাফর যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়াটস্‌ সাহেবের উপস্থিত থাকা চাই। কিন্তু সিরাজের সন্দেহে পড়িয়া মীরজাফর পদচ্যুত হইয়াছিলেন; গুপ্তচরগণ সতর্ক দৃষ্টিতে তাঁহার গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল;—এরূপ অবস্থায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল।

অবশেষে ওয়াট্‌স্‌ সাহেব একদিন অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া আস্তরণাবৃত শিবিকারোহণে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় সভয়ে সসঙ্কোচে মীরজাফরের অন্তঃপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান গৃহের রীত্যনু-

দ্বারে শিবিকা একেবারে অন্তঃপুরে নীত হইল। ওয়াট্‌স্‌ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া, বেগম মহলে আসনগ্রহণ করিলেন। * তাঁহার সম্মুখে মীরজাফর মুসলমানের পরমপবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মাথায় লইয়া, এক হাত প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া, আর এক হাতে কলম ধরিয়া স্বাক্ষর করিলেন—"ঈশ্বর এবং পয়গম্বরের দোহাই দিয়া শপথ করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সন্ধিপত্রের অংগীকার পালন করিতে বাধ্য থাকিলাম।" †

এই গুপ্ত সন্ধিপত্র লইয়া মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার ১০ই জুন কলিকাতায় উপনীত হইলেন। গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তখন একরূপ ঢাকে-ঢোলে বাজিয়া উঠিয়াছে! আর কালবিলম্ব করিবার অবসর রহিল না;—ক্লাইব যুদ্ধযাত্রার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সগর্ব্বে সিরাজদ্দৌলাকে পত্র লিখিতে বসিলেন।

মুসলমান ইতিহাসলেখকের কথার আভাসে বোধ হয় যে, মীরজাফর কোরাণস্পর্শ করিয়াও ইংরাজদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। তিনি যে সত্যই সন্ধিপত্রের লিখিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি যথাধর্ম্ম পালন করিবেন, তজ্জন্য "উমাচরণ ও জগৎশেঠকে জামিন থাকিতে হইয়াছিল।" ‡ এ দেশের লোক বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন;—তাহারা এখনও বিশ্বাস করে যে, মীরজাফর পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া কৃতঘ্নের ন্যায় ফিরিংগীর সংগে গোপন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিধাতার অভিসম্পাতে তাঁহার পাপহস্ত কুষ্ঠরোগে খসিয়া পড়িয়াছিল, § এবং

---

* Orme. ii.

† "I swear by God and the prophet of God to abide by the terms of this treaty while I have life."

‡ "জামিন উস্‌কে ওহি দোনো মহাজমান্‌ মজকুরা হুয়ে।"—মুতক্ষরীণ।

§ মীরজাফরের মৃত্যুসময়ে তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য মহারাজ নন্দকুমার শ্রীশ্রীশ্বরী কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত তাঁহার ওষ্ঠে সেচন করিয়া এই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রিয়পুত্র মীরণের মস্তকে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছিল। এরূপ কুসংস্কার কেবল আমাদিগেরই পৈতৃকসম্পত্তি নহে ;—ক্লাইব যখন আত্ম-হত্যা করেন, তখন বিলাতে কত ভাল লোকও বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, এত দিনে বিধাতার ন্যায়দণ্ডে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।*

এ দিকে সিরাজদ্দৌলা গুপ্ত সন্ধিপত্রের সন্ধান পাইয়া, মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের বাটীতে গোলাবারুদের অভাব ছিল না—সুতরাং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা সহজ হইল না। ওয়াট্‌স্‌ ইহার আভাস পাইয়া, বায়ুসেবনের উপলক্ষ করিয়া, সহযোগী সহযোগে রজনীমুখে অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। তখন আর সিরাজদ্দৌলার ইতস্ততঃ রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ওয়াট্‌-সন্‌কে পত্র লিখিতে বসিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। তিনি লিখিলেন :—

২৫ রমজান (১৩ই জুন ১৭৫৭)।

"আমরা যে সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলাম, তাহার অঙ্গীকার পালনের জন্য ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে প্রায় সকল বস্তুই বুঝাইয়া দিয়াছি। যৎসামান্য কিছু কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে পারে। মাণিকচাঁদের ব্যাপারও একরূপ শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও ফল হইল না। ওয়াট্‌স্‌ এবং কাশিমবাজারের কুঠীয়ালেরা বায়ু সেবনের ভাণ করিয়া রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছেন। ইহা প্রতারণার স্পষ্ট লক্ষণ,—সন্ধিভঙ্গের পূর্ব্বসূচনা। তোমার

"Gholam Hosein has a story that, when Mir Jaffar was dying, Nanda Kumar gave him water that had bathed the image of Kiriteshwari" —H. Beveridge. c. s.

* In the awful close of so much prosperity and glory, the vulgar saw only a confirmation of all their prejudices and some men of real piety and genius so far forget the maxims both of religion and of philosophy as confidently to ascribe the mournful event of the just vengeance of God and to the horrors of an evil conscience.—Macaulay's Lord Clive

অজ্ঞাতসারে বা উপদেশ ব্যতীত যে এরূপ কার্য্য সংঘটিত হয় নাই, তাহা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ হইয়াছে। এরূপ ঘটিবে বলিয়া চিরদিনই আশঙ্কা করিতাম এবং তোমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিবে বলিয়াই আমি পলাশী হইতে ছাউনী উঠাইয়া আনিতে সম্মত হইতাম না।

"যাহা হউক, আমার দ্বারা যে সন্ধিভঙ্গ হইল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমরা যে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঈশ্বর এবং পয়গম্বর তাহার সাক্ষী। যিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তিভোগ করিবেন।" *

চারিদিকে রাজবিপ্লব ; তাহার মধ্যে সিরাজের সিংহাসন বটপত্রের মত ভাসমান হইল। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে সিংহাসন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পাত্রমিত্রগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযোগ্য সমালোচনা না করিয়া লর্ড মেকলে সিরাজদ্দৌলাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক সাজাইবার জন্য অবলীলাক্রমে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। † এই গ্রন্থ আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থী যুবকবৃন্দের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইতিহাস-রচনার এইরূপ

* পত্রখানি এইরূপ :—"25th Ramzan (13th of Jun 1757).
According to my promises and the agreement made between us, I have duly rendered every hing to Mr. Watt except very small remainder and that almost settled Manickchand's affair. Not withstanding all this Mr. Watts and the rest of the Council of the factory at Cossimbazar, under pretence of going to take the air in th ir gardens, fled away in the night. This is an evident mark of deceit and of an intention to break the treaty. I am convinced it could not have happened without your kno vledge or without your advice. I all along expected something of this kind and for that reason I would not recall my forces fro n Plassey, expecting some treachery,

I praise God, *that the breach of the treaty has not been on my part*: God and His Prophet have been witnesses to the contract made between us and whoever first deviates from it will bring upon themselves the punishment due to their actions.—Ive's Journal.

† "The Nabob behaved with all the faithlessness of an

প্রণালী এখন আর পণ্ডিত-সমাজে সমাদর লাভ করিতে পারে না ; এখন বৈজ্ঞানিক-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। তদনুসারে মেকলের এই সকল মতামত অপেক্ষা সিরাজদ্দৌলার শেষ পত্রখানি অধিক সমাদর লাভের যোগ্য।

Indian statesman and with all the levity of a boy whose mind had been enfeebled by power and self-indulgence. He promised, retracted, hesitated, evaded."—Macaulay's Lord Clive.

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

যুদ্ধযাত্রা

যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজনীয় আয়োজন শেষ হইলে, ১২ই জুন কলিকাতার ফৌজ চন্দননগরের ফৌজের সহিত মিলিত হইল এবং চন্দননগরের দুর্গ রক্ষার জন্য দেড়শত মাত্র জাহাজী গোরা পশ্চাতে রাখিয়া, ১৩ই জুন সমগ্র বৃটিশবাহিনী যুদ্ধযাত্রা করিল।* গুলি গোলা বারুদ লইয়া 'গোরা লোগ' দুইশত নৌকায় আরোহণ করিল, 'কালা আদমী'রা গঙ্গাতীরের বাদশাহী রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ অনেক দূর পথ। পথপার্শ্বে হুগলী এবং কাটোয়ার দুর্গে, অগ্রদ্বীপ এবং পলাশীর ছাউনীতে,—নবাবের সিপাহীসেনা বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা বীরোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, হয়ত হুগলীর নিকটেই ইংরাজেরা সসৈন্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ইংরাজের গতিরোধ করা দূরে থাকুক, কেহ একবার বীরের ন্যায় সম্মুখসমরে অগ্রসর হইবারও আয়োজন করিল না। ইতিহাসে কেবল এই পর্য্যন্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, হুগলীর ফৌজদার ইংরাজের যুদ্ধজাহাজ দেখিয়া এবং ক্লাইবের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ইংরাজেরা যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন, মহারাজ নন্দকুমার তখন হুগলীর ফৌজদার। তিনি সে-যাত্রা কি জন্য ইংরাজের পথ ছাড়িয়া

---

* It consisted of 650 European infantry, 150 artillery men including 50 Seamen, 2100 Sepoys and a small number of Portuguese, making a total of something more than 3000 men.—Thornton's History of the British Empire. Vol. i. 53.

দেন, সে কথা নবাবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এবার সেইজন্য তিনি হুগলীতে আর একজন নূতন ফৌজদার পাঠাইয়াছিলেন।* এই সকল বাঙ্গালী ফৌজদার বা তাহাদের কালা সিপাহীরা যেরূপ বীরবিক্রমে অস্ত্রচালনা করিত, তাহা ইংরাজের অজ্ঞাত ছিল না; তথাপি তাঁহারা কোন্ সাহসে দেড়শত মাত্র জাহাজী-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন? তাঁহারা কি জানিতেন না যে, হুগলীর ফৌজদার পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ করিলে, ইংরাজের কিরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? ইংরাজদিগের নিশ্চিন্ত রণযাত্রা, ফৌজদারের সযত্ন-পালিত তূষ্ণীভাব, চন্দননগরে দেড়শত মাত্র গোরার অবস্থান,—এই সকল বিষয় একত্র বিচার করিলে মনে হয় যে, মুর্শিদাবাদের গুপ্তমন্ত্রণা হয় ত হুগলীর ফৌজদারকেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছিল।

এদিকে বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া, মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে স্বপক্ষে টানিয়া আনিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কাপুরুষত্বের ইহাই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। † কিন্তু সে সময়ে মীরজাফরের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করিতে বসিলে, মুর্শিদাবাদেই পলাশীর যুদ্ধাভিনয় সুসম্পন্ন হইত। সিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যাকুল, সুতরাং কেহ কেহ

* The Nawab entertaining suspicious of Nun Coomar, had lately sent a new Governor to Hooghly, who threatened to oppose the passage of the boats, but the twenty gunship coming up and anchoring before his fort and a *menacing* letter from Colonel Clive, deterred him from that resolution. —Orme. vol. ii. 164. এই ভয় প্রদর্শনপূর্ণ পত্রখানি বর্ত্তমান নাই। সেই ক্লাইব, সেই উমাচরণ এবং সেই পত্র,—পূর্ব্বের ন্যায় এবারও যে সহজে কার্য্যোদ্ধার হয় নাই তাহা কে বলিবে?

† Thornton's History of the British Empire. vol i, 232.

মীরজাফরকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করিলেও, সিরাজদ্দৌলা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মীরজাফরের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া রাজসদনে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সিরাজদ্দৌলা ভাবিয়াছিলেন যে, ইস্‌লামের নামে, আলিবর্দ্দীর নামে, স্বাধীনতা রক্ষার্থ সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, হয় ত এখনও মীরজাফরের মতিভ্রম দূর হইতে পারে। বিদ্রোহীদল সিরাজদ্দৌলাকে বিলক্ষণ ভয় করিতেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, সকল কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নবাবের সঙ্গে পুনরায় সখ্যসংস্থাপন করাই সুপরামর্শ। তাঁহারা সেইরূপ উপদেশ দিতে ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু মীরজাফরের সাহসে কুলাইল না;—তিনি রাজসদনে উপস্থিত হইলেন না। *

অবশেষে আত্মাভিমান তুচ্ছ করিয়া, স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা ১৫ই জুন শিবিকারোহণে মীরজাফরের বাটীতে উপনীত লইলেন। † এবার মীরজাফরকে বাহির হইতে হইল; এবার তাঁহাকে অধোবদনে সলজ্জ-নয়নে স্নেহভাজন কুটুম্বের মুখের সকরুণ ভৎর্সনাবাক্য শ্রবণ করিতে হইল এবং সিরাজদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের নামে, মুসলমান-গৌরবের নামে, আলিবর্দ্দীর বংশমর্য্যাদার দোহাই দিয়া, মীরজাফরকে ফিরিঙ্গীর স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন,—তখন সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল। তখন আবার 'কোরাণ' আসিল। ‡ আবার মুসলমানের পরম পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ

* At the same time several of the Nabob's officers, on whose friendship Jaffer relied, were exhorting him to reconciliation; to which he seemingly agreed, but, either through suspicion or scorn, refused to visit the Nabob.—Orme Vol. ii. 167.

† This interview was on the 15th June.—Orme. ii. 167.

‡ "The Koran was introduced, the accustomed pledge of their falsehood."—Scrafton's Reflections. p. 85.

মাথায় লইয়া, অন্নদাতা মুসলমান নরপতির নিকট মুসলমান সেনাপতি জানু পাতিয়া শপথ করিলেন—"ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে ধর্ম্মশপথ করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন মুসলমানের সিংহাসন রক্ষা করিব, প্রাণ থাকিতে বিধর্ম্মী ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিব না।"

পরমেশ্বরের পবিত্র নামে সিরাজদ্দৌলার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। হিন্দু যে ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে, সে কথা সিরাজদ্দৌলা বিশ্বাস করিতেন না;—সেইজন্য একবার উমিচাঁদের ধর্ম্মশপথে প্রতারিত হইয়াছিলেন। মুসলমান যে কোরাণ মাথায় লইয়াও মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে, তাহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সিরাজদ্দৌলা আবার প্রতারিত হইলেন। লোকে বলে সিরাজ পরমপাষণ্ড ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচারহীন উচ্ছৃংখল যুবক; তাহা হইলে হয় ত তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাহা হইলে হয় ত হিন্দু ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া, ফিরিঙ্গী বাইবেল চুম্বন করিয়া এবং মুসলমান কোরাণ মাথায় লইয়া, তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বিশ্বাস করাইতে পারিতেন না। যাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মের দোহাই দিয়া জানিয়া শুনিয়া প্রতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে;—আর তাঁহাদের শপথে সিরাজদ্দৌলা প্রতারিত হইলেন কেন, সেই অপরাধে তাঁহাকে ইতিহাসের তীব্র গঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে। *

এইরূপে গৃহবিবাদের মীমাংসা করিয়া, সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে পলাশী-ক্ষেত্রে সমবেত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আশা হইল যে, মীরজাফর যখন ফিরিঙ্গীর সহায়তা করিতে অস্বীকার—তখন এবার আর ইংরাজের নিস্তার নাই। সেই সাহসে তিনি সেনাদল আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদলের প্ররোচনায় বেতন না পাইলে, যুদ্ধযাত্রা

---

* If the Subah erred before in abandoning the French, he double erred now, in admitting a suspicious friend.—Ive's Journal.

করিতে অসম্মত হইল। সুতরাং তাহাদিগের পূর্ব্ববেতন পরিশোধ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইলেন। * রায়দুর্ল্লভ, ইয়ারলতিফ, মীরজাফর, মীরমদন, মোহনলাল এবং ফরাসীসেনানায়ক সিনফ্রে এক এক বিভাগের সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার সহগামী হইলেন।

গুপ্তচরের গোপনানুসন্ধানভয়ে, মীরজাফরের পক্ষে সর্ব্বদা ইংরাজ-শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি সকল চক্রান্তের চক্রধর, সুতরাং তাঁহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় ক্লাইব প্রতিদিন তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৩ই জুন সোমবার হইতে ১৬ই জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত চারি দিনের মধ্যে একখানিও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল না; ওয়াটস্ সাহেব ১৪ই জুন ইংরাজশিবিরে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মীরজাফরের নিকট একজন বিশ্বাসী হরকরা পাঠাইয়া দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সে হরকরাও ফিরিয়া আসিল না। ক্লাইব অগত্যা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সসৈন্যে পাটুলীতে ছাউনি ফেলিলেন।

মীরজাফর ১৬ই জুন বৃহস্পতিবারে ক্লাইবকে প্রথম পত্র লিখিলেন। সে পত্র শুক্রবার পাটুলীর ছাউনীতে ক্লাইবের হস্তগত হইল। মীরজাফর যে সিরাজের সঙ্গে মৌখিক সখ্য-সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি যে, তজ্জন্য ইংরাজের সহায়তা করিয়া আত্মপ্রতিশ্রুতি পালন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, সে কথাও লিখিয়া পাঠাইলেন। এই পত্র পাইয়াও ক্লাইব সম্মুখে অগ্রসর

---

* The Nawab's troops seeing in the impending warfare no prospect of plunder, as in the sacking of Calcutta and much more danger, clamorously refused to quit the city until the arrears of their pay were discharged; this tumult lasted three days; nor was it appeased until they had obtained a large distribution of money.—Orme. Vol. ii. 169.

হইতে সাহস পাইলেন না। সম্মুখে কাটোয়া-দুর্গ। সে দুর্গের সেনানায়ক কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া ইংরাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবেন এইরূপ কথা ছিল। * সে কথা কতদূর সত্য, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য, শনিবার প্রাতঃকালে ২০০ গোরা এবং ৩০০ সিপাহী লইয়া মেজর কূট কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্লাইব সসৈন্যে পাটুলীতেই অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। অজয় এবং ভাগীরথীর সম্মিলনস্থানে কাটোয়া দুর্গ সংস্থাপিত। বর্গীর হাঙ্গামায় কাটোয়া দুর্গ বীরবিক্রমের লীলাভূমি বলিয়া চিরবিখ্যাত। এবার কিন্তু দুর্গদ্বারে যুদ্ধ হইল না। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধাভিনয়ের পর নবাবসেনা স্বহস্তে চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিয়া, দুর্গ হইতে পলায়ন করিল। এই যুদ্ধাভিনয়ে নবাব সেনা যতটুকু বীরবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতেই মেজর কূট ভাবিয়াছিলেন,—সেনাপতি হয় ত পূর্ব্বসংকল্প পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহা হউক, কাটোয়া নির্ম্মক্ষিক হইলে ক্লাইব ধীরে ধীরে সসৈন্যে কাটোয়া অধিকার করিয়া লইলেন। নাগরিকগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করায় এত চাউল ইংরাজের হস্তগত হইল যে, তাহাতে দশসহস্র সিপাহী বৎসর ভরিয়া উদর পূরণ করিতে পারিত। সুতরাং ক্লাইব সসৈন্যে কাটোয়ায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

মীরজাফরের প্রথম পত্রেই ক্লাইবের মন আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়াটস্ সাহেবের পূর্ব্বপ্রেরিত গুপ্তচর ফিরিয়া আসিয়া সন্দেহ আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিল। আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য ক্লাইব দুই দিন পর্য্যন্ত সতৃষ্ণনয়নে পথ চাহিয়া রহিলেন। † কখন বিশ্বাসে কখন অবিশ্বাসে আন্দোলিত হইয়া, ক্লাইব স্বভাবতঃই ভাবিতে লাগিলেন—গুপ্তসন্ধিপত্র হয় ত

* The Governor of this fort had promised to surrender after a little pretended resistance.—Orme. ii. 168.

† Orme. Vol. ii. 169.

সিরাজদ্দৌলারই কেবলমাত্র; হয় ত সখ্যসংস্থাপন করিয়া মীরজাফর পূর্ব্বকথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। সম্মুখে ভাগীরথী তরল তরঙ্গভঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত। এখনও বর্ষাসমাগম হয় নাই। সুতরাং এখনও নদীস্রোতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু হায়! পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যত সহজ, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা কি তত সহজ কথা? ক্লাইব হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইতিহাসবিখ্যাত বিপুল বাহুবল এবং অলৌকিক রণকৌশল সহসা যেন শিথিল হইয়া পড়িল। * কেবল মনে হইতে লাগিল—কি কুক্ষণেই সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, কি কুলগ্নেই বিদ্রোহীদলের মুখের দিকে চাহিয়া গায়ে পড়িয়া সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে খড়্গধারণ করিয়াছেন! উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়েও, এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া, ক্লাইব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কেবলই ভয় পাইতে লাগিল—"যদি পরাজিত হই তবে আর একজনও সে পরাজয়-কাহিনী বহন করিবার জন্য প্রত্যাগমন করিবার অবসর পাইবে না।" †

সোমবার অপরাহ্নে মীরজাফরের নিকট হইতে এক সঙ্গে দুইখানি পত্র আসিয়া উপনীত হইল,—একখানি ক্লাইবের নামে, অপরখানি উমরবেগের নামে। ‡ এই উভয় পত্রে সন্দেহ অপসারিত হইল। কিন্তু

---

* Before him lay a river over which it was easy to advance, but over which, if things went ill, not one of his little band would ever return. On his occasion for the first and for the last time, his dauntless sprit, during a few hours, shrank from the fearful responsibility of making a decision.—Macaulay's Lord Clive.

† Had a defeat ensued, "not one man would have returned to tell it."—First Report of the Select Committee of the House of Commons 1772. p. 149.

‡ মীরজাফরের বিশ্বাসী অনুচর উমরবেগ জমাদার প্রতিভূস্বরূপ ক্লাইবের শিবিরেই অবস্থান করিতেছিলেন।

বৃটিশ-শিবিরে অশ্বসেনা না থাকায়, ক্লাইবের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল।* তিনি শুনিয়াছিলেন, বর্দ্ধমানের মহারাজের সংগে সিরাজদ্দৌলার সদ্ভাব নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আপনার অশ্বসেনা যদি এক সহস্রেরও অধিক না থাকে, তথাপি তাহা লইয়াই আমাদিগের সহিত মিলিত হউন।"

এই পত্র লিখিয়াও ক্লাইবের দুশ্চিন্তা দূর হইল না। তাঁহার আদেশে ২১ জুন মংগলবার সামরিক সভার অধিবেশন হইল। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন—"ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম এবং শেষ সামরিক সভা।" † বিংশতি বৃটীশবীরকেশরী চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে কাটোয়ার শিবিরে সামরিক সভায় উপবেশন করিলেন। ইঁহাদের নিকট ক্লাইব কি মর্ম্মে প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে বিলক্ষণ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময় ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন—"তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এখনই নদী পার হইয়া বাহুবলে সিরাজদ্দৌলাকে আক্রমণ করাই সংগত, কি আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করাই সংগত?" ‡

---

* Much confounded by this perplexity, as well by the danger of coming to action without horse of which the English had none, he wrote the same day to the Raja of Burdwan who was discontented with the Nabob inviting him to join them, with his cavalry, even were they only a thousand.—Orme. Vol. ii. 17A. বাস্তবিক অশ্বসেনার অভাবে এরূপ চিন্তাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। কেবল পলাশির যুদ্ধকাব্যে, কবিকল্পনা এই চিন্তা দূর করিয়া লিখিয়াছেন যে,—

"যদি ডুবি একা নহি, ডুবিবে সকল—
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার সহিত।"

† এ কথা কি সত্য? চন্দননগর আক্রমণের সময়ে এবং পলাশীর আম্রবনে আরও দুইবার সমর-সভার অধিবেশনের কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

‡ Whether they should cross the river and attack

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক বলেন, ক্লাইবের যে সকল কাগজপত্র তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সামরিক সভার কার্য্যবিবরণী ছিল। তাহাতে প্রশ্নটি এইরূপ লিখিত আছে :—"বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যের সাহায্য না লইয়া আত্মবলেই নবাবশিবির আক্রমণ করিব, কি দেশীয় শক্তির সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব ?" *

এই বিষয়ে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে সামরিক সভার অন্যতম সভ্য মেজর কূট (ইনি পরবর্ত্তী ইতিহাসে স্যর আয়ার কূট নামে প্রসিদ্ধ) বলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্নটি এইরূপ :—"এরূপ ক্ষেত্রে এখনই নবাবের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করাই কর্ত্তব্য, কি বর্ষাশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাটোয়ায় আত্মরক্ষা করিয়া, আমাদের সাহায্যার্থ মহারাষ্ট্রসেনাদলকে আহ্বান করা কর্ত্তব্য।" † সমসাময়িক ইতিহাসলেখক অর্ম্মও এই মর্ম্মে লিখিয়া গিয়াছেন। ‡

Soorajoo Dowla with their own force alone or wait for *further intelligence* ?—Clive's Evidence. First Report. p. 140.

* Wheth r in our preset situation, without assistance and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob or whether we should wait till joined by some *country power* ? — Sir John Malcolm.

† Whether in those circumstances it would be prudent to come to an immediate action with the Nabob or fortify themselves (English) where they were and remain till monsoon was over and *the Marhattas* could be brought into the country to join us.—Coote's Evidence. First Report. p. 183

‡ Whether the army should immediately cross into the island of Cassimbazar and at all risks attack the Nabob or whether availing themselves of the great quantity of rice, which they had taken at Kutwa they should maintain themselves there during the rainy season and in the meantime invite the *Marhattas* to enter the Province to join them ?—Orme. Vol. ii. 170.

ক্লাইবের কাগজপত্রে "দেশীয় শক্তি"র সাহায্য লওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়; অর্ম্মের ইতিহাসে এবং মেজর কূটের জবানবন্দীতে স্পষ্ট করিয়া "মহারাষ্ট্রশক্তি"র নামোল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ক্লাইবের জবানবন্দীতে ইহার নাম-গন্ধও নাই,—কেবল সংবাদ সংগ্রহের জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য কি না, তাহাই রহিয়াছে কেন? ক্লাইবের জবানবন্দীতে এরূপ স্থূল বিষয়ে ভুল হইল কেন? *

ক্লাইব যখন মহাসভায় সাক্ষ্যদান করেন, তখন আর তিনি লেপ্টেনেন্ট কর্ণেল ক্লাইব নহেন। তখন তিনি পলাশীবীর (ব্যারণ) লর্ড ক্লাইব—ইংলণ্ডের নরনারীর নিকট "নবাব" ক্লাইব নামে পরিচিত। তখন কি পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন? কেহ কেহ বলিতে পারেন, অনেক দিনের পর এত কথা স্মরণ রাখা সম্ভব নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যেখানেই আত্মগৌরব বৃদ্ধি করা বা আত্মাপরাধ ক্ষালন করা প্রয়োজন, ঠিক সেখানে আসিয়াই ক্লাইবের স্মৃতিশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে,—ইহাই তাঁহার জবানবন্দীর প্রধান দোষ! †

যিনি একবার স্বার্থসাধনের জন্য জানিয়া শুনিয়া জাল জুয়াচুরি করিয়াছিলেন এবং আরও শতবার সেরূপ ক্ষেত্রে সেরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি আত্মগৌরববর্দ্ধন বা আত্মাপরাধক্ষালনের জন্য সময়ান্তরে

* This differs from the accounts given by Coote and Orme, principally in the substitution of a general reference to the aid of some native power in place of the particular to Marhattas but it differs mate ially from Clive's own statement to the Select Committee of the House of Commons.—Thornton's History of the British Empire. Vol. i. 239.

† কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। জেমস মিল সাধারণ ভাবে ক্লাইবের সত্যনিষ্ঠার যেরূপ সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। তিনি বলেন—কার্য্যসিদ্ধির জন্য ছল-প্রতারণায় ক্লাইবের অনুতাপ হইত না।

মহাসভার ন্যায় মহাধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে জানিয়া-শুনিয়া এক আধটা নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা যে এদিকে-ওদিকে করিয়া বলেন নাই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই।

আলিনগরের সন্ধির পূর্ব্বে ক্লাইব যখন সংবাদ পাইলেন যে, সিরাজদ্দৌলার কামানগুলি এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই, তখন তিনি নিশারণে শত্রুসংহারের জন্য সর্ব্বাগ্রে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। চন্দননগর আক্রমণের পূর্ব্বে যখন সংবাদ পাইলেন যে, মান্দ্রাজ হইতে সেনাদল আসিতেছে এবং সিরাজদ্দৌলা পাঠানভয়ে জড়সড় হইয়াছেন, তখন সদস্যদিগের ইতস্ততঃ থাকিলেও ক্লাইব সগর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে—"এখনই চন্দননগর ধ্বংস করিব।" উমরবেগ যখন সন্ধিপত্র আনিয়া দিল, তখন তিনি প্রবল প্রতাপে সেনাদল লইয়া পলাশীর দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু কাটোয়ায় পদার্পণ করিয়া, তাঁহার অন্তরাত্মা আর সেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারিল না। পাছে কনিষ্ঠ বীরপুরুষগণ একবাক্যে যুদ্ধযাত্রার অভিমত প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন, সেই আশঙ্কায় ক্লাইব সমরনীতি লঙ্ঘন করতঃ প্রথমেই আপন মত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—"যেখানে রহিয়াছি, সেখানেই থাকি, ইহাই আমার মত;—আপনাদের মতামত কি।" * এই কথায় দ্বাদশজন সেনানায়ক "তথাস্তু" বলিলেন। †

* Contrary to the forms usually practised in councils of war of taking the voice of the youngest officer first and ascending from this to the opinion of the president Colonel Clive gave his own opinion first. - Orme. ii. 170.

† On the same side voted Majors Kilpatrick, Archibald Grand, Captains Waggon r, Corneille Fischer, Gaupp, Rumbold, Palmer Molitor, Jenning and Parsahw. Major Eyre Coote took a view totally opposed to theirs. He was supported in his view by Captains Alexander Grant, Cudmure Muir, Carstairs Campbell and Armstrong.—Col. Malleson's Decisive Battles of India. p. 58.

কিন্তু সর্ব্ব কনিষ্ঠ মেজর কূট প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আপনারা বড়ই ভুল বুঝিতেছেন। সেনাদলের এখনও বিশ্বাস আছে যে তাহারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। শত্রুর সম্মুখে আসিয়া থতমত খাইয়া বসিয়া পড়িলে, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িবে; কিছুতেই আর উত্তেজিত করা যাইবে না। মসীয় লা অবসর পাইলেই নবাবশিবিরে মিলিত হইবেন;—তখন নবাবের বাহুবলও বাড়িবে, মন্ত্রণাও উৎসাহলাভ করিবে। তাহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া কলিকাতা পলায়নের পথ অবরুদ্ধ করিবে। আপনারা এখন যাহা দেখিতে পাইতেছেন না, এমন কত নূতন বিপদে পড়িয়া, বিনাযুদ্ধেই হয় ত পরাজিত হইবেন। আসুন, এখনই অগ্রসর হই, নচেৎ এখনই পলায়ন করি;—যেখানে আছি, এখানে বসিয়া থাকা অসম্ভব।" ছয়জন সেনানায়ক এই মতের পোষণ করিলেন। তাঁহাদের কথা কাজে লাগিল না; ক্লাইবের মত প্রবল হইল; যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রহিল। *

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন—"কেবল মেজর কূট এবং কাপ্তান গ্রাণ্ট ভিন্ন আর সকলেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিলে, কোম্পানী বাহাদুরের সর্ব্বনাশ হইত;—আমি সেই জন্যই তাহা অবহেলা করিয়াছিলাম।"

ক্লাইব যে নিজেই সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া অন্যান্য সেনানায়কদিগের মত প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার জবানবন্দিতে কিন্তু সে কথার উল্লেখ নাই। জবানবন্দী পড়িয়া বরং ইহাই মনে হয় যে, অধিকাংশ লোকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে; কেবল তিনিই কোম্পানীর কল্যাণের জন্য যুদ্ধের সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। এখানেও কি তাঁহার

---

* His Lordship observed, this was the only Council of war that he ever held and if he had abide by that Council, it would have been the ruin of the East India Company.—Clive's Evidence.

স্মৃতিশক্তি সহসা শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল ? মেকলে বলেন—"অহিফেন প্রসাদে তন্দ্রামগ্ন থাকিয়া ক্লাইব মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন !" * তাঁহার এই সকল স্থূল ভুলগুলি কি অহিফেন-প্রসাদাৎ—না স্মৃতিভ্রংশ-বশাৎ,—সে কথার আর এখন মীমাংসা করিবার উপায় নাই।

কি জন্য সমগ্র সমর-সভার মন্ত্রণায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, সহসা ক্লাইবের শৌর্য্যবীর্য্য পুনরাগত হইয়াছিল, সে বিষয়েও নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্ম্মি বলেন—"সভাভঙ্গ হইবামাত্র নিকটস্থ বনান্তরালে প্রবেশ করিয়া, একঘণ্টাকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, নিজেই বুঝিয়াছিলেন যে, অগ্রসর না হওয়াই মূর্খতা ! তিনি সেইজন্য শিবিরে আসিয়াই আদেশ দিলেন যে, প্রত্যুষেই গঙ্গাপার হইতে হইবে।" †

ষ্টুয়ার্ট এবং মেকলে অর্ম্মির পদানুসরণ করিয়া, এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। এই বর্ণনায় যাহা কিছু অসঙ্গতি ছিল, তাহার পাদপূরণ করিয়া, বাঙ্গালী কবি ধ্যানস্তিমিতলোচন ইংরাজ-সেনাপতির সম্মুখে ইংলণ্ডের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে সশরীরে হাজির করিয়া দিয়াছেন ! ‡

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক স্যর জন ম্যাল্‌কম ধ্যানের অংশটুকু ছাড়িয়া দিয়া, অবশিষ্ট কথাগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইবের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর স্ক্রাফ্‌টন্‌ লিখিয়াছেন—"২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়াই ক্লাইব

---

* Macaulay's Lord Clive.

† He retired alone into the adjoining grove, where he remained near an hour in deep meditation, which convinced him of the absurdity of stopping where he was —Orme ii. 171.

‡ চিন্তা-অবসন্ন মনে কিছুক্ষণ পরে,
নিমীলিতনেত্রে পুনঃ বসিলা আসনে ;
* * *
সবিস্ময়ে সেনাপতি দেখিলা তখনি,
জ্যোতির্বিমণ্ডিতা এক অপূর্ব্বা রমণী।—পলাসির যুদ্ধ কাব্য।

ঘুরিয়া বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ২২শে জুন সায়ংকাল ৫ ঘটিকার সময়ে বৃটিশবাহিনী গঙ্গাপার হইয়াছিল।" *

কাহার কথা সত্য? কোন্ তারিখে, কোন্ সময়ে, কি জন্য ক্লাইবের মত-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল? তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন— "কাহারও উপদেশে মত পরিবর্ত্তন হয় নাই; তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিজেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচর এ কথা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কাহার কথা বিশ্বাস করিব?

ষ্টুয়ার্ট, ম্যালকম এবং মেকলে সকলেই অর্ম্মলিখিত আদিম ইতিহাস হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্ম্মের ইতিহাসে প্রকাশ যে, ২২শে জুন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে সত্যসত্যই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন। †

ক্লাইবের প্রত্যুত্তরে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি ২২শে জুন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত

* In this doubtful interval the majority of our officers were against crossing the river and everything bore the face of disappointment; but on the 22nd. of June, the Colonel received a letter from Meer Jaffer, which determined him to hazard a battle and he passed the river at five in the evening.—Scrafton.

† মীরজাফরের পত্র—

That the Nabob had halted at Muncara, a village six miles to the south of Cossimbazar and intended to entrench and wait the event at that place, where Jaffer proposed that the English should attack him by surprise, marching round by the inland part of the island.

† ক্লাইবের উত্তর—

That he should march to Plassey without delay and would the next morning advance six miles further to the village of Daudpoor; but if Meer Jaffier did not join him there he would make peace with the Nabob.

যুদ্ধযাত্রা করেন নাই ; তখনই পত্র পাইবার পর যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃত-সংকল্প হইয়া মীরজাফরকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। মীরজাফরের উপদেশ না পাইয়া, ইংরাজেরা সসৈন্যে কাটোয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই সমরসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মীরজাফরের উপদেশ পাইবামাত্র যে আবার ইংরাজসেনাপতির শৌর্য্যবীর্য্য জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। ক্লাইব নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে সমরসভার অধিবেশন শেষ হইলে, ২৪ ঘণ্টার বিশেষ গবেষণার পরে, তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং ২২শে জুন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়ে সেনাদল গঙ্গাপার হয়।" * সুতরাং স্ক্রাফ্টন্ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়ায়। অথচ ক্লাইব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—"কাহারও কথায় কি উপদেশে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে অর্ম্মি ২১শে জুন প্রত্যুষে গঙ্গাপার হইবার কথা লিখিয়া স্ক্রাফ্টনের উক্তির খণ্ডন ও ধ্যানযোগে ক্লাইবের মত পরিবর্ত্তন হইবার কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"২১শে জুন এক ঘণ্টার ধ্যানযোগেই ক্লাইবের দিব্য নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল!" মেকলে ইহারই পদানুসরণ করিয়া, বাঙ্গালীর সত্যনিষ্ঠার কলঙ্করটনায় লজ্জাবোধ করেন নাই।

অর্ম্মি'র ন্যায় আর একজন সমসাময়িক লেখক ২১শে তারিখেই ক্লাইবের মত পরিবর্ত্তনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনিও স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এই দিবসেই সন্ধ্যাকালে মীরজাফরের পত্র আসিয়াছিল এবং

* After about twenty-four hours' mature consideration, his Lordship said he took upon himself to break through the opinion of the Council and ordered the army to cross the river and what he did upon that occasion, he did without receiving any advice from any one.—First Report.

তাহাতেই ক্লাইব পরদিবস প্রত্যুষে গঙ্গাপার হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন।" *

আমরাই রাজবিপ্লব সংঘটনের মূল কারণ! আমাদিগের মীরজাফর, আমাদিগের রায়দুর্ল্লভ, আমাদিগের জগৎশেঠ, আমাদিগেব স্বদেশীয় রাজকর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতাই সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের মূল। তজ্জন্য চিরদিন আমাদিগকে ইতিহাসের নিকট শতগঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় লোকের দলে উমিচাঁদ ছিল, বিদেশীয় বণিকের দলেও ক্লাইব ছিল;—এই ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করিলে, ন্যায়ের মর্য্যাদা অধিকতর সুরক্ষিত হয়। আলিনগরের সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টির জন্য কর্ণেল ক্লাইব এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। † সে প্রতিজ্ঞাপত্রখানি এইরূপ :—

"বঙ্গদেশস্থ ইংরাজস্থলসৈন্যদলের অধিনায়ক আমি কর্ণেল ক্লাইব "সাবুদজঙ্গ বাহাদুর" ঈশ্বর এবং উদ্ধারকর্ত্তার (যীশুখৃষ্টের) সম্মুখে এতদ্দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক জানাইতেছি যে, ইংরাজ এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতেছে। নবাবের সহিত যে মর্ম্মে সন্ধি হইয়াছে, ইংরাজেরা তাহার অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। নবাব যত দিন সন্ধিরক্ষা

* However the same evening Colonel Clive received a second message from Meer Jaffir assuring him of his due performance of the articles mentioned in the treaty but informing him that he was so surrounded with spies, as to be obliged to act with greatest caution. The intelligence soon determined the Colonel to push on.—Ive's Journal.

† I Colonel Clive, Sabut Jung Bahadur, Commander of the English Land-Forces in Bengal do solemnly declare in presence of God and our Saviour, that there is peace between the Nabob Seerajah Dowla and the English. They the English will inviolably adhere to the Articles of the Treaty made with the Nabob. That as long as he shall observe his Agreement the English will always look upon his

করিবেন, ততদিন ইংরাজেরা তাঁহার শত্রুকে ইংরাজের শত্রুরূপে দর্শন করিবেন এবং নবাব যখন চাহিবেন, তখনই তাঁহাকে যথাশক্তি সাহায্যদান করিবেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী।"

ক্লাইব কিরূপে এই অংগীকার পালন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তিনি মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। চন্দননগর আক্রমণ করা স্থির হইলে, ক্লাইব আরও অগ্রসর হওয়ার কথা সদস্যগণকে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন। *

ক্লাইবের এইরূপ অসরল ব্যবহার সর্ব্বথা নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লাইব বাইবেলভক্ত সাধু খৃষ্টীয়ানের ন্যায় এক গণ্ডে চপেটাঘাত সহ্য করিয়া অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিলে কিংবা এদেশের লোক—হিন্দু এবং মুসলমান—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া মুসলমান সিংহাসন রক্ষা করিলে, ইংরাজ-রাজভক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিত না! চরিত্রহীনতায় রোমক-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছিল, চরিত্রহীনতায় ভারত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় হলাহল হইতেও অমৃতের উৎপত্তি হয় বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আমাদের ইতিহাসে সে বিশ্বাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন!

enemies as their enemies and whenever called upon will grant him all the assistance in their power—12 February, 1757.—Treaties Engagement and Sunnuds. vol. i. 10

* That after Chandernagore was to be attacked he repeatedly said to the Committee, as well as to others that they could not stop there, but must go further ; that having establish themselves by force and not by the consent of the Nabob he would endeavour by force to drive them out again. That they had numberless proofs of his intention and his Lordship said, he did suggest to Admiral Watson and Sir George Pocock, as well as to the Commitee, the necessity of a revolution,—Clive's Evidence. First Report. 1772.

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পলাশীর যুদ্ধ

পীড়িত সেনাদলকে কাটোয়া-দুর্গে সুরক্ষিত করিয়া, অবশিষ্ট বৃটিশবাহিনী ২২শে জুন সায়ংকালে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, মীরজাফরের পূর্ব্বকথিত সংকেতানুসারে, দলে দলে পলাশীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পলাশীর সাড়ে সাত ক্রোশ দূরে ;—পাছে নবাব-সেনা পলাশী অধিকার করিয়া লয়, সেই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বৃষ্টি-বাদল মাথায় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া চলিল এবং অক্লান্ত-সমর-যাত্রায় গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে রাত্রি একটার সময়ে পলাশীর আম্রবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। *

সিরাজদ্দৌলা মনকরা ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ভাগীরথী যেখানে অশ্বক্ষুরের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাহিত, তাহার পূর্ব্বদিকে, —তেজনগরের উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরাংশে—শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শিবিরের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মৃৎপ্রাচীর। তাহার দক্ষিণে মৃত্তিকাস্তূপ এবং দুইটি পুরাতন সরোবর। সিরাজসেনার বাদ্যোদ্যমে বহুদূর পর্য্যন্ত বনভূমি প্রতিশব্দিত হইতেছিল ;—ক্লাইব বুঝিলেন যে, শত্রু অতি নিকটে। সে রজনীতে বৃটিশবাহিনী যথাসম্ভব নিদ্রালাভ করিল, কিন্তু সেনাপতি আর নিদ্রার অবসর পাইলেন না ; কেবল নিরন্তর মনে হইতে লাগিল,—"কি হয় কি হয় রণে, জয়-পরাজয় !" †

* The whole army reached Plassey-grove after a very fatiguing march and through a whole night's rain.—Ive's Journal.

† The soldiers slept, but few of the officers and least of all the Commander.—Orme. ii. 172.

সিরাজদ্দৌলাও নিদ্রার অবসর পাইলেন না ; একাকী নির্জ্জন পট-মণ্ডপে বসিয়া প্রহর গণনা করিতে করিতেই রজনী প্রভাত হইয়া গেল। তিনি চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণবদনে একাকী স্তিমিতালোকে বসিয়া রহিয়াছেন ; সুচতুর তস্কর অবসর বুঝিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতেই ফর্‌শী উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল! সিরাজ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিচরবর্গ কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে। সিরাজ মর্ম্মপীড়িত কণ্ঠে অলক্ষিতে বলিয়া উঠিলেন—"হায়! না মরিতেই ইহারা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে! *

সিংহাসনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সিরাজদ্দৌলা পানদোষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। † তাঁহার পরমশত্রু সমসাময়িক ইংরাজলেখকেরাও বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বের কথা যাহাই হউক, আলিবর্দ্দির নিকট ধর্ম্মশপথ করিবার পর সিরাজ আর সুরাপাত্র গ্রহণ করেন নাই। ‡ পলাশীর পটমণ্ডপে তিনি যখন একাকী চিন্তামগ্ন সেই সময়ের চিত্রপট উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য কেবল তাঁহার স্বদেশীয় কবি লিখিয়া রাখিয়াছেন :—

"ঢাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনর্ব্বার
কামানলে কর সবে আহুতি প্রদান ;

* Scrafton's Reflections.—এই ঘটনা প্রকারান্তরে ষ্টুয়ার্টেও বর্ণিত আছে, অন্যান্য ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে।

† He used to drink, but he gave up his habit in accordance with a promise which he made to Aliverdi on his death-bed.—H Beveridge. C. S.

‡ I have before mentioned Surajha Dowla, as given to hard-drinking ; but Allyvherdi in his last illness, foreseeing the ill consequences of his excesses obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor ; which he ever after *strictly observed*.—Scrafton.

খাও ঢাল, ঢাল খাও, প্রেমপারাবার
উথলিবে, লজ্জাদীপ হইবে নির্ব্বাণ ;
বিবসনা লো সুন্দরী ! সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে ? নবাবের কাছে ?
যাও তবে সুধাহাসি মাখি বিম্বাধরে
ভুজঙ্গিনী-সম বেণী দুলিতেছে পাছে ;
চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ,
উড়ুক কামের ধ্বজা,—কালি হবে রণ।" *

বর্ণনা-লালিত্যে এই সরস কবিতা বাঙ্গালীর নিকট সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছে। রঙ্গমঞ্চ "উজ্জ্বলিত দীপাবলিতেজে" বারবিলাসিনী-সাহায্যে এই সুলিখিত চিত্রপট পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়া, কত লোকের নৈতিক অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে ! যাহা সিরাজদ্দৌলার কলঙ্করটনার জন্য কল্পনা-সাহায্যে কত সন্তর্পণে রচিত হইয়াছিল, তাহা যে আমাদিগেরই আধুনিক উদ্যান-বিহারী কুবেরসন্তানদিগের অবিকল ছায়াচিত্র, তাহাও স্পষ্টতর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ষ্টুয়ার্ট, গোলাম হোসেনের পদানুসরণ করিয়া, নবাবগঞ্জের যুদ্ধশিবিরে কামাসক্ত শওকতজঙ্গের যে অসাধু চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা কি তাহারই প্রতিবিম্ব নহে ? 'পলাশীর যুদ্ধকাব্য' রচনা করিবার পূর্ব্বে কবি বোধ হয় ষ্টুয়ার্ট পাঠ করিয়া থাকিবেন। প্রণাম :—

—"সেই দিন করিয়া মন্ত্রণা,
রচিলাম পূর্ণিমার পাপী দুরাচার
কিন্তু পরিণামে হায় ! লভিনু কি ফল ?

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য।

সুরামত্ত, কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে,
যেমতি পড়িল ক্রৌঞ্চ-মিথুন দুর্ব্বল ;
ব্যাধ-কবি বাল্মীকির ব্যাধ-বিদ্ধ বাণে।" *

ষ্টুয়ার্ট ভিন্ন আর কোন ইতিহাসে এইরূপ সুললিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার কপাল! ষ্টুয়ার্ট পড়িয়াও তাঁহার স্বদেশের কবি নবাবগঞ্জের শওকতজঙ্গের চিত্রপটখানি পলাশীর সিরাজদ্দৌলার চিত্রপট বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না! "কবির পথ" কি এতই "নিষ্কণ্টক" ?

সেকালের ইংরাজ-বাঙ্গালী মিলিত হইয়া, সিরাজদ্দৌলার নামে কত অলীক কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত নাই। অবসর পাইলে একালের প্রতিভাশালী সাহিত্যসেবকগণ এখনও কত নূতন নূতন রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, "পলাশীর যুদ্ধকাব্যই" তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রুদলও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না,—একালের লোকে তাহারও অভাবপূরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। লোকে বলে, সরফরাজখাঁ অশান্তহৃদয়ে জগৎশেঠের পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া † প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গিরিয়ার যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ;—কবি সেই জনশ্রুতি লতাপল্লবে সুশোভিত করিয়া, সিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপ করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন :—

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর কবিবর লেখককে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পলাশীর যুদ্ধকাব্য রচনার পূর্ব্বে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাস পাঠ করেন নাই।

† Holwell's Interesting Historical Events. Part I. P. 70.

শেঠবংশীয়গণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা যাহা বলিয়া থাকেন, শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"—কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন ভাস্কর-সম, ভূভারত জুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার!"

যিনি আশৈশব শিবিরে শিবিরে অসিহস্তে জীবন যাপন করিয়া অন্যায় কৌশলে পলাশীক্ষেত্রে রণপরাজিত হইয়াছিলেন, কবি তাঁহাকে কাপুরুষ সাজাইবার জন্য "হুগলীর সমরে" "দাঁতে তৃণ লয়ে" "সভয়ে" সমর ত্যাগ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। * মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার শিবচন্দ্র ইংরাজের পক্ষাবলম্বী বলিয়া নবাব মীরকাশিমের আদেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় "মুঙ্গীর দুর্গে" কারারুদ্ধ থাকিয়া ইংরাজ কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। † কবি সময়-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, সিরাজদ্দৌলাকেই তাহার জন্য অপরাধী সাজাইয়া, "কোন একজন বঙ্গ-

* ইতিহাসে হুগলীর সমর-কাহিনী অন্যরূপ। সিরাজ তাহাতে আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি "দাঁতে তৃণ লয়ে" "সভয়ে" সমরত্যাগ করা দূরে থাকুক,—ইংরাজেরা তাঁহার অগোচরে গোপনে তস্করের ন্যায় হুগলী লুণ্ঠন করায় তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্যই দ্বিতীয়বার কলিকাতা আক্রমণ করেন। ক্লাইভ তাঁহার গতিরোধ করিতে গেলে তাঁহার দুই জন সেনানায়ক এবং সেক্রেটারী পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন। নিশারণে শত্রুসংহার করিতে গিয়া স্বয়ং ক্লাইব হেঁটমুণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "কবির পথ" অবশ্যই "নিষ্কণ্টক"; ইতিহাসের পথ সেরূপ নহে।

† ইংরাজী ইতিহাস ভিন্ন সুপ্রসিদ্ধ "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতে"র (১২৩—১২৬ পৃষ্ঠা) এই ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত রহিয়াছে। "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের" চারি বৎসর পরে "পলাশীর যুদ্ধকাব্য" প্রকাশিত হয়। অথচ শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক এবং তাঁহার "বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত" কোন একজন বন্ধু মহাশয় চারি বৎসরের মধ্যেও "ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতে"র ন্যায় "বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত" গ্রন্থখানি একবার মাত্রও পাঠ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। অহো! স্বদেশের ইতিহাসের অপরিসীম সৌভাগ্য।

সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধুর মুখে" শুনিয়াছেন বলিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন ! * যে দেশের কবি-কাহিনী ইতিহাস-রচনার ভার গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে সিরাজ-কালিমা উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি ?

"পলাশীর যুদ্ধকাব্যে"র এই সকল কাল্পনিক সিরাজ-কলঙ্ক প্রদর্শন করিয়া কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। কোন একজন বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত বন্ধু দয়া করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"নবীন বাবুর উত্তর এক লাইনও নয়। পলাশীর যুদ্ধ-কাব্য ইতিহাস নয় ; আপনাকে ইহাই লিখিতে অনুমতি করিয়াছেন।" † নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধ" যে 'ইতিহাস নয়' তাহা সকলে জানে না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবক যে সর্ব্বথা স্বকপোল-কল্পিত অযথা-কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্য-রসের অবতারণা করিবেন, তাহা সহসা ধারণা করিতে সাহস না পাইয়া, অনেকে, তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধকাব্য"কে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি "ন্যাস্যাল এণ্ড কোম্পানী" পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের যে "বিদ্যালয়ের পাঠ্যসংস্করণ" প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাকে 'ইতিহাস' বলিয়া পরিচিত ও বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিত হইয়াছে !! ‡ "কবির পথ নিষ্কণ্টক" হইলেও, ঐতিহাসিক

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য পরিশিষ্ট।

† সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

‡ Not only has complete poem like this a merit of its own superior to that of mere compilation of fugitive pieces but as it is also the history of Bengal of the period in verse, the introduction of such a book into our schools will be double beneficial to the students and an encouragement to real talent and literature of Bengal.—Preface.

চিত্রচয়নে সর্ব্বথা নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। যে হতভাগ্য নরপতি তরুণ জীবনে অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস লইয়া কাব্যরচনা করিলে, "পলাশীর যুদ্ধকাব্য" অধিকতর মর্ম্মস্পর্শ করিত। কবি আত্মকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও বরং ভাল হইত,—তাহা হইলে, তাঁহার কল্পনা পদে পদে "মেকলের" ছাঁচে ঢালা হইত না। মেকলে-লিখিত পলাশীর যুদ্ধও কাব্য—ইতিহাস নহে। কবি তাঁহাকেই অন্ধের যষ্টির ন্যায় প্রবল আগ্রহে আঁকড়িয়া না ধরিলে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার প্রেতাত্মা অনেক অলীক আক্রমণের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত। কেবল সেইজন্য স্বদেশের কীর্ত্তিমান্ কবির ভ্রম-প্রমাদের সমালোচনা লিখিত হইল।

রজনী প্রভাত হইল। যে প্রভাতে ভারতগগনে বৃটিশসৌভাগ্য সূর্য্য সমুদিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই প্রভাতে,—"১১৭০ হিজরী ৫ সাওয়াল রোজ পঞ্জসোম্বা" * (বৃহস্পতিবারে) পলাশীপ্রান্তরে ইংরাজ বাঙ্গালী শক্তিপরীক্ষার জন্য একে একে গাত্রোত্থান করিতে লাগিল।

ইংরাজেরা যে আম্রবনে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "লক্ষবাগ",—লোকে বলে তাহা লক্ষ বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। এই আম্র-কাননের পশ্চিমোত্তর কোণে মৃগয়ামঞ্চ; ক্লাইব তাহার পার্শ্বে,—লক্ষ-বাগের উত্তরে—উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা প্রত্যূষেই মীরজাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায়দুর্ল্লভকে শিবির হইতে অগ্রসর হইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহরচনা করিয়া শ্রেণীসম্বদ্ধ বলাকাপ্রবাহের ন্যায় ধীর মন্থরগতিতে আম্রবন বেষ্টন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

* মুতক্ষরীণ। কলিকাতা বিশ্বালয়ের পাঠ্যগ্রন্থে (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্কলিত ইতিহাসে) লিখিত আছে যে, পলাশীর যুদ্ধ ১৭ই জুন সংঘটিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ইহা সম্পূর্ণ অমূলক অথবা লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন মাত্র।

ইংরাজদিগের মনে হইল এই চক্রব্যূহ যদি আম্রবন বেষ্টন করিয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করে, তবেই সর্ব্বনাশ! * ক্লাইবের গোরাপল্টন চারিদলে বিভক্ত হইয়া মেজর কিলপ্যাট্রিক, মেজর গ্রাণ্ট, মেজর কূট এবং কাপ্তান গপের অধীনে অস্ত্রধারণ করিল। মধ্যস্থলে 'গোরা লোগ', বামে দক্ষিণে 'কালা আদমীরা' ছয়টি কামান সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইল। মীরমদনের সিপাহী সেনা সম্মুখস্থ সরোবর তীরে সমবেত হইয়াছিল। এক পার্শ্বে ফরাসী-বীর সিনফ্রে, এক পার্শ্বে বাঙ্গালী-বীর মোহনলাল, মধ্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীরমদন সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

সিরাজ-বাহিনীর আস্তরণাবৃত রণহস্তী, সুশিক্ষিত অশ্বসেনা এবং সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র যখন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ইংরাজেরা ভাবিলেন—সিরাজব্যূহ দুর্ভেদ্য! †

বেলা ৮ ঘটিকার সময়ে মীরমদন সরোবরতীরে কামানে অগ্নিসংযোগ করিলেন;—প্রথম গোলাতেই ইংরাজপক্ষে একজন হত এবং একজন আহত হইল। তাহার পর মুহুর্মুহুঃ কামান চলিতে লাগিল—মুহুর্মুহুঃ ইংরাজসেনা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। এই ভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই আধ ঘণ্টায় ১০ জন গোরা ও ২০ জন কালা সিপাহী মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় করিল। ‡ ইংরাজের কামানও নীরব ছিল না। তাহার প্রচণ্ড পীড়নে

* At daybreak of the 23rd. the Nabob's army was perceived marching out of their lines towards the grove, which we were in possessions of; their intention seemed to be to surround us.—Ive's Journal.

† What with the number of elephants all covered with scarlet clothes embroidery, their horse with their drawn swords glistening in the sun, their heavy cannon drawn by vast trains of oxen and their standards flying,—they made a grand and formidable appearance.—Scrafton.

‡ Orme. vol. ii. 175.

নবাবসেনাও ধরাশায়ী হইতেছিল। কিন্তু তাহাতে নবাবের গোলন্দাজদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহারা অক্ষতদেহে বিপুলবিক্রমে ইংরাজ-সেনার মধ্যে মিনিটে মিনিটে গোলা প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টাতেই ক্লাইবের সমরসাধ মিটিল। আধ ঘণ্টাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রতি মিনিটে একটি করিয়া হত ও কতকগুলি আহত হইতে থাকিলে, তাঁহার তিন সহস্র সিপাহী অধিকক্ষণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিবার অবসর পাইবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে হটিতে হইল। * ইংরাজ-সেনার দুইটি কামান বাহিরে থাকিল, আর চারিটি কামান লইয়া তাহারা আম্রবনের মধ্যে লুকাইয়া গেল; ক্লাইবের আদেশে সকলেই বৃক্ষান্তরালে বসিয়া পড়িল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উচ্চ। সুতরাং মীরমদনের গোলা ইংরাজসেনার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল; কচিৎ বা বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হইতে লাগিল।

বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাকিয়াও ক্লাইবের আশংকা দূর হইল না। নাবাব-সেনার ব্যূহ-রচনায় এবং সমরকৌশলে তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি উমিচাঁদকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন —"তোমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুমর্ম্ম করিয়াছি। তোমাদের সংগে কথা ছিল যে, একটা যৎসামান্য যুদ্ধাভিনয় হইলেই মনস্কাম পূর্ণ হইবে; সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন করিবে না। এখন যে তাহার সকল কথাই বিপরীত হইতেছে?" † উমিচাঁদ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—"যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা মীরমদন এবং মোহনলালের সেনাদল; তাহারাই কেবল প্রভুভক্ত। তাহাদিগকে কায়ক্লেশে পরাজিত

---

* We soon found such a shower of balls pouring upon us from their fifty pieces of cannon * * * that we retired under cover of the bank.—Scrafton's Reflections.

† "সাবেদজঙ্গনে (ক্লাইব) আমীনচাঁদসে বাদগুমান্ হো কর্, গোসা করমায়া, আওর কহা কে এসাহি ওয়াদা থা কে থাকিক্ লড়াইমে ফয়ার জিদি হাসিল্ হো যায় গা, আওর

করিতে পারিলেই হয়; অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অস্ত্র চালনা করিবেন না।" *

মীরমদন ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বিপুলবিক্রমে গোলা চালনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মীরজাফরের চক্রব্যূহ যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না! † কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লতিফ, রায়দুর্লভ যেখানে সেনাসমাবেশ করিয়াছিলেন, সেইখানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রণকৌতুক দর্শন করিতে লাগিলেন। ‡ বেলা ১১টার সময় গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবরে ক্লাইব সমরসভার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বসিলেন। স্থির হইল যে,—সমুদায় দিন আম্রবনে লুকাইয়া কোন রূপে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। § মহাবীর পলাশীবিজেতা যে এইরূপে প্রাণরক্ষা করিয়াই সমর জয় করেন, সে কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ধূমপুঞ্জে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার আষাঢ়ের নবমেঘে মধ্যাহ্নেই পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক মধ্যাহ্ন-সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিল; মীরমদনের অনেক বারুদ ভিজিয়া গেল; তাঁহার কামানগুলি শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি পুনরায় বিপুল-

শাহী ফৌজভি সিরাজুদ্দৌলাসে মনহেরেক হেয়; ওয়া সব তেরি বাতেঁ বরখেলাফ্ পায়ি জাতি হৈঁয়।"—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

* Stewart's History of Bengal.

† As soon as their rear was out of the camp, failing in their plan to surround us, they halted.—Ive's Journal.

‡ মীর মহম্মদ জাফর খাঁ ওগয়রহ, বো বায়েস্ ইস্ কোত্তথুন কে হয়ে থে, জিস্ তরহকে মোকরব্ থে, ওহা খড়ে তামাসা দেখ রহে থে!—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)

§ At 11 o'clock Colonel Clive consulted his officers at the drum head and it was resolved to maintain the cannonade during the day, but at midnight to attack the Nabab's camp —Orme. Vol. ii. 179.

বিক্রমে শত্রুদলনের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে ইংরাজের একটি গোলা আসিয়া তাঁহার উরুস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। *

বাঙ্গালী সেনাপতি বীরের ন্যায় পলায়িত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া দৈববিড়ম্বনায় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মোহনলাল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, মীরমদনকে সকলে ধরাধরি করিয়া সিরাজদ্দৌলার সম্মুখে উপনীত করিলেন। তিনি বেশী কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না, এইমাত্র বলিলেন,—"শত্রুসেনা আম্রবনে পলায়ন করিয়াছে, তথাপি নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেহই যুদ্ধ করিতেছেন না; সসৈন্যে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।" † মীরমদনের বীরবাহু অবসন্ন হইল; সিরাজদ্দৌলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক মাত্র মীরমদনের ভরসা পাইয়া সিরাজদ্দৌলা শত্রুদলের কুটিল-কৌশলে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সিরাজের বল-ভরসা অকস্মাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক কালহরণ করিয়া, অবশেষে প্রিয়পুত্র মীরণ এবং পাত্র-মিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া সতর্কপদবিক্ষেপে সিরাজের পট-মণ্ডপে

* The battle being attended with so little bloodshed, arose from two cause; first,—the army was sheltered by so high a bank that the heavy artillery of the enemy could not possibly make them much mischief. The other was,—that Suraja Dowla had not confidence in his army, nor his army any cofidence in him and therefore, they did not do their duty.—Clive's Evidence.

† He was immediately carried to the Nawab and having uttered a few words, expressive of his own loyalty and the want of it in others, died in his presence.—Stewart.

প্রবেশ করিলেন। * মীরজাফর ভাবিয়াছিলেন, সিরাজদ্দৌলা হয়ত তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজ তাঁহার সম্মুখে রাজ-মুকুট রাখিয়া দিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন,—"যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি ভিন্ন রাজমুকুট রক্ষা করে, এমন আর কেহ নাই। মাতামহ জীবিত নাই। তুমিই এখন তাঁহার স্থান পূর্ণ কর। মীরজাফর! আলিবর্দ্দীর পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আমার মানসম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষার সহায়তা কর।" মীরজাফর সসম্ভ্রমে যথারীতি রাজমুকুটকে কুর্ণিশ করিয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া, বিশ্বস্ত-ভাবে বলিতে লাগিলেন—"অবশ্যই শত্রুজয় করিব। কিন্তু আজ দিবা অবসান-প্রায় হইয়াছে, সিপাহীরা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; আজ সেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক;—প্রভাতে আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে।" সিরাজ বলিলেন,—"নিশারণে ইংরাজসেনা শিবির আক্রমণ করিলেই যে সর্ব্বনাশ হইবে?" মীরজাফর সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন,—"আমরা রহিয়াছি কেন?" † সিরাজের মতিভ্রম হইল। তিনি মীরজাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেনাদলকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন—"আর দুই চারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার সময়? পদমাত্র পশ্চাদ্গামী হইলে, সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিবে,—ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।" ‡ এ সংবাদে মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বিবিধ বিধানে সিরাজদ্দৌলার মনস্তুষ্টি করিয়া পুনরায় সংবাদ

* মুতক্ষরীণ।

† Stewart's History of Bengal.

‡ মুতক্ষরীণ।

পাঠাইলেন—"ক্ষান্ত হও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর।" রোষে ক্ষোভে মোহনলালের নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? তিনি একজন মনসবদার মাত্র, সমরক্ষেত্রে সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না! যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মীরজাফরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন :—"মীরমদন গতাসু হইয়াছেন, আর লুকাইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন। ইচ্ছা হয় এখনই, অথবা রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়ে শিবির আক্রমণ করিবেন, তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে!" *

মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, ইংরাজসেনা আম্রবন হইতে বাহির হইতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে মৃগয়ামঞ্চের কক্ষমধ্যে বেশপরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সে সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন। মেজর কিলপ্যাট্রিক আম্রবনে সেনাচালনা করিতেছিলেন। † ইংরাজসেনা পুনরায় উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদে ক্লাইব দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই কিলপ্যাট্রিক এরূপ অসমসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অপরাধে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ‡ পরে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া, স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া মেজর সাহেবের দৃষ্টান্তানুসরণ করতঃ ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসীবীর

---

* Orme. Vol ii. 175.

† Some say he was asleep ; which is not improbable considering how little rest he had for so many hours before ; but this is not imputation either against his courage or conduct.—Orme. Vol. ii. 179.

‡ Ibid.

সিনফ্রে এবং বাঙ্গালীবীর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ;—তাঁহাদের সেনাদল হটিল না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ,—তাহারা অকুতোভয়ে অমিতবিক্রমে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এদিকে কতকগুলি সিপাহীসেনাকে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে দেখিয়া সুচতুর রায়দুর্লভ সিরাজদ্দৌলাকেও পলায়ন করিবার জন্য উত্তেজনা প্রদান করিতে লাগিলেন। সিরাজ সহসা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না। মুসলমান-ইতিহাসলেখক বলেন যে, যখন দিবা অবসান-প্রায়, তখন সিরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে, বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ অবস্থায় তাঁহার মনে হইল, পলাশীতে পরাজিত না হইয়া, রাজধানী রক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে গমন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। * রাজবল্লভও সেই মতের পোষণ করিলেন। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা আর ইতস্ততঃ না করিয়া দুই সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে গজারোহণে যুদ্ধভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। †

মীরজাফর সময় পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু শত্রুমিত্র চিনিতে না পারিয়া তাঁহার উপরও গোলাবর্ষণ করিতে ত্রুটি করিলেন না। ‡ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিতে করিতে মোহনলাল এবং সিনফ্রে বিশ্বাসঘাতক নবাব-সেনানায়কদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে

* সিরাজদ্দৌলানে যব লস্করকা, ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌফ্‌মন্ হো থর্‌সস্ তালা আঁহুসে, কেঁওকে বহুত কম্‌লোগোঁকে আপনা দোস্ত জান্‌তা থা * * কৈ ঘড়ি-ভড় রোজ বাকী রহথা কে খোদভি ভাগ নিক্‌লা—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)।

† অর্ম্মি সিরাজদ্দৌলাকে উষ্ট্রারোহণ করাইয়াছেন ; মেকলে তাহার উপর রং চড়াইয়া 'দ্রুতগামী' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন। স্ক্রাফ্‌টন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"সিরাজ গজারোহণেই পলায়ন করিয়াছিলেন।"

‡ Orme. Vol. ii. 176.

বাধ্য হইলেন। নবাবের পরিত্যক্ত জনশূন্য পটমণ্ডপের দিকে ইংরাজসেনা মহাদম্ভে অগ্রসর হইয়া, পলাশী-যুদ্ধের শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটিত করিল। *

পরিণাম বড়ই উজ্জ্বল বলিয়া পলাশীর যুদ্ধ এখন বৃটিশবাহিনীর মহা-যুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যে সেনাদল পলাশীসমরে জয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের পতাকাশীর্ষে এখনও পলাশীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। † কিন্তু যেরূপে পলাশীক্ষেত্রে সিরাজসেনার পরাজয় সাধিত হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে প্রকৃত সমর বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। সিরাজসেনা যেরূপ ভাবে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, সেইরূপ ভাবে সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পরাজিত করা সম্ভব হইত না। তাহারা আম্রবন বেষ্টন করিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিলে ত কথাই ছিল না। রাজবিদ্রোহীদিগের কুমন্ত্রণায় সিরাজদ্দৌলা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে, রাজবিদ্রোহীদলের চক্রান্তে সিরাজসেনা তাহাদের অধিকৃত সংকেতভূমি হইতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিলে এবং মীরজাফরাদির চক্রব্যূহ আত্মকার্য্য সাধন করিতে অগ্রসর না হইয়া ধীরে-ধীরে শিবিরাভিমুখে গমন আরম্ভ করিলে,—শূন্যক্ষেত্রের উপর দিয়া ইংরাজেরা-সদর্পে অগ্রসর হইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কথার আলোচনা করিয়া ইংরাজবীরকেশরী মহামতি ম্যালিসন্ বলিয়া গিয়াছেন,—"ইহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না।" ‡ পলাশীর যুদ্ধ-

* It was only when treason had done her work, when treason had driven the Nawab from the field when treason had removed his army from its commanding position that Clive was able to advance without the certainty of being annihilated. Plassy, then, though a decisive, can never be considered a great battle.—Col. Malleson's Decisive Battles of India. p. 70.

† Praise was more particularly given to the 39th Regiment which still bears on its banners the name of "Plassy" and the motto. *Primus in India*—Great battles of the British Army. p. 169.

‡ It was not a fair fight.—Col. Malleson.

ভূমি ভাগীরথী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। * লক্ষবাগের শেষ আম্রবৃক্ষটি সমূলে উৎখাত হইয়া বিলাতে চালান হইয়াছে। † মহেশপুরের কুঠির সাহেবেরা নাকি সেই আম্রকাষ্ঠে একটি সিন্দুক প্রস্তুত করিয়া মহারাণী ভারতেশ্বরীকে উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন কেবল স্থাননির্দ্দেশের জন্য একটি আধুনিক জয়স্তম্ভে লিখিত আছে :—

PLASSY

ERECTED BY THE BENGAL GOVERNMENT 1883.

এই স্বল্পাক্ষর ফলকলিপি ভিন্ন আরও এক নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা একজন মুসলমান জমাদারের সমাধিস্তূপ। মুসলমান বীর সম্মুখ-সংগ্রামে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার জন্য প্রাণপণে অস্ত্রচালনা করিয়া, অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে বাঙ্গালী কৃষাণ-কৃষাণীরা তাহার উপর ভক্তিভরে ফুল ফল তণ্ডুলকণা "সিন্নী" প্রসাদ করিয়া এখনও সেই পুরাকাহিনী সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

পলাশী হইতে প্রস্থান করিয়া, পরদিবস—শুক্রবার প্রাতঃকালে ‡—

* যুদ্ধভূমির নিকট দিয়া যে রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার একটি ষ্টেশনের নাম—পলাশী। তাহা যুদ্ধক্ষেত্র নহে। লর্ড কার্জ্জন সমগ্র নদীয়া জেলাকে পলাশী জেলা বলিয়া নূতন নামে পরিচিত করিয়া স্মৃতিরক্ষার কল্পনা করিয়াছিলেন ; সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

† H. Reveridge. C. S.

‡ ইংরাজেরা বলেন, সিরাজদ্দৌলা "দিবা দুই ঘটিকার" সময়ে পলাশী হইতে পলায়ন করিয়া "সেই রজনীতেই" রাজধানীর মহিলামণ্ডলীর বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুতক্ষরীণে লিখিত আছে, তিনি "সায়ংকাল পর্য্যন্তও" যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা করিয়া, আত্ম-সেনানায়কদিগের "বিশ্বাসঘাতকতায়" বিপর্য্যস্ত হইয়া, পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং পর-দিবস প্রাতঃকালে, অর্থাৎ "৬ মাহ সাওয়াল রোজ জুমাকো দো তিন ঘড়ি দিন চঢ়ে মনসুরগঞ্জ আ পহুঁছা!" শ্রীল শ্রীযুক্ত ড্রেক সাহেব বাহাদুরের পলায়নে ইংরাজ-গৌরব যেরূপ কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে—সিরাজদ্দৌলার পলায়নে মুসলমানের নাম সেরূপ কলঙ্কিত হয় নাই!

সিরাজদ্দৌলা মনসুরগঞ্জের রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। বাংগালা, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি বহুসহস্রসিপাহীসুরক্ষিত সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, বীরশূন্য মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন? ইংরাজেরা বলেন,—একে কাপুরুষ, তাহাতে দুর্ব্বলচিত্ত; সুতরাং ইংরাজ-ভয়েই সিরাজদ্দৌলা ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলেন,—"পিপীলিকা নিতান্তই ক্ষুদ্র কীট; তথাপি বহু-সহস্র পিপীলিকার সমবেত-শক্তির নিকট রণশার্দ্দুলকেও পরাভব স্বীকার করিতে হয়। * বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পিপীলিকা-দংশনেই সিরাজ-দ্দৌলার সর্ব্বনাশ হইল।

রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে না করিতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় কাহিনী চারিদিকে বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুণ্ঠনভয়ে, যে যেখানে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোগলপ্রতাপ তখন ধীরে ধীরে অস্তগমন করিতেছিল; মুসলমান আমীর ওমরাহেরা স্বার্থরক্ষার আশায় মহারাষ্ট্রসেনার নিকট, ফিরিংগী বণিকের নিকট এবং পার্ব্বত্য পাঠান-সেনার নিকট, বহুবৎসরের শাসনগৌরব পরিহার করিয়া, একে-একে রংগভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন; ভারতবর্ষের রত্ন-সিংহাসন বালকের ক্রীড়াকন্দুকে পরিণত হইয়াছিল;—সুতরাং সিরাজ-দ্দৌলার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য পাত্র-মিত্রগণকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার শ্বশুর মহম্মদ ইরিচ খাঁ পর্য্যন্তও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, পলায়ন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। † তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া,

* মুতক্ষরীণ।

† **Even his wife's father, Mahammed Eeruich Khan, though the Nabab begged him to stay and collect troops, either to defend him where he was, or to accompany him in**

প্রাণরক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কেহ ইংরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজনা প্রদান করিতেও ত্রুটি করিল না। * চারিদিকে আকুল আর্ত্তনাদের সূত্রপাত হইল।

এই সকল কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া, সিরাজদ্দৌলা সেনাসংগ্রহের জন্য ইরিচ খাঁকে পুনরায় উত্তেজনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া সিরাজদ্দৌলা বিহার-যাত্রার উপযোগী সেনা-সংগ্রহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইরিচ খাঁ তাহাতেও অসম্মত হইয়া, ধনরত্ন লইয়া পলায়ন করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া, স্বয়ং সেনাসংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গুপ্ত ধনাগার উন্মুক্ত হইল;—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রথম রাত্রি, সেনাদলকে উত্তেজিত করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান চলিতে লাগিল। † রাজকোষ উন্মুক্ত পাইয়া, শরীররক্ষক সেনাদল যথেষ্ট অর্থশোষণ করিল এবং প্রাণপণে সিংহাসন রক্ষা করিবে বলিয়া ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা করিয়া, একে একে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ‡ সিরাজের সকল চেষ্টা বিফল হইল!

his retreat, refused and hastened to his own house at the city of Moorshidabad.—Scott's History of Bengal. p. 369.

* Some advised him to deliver himself up to the English, which he imputed to treachery.—Orme. ii. 179.

† When Shirajadaula arrived at the city, his palace was full of treasure; but with all that treasure, he could not purchase the confidence of his army; he was employed in lavishing considerable sums among his troops to engage them to another battle.—First Report. 1772.

‡ As a last resource, the Nabab opened the doors of his treasury and distributed large sums to the soldiers: who

সায়াহ্নে আর রত্নদীপালোকে রাজধানী উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল না ;—রাজবৈতালিকের সুললতি যন্ত্র-সঙ্গীত আর বায়ুভরে দূর-দূরান্তরে মোগলের গৌরব-গীতি বিঘোষিত করিল না ;—পার্শ্বচরগণ আর নবাব-সিরাজদ্দৌলার আজ্ঞাপালনের অপেক্ষায় করযোড়ে কক্ষদ্বারে সম্মিলিত হইল না। * রাজপুরী জনসমাগমরহিত শ্মশান-সৈকতের ন্যায় হায়! হায়! করিতে লাগিল। সেই শ্মশানভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে মীরজাফরের বিজয়োন্মত্ত আগ্নেয়াস্ত্র ভীমকলরবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সিরাজদ্দৌলা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিলেন ;—মোগলের রাজ্যাভিনয়ের শেষ চিত্রপট উদ্ঘাটিত হইয়াছে, জনহীন পাষাণপ্রাসাদ যেন চিরবুভুক্ষিতের ন্যায় তাঁহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছে! তখন মাতামহের মমতাস্মৃলিপ্ত হিরাঝিলের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার বলদর্পিত মোগলরাজসিংহাসন পশ্চাতে রাখিয়া, নবাব সিরাজদ্দৌলা পথের ফকিরের ন্যায় রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। একজন মাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল। †

সিরাজ স্থলপথে ভগবানগোলায় উপনীত হইয়া, তথা হইতে নৌকা-রোহণে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া শৈশবের লীলাভূমি গোদাগাড়ীর ক্রোড়বাহিনী মহানন্দা নদীর ভিতর দিয়া উজান বহিয়া উত্তরাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ‡

baunty and deserted him with it to their homes.—Scott's history of Bengal p. 369.

* Scrafton.

† He was accompanied in his fight by his favourite concubine Latafunnissa. I am informed that this lady was originally a Hindu and none other than the sister of Mohan Lal.—H. Beveridge. C. S. এ বিষয়ে অনেকের অন্যরূপ ধারণা আছে।

‡ Riyaz-up Salateen. রেণেল-কৃত প্রাচীন মানচিত্রে গোদাগাড়ীর নিকট মহানন্দা নদীই দেখিতে পাওয়া যায় ;—এখন কিন্তু সেখানে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ!

মুতক্ষরীণ-লেখক সিরাজের পলায়ন-প্রণালীর দোষপ্রদর্শন করিবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"স্থলপথে পলায়ন করিলেই ভাল হইত। অর্থলোভেই হউক আর স্নেহবশতই হউক, অনেকে তাঁহার অনুগমন করিতে পারিত এবং বহুজনবেষ্টিত সিরাজদ্দৌলাকে কেহ সহজে কারারুদ্ধ করিতে পারিত না।" কিন্তু সিরাজ কি উদ্দেশ্যে একাকী নৌকারোহণে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য-নির্ণয় করিলে, মুতক্ষরীণের সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না।

কেবল প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন করা আবশ্যক হইলে, ভগবানগোলা হইতে পদ্মাস্রোতে পূর্ব্বাভিমুখে তরণী ভাসাইয়া দিলেই অনায়াসে দূরাঞ্চলে উপনীত হইতে পারা যাইত। সিরাজদ্দৌলা যে আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, কেবল মোগলগৌরব রক্ষা করিবার জন্যই জনশূন্য রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পলায়ন-প্রণালীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ! * কোনরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়া মসিয় লা সাহেবের সেনাসহায়ে পাটনা পর্য্যন্ত গমন করা ও তথায় রামনারায়ণের সেনাবল লইয়া সিংহাসন রক্ষার আয়োজন করাই সিরাজদ্দৌলার উদ্দেশ্য ছিল। † বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ যেরূপ সাহসী, সুচতুর, সেইরূপ অকৃত্রিম প্রভুভক্ত। সুতরাং কোনরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই সিরাজদ্দৌলার

* It was his intention to escape to M. Law and with him to Patna, the Governor of which province was a faithful servent of his family,—Orme. ii. 179.

† সিরাজদ্দৌলা যে প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন না করিয়া সিংহাসন-রক্ষার জন্যই পলায়ন করেন, স্বয়ং মীরজাফরের সেইরূপ ধারণা হইয়াছিল। তিনি সেই জন্য রাজমহলের পথে সিরাজদ্দৌলাকে ধরিবার জন্য লোক লস্কর প্রেরণ করেন। সিরাজদ্দৌলাও জানিতেন যে, তাঁহাকে রাজমহলের পথেই ধরিবার জন্য লোক-লস্কর প্রেরিত হইবে। তিনি তজ্জন্য সরল সুপরিচিত স্থলপথ ছাড়িয়া, অজ্ঞাতপূর্ব্ব জলপথে মালদহ ঘুরিয়া রাজমহলে উপনীত হইবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সরল পথে রাজমহল গমন করিবার চেষ্টা করিলে, মীরজাফরের অনুচরবর্গ সহজে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার অবসর পাইবে, এই আশঙ্কায় তিনি মহানন্দার ভিতর দিয়া গোপনপথে দীনদরিদ্রের ন্যায় পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। *

রাজমহলের নিকট কালিন্দী নাম্নী জাহ্নবীর ক্ষুদ্র শাখা নিঃসৃত হইয়া, পুরাতন গৌড় জনপদের উত্তরাংশ দিয়া মালদহের নিকট মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। নাজিরপুরের নিকট ইহার মোহানা ছিল; এখনও তথায় চিহ্ন রহিয়াছে। এই পথ নিরাপদ মনে করিয়া, সিরাজদ্দৌলা নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সিরাজদ্দৌলা আর ক্ষণমাত্র 'হত ইতি গজ' করিলে, রাজধানীতেই কারারুদ্ধ হইতেন। তিনি যে প্রভাতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন, সেই প্রভাতে মীরজাফর এবং মীরণের সঙ্গে দাদপুরের বৃটিশ-শিবিরে পলাশীবিজেতা কর্ণেল ক্লাইবের শুভদর্শন হয়। † চতুর ক্লাইব মীরজাফরকে কালাতিপাতের অবসর না দিয়া, অবিলম্বে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া, সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিয়া, রাজকোষ হস্তগত করিবার উপদেশ দান করেন। ‡

মীরজাফর রাজধানীতে শুভাগমন করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে, শিকার হাতের বাহির হইয়া গিয়াছে! তিনি আর কি করিবেন? অবিলম্বে হিরাঝিলের শূন্য রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া, সিংহাসনাধিপতি সিরাজ-

* While we were thus happy in our success, Suraja Dowla was trevelling in disguise, like a miserable fugitive towards Patna, where he hoped once more to appear in arms.—Scrafton.

† Scrafton.

‡ (The Colonel) advised him to proceed *immediately* to the city and not to suffer Suraja Dowla to escape, nor his treasures to be plundered.—Orme. 175.

দ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য চারিদিকে লোক-লস্কর প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদার ছিলেন। মীর-কাশিম তাঁহার অধীনে সেনাচালনা করিতেন। মীরকাশিম এবং মীর দাউদের উপর সিরাজদ্দৌলার পশ্চাদ্ধাবনের আদেশ হইবামাত্র তাঁহারা মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম নগর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। বেগমমণ্ডলীর রমণীগণ কারারুদ্ধ হইলেন; সিরাজের অজাতশ্মশ্রু কনিষ্ঠ সহোদর মিরজা মেহেন্দী আলী কারারুদ্ধ হইলেন; মহারাজ মোহনলাল কারারুদ্ধ হইলেন;—কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোনরূপ সন্ধান মিলিল না।

মহারাজ মোহনলাল অমিতপরাক্রমে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা করিতে গিয়া পলাশীর যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন; তথাপি তিনি আহত-কলেবরে সিরাজদ্দৌলার পার্শ্বরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। রাজধানীতে আসিয়া সিরাজদ্দৌলার পলায়ন-সংবাদে মন্ত্রণাকুশল মোহনলাল সিরাজের গন্তব্য পথ ও গুপ্ত উদ্দেশ্য সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আর শত্রুসঙ্কুল মুর্শিদাবাদে কালক্ষয় না করিয়া, সিরাজের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানগোলায় গমন করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবানগোলায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই মীরজাফরের অনুচরবর্গ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল। * যিনি নিয়ত ছায়ার ন্যায় সিরাজ-দ্দৌলার পদানুসরণ করিয়া, কখন মন্ত্রণাকৌশলে কখন বা অপরাজিত বাহুবলে মোগলের সিংহাসনরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার অতুলনীয় রণকৌশল এবং অকৃত্রিম প্রভুভক্তির পরিচয় পাইয়া, বিদ্রোহীদল সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে কালযাপন করিত, তাঁহাকে মীরজাফর

---

* মুতক্ষরীণ।

নিষ্কৃতিদান করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি মোহনলালকে বিদ্রোহী সেনানায়ক মহারাজ রায়দুর্লভের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মোহনলালকে দীর্ঘকাল কারাক্লেশ-বহন করিতে হইল না। রায়দুর্লভ তাঁহার ধন সম্পদ ও জীবন হরণ করিয়া মীরজাফরের আশঙ্কা নিবারণ করিলেন। *

রাজধানী শত্রুশূন্য হইল। তথাপি মীরজাফর মসনদে উপবেশন করিতে সাহস পাইলেন না। সকলে বুঝিল যে অতঃপর তিনিই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শূন্য সিংহাসন উজ্জ্বল করিবেন। তথাপি মীরজাফর সেই শূন্য সিংহাসন সম্মুখে রাখিয়া, ক্লাইবের শুভাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া, নগরোপকণ্ঠে কালযাপন করিতেছিলেন। ২৯শে জুন দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালা সিপাহী সমভিব্যাহারে ইংরাজ সেনাপতি মনসুরগঞ্জে শুভাগমন করিলেন। ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন,—"সে দিন যত লোক রাজপথ-পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজনিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লাঠি-সোটা এবং লোষ্ট্রনিক্ষেপেই তৎকার্য্য সাধন করিতে পারিত!" †

মোগল রাজধানীর "সুবাসিত" প্রসাদ-কক্ষে পদার্পণ করিয়াও ক্লাই-বের দুশ্চিন্তা দূর হইল না;—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "তাঁহাকে গোপনে নিহত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে।" ‡ এইরূপ জনরবে বিশ্বাস

* The Dewan Mohun Lal had before this been seized at Moorshidabad and his effects and life were taken by Doolubram. —Scott's History of Bengal. p. 371.

† He entered the city with 200 Europeans and 500 Sepoys—the inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they could have done it with sticks and stones.—Clive's Evidence.

‡ Orme. ii. 180.

স্থাপন করিবার কারণেরও অভাব ছিল না! সেকালে গুপ্তহত্যা সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহাতে আবার সিরাজদ্দৌলা ধরা না পড়ায় অনেকরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। কে শত্রু কে মিত্র,—কে রাষ্ট্রবিপ্লবে আন্তরিক হর্ষযুক্ত, কে ক্লাইবের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে,—তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এইরূপ অবস্থায় ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্ন হইয়া আত্মপক্ষ সবল করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া পাত্রমিত্রগণের সাক্ষাতে দরবারকক্ষে মীরজাফরের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং তাঁহাকে মস্‌নদে বসাইয়া দিয়া, * কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিনিধি স্বরূপ স্বয়ং সর্ব্বপ্রথমে 'নজর' প্রদান করিয়া, মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া অভিবাদন করিলেন। †

রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হইল। লক্ষাভাগও সুসম্পন্ন হইল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলার আর কোন সন্ধান মিলিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে সিপাহীসেনা ছুটিয়া চলিল।

যুদ্ধের উপক্রম বুঝিয়াই সিরাজদ্দৌলা মসিয়ুলাকে রাজমহলের পথে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। রাজা রাম-নারায়ণ অর্থাদি প্রদান করিতে বিলম্ব করায়, মসিয়ে লা সংবাদ পাইবামাত্র যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন নাই। ‡ তিনি যখন সসৈন্যে ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, সিরাজদ্দৌলা তখন মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিতেছেন।

* Col. Clive took Mir-Jaffier's hand and led him to the musnud. —Tarikh-i-Mansuri.

† Scrafton.

‡ মুতক্ষরীণ।

সিরাজদ্দৌলা মহানন্দাস্রোত অতিক্রম করিয়া, কালিন্দীর জলপ্রবাহ উত্তীর্ণ হইতেছিলেন,—তাঁহার নৌকা যখন বখরা বরহাল নামক পুরাতন পল্লীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। নাজিরপুরের মোহানা অতিক্রম করিতে পারিলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যাইত, কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহানা শুষ্কপ্রায়;—আর নৌকা চলিল না। *

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার পারাজয়বার্ত্তা তখন পর্য্যন্তও দূর দূরান্তরে নীত হয় নাই। সেই ভরসায় সিরাজদ্দৌলা স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ করিলেন; নাবিকগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীমুখের সন্ধান লইতে লাগিল। ইত্যবসরে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ মুসলমান মস্‌জেদে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই মস্‌জেদ দানশা নামক বিখ্যাত মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির। তাহা অদ্যাপি সাহপুর নামক গ্রামে ভগ্নাবস্থায় বিরাজ করিতেছে। † মস্‌জেদের লোকে ক্ষুদ্র পল্লীতে সিরাজদ্দৌলার ন্যায় অতিথির নৌকা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল, পরে

---

* আষাঢ়ের প্রথমে এখনও নাজিরপুরের মোহানায় নৌকা চলাচল করিতে পারে না। Acordingly to the Riyax (p. 373) Sirajudowla was obliged to stop at Bahral as the Nazirpore mouth was found closed.—H. Beveridge. C. S. অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া তথায় একজন ফকিরের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। এই বর্ণনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

† মালদহনিবাসী স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বহুক্লেশে এই মসজেদের ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মস্‌জেদের কয়েকখানি কারুকার্য্যখচিত পুরাতন ইষ্টক উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছেন। কেহ বলেন,—সিরাজদ্দৌলা এই মস্‌জেদের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন (Tarikh-i-Mansuri) তিনি রাজমহলের নিকট কারারুদ্ধ হন। এই মস্‌জেদ রাজমহলের নিকট না হউক রাজমহল হইতে বহুদূর নহে। রিয়াজ-উস্‌-সালাতিনের মতে কালিন্দী তীরেই সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

নাবিকগণের নিকট সন্ধান লইয়া তাহারা সকল সমাচার অবগত হইল। মীর দাউদ এবং মীরকাশিমের সেনাদল নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন, অর্থলোভে লোকে তাহাদিগকে সিরাজদ্দৌলার সন্ধান বলিয়া দিল। সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করিবারও অবসর পাইলেন না, সপরিবারে মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হইলেন।

ইংরাজেরা বলেন, সিরাজদ্দৌলা সম্পদের দিনে দানশা নামক মুসলমান ফকিরের নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতিহিংসা-পরায়ণ দানশা তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। * মহাত্মা বিভারিজ ইহা অবিশ্বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারে না; কারণ মুতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাফা স্বকৃত টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন, ফকির আদৌ সিরাজদ্দৌলাকে চিনিত না; তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ জন্মে; নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সে নবাবকে ধরাইয়া দেয়।" † আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সিরাজ যেরূপ মুসলমান ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে দানশার ন্যায় একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা দানশার সামাধিমন্দিরের ফলকলিপির সাহায্যে এবং তাঁহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইয়াছি যে, দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না।

সিরাজদ্দৌলা কালিন্দী-তীরস্থ সাহপুর গ্রামে দানশার সমাধিমন্দিরের নিকটেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ‡ রিয়াজ-রচয়িতা

---

* Scrafton ; Clive's Evidence etc.

† But this can hardly be true if the translator of the Sayer be correct in saying that the fakir did not recognize the Nawab and only learnt who he was from the boatmen, after his suspicious had been aroused by observing the richness of the stranger's slippers.—H. Beveridge. C. S.

‡ সিরাজদ্দৌলার সময়ে দানশার পৌত্র জীবিত ছিলেন। ইহারা সকলেই সে

শ্রীযুক্ত গোলাম হোসেন সলেমী মালদহের লোক, তাঁহার কথাই অধিক-তর বিশ্বাস্য কিন্তু দানশা বা তাঁহার বংশধরদিগের সহিত ইহার কোনরূপ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একবার হণ্টার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, "দানশা সিরাজদ্দৌলাকে ধরাইয়া দিয়া মীরজাফরের নিকট হইতে বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিয়া স্বদেশে "সুভামার" খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি সেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন।" * এ কথা সত্য হইলে মালদহের কালেক্‌টারীতে এই জায়গীরের সন্ধান পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় এরূপ জায়গীরের আদৌ কোন উল্লেখ নাই; মালদহের ভূতপূর্ব্ব কালেক্‌টার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় "সেরেস্তা তদন্ত করিয়াও তাহার সন্ধান পান নাই।" † দানশার অধিকারে অনেক নিষ্করভূমি থাকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাঁহার সমাধিবিচ্যুত পুরাতন ইষ্টকসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে এখন অল্প কয়েক বিঘা মাত্র নিষ্কর ভূমি রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল নিষ্কর ভূমি গৌড়া-ধিপতি হোসেন শাহ নামক পাঠান বাদশাহের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়া দানশার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন।

মীরকাশিম যখন সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করেন, সিরাজ তখন নিরস্ত্র নিঃসঙ্গ। তিনি অনন্যোপায় হইয়া অর্থ বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মীরকাশিমের সেনাদল লুণ্ঠনলোভে উন্মত্তবৎ হইয়া তাঁহারা নৌকা আক্রমণ

অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তারিখ-ই-মনসুরী-লেখক কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি বলেন যে, সিরাজ একজন দরবেশের দাড়ি গোঁফ মুড়াইয়া দিয়া অপমান করিয়াছিলেন; সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়।

* Hunter's Statistical Accounts of Bengal, vol. vii. 84.

† H. Beveridge. C. S.

করিল, স্বয়ং মীরকাশিমও অর্থলোভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পাকচক্রে লুৎফউন্নিসা বেগমের বহুমূল্য রত্নালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিলেন। * মসিয়া লা এই সময়ে ত্রিশমাইলমাত্র দূরে ছিলেন :—তিনি সিরাজের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই সিরাজের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। †

মীর দাউদ মহোল্লাসে এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবামাত্র মীরজাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি ক্লাইবের কণ্ঠলগ্ন হইয়া হিরাঝিলে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র সিরাজদ্দৌলাকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য যুবরাজ মীরণকে সসৈন্যে রাজমহলে পাঠাইয়া দিলেন। ‡

১৫ই সাওয়াল (৩রা জুন) আত্মভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে জীবন্মৃত কলেবরে সিরাজদ্দৌলা বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। § আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তলির এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনের চিত্র সম্মুখে দেখিয়া মুর্শিদাবাদের লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল;—মুসলমান ইতিহাসলেখক আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বাষ্পগদ্‌গদ্‌কণ্ঠে বলিয়াছেন :—

—"Be warned by example. O ye men of understanding and view well the revolutions of fortune. Place not

* মুতক্ষরীণ।

† Monsr. Law and his party came down as far as Rajmehal to Surajud-daula's assistance and were within three hour's march when he was taken.—Clive's Letter to Court. 26 July, 1757.

‡ Advice of it reaching the Subah, he sent his son to take him prisoner and bring him to the city.—Scrafton.

§ ১৫ সওয়াল ১১৭০ হিজরীকো আপ্‌নে নৌকরুন্‌কি কয়েদমে মুরশিদাবাদ আয়া।—মুতক্ষরীণ (অনুবাদ)

your reliance upon the world's success, for it is uncertain and inconstant, like a public figure, who goes daily from house to house." *

সিরাজদ্দৌলার বিকশিতকুসুমলোভনীয় সুকুমার দেহকান্তি আত্ম-ভৃত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে মলিন হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র নাগরিকদিগের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মীরজাফরের সেনাদল কৃতঘ্নের ন্যায় সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া তাঁহার কত না দুর্গতি করিয়াছে, তাহা তাহারাও বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের মহাপাপে রাজাধিরাজ বন্দী হইলেন, কৃতঘ্ন রাজকর্ম্মচারী শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার গুপ্তসংকল্পের প্রধান সহচরগণ মহোল্লাসে লঙ্কাভাগ করিয়া রাজকোষের ধনরত্ন কলিকাতায় চালান করিয়া দিলেন, অথচ মীরজাফরের সেনাদল রাজকোষে অর্থাভাব বলিয়া তাহাদের বেতন এ পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইল না। তখন তাহারা অধীরহৃদয়ে ওষ্ঠদংশন করিতে লাগিল, কেহ কেহ সিরাজদ্দৌলার মুক্তিলাভের সদুপায় চিন্তা করিবার জন্য রাজপথে সমবেত হইতে লাগিল, মুর্শিদাবাদ টলমল করিয়া উঠিল। †

* Scott's translation. p. 372.

† It is said that several jammadars, as he passed their quarters, were so penetrated with grief and anger, as to prepare to rescue him, but were prevented by their superiors.—Scott's History of Bengal. p. 371.

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সিরাজদ্দৌলার কি হইল ?

সিরাজদ্দৌলার কি হইল ? মহাসভার সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, কেবল পরদিবস মীরজাফরের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নিশীথে গোপনে নিহত করা হইয়াছে ! * সমগ্র মুসলমান-ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া ষ্টুয়ার্ট স্বপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন "দেশীয় লেখকেরা কেহই ইহার জন্য ক্লাইবের স্কন্ধে কোনরূপ দোষারোপ করেন নাই !" †

আমরা কিন্তু 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন' নামক বিখ্যাত দেশীয় ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি "ইংরাজ সেনাপতিদিগের এবং জগৎশেঠের উত্তেজনা-বলেই সিরাজদ্দৌলা নিহত হইয়াছিলেন ।" ‡ ষ্টুয়ার্ট এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া স্বপ্রণীত ইতিহাসে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া § অব-

* His Lordship knew nothing of it till next day.—Clive's Evidence.

† In justice to the memory of Colonel Clive, I think it requisite to state that ***none of the native historians*** impute any participation in the death of Sirajuddowla to him.—Stewart.

‡ Sirajudowla was put to death at the instigation of the English Chiefs and Jagat Seth.—Riyaz-us-Salateen.

§ I am indebted to it (Riyaz) for the idea of this work and for the general out-line.—Stewart.

শেষে এরূপ অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাত্মা বিভারিজ আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। *

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই ক্লাইবের কলঙ্কমোচনের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সিরাজ-দ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। কিছুমাত্র সংস্রব না থাকিলে ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য এরূপ আগ্রহ কেন,—তাহা কিন্তু সবিশেষ কৌতুকাবহ! অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হওয়া বিচিত্র নহে,—বোধ হয় এই জন্যই তাঁহারা এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

যে সকল অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হইবার সম্ভাবনা সেগুলি বড়ই গুরুতর। পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই মীরজাফর উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামদর্শী কর্ণেল ক্লাইব তাঁহাকে বিজয়োৎসবের অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উত্তেজিত করেন। মীরজাফর রাজধানীতে উপনীত হইলেও, ক্লাইব সহসা রাজধানীতে পদার্পণ না করিয়া, কয়েক দিবস নগরোপকণ্ঠেই কালযাপন করেন;—কেহ কেহ বলেন যে, ইহার মধ্যেও ক্লাইবের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। † ক্লাইব যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেহই এরূপ তর্ক করিতে পারেন না যে, তিনি অকারণে মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যাহাই লিখিত হউক না কেন, পলাশীর যুদ্ধ যুদ্ধাভিনয় মাত্র। ‡ ক্লাইবের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

---

* I do not understand why Stewart says that no native writer charges Clive with complicity.—H. Beveridge. C. S.

† Clive purposely delayed to entering Moorshidabed after the battle of Palassy.—H. Beveridge. C. S.

‡ This is the battle in which India was lost for the Islam. —Tarikh-i-Mansuri

তিনি বুঝিয়াছিলেন সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলে, নিশ্চয়ই ইংরাজের চিরশত্রু ফরাসীদলে যোগদান করিয়া ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেন। তিনি আত্মপক্ষ সবল করিবার জন্যই যে সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, তাঁহার উত্তেজনাই যে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ সে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত আবার দৃঢ়তর হইয়া উঠে। ক্লাইব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যদিও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, তথাপি মীরজাফর তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, সিপাহীদিগের ক্ষেপিয়া উঠিবার উপক্রম দেখিয়া সিংহাসন রক্ষার্থ-ই সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা প্রয়োজন হইয়াছিল।" * ক্লাইবের কথার আভাসে বোধ হয়, তিনি এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আদৌ আবশ্যক মনে করেন নাই। †

যাঁহারা অন্ধকূপহত্যার জন্য সিরাজদ্দৌলাকেও অপরাধী করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের একটি প্রধান তর্ক এই যে,—"স্বয়ং অন্ধকূপহত্যার আদেশ দেওয়ার প্রমাণ না থাকিলেও, সিরাজদ্দৌলা যখন তজ্জন্য কাহাকেও তিরস্কার করেন নাই, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়াই মনে হয় যে,

* Meer Jaffier apologised for his conduct by saying that he (Sirajadowla) had raised a mutiny among the troops.—First Report. 1772.

† Macaulay dexterously uses some expressions in Clive's report as a tribute from Mir Jaffar to the English character. The comment is a fair one, but Clive's words rather imply that he thought Mir Jaffar's excuses superfluous, he says that Mir Jaffar "thought it *necessary* to palliate the matter on motives of policy."—H. Beveridge. C. S.

তিনিও ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন।" * এরূপ তর্কপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইলে, ক্লাইবের পরবর্ত্তী ব্যবহার দেখিয়া কিরূপ সিদ্ধান্ত করিব? তিনিও ত সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধের জন্য আকারে ইঙ্গিতে কোনরূপেই মীরজাফরকে কিছুমাত্র তিরস্কার করেন নাই; বরং প্রকারান্তরে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না! ক্লাইবের বাক্য এবং কার্য্য সমালোচনা করিলে কি স্বভাবতঃই বিশ্বাস হয় না যে, তিনিও সিংহাসনরক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন?

এই সকল ব্যবহারের সহিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতিনে'র সুস্পষ্ট অভিযোগ সম্মিলিত করিলে, কেমন করিয়া বলিব যে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে ক্লাইবের বীরচরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই? তাঁহাকে পলাশীবিজেতা মহাবীর বলিয়া যাঁহারা জয়মাল্য সমর্পণ করিবার জন্য সগৌরবে জীবন-চরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু কেহই 'রিয়াজ-উস্-সালাতিনে'র অভিযোগের সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই।

ইতিহাস-লেখকেরা সিরাজদ্দৌলাকে পরমপাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত নরাধম (অথচ) রণভীরু কাপুরুষ সাজাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব নিজে ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতেন কি না তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। সিরাজদ্দৌলা কিরূপ প্রকৃতির তেজস্বী যুবক, তাঁহার হৃদয়নিহিত ইংরাজ-বিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল, শত্রুসংহারে কত অদম্য হৃদয়াবেগ,—ক্লাইব তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য সিরাজের সহিত ফরাসী-সেনার বাহুবল মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই শিহরিয়া উঠিতেন এবং মসিয় লাকে সিরাজদ্দৌলার দরবার হইতে তাড়িত করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল-জাল বিস্তার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার চক্রান্তেই

* By his conduct he placed himself in the position of an accessory after the act.—Col. Malleson's Decisive Battle of India. p. 47.

মসিয় লা আজিমাবাদে তাড়িত হইয়াছিলেন। * গমনকালে মসিয় লা সিরাজদ্দৌলাকে সাবধান করিতে ত্রুটি করেন নাই; সিরাজদ্দৌলাও বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক বুঝিলেই তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করা হইবে। এ সকল কথা ইংরাজদিগের নিকট লুক্কায়িত ছিল না। সুতরাং সিরাজদ্দৌলা পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলেই যে মসিয় লায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের সর্ব্বনাশ করিবেন, ক্লাইবের সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ ছিল না। এই জন্যই সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করা ক্লাইবের লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্যই প্রথম সন্দর্শনের শিষ্টাচার শেষ না হইতেই তিনি মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় এই জন্যই তাঁহার উত্তেজনাক্রমে সিরাজ কারারুদ্ধ ও নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেও, তিনি কোনরূপ তদুপলক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই

ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে সেনাচালনা করিবার সময়েও ঠিক এইরূপ একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান সুবেদার নিজাম-উল্‌-মোল্‌কের পরলোকগমনের পর দাক্ষিণাত্যে তুমুল অন্তর্বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। পর-সাম্রাজ্যলিপ্সু রাজনীতিবিশারদ ফরাসী-সেনাপতি ডুপ্লে বাহাদুর সেই অন্তর্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া কর্ণাটের নবাব এবং হায়দ্রাবাদের নিজামকে গৃহতাড়িত করিয়া, চান্দা সাহেবকে কর্ণাটে এবং মীরজাফরকে হায়দ্রাবাদের রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়া, দাক্ষিণাত্যে ফরাসী-রাজশক্তি সুদৃঢ় করিবার আশায় "ডুপ্লেফতেহাবাদ" নামে নগর পত্তন করিয়া তথায় এক অত্যুচ্চ বিজয়স্তম্ভ গঠন করেন। ইংরাজেরা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য কর্ণাটের সিংহাসনপ্রার্থী মহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বী হইয়া কর্ণেল ক্লাইবকে সেনাচালনার ভার

* Col. Clive was successful in this affair also.—Tarikh-i-Mansuri.

প্রদান করেন। ক্লাইব মহারাষ্ট্র-বাহিনীর সহায়তা লাভ করিয়া, অল্পদিন মধ্যেই "দুপ্লেফতেহাবাদের" জয়স্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু চান্দা সাহেব জীবিত থাকিতে, রণকোলাহল শান্তিলাভ করিল না। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রবাহিনীর সমবেত অধ্যবসায়ে হতভাগ্য চান্দা সাহেব অকস্মাৎ কারারুদ্ধ হইয়া গোপনে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন। ক্লাইবের নামে কলঙ্ক রটনার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন,—"ক্লাইব ইহার কিছুই জানিতেন না। বোধ হয় মহম্মদ আলির চক্রান্তেই চান্দা সাহেব নিহত হইয়াছিলেন।" * সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধও যে এইরূপে একাকী মীরজাফরের সপ্তদশবর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র যুবরাজ মীরণের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে ?

ক্লাইব যে কিছুই জানিতেন না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন যে,—সিরাজদ্দৌলাকে যে দিবস মুর্শিদাবাদে আনয়ন করে সেই দিন—তৎক্ষণাৎ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুর্ব্বৃত্ত মীরণ তাঁহাকে গোপনে নিহত করেন। মীরজাফর এবং ক্লাইব তখন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থান করিতেছিলেন,—সুতরাং পূর্ব্ব-তীরস্থিত মীরণের রাজপ্রাসাদে কখন কি হইয়া গেল, তাহা ক্লাইব অথবা মীরজাফর কেহই কিছুমাত্র জানিবার অবসর পাইলেন না! কথাগুলি সত্য হইলে, ইহা ক্লাইবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধী না হইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই সকল কথা কতদূর সত্য, তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এবং মীরণ

* Chanda Sahib fell into the hands of the Marhattas and was put to death, at the instigation *probably* of his competitor Mahomet Ali.—Macaulay's Lord Clive.

পূর্ব্বতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—এই বিষয়ে ইতিহাসে কোনরূপ মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থান করিবার সময়েই রাজমহল হইতে সংবাদ আসিল যে সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এই সংবাদে চক্রান্তকারিগণ উৎফুল্ল হইতে পারেন, কিন্তু সিপাহিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল এবং কিছু কিছু অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল! * ইহা হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া কালগণনা করিতেছিলেন, তাঁহারা সিরাজকে রাজধানীতে আনয়ন করিবার জন্য যথোপযুক্ত শরীর-রক্ষক নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মীরণ ভিন্ন আর কে উপযুক্ত পাত্র? সুতরাং মীরণকেই রাজমহলে প্রেরণ করা হইল। অন্য লোকে হয় ত উৎকোচলোভে বা নাগরিকভয়ে সিরাজদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, মীরজাফরের উত্তরাধিকারী মীরণের প্রতি সেরূপ সন্দেহের কারণ নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল গমন ও তথা হইতে সিরাজদ্দৌলাকে লইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে নিতান্ত পক্ষে দুই দিবসের আবশ্যক। এই দুই দিবসের মধ্যেও কি এতবড় গুরুতর কথা আদৌ ক্লাইবের কর্ণগোচর হয় নাই?

সিরাজদ্দৌলা কবে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিলেন, সে বিষয় এখনও রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। ক্লাইব, স্ক্রাফ্টন এবং মুতক্ষরীণ-লেখক বলেন, সিরাজদ্দৌলাকে যেমন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল, অমনি কাহাকেও কিছু না জানাইয়া মীরণ তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন;—সুতরাং কাহারও কিছু জানিবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু ক্লাইব, স্ক্রাফ্টন এবং গোলাম হোসেন, এই তিনজন সমসাময়িক দর্শক রাজধানীতে উপস্থিত

* (When) news came to the city that Sirajadowla taken, the report excited murmurs amongst a great party of the army encamped around.—Orme. ii. 183.

থাকিয়াও, তাঁহাদের এই উক্তির সমর্থন করিতে পারেন নাই। ক্লাইব বলেন, সিরাজদ্দৌলা আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন। * গোলাম হোসেন বলেন, সিরাজদ্দৌলা ৩রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন। স্ক্রাফ্‌টন বলেন, সিরাজদ্দৌলা ৪ঠা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া সেই তারিখেই নিহত হন। † সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ অনৈক্য দেখিয়া সহজেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। সিরাজদ্দৌলার মুর্শিদাবাদে আগমন ও তাঁহার হত্যাকাণ্ড যে এক দিনেই সংঘটিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্যই কেহ কিছু জানিবার অবসর পান নাই, এই কথা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ইঁহারা বিশেষ গোলযোগে পতিত হইয়াছেন। ‡

সিরাজদ্দৌলাকে যখন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল, তখন তাঁহাকে পশ্চিমতীরবর্ত্তী হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের নিকট উপনীত করাই সম্ভব, না তাঁহাকে পূর্ব্বতীরবর্ত্তী মীরণের রাজবাটীতে আনয়ন করাই সম্ভব? যাঁহারা ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বলেন যে, সিরাজকে আদৌ পশ্চিমতীরে আনয়ন করা হয় নাই,—সুতরাং ক্লাইব তাঁহার আগমনসংবাদও জানিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে সিরাজদ্দৌলাকে কোথায় আনয়ন করিয়াছিল, তাহার উপরেই প্রকৃত তর্ক নির্ভর

* Clive's Evidence.

† Scrafton's Reflections.

‡ 'নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"মুতক্ষরীণের মতানুসরণ করিয়া আমরা সিরাজের হত্যাকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিলাম।" মুতক্ষরীণ-লেখক যখন গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তিনি কোম্পানী বাহাদুরের পেন্সনভোগী সরকারী লেখক ছিলেন। নানা কারণে ইঁহার নিকট সিরাজদ্দৌলা সুবিচার লাভ করেন নাই,—মীরজাফরও কৃতকার্য্যের জন্য তিরস্কৃত হন নাই। মুতক্ষরীণের মতানুসরণ করা সকল স্থলে সত্যনির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বোধ হয় না।

করিতেছে। অর্ম্মি-লিখিত আদিম ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি যে,—"কারারক্ষিগণ সিরাজদ্দৌলাকে নিশীথ সময়ে দস্যু তস্করের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কলেবরে মীরজাফরের সম্মুখে উপনীত করিয়া দিল ;—যে রাজপ্রাসাদে কিছুদিন পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা অখণ্ডপ্রতাপে রাজগৌরব সম্ভোগ করিতেন, সেই রাজপ্রাসাদেই তাঁহাকে বন্দীবেশে প্রবেশ করিতে হইল। মীর-জাফরও ইহা দেখিয়া বিগলিত হইলেন,—সিরাজ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ জীবন-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, মীরজাফর সে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, স্থানান্তরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রচার করিলেন।" *

সিরাজদ্দৌলা স্থানান্তরে নীত হইলেন বটে, কিন্তু মীরজাফর তাঁহার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য তৎক্ষণাৎ মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। এই সময়ে রাজ-কার্য্যোপলক্ষে পাত্রমিত্রগণ সকলেই হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। মীরজাফর তাঁহাদের সকলেরই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন। ইংলণ্ডীয় মহাসভার মন্তব্য পুস্তকে প্রকাশ যে, সকলেই একবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার পরামর্শ দান করে। † কিন্তু অর্ম্মি-লিখিত ইতিহাসে এই মন্ত্রণাসভার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। অর্ম্মি লিখিয়া গিয়াছেন—"যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই থরথর

* In this manner, they brought him, about midnight as a common felon, into the presence of Meer Jaffier ; *in the very palace* which a few days before had been the seat of his own residence and despotic authority. It is said that Jaffier seemed to be moved with compassion and well he might, for he owed all his former fortunes, to the generosity and favour of Aliverdi, who died in firm reliance, that Jaffier would repay his bounties by attachment and fidelity to this his darling adoption who himself, to Jaffier at least was no criminal.—Orme. ii. 183.

† Meer Jaffier immediately held a council of his most intimate friends about the disposal of Sirajudowla ; *all agreed* it would be dangerous to grant him his life.—First Report. 1772,

করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেন, এমন অনেক লোক এখন সময় পাইয়া তাঁহার নামে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্বার্থরক্ষার জন্য নূতন নবাবকে নরহত্যার প্রশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না। অনেকে মীরজাফরকে বশীভূত রাখিবার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, সিরাজকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হউক। মীরণের মত তাহা নহে। সিরাজদ্দৌলা জীবিত থাকিলে, সর্ব্বদাই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের সিংহাসন আপদসংকুল করিবে বলিয়া যে সকল কূটনীতিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধারণা, তাঁহারা মীরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার জন্য পরামর্শ দান করিলেন। তাঁহাদের পরামর্শই অবশেষে কার্য্যে পরিণত হইল।"*

এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে, এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, মীরজাফরের সপ্তদশবর্ষীয় হতভাগ্য পুত্র মীরণকে একাকী অপরাধী করিতে সাহস হয় না। মীরণের দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রই যদি সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের

* Most of the principal men in the Government were at this time in the Palace. * * * All these Jaffier consulted. Some, although they had before trembled at the frown of Serajadowla, now despised the meanness of his nature more than they had dreaded the malignancy of his despotism ; others, for their own sakes, did not choose to encourage their new sovereign in despotic acts of bloodshed ; some were actuated by veneration for the memory of Aliverdi, others wished to preserve Sirajadowla, either as a resource to themselves, or as a restrain upon Meer Jaffier, all those proposed a strict but mild imprisonment. But the rest, who were more subtle courtiers, seconded the proposal of Meerun respecting the risks of revolt and revolution to which the Government of Jaffier would be continually exposed whilst Sirajadowla lived.—Orme. ii. 184.

একমাত্র কারণ হইত, তবে মীরণ তাঁহাকে রাজমহলে অথবা পথিমধ্যে যে কোনস্থানে নিহত করিলেই ত সকল গোলযোগের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিতেন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য পাত্রমিত্র লইয়া মন্ত্রণা করিবার প্রয়োজন হইত না।

সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ, তাঁহাকে রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিবার প্রস্তাব যাঁহাদের নিকট সুপরিচিত, সেই ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব তখন মীরজাফরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য তাঁহার সহিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তখন সর্ব্বেসর্ব্বা,—তাঁহার কৃপা-কটাক্ষের প্রতীক্ষায় স্বয়ং মীরজাফর পর্য্যন্তও তটস্থ। তাঁহাকে কিছুমাত্র না জানাইয়া, মীরজাফর কি এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস পাইয়াছিলেন?

মীরজাফর নিজে সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের তর্ক-বিতর্কে কোন পক্ষেই সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই। * যাঁহারা তাঁহার পাপপথের সহচর, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বার্থরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলেন কেন? কাহার অনুরোধ প্রবল হইল?—যাঁহারা কূটনীতিবিশারদ, তাঁহাদের মতেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল; তদ্বিষয়ে ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকদিগেরও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই কূটনীতিবিশারদ কে? যাঁহার পরামর্শে বা ইঙ্গিতে মীরজাফরের আত্ম-হৃদয়ের স্নেহমমতা ভাসিয়া গিয়াছিল, অবশেষে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিরস্ত্র করিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম গোপন করিবার জন্যই কি ইতিহাসলেখকেরা সপ্তদশ বর্ষীয় মুসলমানশিশুর নামে রাজহত্যার দুর-

* Jaffier himself gave no opinions.—Orme. ii. 184

পনের কলঙ্ক নিক্ষেপ করেন নাই? আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, সকলেই জানিতেন, কিন্তু কেহই তাহা দন্তস্ফুট করিতে সাহস না পাইয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা পদবিদলিত করিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য একমাত্র রিয়াজ-উস্-সালাতিনের অভিযোগ ভিন্ন ক্লাইবের নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হত্যাপরাধের কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লাইবের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই বলিয়াই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিতে পারা যায় না। তিনি ইচ্ছা করিলে যে অনায়াসেই সিরাজদ্দৌলার জীবনরক্ষা করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি তজ্জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বরং প্রকারান্তরে মীরজাফরের কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন যে, সিংহাসন রক্ষার জন্যই এরূপ হত্যাকাণ্ড আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল! যাঁহার নিকট জালসন্ধিপত্র এবং উমাচরণকে প্রতারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, বরং "আবশ্যক হইলে আরও একশতবার সেরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিত," তাঁহার নিকট যে সিংহাসনরক্ষার্থ সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

যাহারা সাধারণ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য কোনরূপ গুপ্ত চক্রান্তে মিলিত হয়, তাহারা সভ্যসমাজের বিচারে একে অপরের কৃতকার্য্যের জন্য অপরাধী হইয়া থাকে। ইংরাজ বাঙ্গালী গুপ্ত-চক্রান্তে মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশ সাধনরূপ ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিয়া সমর জয় করেন। তাহার পর সিরাজদ্দৌলাকে রক্ষা করা বা তাঁহার জীবনদান করা দূরে থাকুক, একজন তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ করিবার জন্য অপরকে উত্তেজিত করেন; সেই উত্তেজনায় সিরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হইয়া ক্লাইবের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়া

থাকিলেও, ক্লাইবের কলঙ্কমোচন হয় না! সামরিক ব্যাপারে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকিতে পারে;—স্বার্থই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে সকল কার্য্যই প্রশংসিত হইতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের নিকট ন্যায়-অন্যায়ের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে। সিরাজদ্দৌলা অন্যায়রূপে নিহত হইয়াছিলেন কি না, একমাত্র ইতিহাসই তাহার বিচারক। যদি কখন এ দেশের ইতিহাস যথাযথরূপে সংকলিত হইতে পারে, তবে সে ইতিহাস সভ্যজগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়া দিবে,—ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়েই কূটনীতি-বিশারদ মহাবীর, কিন্তু উভয়েই রাজদ্রোহী; উভয়েই বিশ্বাসঘাতক; উভয়েই রাজহন্তা!

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরস্থ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের একাংশের নাম জাফরাগঞ্জ।* নবাব আলিবর্দ্দীর স্নেহানুপালিত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ এই স্থানে বহুব্যয়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন;—সেই সূত্রে স্থানের নামও 'জাফরাগঞ্জ' বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। একসময়ে জাফরাগঞ্জ এবং হিরাঝিলের সৌধশোভায় মুর্শিদাবাদের নাগরিক-সৌন্দর্য্য সবিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পুরাতন ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে; ভাগীরথীর উভয়কূলে পূর্ব্বশোভা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; তৎসঙ্গে জাফরাগঞ্জের নবাববাটীও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পলাশী এবং জাফরাগঞ্জ বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরপরিচিত হইয়া রহিয়াছে;—পলাশীতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়; জাফরাগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড!

এই ঐতিহাসিক রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের পূর্ব্বজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তিনি হিরাঝিল অধিকার করায়,

* **Mir Jaffiar lived at Jaffiaraganj on the left bank *i.e.* on Kasimbazar island and the descendants of his son Miran still reside there.—H. Beveridge. C. S.**

জাফরাগঞ্জ যুবরাজ মীরণের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; সেই সময় হইতে মীরণের বংশধরগণ এই রাজপ্রাসাদে বাস করিয়া আসিতেছেন।

মীরজাফরের মন্ত্রণাসভায় সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে, তাঁহাকে জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদের একটি অন্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত কক্ষে গোপনে কারারুদ্ধ করা হয়। * জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদ সিরাজদ্দৌলার অপরিচিত নহে;—পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি মীরজাফরের মতিভ্রম দূর করিবার জন্য ইস্‌লামের গৌরবরক্ষার্থ আত্মগৌরব তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং শিবিকারোহণে মীরজাফরের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহার আগমন-সংবাদে জাফরাগঞ্জের সেনা এবং সেনানায়কগণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কত আগ্রহের সহিত সসম্মানে তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিল। আজ সিরাজদ্দৌলা শৃঙ্খলিতচরণে সেই চিরপরিচিত তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়ে, কেহ অভ্যাসবশতঃও অভিবাদন করিল না। সেই বিচিত্র অট্টালিকার প্রত্যেক কক্ষবাতায়ন হইতেই যেন প্রবল প্রতিহিংসাতাড়িত বিকট অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজদ্দৌলা ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। তথাপি সে সময়ে তাঁহার অধীর হৃদয়ে কত কি ভীষণ চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে?

একাকী অন্ধকার কারাকক্ষে নিপতিত হইয়া বোধ হয় জীবনের আশা আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। শত্রুহস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াও যে এতদিন জীবিত রহিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হয় সিরাজদ্দৌলা

* A small enclosure is shewn as the scene of his fate but the room or closet which once stood there and in which he was confined and put to death, has disappeared.—H. Beveridge. C. S. ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে জাফরাগঞ্জের বাটী বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বোধ হয় উহা শীঘ্রই লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িবে।

ভাবিয়াছিলেন, মীরজাফর হয় ত আত্মহৃদয়ের স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিতে না পারিয়া, কোনরূপে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন।

সিরাজদ্দৌলাকে জীবনদান করিতে সাহস হইল না। রাজসিংহাসন নিরাপদ করিবার জন্য আত্ম-হৃদয়ের স্নেহ-মমতা বিসর্জ্জন দিতে হইল। স্পষ্টতঃ না হউক, প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলাকে নিহত করিবার জন্যই তাঁহাকে মীরণের তত্ত্বাবধানে জাফরাগঞ্জে কারারুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু হায়! যাহাকেই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল, সে-ই শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কেহই সহজে সম্মত হইল না। সিরাজদ্দৌলার নামে ইতিহাসে যত কলঙ্ক স্থানলাভ করিয়াছে, মুরশিদাবাদের লোকে ততদূর জানিত না। তাহারা জানিত—সিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা, ফিরিঙ্গীর শত্রু, আলিবর্দ্দীর স্নেহপুত্তল, সুকুমারকান্তি তরুণ যুবক, অশান্ত—যৌবনোন্মত্ত—উচ্ছৃঙ্খল—প্রবল প্রতাপান্বিত সুবাদার,—সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিয়া, লোকে তাঁহার দোষের কথা ভুলিয়া গিয়া, ভাগ্যবিবর্ত্তনের কথা লইয়াই হাহাকার করিতেছিল। * এরূপ অবস্থায় সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান মাত্রেই যে তাঁহাকে বধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। †

এ জগতে কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকিয়া যায় না। সিরাজদ্দৌলাকে

* When the people beheld him in this situation, they forgot his vices and recollected only the hardship of his present fortune comparing it with splendour they had seen him surrounded with from his infancy till now.—Scott's History of Bengal. P. 371.

† He ordered Serajadowla to be confined and put to death, but on person of rank would undertake the murder. —Scott's History of Bengal p. 371.

বধ করিবার জন্যও অবশেষে একজন দুরাত্মা অর্থলোভে শাণিত খরসান গ্রহণ করিল। এই ব্যক্তির নাম মহম্মদী বেগ—আবাল্য আলিবর্দ্দী এবং সিরাজদ্দৌলার স্নেহানুকম্পায় প্রতিপালিত হইয়া তাহার ঘৃণিত জীবন অবশেষে অর্থলোভে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইল। * সিরাজের মাতামহী একটি অনাথা মুসলমান বালিকাকে সন্ততিনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া মহম্মদী বেগের সহিত বিবাহ দিয়া দয়াপ্রকাশে ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। † তদুপলক্ষে মহম্মদী বেগ সিরাজের সংসারে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিয়াছিল। হতভাগা সমস্ত পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া প্রভুহত্যার জন্য অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে, যাহারা ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনরক্ষার্থ ঈশ্বর এবং মনুষ্যের নিকট দায়ী হইয়াও পাকে-চক্রে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া অন্নদাতা রাজাধিরাজকে দস্যু তস্করের ন্যায় নিহত করিবার জন্য নির্ম্মম হৃদয়ে কারারুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া স্নেহানুপালিত মহম্মদী বেগ যে প্রতিপালকের মস্তকে খড়্গাঘাত করিবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?

উন্মুক্ত খরসান হস্তে দুর্দ্দান্ত মহম্মদী বেগ কারাকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সিরাজদ্দৌলা উন্মত্তবৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল আশা বিলীন হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক অব্যক্ত আকুল আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সিরাজ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :—

* মুতক্ষরীণ।

† At length, a wretch named Mahammady Beg, who from his infancy had been cherished by Mahubat Jung and Seraja-Dowla from whose grandmother he had received a portion with his wife from charity, offered to execute the horrid deed.—Scott's History of Bengal. p. 375.

"কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি অবশেষে আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? কেন? ইহারা কি আমাকে বহুবিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত নিকেতনে যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না!"

পরক্ষণেই সিরাজদ্দৌলার তেজস্বী হৃদয়ের আত্মগরিমা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি মহম্মদী বেগের নিকট আর কাতরোক্তি করিলেন না;— তাহার মুখের ভীষণ সংকল্পের পাপ কথায় কর্ণপাত করিলেন না;— নিজেই বলিয়া উঠিলেন:—

"না—না—আমি বাঁচিতে পারি না! তাহা কদাচ হইতে পারে না! আর কোন অপরাধে না হউক,—হোসেনকুলি! তোমাকে যে নিহত করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এ জীবনের অবসান হউক।" *

পরে মহম্মদী বেগের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন— "আইস—রহ—রহ—জল দাও—একবার অন্তিমের দেবতার নিকট এ জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই!" †

সিরাজদ্দৌলা নিরুদ্বেগে জীবনের শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না,—দুরাত্মা মহম্মদী বেগ ভগবানের পবিত্র নামের পুণ্যপ্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া, সিরাজদ্দৌলার অন্তিম প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই, প্রচণ্ডবেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়্গাঘাত করিল! ‡ নিদারুণ প্রহার-

* Stewart's History of Bengal.

† At length he recovered sufficiently to ask leave to make his ablution and to say his prayers.—Orme. ii. 184.

‡ মুতক্ষরীণ।

যাতনায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া সিরাজদ্দৌলা রুধিরাক্তকলেবরে কক্ষমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। মহম্মদী বেগ উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার উপর উপর্য্যুপরি খড়্গাঘাত করিতে লাগিল!

"আর না—আর না—আর না হোসেনকুলি! তোমার আত্মা শান্তিলাভ করুক!!!" * মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল;—সিরাজদ্দৌলার অমর আত্মা পাপপূর্ণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র কারাকক্ষ অতিক্রম করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিল। †

তাহার পর কি হইল? মুর্শিদাবাদের নরনারী এই রাজহত্যার আকস্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের আকুল আর্ত্তনাদ মুসলমানের উচ্চ অবরোধবেষ্টিত বেগমমহলে প্রবিষ্ট ও সিরাজ-জননী আমিনাবেগমের কর্ণগোচর হইল। বিদ্রোহী দল তখন বিজয়োৎসবে উন্মত্ত হইয়া, সিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া, নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সিরাজ-জননী হাহাকার করিতে করিতে লজ্জাভয় বিসর্জ্জন দিয়া রাজপথে আসিয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শববাহক হস্তী সহসা রাজপথে বসিয়া পড়িল;—স্নেহময়ী জননী সন্তানের মাংসপিণ্ড বুকে ধরিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলেন!!! মীরজাফরের অনুচর

---

* 'Enough!—enough!—Hussein Colly, thou art revenged.'—Stewart.

† সিরাজদ্দৌলা এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে, ইতিহাস লেখকেরা বোধ হয় তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। ষ্টুয়ার্ট সিরাজের অন্তিম উক্তি লইয়াও পরিহাসচ্ছলে লিখিয়া গিয়াছেন:—This is, perhaps a solitary instance of a native of Hindoostan expressing a consciousness of guilt on his death bed. Being absolute predestinarians they lay the fault to fate and after a life spent in every species of attrocity, pass their last moments in tranquilit .."—Stewart.

কদম হোসেন তখন নানারূপ তাড়না করিয়া সিরাজ-জননী আমিনা বেগমকে পুনরায় অন্তঃপুরে কারারুদ্ধ করিয়া, সিরাজের শবদেহ সমাধি-নিহিত করিবার জন্য ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী আলিবর্দ্দীর সমাধিমন্দিরে উপনীত করিল। * এই ঐতিহাসিক সমাধিমন্দিরে আলিবর্দ্দী মহবৎ জঙ্গের পূর্ব্বপার্শ্বে সিরাজের মাংসপিণ্ড নীরবে সমাধিনিহিত হইল ;—এই সমাধিমন্দিরই এখন সিরাজদ্দৌলার একমাত্র শেষ নিদর্শন ! †

* The populace beheld the procession with awe and consternation and the soldiery, having no longer the option of two lords, accepted the promises of Jaffier and refrained from tumult.- Orme. ii. 154.

† এই সমাধিগৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য এক্ষণে মাসে চারি আনা মাত্র তেলের ব্যবস্থা হইয়াছে।—শ্রীনিখিলনাথ রায় বি·এল্।

উপসংহার

The story of the rise and progress of the British power in India possesses peculiar fascination to all classes of readers. It is a romance sparkling with incidents of the most varied character. Whilst it lays bare the defects in the character of the native races which made their subjugation possible, in indicates the trusting and faithful nature, the impressionable character, the passionate appreciation of great qualities which formed alike the strentgh and weakness of those races,—their strength after they had been conquered, their weakness during the struggle. It was those qualities which set repeatedly whole divisions of the race in opposition to other divisions—the conquered and the willing co-operators to the sections still remaining to be subdued. * * * In the combination of astuteness with simplicity of fearlessness of death and conspicuous personal daring with inferiority on the field of battle, in the gentleness, the submission, the devotion to their leader which characterised so many of the children of the soil, (the student) will not fail to recognise a character which demands the affection, *even the esteem*, of the European

race which, chiefly by means of defects and virtues I have alluded to, now exercises overlordship in Hindustan.—Col. Malleson's Decisive Battles of India.

কেবল ঘটনাবিবৃতির জন্য যে সকল ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—সিরাজদ্দৌলার অন্যায় উৎপীড়নেই তাঁহার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কার্য্য-কারণের সমালোচনা করিয়া, নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস সংকলন করিলে, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবে,—এই হতভাগ্য নরপতির অযথা-কলঙ্কিত তরুণজীবনের অত্যাচার অবিচার উপলক্ষমাত্র; আমাদের চরিত্রহীনতাই মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ।

আওরংগজীবের শেষদশায় ভারতবর্ষে যে অরাজকতার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাতে মোগলের রাজসিংহাসন টলিয়া উঠিয়াছিল। অন্তর্ব্বিপ্লবের ছিদ্রলাভ করিয়া, ফরাসী এবং ইংরাজ এই দুই পরাক্রান্ত বিদেশীয় বণিক্‌-সমিতির দেশীয় লোকের সহায়তায় ভারতবর্ষে আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া, অকালে দেহবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলেও, মোগলের সিংহাসন অটল রহিত না।

আমাদের অধ্যবসায়ে, আমাদের বাহুবলে, আমাদের সহায়তা লাভ করিয়া ইংরাজবণিক্‌ এদেশে আত্মপ্রতিভা বিস্তৃত করিবার অবসরলাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে বৃটিশরাজশক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, আমরাই তাহার প্রধান সহায়। আমাদের দেশের মন্ত্রণাকুশল অমাত্য ওমরাহগণ রাজবিদ্রোহে মিলিত না হইলে,—আমাদের দেশের অকুতোভয় সিপাহী-সেনা আত্মশোণিত সম্প্রদানে শত সমরক্ষেত্রে বৃটিশবিজয়বৈজয়ন্তী বহন না করিলে,—এক প্রদেশের লোক সহায় হইয়া অন্য প্রদেশের পরাজয় সাধনে অগ্রসর না হইলে,—এ দেশে বৃটিশরাজশক্তি সুসংস্থাপিত হইত কি না, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শত্রুর ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া বৃটিশ-বণিকের শাসনক্ষমতা স্বীকার করিয়া লই নাই।—বন্ধুবেশে সহচররূপে পরস্পরের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে, পরস্পরের সমবেত মন্ত্রণায়, সংযুক্ত বাহুবলে, মোগলশাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তদ্রূপ অন্যদিকে আবার সেই চরিত্রের সরলতাও পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। আর ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নবজীবনের কথা স্মরণ করিলে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পথ যতই নিন্দার্হ হউক, গরলে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছে, নব্যভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংরাজবণিকেরা সহায়তা না করিলে এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত কি না তাহাতে কিছু সমূহ সন্দেহ! আমাদিগের জাতীয়চরিত্রের দুর্ব্বলতা না থাকিলে, এই শুভফল সমুৎপন্ন হইত না।

আমাদের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা না থাকিলে, বোধ হয় ইংরাজ বণিক চিরদিন মালগুদামের খাতাপত্র লইয়াই জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেন। কখন বা কোন মুসলমান নবাবের নির্য্যাতন ভয়ে আমাদিগেরই বস্ত্রাঞ্চলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আমাদের জাতীয়চরিত্রে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সাধনা, গুপ্তপ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অধ্যবসায়, স্বার্থসাধনের জন্য অকুতোভয়তা, অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণবিসর্জ্জনেও অকাতরতা, অজ্ঞাতকুলশীলকে বিশ্বাস করিবার জন্য সরলতা—এতগুলি সদ্‌গুণ না থাকিলে, মোগল, পাঠান, মারহাট্টা, শিখ, রোহিলা, জাঠ, পিণ্ডারী, ঠগ, বহুবিধ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অমিতবিক্রমের গতিরোধ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর আত্মবলে ভারত-সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না।

আমরা চরিত্রদোষে দুর্ব্বল,—আমরাই আবার চরিত্রগুণে বলীয়ান। আমাদিগের দুর্ব্বলতা এবং সবলতাই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনশক্তির ভিত্তি-ভূমি। এই সকল কারণে, ইংরাজ লেখকদিগের পক্ষে আমাদের নিন্দাবাদ

করা শোভা পায় না। আমাদিগকে রণপরাজিত কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাস রচনা করিলে, ইংরাজের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে না।

এখন আর সে দিন নাই! মোগল পাঠান "ক্রীড়াপটে" বিরাজ করিতেছে;—আমাদের কল্যাণের জন্য ইংলণ্ড—ইংলণ্ডের গৌরববর্দ্ধনের জন্য আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অখণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহুবন্ধন করিয়া গৌরবোজ্জ্বল নবযুগে পদার্পণ করিয়াছি। এই বাহুবন্ধন সুদৃঢ় হউক—এই চিরসাহচর্য্য প্রীতিপ্রদ হউক—এই অভিনব সম্বন্ধ চিরপুরাতন হউক—ইহাই এখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের সমবেত প্রার্থনা। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের এই শুভসম্মিলন দিনে, ইংরাজ বাঙ্গালী সত্যের সম্মান রক্ষার্থ—সরলভাবে আত্মাপরাধ স্বীকার করিতে সম্মত হইলে,—জেতৃ বিজিত সকলকেই বলিতে হইবে :—

Siraj-ud-doula was more *Unfortunate* than *wicked*.

পরিশিষ্ট

অন্ধকূপ-কাহিনী *

I
Foreword : Orthodox Tradition.

Few had access to the vast literature which should have been carefully scrutinised to come to an independent judgment on the genuineness of this unheard of story ; but few felt the necessity of taking so great a trouble ; because the tradition recorded by Robert Orme – a contemporary—was ready at hand.

Thus, the story has been handed down to posterity as an undisputed episode of History, which can no longer be questioned without stirring up popular sentiment against critical inquisitiveness.

This was noticed twenty years ago, when I ventured to publish my doubts.

The Modern View

The times have now changed rapidly to make it possible for Mr. J. H Little to utilise more abundant materials with conspicuous ability and to announce with calm confidence in the Journal of the Calcutta Historical Society (Vol. XI. part I, Serial No. 21) that the story of the Black Hole was a "gigantic hoax."

Yet, even now, a keen controversy regarding the propriety of this verdict has been roused in more quarters

* Calcutta Historical Society কর্ত্তৃক আহূত বিচার-সভায় গ্রন্থকার যে বক্তৃতা করেন, তাহা Journal of the Calcutta Historical Societyর (Vol. XII. part I, Serial No. 23. Pp. 156-171.) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিশিষ্ট মধ্যে তাহা সন্নিবিষ্ট হইল।

than one ; and Mr. Little has come to be belittled with a taunt that he has managed "to play off a clever and audacious practical joke."

This justifies the reopening of the question.

The New School of Historians.

I must confess, at the outset, that I find it more reasonable to adopt the critical methods of investigation recommended by "the historians of the modern school in Europe," than to follow the time-honoured practice of swallowing all extravagant stories without any sort of investigation. I cannot, therefore, look upon them as "a generation of iconoclasts, as represented by *The Pioneer*, for the simple reason that a mere iconoclast exults only in his work of wanton destruction, while "the historians of the modern school in Europe" have shown by example that if they are obliged to destroy any old fetish of faith they destroy it only to replace fiction by truth.

The Critical Method.

Their critical method, when it lights upon an interesting statement, "begins by suspecting it" (Lord Acton's *The Study of History*. p. 40); because the maxim that "a man must be presumed to be innocent until his guilt is proved" was not made for the historian. The main thing for him "is not the art of accumulating material, but the sublimer art of investigating it,—of discerning truth from falsehood." This art, according to Harrisse (*The discovery of America*, VI.), consists "in determining with documentary proofs and by minute investigations duly set forth—the literal precise and positive inferences to be drawn at the present day from every authentic statement without regard to commonly received notions, to sweeping generalities or to possible consequences" J S. Mill (*Inaugural Address*, P. 34) rightly pointed out that "there is no part of our knowledge, which is more useful to obtain at first hand,—to go to the fountain-head for,—than our knowledge of History". The modern critical method goes a step further and wants to test all first-hand informations

without regard to commonly-received opinions about them, because it looks upon "consistency in regard to opinions as the slow poison of intellectual life." Every authentic statement is not necessarily true. This may be best illustrated by many authentic statement of Col. Clive, in one of which, in a letter to Alamgir Sani, King of Hindostan, dated the 30th July, 1757 (Hill, II. 462.) he asserted that after the battle of Plassey, Sirajuddowla retreated to the city of Murshidabad, "nor stopt there, but cotinued his flight and was killed by his servants who followed him to demand their pay". This statement, though authentic, suppressed the real truth and suggested a deliberate falsehood. Instances need not be multiplied to shew that no story of this notorious period should be accepted without a critical investigation. The story of the Black Hole cannot, therefore, be treated as an exception. We should not only go to the fountain-head of t is story, but we should also carefully investigate it according to the well-established rules of modern critical method, which is a method of Science. There can be no investigation in any other way to ensure accuracy in our knowledge of History. In this modern method differs from the old ;—the critical from the uncritical ;—the historical from the romantic.

My suspicions were roused by the significant fact that no Mahomedan Historian of the Eighteenth Century made any mention of the Black Hole story, or of any catastrophe, which could be reasonably identified with it. Mr. Little has also noticed this only to ask his readers "to note the fact." But it requires some elaboration to enable one to appreciate the full significance of this omission.

II.
Suspicious Circumstances : Mahomedan Histories.

One of these historians, and the most important one, was Nawab Golam Hosain Khan, the author of the celebrated *Syer-ul-Mutakherin*. He was a relation and adherent of Showkatjung, who disputed the succession of Siraj-Uddowla. After the overthrow and death of his patron, this historian lived in banishment at Benares,

until he was restored to his *jageer* after the battle of Plassey. He completed his work in 1783, when the fall of Calcutta would not have still continued to be regarded as the only or the chief matter of interest and the story of the Black Hole a mere subsidiary one, as has been ingenuously suggested by *The Pioneer* to account for the non-mention of the catastrophe in the public records of the day.

Another historian, Golam Hosain Salim of Malda, the author of the *Riaz-us-Salateen*, completed his work in 1787-88, under the orders and patronage of his kind and benevolent master, George Udney, who was well-known for his piety and scrupulous regard for historical accuracy.

These two Mahomedan historians received just recognition from all celebrated English writers of the modern History of India. Neither of them had any motive to conceal the truth; yet neither had a word about the Black Hole.

Haji Mustapha's Observations.

A renegade Frenchman, named Haji Mustapha translated the *Syer-ul-Mutakherin* into English. He noticed this significant omission and recorded his own views about the incident in a note, which included the following observation:—

"This much is certain that this event, which cuts so capital a figure in Mr. Watts' performance, is not known in Bengal; and even in Calcutta it is ignored by every man out of the four hundred thousand that inhabit that city; at least it is difficult to meet a single native that knows anything of it: so careless and incurious are those people."

Mr. Hill supposed this "to be a sarcastic hint that the translator himself did not believe this story." Be that as it may, this observation reveals a fact and an explanation;—the fact relates to the want of knowledge of the people even of Calcutta; the explanation relates to an estimate of their characte. The explanation is, however, untenable; because Holwell's monument, built in 1760, was then in existence to refresh the memory of the

people ; and also because the Mahomedan histories make it abundantly clear that the "natives" were not altogether "careless" or 'incurious" about other matters of public notoriety during that period of change of Government, when goosip about every little event naturally ran in every direction with incredible rapidity. If the story of the Black Hole was really true, it could not have failed to reach their ears ; nor could it have been kept profound secret by the pepole of the Nawab.

Mr. Hill's Explanation.

Mr. Hill while writing the introduction to his book on Bengal in 1756-57, did not notice or discuss this significant omission. so prominently noted by Haji Mustapha. He has, however, now noticed it (*The Englishman*, Town Edition, 16 February, 1916) with an observation,—that knowing by his "own experience how very insouciant are the bulk of the people of India to whatever concerns only those of other castes and creeds, it did not produce sufficient impression" upon his mind for him "to think it worth while to discuss the question."

Prof. William's Contention.

But Mr. Rushbrook Williams, Professor of Modern History in the Allahabad University, has not taken the same view. He has tacitly conceded that this omission carries some weight. So he has made an honest effort to enquire if some faint reference,—even a figurative one,—cannot after all be discovered in some obscure Mahomedan History. For this purpose he contended for a while that a veiled reference might be discovered in the *Muzarffarnamah*. Maulavi Abdul Wali of Murshidabad, whose knowledge of Persian cannot be inferior to that of the learned Professor quoted the text (*The Statesman*, Dawk Edition, 23rd February, 1916) from the manuscript belonging to the Nizamut Library and annexed the following translation :—

"Having seen that they are incapable to resist and being in despair of concluding peace, the English gentle-

men seated themselves on board ship and left for the sea ; and a few of the English soldiers who saw the road of escape closed on them killed themselves out of excess of the sense of honour and a few persons became prisoners of the claws of predestination."

Mr. Abdul Walis Interpretation.

Moulavi Abdul Wali has rightly pointed out that "this passage,—which is the only passage on the subject,—does not prove that the English were put into the Black Hole. The sentence that a few persons became also prisoners of the claws of predestination is a figurative one and proves nothing." Those who are acquainted with the oriental methods of polished composition, will readily admit that the figurative expression cannot indicate imprisonment ; the context shows that while a few committed suicide, a few were also killed during the capture of the fort ; a fact admitted also in the English reports.

After this analysis of the text, it must be idle to contend that the story was referred to by a figurative description by at least one Mahomedan historian —or to contest the fact so definitely and confidently recorded by Haji Mustapha about the complete ignorance of the people even of Calcutta,—or to question his authority for such an unqualified acknowledgment.

Mr. Hill's Attitude.

This then is the first important fact which should not have been at first ignored and at last dismissed by Mr. Hill as unworthy of consideration, upon a plea of personal experience, which is as exceptional as it is inapplicable to the bulk of the people of India. In writing the Introduction to his book, Mr. Hill could not have really missed the undeniable proofs which clearly disclosed that the people of this country, even at the risk of their lives had actually felt compassion for the English fugitives and supplied them with necessary provisions, "by stealth in the night" (Hill. I. 171), inspite of the strictest prohibition of the Nawab.

Omission in Public Records.

Turning to the important public records of the day, we find the same significant omission. If considerations of unavoidable diplomacy demanded a studied silence on the point in the earlier correspondence with the Nawab, because the English were then very naturally anxious to re-establish their trade at any sacrifice, the same explanation could not be put forward in support of a studied silence in the Minutes and Consultations of the English Council; or in the first report submitted to the Court of Directors. Even in respect of the Correspondence with the Nawab, this explanation would be inapplicable to the last letter at any rate which Colonel Clive addressed, complaining only of "the loss of many crores of Rupees" said to have been sustained by the English "in the capture of Calcutta." In the two treaties,—one with Siraj-ud-dowla (9 February, 1757) and another with Mir Jaffier Khan (3 June, 1757), —no satisfaction was obtained for the atrocities of the Black Hole. Thornton (*History of the British Empire in India*, Vol. I, 212-13) observed that the absence of any provision for this purpose was "the greatest scandal attached to the treaty". Mr. Hill has not quoted or questioned this unbiassed verdict of a truly "eminent historian". He has only quoted the Third Article of the Treaty, without seeing eye to eye with Thornton, that that Article can in no way be spun out to cover, as Mr. Hill contends, "compensations for everything". It related only to compensations for clearly specified losses of property; and did not and could not include a compensation for loss of life in general, or in the Black Hole. In the same strain Mr. Hill now adds that,—"it is quite certain that a large number of the British were killed after Drake deserted his post. If they perished in the Black Hole, then Holwell's story is substantially true, though it may be incorrect in details". It is needless to point out that no verdict of History can be based upon this "if". Even if it were possible, it would not banish the need for proof; for, "the living do not give up their

secret", as Lord Acton pointed out, "with the candour of th· dead ; one key is always excepted ; and a generation passes before we can ensure accuracy."

First Official Report.

In the first official report of the fall of Calcutta (dated Fulta the 17th September, 1756) submitted to the Court of Directors, nearly three months after the event, there was no mention of the massacre, although it was signed amongst others, by Holwell himself. This document narrated on the other hand that the fort had surrendered "upon the promise of civil treatment of the prisoners" (Hill, I, 214-19) without saying that the promise was ultimately broken.

Mr. Hill's self-contradiction.

Mr. Hill's present contention (although he did not put it forward in his Introduction) is that it was not mentioned, because "no two members of the Council held the same opinion." This was really so, (Letter from Fort William to the Court of Directors, 31st January, 1757)". Mr. Hill has not, however, shown how in the face of such an undeniable fact, he can justify his present self-contradictory observation that the story received "general acceptance,—unquestioned by any of the Europeans present in Calcutta at the time."

Consistency of First Report.

The first official report was consistent with several well-established facts :—(i) that many of the besieged fled when the fort surrendered (Hill, I, 43), nay they simply walked out without opposition ; (ii) that a Mahomedan Jemadar of the Nawab's army escorted unmolested several English ladies and restored them to their husbands at Fulta that very night (*Mutakkherin*, Vol. II. 190) ; (iii) that all who had ventured to approach the Nawab in person were pardoned (Hill, I, 108-9) and allowed to go away ; and (iv) that when Holwell was brought before the Nawab "with his hands bound, the Nawab released him from his bonds" and promised him (Hill, II, P. 151), "on the word

of a soldier" that no harm should be done to him,—which he is said to have "repeated more than once".

The Causes of Imprisonment.

Why was any one imprisoned at all ? We are indebted to Holwell for the suggestion that it was due to his inability to disclose the hidden treasure of the garrison, which the Nawab was naturally anxious to secure. This makes it difficult to discover a motive for the imprisonment of 146 persons,—men, women and children,—all of whom could never have been treated as privy to the secret.

Why were then so many person imprisoned ? Holwell assigned no reason to it in his first statement, (reported by Syke's of Cossimbazar) on the 8th July. 1756. In his second statement, (said to have been forwarded from Muxudabad to the Councils of Bombay and Madras) on the 17th July, 1756 (Hill, 1, 115), he hazarded an opinion, not a fact, that—"the resistance made by the English and the loss suffered by the besiegers so irritated the Nawab that he ordered the imprisonment of all."

This was, however, quickly given up in his third statement, (sent from Hugli to the Council of Madras) on 3rd August, 1756 (Hill, 1, 186), in which he suggested another reason, *viz.*,—that the number of the English in the fort was "too great to be at large" ;—a reason which ill-fitted the fact that permission and facilities had already been granted to many to leave the fort, after which the Nawab could not have been really anxious to detain any but those who could be reasonably supposed to know anything about the hidden treasure. It could not also have been probable for a really large number of men, women and children, to have actually lingered in the fort, after many had died in defending it, and some had managed to escape during the confusion which followed the surrender. This reason was accordingly abandoned by the historians, who found it more consistent to adopt a different plea, *viz.*,—that "some of the drunken soldiers had drawn the misfortune upon all by attacking the soldiers of the Nawab." This explanation was originally put

forward by Governor Drake (Hill, I, 160) either from hearsay or from his own imagination of w ich he has been proved to have had an amplefund. As he was not an eye-witness, he could not have spoken from personal knowledge.

Holwell's fairness.

This plea, however received no support from Holwell, who was an eye-witness. He, on the other hand, recorded in his letter of 3rd August, 1756 that —"I charged the Nawab with designedly having ordered the unheard of piece of cruelty of cramming us all into that small prison ; but I have now reason to think I did him injustice."

This significant admission may justly give rise to an interesting and instructive inquiry into its motive, which Mr. Hill has not tried to pursue. When Holwell deliberately charged the Nawab, the English had by that time lost all hopes of returning to Bengal ; as soon as the first ray of hope began to dawn upon them, on account of their submitting a petition on 6th July, 1756 to the Nawab to be restored to Calcutta, the charge was as deliberately withdrawn on the 3rd August ; – but when Siraj-ud-dowla was no more, the revolution was over and the country had quieted down to enable Holwell to build his monument, he inscribed with equal deliberateness on his obelisk that 123 persons had been suffocated to death in the Black Hole prison of Fort William.

"By
The Tyrannic Violence
of
Surajud-Dowla
Suba of Bengal."

This is the man whose testimony is our chief guide in discerning truth from falsehood.

"He was known", says Prof. Rushbrook Williams as "a clever rascal even in his own day." He was "clever" indeed in never asking the English Council, not even when he acted as Governor, to commemorate the catastrophe, which would have necessarily called for a critical investigation of his extravagant story. He, on the other hand,

built a monument at his own cost, and "cleverly" attached two inscriptions to it,—one for the tragedy and another for the "revenge" taken by Clive and Watson, evidently to ensure the preservation of his monument, at least as a trophy of victory. An Englishman, a ship's, doctor, however, found it in 1817 in a deplorable condition (Mss. of a Voyage in the private collection of S. O. Mally Esqr. I. C. S.)—"no railing nor shrubs"—"totally unworthy of the universal interest excited by that most hideous event" ; nor did it seem to have "arrested the attention of natives, none of whom could point out the Black Hole close to it". That monument was unhesitatingly demolished in 1821 to make room for the Customs House. The new monument, built in 1902, by a noble donor, has omitted the "revenge", excluded the reference to "the tyrannic, violence of Sirajuddowla", revised the list of victims and included some names which are names of those (Hill, Introduction, p. xcix, note 4) Mr. Hill has given, "as being killed during the fighting." This monument, in the language of Sir Rabindranath Tagore, may, therefore, be justly liable to be looked upon as "a big thumb of stone, raised in the midst of a public thorough fare to proclaim to the heavens that exaggeration is not the monopoly of any particular race or nation "

Unavoidable Presumption.

These circumstance naturally raise some presumption against the genuineness of the story and that presumption gradually gains in strength when we find, as Mr. Little has shown in detail, that the presence of so many persons in the fort at that late hour would be a matter of great improbability.

III. Development of the story : Admissibility of Evidence.

Before we turn to that important question, we must decide another,—the question of the admissibility of evidence. Should we admit, as required by a correspondent of *The Statesman* (Dawk Edition, 15th February, 1916), half in jest and half in earnest, *The Confessions* of De Quincy, in which the illventilated

coaches of England in the early days of the nineteenth century were compared to "Governor Holwell's Black cage at Calcutta" in support of Holwell's story? Sober sense will readily concede that all sayings and doings of third persons, after the story had gained a fair currency, must stand on the same footing, whether they related to Lord Clive's endorsement of the petitions of those who said that they had lost their relatives in the Black Hole; or to the writings of the French and the Dutch, who derived no knowledge except through Holwell and his party. The story must stand or fall with the statements of the aggrieved party,—the alleged survivors of the grim tragedy of the Black Hole; for, they and the Nawab's people, and no one else, could supply us with real proof.

Mr. Hill has referred to a book *Memoire Sur l' Empire Mogol,* written in French by a Scoto-Frenchman named Jean Law of Lauriston, to show that the writer, who was an independent spectator in Bengal, "accepted the story of Holwell". This book, written under the orders of the French Ministry, partly in Paris in 1763, and partly on a second voyage to India in 1764, was published by Alfred Martineau in 1913. I am indebted to my learned friend, Prof. R. C. Majumdar, M. A. for an extract of the preface, which shows that the author was an old Chief of the French Factory of Cossimbazar, who was well-known to the Durbar of the Nawab. In his Memoir (Hill, III 160) he distinctly noted that he could not be "certain as to the correctness" of all he had heard; he preferred, therefore, "to refer" us "to what the English themselves have written". Mr. Hill should have found that a reference to the story of Holwell by this writer could not be accepted as an "acceptance."

Modern Research.

Modern research has discovered, with commendable diligence, many useful materials, which tend to show that a story of the Black Hole was actually in circulation among the European residents of Bengal from a certain date, before it was transmitted to Europe;—but

it does not fail at the same time to reveal that that story was the result of a gradual development.

The letter of 3rd July Chandernager (Hill, I, 50), Syke's letter of the 8th July (Hill, I, 61) and William Lindsay's letter (Hill, I, 163) relied on by Mr. Hill as tests of Holwell's story, cannot be treated as real tests; because these letters are not the letters of eye-witnesses. They can, however, be referred to to show, why, inspite of them, Holwell's story fails to carry conviction; because these letters prove a gradual development of the story, and supply us with many useful materials to discover how the story stood at each stage of such development.

This did probably induce Prof. Rushbrook Williams to contend that "our true concern is not with Holwell", and that the Black Hole incident does not stand or fall with the truth or falsehood of Holwell's story. An analysis of the first accounts in circulation in Bengal will, however, show at a glance that we cannot have the story of the Black Hole without Holwell, as we cannot have *Hamlet*, without the Prince of Denmark. Holwell cannot altogether be dismissed for the simple reason that the story of the imprisonment of the 146 persons and of the death of 123, which constitute "the main features of the tragedy" was the story of no one else but of Holwell; and even with him it was not the first story, narrated by him as soon as he got the earliest opportunity to do so. Our true concern must, therefore, be with Holwell and his principle associates, not with those, who reported from hearsay only; nor with those who accepted the story without any critical investigation.

True Concern.

The first story of the fall of Calcutta, that could be gathered by the French of the Dutch from really independent sources, including the wounded, who passed by their settlements, did not disclose an episode of the Black Hole (Hill, I, 22-24).

First Uncertainty.

The news of the fall of Calcutta was speedily carried far and wide. But (i) the letter written by the Council

of Fort William from Fulta on the 25th June, 1756 (Hill, 1. 25) asking for aid and succour from the Dutch in the distress of the English, (ii) the Consultations of the Dutch at Hugli from 25th to 27th June, 1756 (Hill, 1, 25), (ii) the letter from the Dutch Council to their agent written on 27th June, 1756 (Hill, I, 33), (iv) the Dacca Consultations of 27th and 28th June, 1756 (Hill. I, 34 and 36) showing that the news of the fall of Calcutta had already been received through the French at that distant station, and (v) the secret Consultations of the Dutch at Hugli on 28th June, 1756 (Hill, I, 37), - do not disclose an account or even a mention of the Black Hole story.

Although the Dutch were at first afraid to succour the English, the French speedily accommodated matters with the Nawab and readily offered a shelter to the English at Chandernagar. To this asylum arrived Watts and Colett, after their release, "in palanquins in the evening of the 28th June, 1756" (Hill. I.). After a wellearned rest at this place for three days, Watts and Colett wrote to the Council at Madras on 2nd July, 1756, giving an account of the fall of Cossimbazar and of Calcutta, as well of their imprisonment and release (Hill, 1, 45). But this letter contained no reference to the Black Hole or to any catastrophe, which could be placed in it. Although they were prisoners in the Nawab's camp before their release, they did not carry with them any information even from that source.

According to Holwell (*India Tracts* Third Edition, pp. 387-418) he was sent to Murshidabad along with Court, Walcot and Burdett. On his way, as a prisoner of war, he sent a letter which was reported by Sykes of Cossimbazar on 8th of July, 1756 (Hill, I, 61-62).

Holwell's First Story.

This was the first story of Holwell;—a story which was begun with a confusion of dates obviously to assert that the fort had held out till 21st. June. It did not disclose that the fort had really surrendered on "a promise of civil treatment of the prisoners"; it recorded

another story,—the story of a dishonourable "surrender at discretion." What was worse, it made out a case of wilful murder with an allegation that,—"all the night our poor gentlemen were in the Black Hole, the Nawab's people kept firing at them through the door."

Evident Concoction.

Strangely enough, an account recorded by Captain Grey, on the 13th July, 1756 (Hill, I, 73) at Fulta, discloses that the story of firing had also been carried to that station by some, although it was contradicted by others.

This shows, beyond doubt, that as the fact of firing could not have been independently imagined by more than one person, it must have been concocted in consultation to be circulated in different directions by different associates to make out a case of wilful murder, which came to be given up only because every one could not prove clever enough to repeat that story without contradicting others.

Probable Motive.

One is therefore, naturally tempted to enquire into the reason of the invention of such a story; specially in view of an observation of the French on 3rd July, 1756 (Hill, I, 50) that "the two first days passed in license and all the disorders of a place taken by assault, with the exception of massacre, to which the Moors are not accustomed in regard to people disarmed."

Was it not due to the consciousness that the dead-bodies thrown into the ravelin actually bore marks of gunshot wounds which caused death during the defence of the fort? When the story had to be given up, something had to be retained to account for these marks of injuries; and so the final story retained the allegation that many "wounded" persons had also been thrust into the Black Hole; although there could be no motive for any one to take such an unnecessary step; in as much as the "wounded" could have raised no apprehension in the minds of the Nawab's army.

Under these circumstances, Holwell very soon came to take caution. He nowhere acknowledged in his subsequent correspondence that he had given out a story at Cossimbazar, much less a story of "firing", although he admitted he had written a letter to Mr. Law, the French Chief of that station.

Holwell's Caution.

In his letter to his dear friend, William Davis, written on 28th February, 1757. Holwell gave a detailed account of his voyage to Murshidabad as a prisoner (*India. Tracts.* Third Edition, p. 411). In this letter he referred to the English factory at Cossimbazar by saying only this that, —"passing by our fort and factory at Cossimbazar raised some melancholy reflections amongst us". Maintaining a discreet silence about the statement made at Cossimbazar, he deliberately placed his arrival "in sight of the French factory" of that station on the 7th of July, (Hill, I, 115 and *India Tracts*) evidently to ignore Sykes, who noted (Hill, I, 91) on the 8th July that,—"*this morning* Mr. Holwell, Court, Walcot and one Burent (Burdett ?) a writer, passed by on their way to Murshidabad, prisoners in irons." The omission on the part of Holwell to refer to his Cossimbazar-statement is significant,—it betrays an evident solicitude to suppress his connection with the discarded first story of the "firing".

When Drake and others left the fort, they left behind more than 200 men (Hill, III, 169) "Without counting the Armenians and the Portuguese (Hill, II, 129) those who were left behind found that "They numbered 170 men capable of defence." The story that was carried to Captain Grant (Hill, I, 88) and to Roger Drake (Hill, I, 160) at Fulta, was the story of the imprisonment of 200 persons. This story of the imprisonment of the entire garrison, thoughtlessly left behind by Drake, was carried only to two places,—Fulta and Chandernagore,—evidently to blacken the character of the deserters, whose conduct had been harshly criticised by Holwell on the rampart. This number had, however, to be

Different Stories.

subsequently changed. Why was it changed? The inference is irresistible that when the story was found to be insupportable and inconsistent with the dimensions of the Black Hole, it came down to the imprisonment of 160 persons. Holwell, immediately after his release, in his letter of the 17th July, 1756, narrated the imprisonment of 165 or 170 persons; and the death of all but 6. His next account, written from Hugli on 3rd August 1756, disclosed another story. In this he said he had "overreckoned the number of the prisoners and the number of the dead", the former being really 146, and the latter 123. Why had Holwell at first "over-reckoned" and what materials he obtained afterwards to ascertain the correct figures, he never condescended to disclose.

Probable Reason.

One is, therefore, naturally tempted to enquire into the cause of this change. The Black Hole, according to Mr. Holwell was, 18 feet square; and reserving 2×1 square feet for each person. Ordinary Arithmetic would allow only 162 persons to be put into it. Was not this Arithmetic responsible for fixing upon the number of 160 persons? Strangely enough, Holwell gave the number as 160 in his first account communicated to Sykes. Strangely enough, news had also been carried to Chandernagore (Hill, I, 50),—the first news of the tragedy,—by another informant, who also reported the imprisonment of exactly the same number of persons.

The current story shows that this number was also ultimately abandoned. Was it due to any further calculation that more than 146 persons could not have been in the fort on the 20th June?

Evident Concert.

The records of the period can hardly explain the psychology of this "over-reckoning" of prisoners to the same extent by two informants, who carried the earliest account to two different stations,—Cossimbazar and Chandernagore. Was not this another and equally convincing instance of concert?

Final Account. A mystery hangs about the letter of John Young, Prussian Supercargo as to its dated —the 10th July, 1755 (Hill, I, 65). In this letter he noted that "Holwel, with his fellow partners of misery and affliction, from the moment of their capture to that of their release, came to Chandernagore a few days ago". Their coming to Chandernagore was no doubt a fact ; but that must have been an event of a date subsequent to their release, which took place on the 16th of July,—subsequent also to the 17th of July on whi h date Holwell wrote from Murshidabad ; —and probably subsequent to the 3rd of August, when he wrote from Hugli Thus, the letter of John Young must have been a letter of a subsequent date. By that time the story had been finally settled, *viz,*—146 "wounded and unwounded of all ranks" had been imprisoned, and 23 only survived. This going round the European settlements by Holwell and his fellow-sufferers coincides with the final reduction of the number. It makes all subsequent French and Dutch reports lose their value as independent accounts of a real episode of History.

Nationality of Prisoners. If there was uncertainly about the number of prisoners, there was no less uncertainty about their nationality. According to some, the prisoners included" Portuguese and Armenians, "of which many were wounded' (Hill, I, 88). But according to another, all Portuguese and Armenians received pardon, and left the fort (Hill, II, p. 182 ; p. 301), Holwell on the other hand, alleged that the prisoners included Dutch and English whites and Portuguese blacks. If any Dutch had actually died in the Black Hole, the Dutch in Bengal took no notice of it ; this was hardly probable.

The Real Question. Mr. Hill is satisfied with truth of the story, not as a historian, but as one who takes the contemporary historian to be his infallible guide. The special "acceptance by the great contemporary historian Robert Orme" weighs greatly with him. He cites Captain Mills, Sykes,

William Lindsay and the French at Cossimbazar and Chandernagore as witnesses, who are said to supply "confirmation and corroboration". Neither in the Introduction to his work, nor in his letter now published in *The Englishman*, has Mr. Hill tried to face the real question, —a question, which is concerned only with the direct evidence of the imprisonment of 146 persons, and the death of 123 ; because the imprisonment of Holwell and a few of the principal persons likely to know the hidden treasure, and the death of no one from suffocation would not constitute the tragedy. To support the current story, there must be evidence of the imprisonment of 146 and the death of 123. Who were they ? That is the real question, which must legitimately demand to know the names of all In the absence of evidence on that point, a true historian cannot go beyond saying that the story should be called "not to be proven."

Future Research.

This verdict, which really applies to the story in question, has been, by an irony of fate, sought to be applied to the theory advanced by Mr. Little. Mr. Hill has, therefore, sincerely hoped "that in furture, instead of indulging in practical jokes, Mr. Little will direct his energies into some more fruitful lines of historical research." One such fruitful line for Mr. Little should have been the History of this period, which alone could have cleared the ground of all unscholarly freedom of language and verdict.

In the absence of such research work, *The Pioneer* discovers a formidable obstacle for Mr. Little to over-come. "If the Black Hole incident had never taken place at all," says *The Pioneer*, "Holwell, who was no fool, would have known better than to put forward his own account of it". But inspite of this "formidable obstacle", Holwell actually invented another story,—the story of the Dacca-massacre, —about which the English Council of Calcutta had to record that it had "not the least foundation in truth". Although Mr. Little referred to this, *The Pioneer* did not

notice it, or refute it in any way. Such is the critical atmosphere in which knowledge struggles to advance in India.

IV.
The Last Question : Names of Victims.

Coming now to the last question,—the names of the victims, — we have to admit that, do what we may, we shall never know the names of all who were imprisoned, —of all who perished,—and of all who survived. We must abandon all critical inquisitiveness and remain conveniently satisfied with nothing better than the allegation that 146 persons were thrust into the Black Hole, 123 died of suffocation and only 23 survived. But who were they ? We must never ask to know.

Knowing how the number of prisoners gradually came down from 200 to 146, and knowing how the number of survivors gradually mounted up from 6 to 23, it will be an insult to human intelligence not suppose that the names, of all who were imprisoned and of all who perished and also of all who survived, must have been ascertained at some stage to find out the definite numbers related in the current story. But do what we may, we shall never know—when, where, how, and by whom such an enquiry was made, and with what result.

The List of Holwell.

This leads us to only one source of information ; and that source leads to the available lists.

The list annexed to the "genuine narrative" of Holwell (Hill, III, 131-154), contains only some of the names,—not all. This list begins by excluding, without any reason, the names of 69 victims ; and, therefore, it purport to disclose the names of 54 persons, though as a matter of fact, it comes abruptly to an end with the names of 52 only ; still giving us 4 more names than those which Holwell caused to be inscribed on his monument. The list does not give us the occupation or nationality of the excluded 69. This exposes the list to the just criticism of all students of History.

This must have convinced Holwell to some extent. His "genuine narrative" with the list annexed was not published until 1764. It contained a fore-word "to the reader", written by Holwell himself, which revealed that he too was not without some misgivings regarding his performance. This "genuine narrative" was originally written as a private letter to a dear friend, on board the Syren-Sloop, when Holwell was going home with the natural expectation of meeting his dear friend in person. Why was this letter written at all, or written during the voyage? It was not written like a letter of *The Citizen of the World* for the purpose of publication. Holwell assures us that "only through a chain of unforeseen accidents" it came "to appear in print". But it was printed and published with a grim picture, made to order, showing "Governor Holwell confined in the Black Hole," which cannot fail to show that a motive of advertisement could not have been altogether absent and the alleged cause of publication could not have been absolutely colourless.

"The Genuine Narrative."

Be that as it may, the list, thus published, failed to render any account of 71 victims,—a large number indeed, —too large to be lightly disregarded as an unimportant matter of unnecessary detail. Yet this list and this "genuine narrative" are the chief foundations on which the current story stands.

The diary of Captain Mills (Hill, I, 40-45), recorded in an octavo pocket book of 16 pages and given to the contemporary historian, who was then in Madras, is another piece of evidence which Mr. Hill now characterises as the first test of Holwell's story; because "this diary still exists and cannot be ignored"; it purports to be a contemporaneous account of events, which happened from day to day from 7th June to 1st July 1756. That "it still exists" cannot show that it "cannot be ignored". Although its existence cannot be ignored, its value will always be ignored whenever it will be properly examined.

Captain Mill's diary.

How was it written ?

We have no evidence that it was recorded from day to day. Such an assumption would lead to many more ;— (i) that it was taken by the writer with him into the Black Hole ; and so it happened to be preserved during the sack of Calcutta ; and (ii) that it was clung to with more than a martyr's steadfastness during all those long hours of unbearable agony in that "night of horrors". It shows at a glance that it could not have been recorded, like an ordinary diary, from day to day ; but that it must have been written afterwards for being sent to Madras to Robert Orme, the historian, who had a well known hobby not only of collecting, but also of preserving all such original documents. This diary records the names of victims and survivors in pages 9-11. In the next page it records the names of those, who escaped, when the fort was taken ; and then, in the next page, it records what had happened before the fort was captured. This anachronism makes it forfeit its bonafide character as a diary written up from day to day.

Supplementary Account.

As the personal narrative of a Captain, engaged in active military work, this diary reveals a significant and disappointing feature, in that it does not disclose any item of personal work done by the narrator. Another account (Hill, I, 194) was sent to Robert Orme to supplement it. But that also gave only an account of what happened to the writer, after he had come out of the Black Hole, until he reached Fulta, on 10th August 1756. According to this account Captain Mills and his companions, after their expulsion from Calcutta on 1st July, came to the Prussian Supercargo and then to Chandernagore, where they resided till 8th or 9th August 1756.

The Prussian Account.

This makes the Purussian account one of great importance to History. According to this account "20 of the English that escaped death" were the first to come up. John Young recorded what he had heard from them about the fall of Calcutta. He did not hear a word about

the Black Hole. Next appeard Messrs. Watts and Colett; and they too could not disclose the story of the tragedy. Lastly came Holwell and his campanions, and from them the story of the Black Hole was heard. This interesting letter of John Young, the Prussian Supercargo (Hill, I, 62-66), discloses an important secret,—it shows at a glance that when Captain Mills appeared, he had no story to tell about the Black Hole.

The London Chronicle.

A report, published in the *London Chronicle*, a year after the event, (Hill, III, 70-74), gives a list of the Europeans "who were in Calcutta, when it was taken, but escaped being put into the Black Hole, and were ordered to leave Calcutta by the Moors." This list contains only four names,—the very names of Captain Mills and his companions, who were not included in the list of survivors, published in the *London Chronicle.* This makes it difficult to regard Captain Mills' diary as the diary of an eye-witness. He can be hardly put forward as a witness to corroborate Holwell. The same remark applies to Grey Junior (Hill, I, 106-109), who was not also a "survivor" and who did not note (Hill, I, 109), that Captain Mills was one of the survivors.

Incredibility of List.

The report of the *London Chronicle* makes the lists, left by Holwell and Captain Mills, equally unreliable. William Bailley was a member of the Council, and an important person. It was reported in the *London Chronicle* that he had died "with a shot in his head." Of the "gentlemen in service", Carse is said to have been 'cut to pieces", having rashly fired a pistol after the place was taken. Lt. Bellamy "shot himself before the attack." Blagg was "cut to pieces on a bastion." Lieutenants Bishop and Paccard died "before the place was taken". Sea Captains Parnell, Stephenson, Carey, and Gray, "were killed in the attack". But, according to Holwell, these very persons died in the Black Hole; and what is more, —Carey died with thankfulness on his lips for having

been offered by Holwell a convenient place, which he could not live to occupy.

The name of Blagg has now been unanimously omitted from the list of victims, and excluded altogether from the names inscribed on the new monument.

Mr. Hill has not however, considered the effect of this exclusion upon the whole testimony.

Evidentiary Effect

As the name of Blagg occurs equally in the lists of victims left by Grey Junior, Holwell and Captain Mills, was it possible for them to have erred independently or to have dreamt simultaneously regarding his death in the Black Hole ? If this is a circumstance, which indicates concert between them, as it does without doubt, does it not affect the entire testimony, and make it difficult to discard one portion and retain the rest ?

Holwell disclosed the names of only eleven "survivors, including his own" One of them, Secretary Cooke, was examined by the Parliamentary Committee appointed in 1772. Instead of giving an oral deposition, like the other witnesses, Cooke preferred to hand in a written narrative (Hill, III, 290-303) said to have been "copied with his own hands from notes taken by him soon after the transactions" of 1756. Although the massacre of the Black Hole was not then one of the subjects of the enquiry, Secretary Cooke volunteered an account of it in his statement, an account which must remind one of Holwell's narrative, which had already been then in print.

Veracity of Eye-witnesses.

These facts and circumstances affect the veracity of all the eye-witnesses alike, even if we do not allow ourselves to be prejudiced against them on account of the little regard for veracity which they enjoyed from their own contemporaries.

Mr. Little has supplemented his original essay with a long letter in *The Statesman* to discuss Holwell's motive for concoction, and the motive of his concocted story being accepted. The value of this labour lies

chiefly in showing that an absolute want of motive cannot be urged in defence of Holwell. When an improbable story is proved to have been started, developed and supported in concert, the question of motive does not really arise, or affect the verdict.

The story : a libel.

Although the Black Hole story was open to these objections from the very beginning, yet it was never subjected to any critical investigation by any of the contemporaries of Holwell. In that respect it has left us in utter darkness,—perhaps also in the suffocating atmosphere of a real Black Hole. But this negligence on the part of contemporaries, whose hands were then always full with one question of life and death after another, cannot be accepted as a test of Holwell's story ;—the truth of which must be established by evidence, not by any conduct, opinion, or want of critical faculties of the contemporaries,

As the story goes, it is an undoubted libel against some at least of the British heroes, who sacrificed their lives in doing their duty ;—nay, it is also a general libel against the British love of truth, which Col. Clive and Admiral Watson took every opportunity to refer to in their correspondence with the Nawab.

Mr. Little's Theory.

In the midst of all these harrowing circumstance, Mr. Little's theory—as to what really happened—comes as a welcome working hypothesis, which agrees, better with probable human conduct than the current story of the Black Hole. Mr. Little may, therefore, be congratulated upon his honest attempt to do Justice, where justice has been either ignored or delayed for more than a century and a half.

The noble band of heroes, who sacrificed their lives in ignorance of Holwell's solicitude to surrender, have a legitimate claim upon the recognition of History. A tribute, paid to their memory by an alien historian, Nawab Golam Hosain Khan, makes the reticence of their own countrymen all the more prominent and deplorable. Mr. Little, will therefore, command the

admiration of all lovers of justice for his noble attempt, inspite of the hesitation of many of his countrymen, which is really due to their inability to look upon his work in its true perspective.

Holwell had associates and devoted ones too. He had more than one in those, who carried the story of the firing at Fulta ; and a principal one in Captain Mills, who supported him regarding the death of Blagg in the Black Hole and helped him greatly by sending a diary to the contemporary historian. Thus supported, Holwell acted in concert,—which related to two important matters, (i) the number of prisoners; (ii) and the death of those in the Black Hole, some of whom at any rate had actually died as heroes in the defence of the fort. With this concert vanishes the large number that is said to have created the suffocation ; and with it vanishes the story of the Black Hole. An unshaken faith in it reveals a want of critical faculty, which Mr. Little is unwilling to claim.

"When we are told", said Lord Acton (*Lecture on the Study of Hirtory*. June, II, 1895) "that England is behind the continent in critical faculty, we must admit that this is true as to quantity, not as to quality of work." Mr. Little's work may now be rightly cited as an exampleof such quality, in contrast with the great body of unscholary criticism that has cropped up against him.

The Conclusion.

True it is that this "gigantic hoax" of Holwell is recorded in every text-book as an actual event of History, and we have to teach it and generations after generations have to continue to learn it by heart. But it is also true, as Lord Acton told us, that,—"the historians of former ages unapproachable for us in knowledge and in talent cannot be our limit. We have the power to be more rigidly impersonal, disinterested, and just than they ; and to learn from undisguised and genuine records to look with remorse upon the past, and to the furture with assured hope of better things ; bearing this in mind that if we lower our standard in History, we cannot uphold it in Church and State."